শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বা

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।



শ্রীচন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত।



প্রথম সংস্করণ।



প্রকাশক—শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩১নং বলরাম বসুর ঘাটরোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৪১।

সন ১৩২৬।



শ্রীভুপতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত।

১।১ কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

 মূল্য ২৷৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গ

স্নেহ এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি এই মহাশাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানপথের প্রদর্শন করিয়াছেন, বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী হরিসোনা গ্রাম নিবাসী পরমজ্ঞানী, কর্ম্মযোগী এবং সংসারে থাকিয়া নিত্যসন্ন্যাসী সেই মহাত্মা শ্রীযুক্ত **অন্নদাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য** মহাশয়ের চরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণিপাত।

এই শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বাক্যের দ্বারা কথঞ্চিৎ আভাসিত হইয়া যাহা বন্ধুগণের মধ্যে অত্র প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পুষ্পাঞ্জলিরূপে তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে অর্পিত হইল; সাদরে গৃহীত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ভবানীপুর,
৫ই ভাদ্র,
সন ১৩২৬ সাল।

প্রণত
শ্রীচন্দ্রকুমার শর্ম্মা।

ওঁ নমো নারায়ণায়

ভূমিকা।



যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ত্রিবিধ গুণভেদ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, আত্মা যে যে প্রকারে গুণযুক্ত হইয়া অনন্ত পরিব্যাপ্ত জগৎকে সৃজন করিয়া আত্মাতে পুনঃ সংহার বা লয় করিয়া থাকেন, তাহা অবগত হওয়া যায় এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বিষয়গুণসমূহের সহিত যেরূপে সংযোজিত হইয়া থাকে, তাহা পরস্পর একত্র অনুভূত হয়, সেই গীতা মহাশাস্ত্রের বিশেষরূপ বিজ্ঞানের পরিবোধক এই ভাবার্থ প্রকাশিত হইল।

এই মহাশাস্ত্র যথার্থরূপে পাঠ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে কেবল ইহাদ্বারাই যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানবকে আত্মোপলব্ধিরূপ মহাজ্ঞান প্রত্যক্ষরূপে প্রদান করিবার জন্যই এই শাস্ত্রের [illegible]।

এই মহাশাস্ত্রের ইতিহাস অংশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই ভাবার্থ লিখিত হইয়াছে। অতীতের ইতিবৃত্ত কেবল "ইতিবৃত্ত" এই জ্ঞান করিলে অশোচ্য বা অনালোচ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং পুরাকালে ইতিবৃত্তরূপে থাকিয়াও, যাহা মনুষ্য হৃদয়ে চিরদিন প্রকাশমান এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ ও সেই অর্জ্জুন নিত্য মনুষ্যদেহে বিরাজমান থাকিয়া যে কথোপকথনাদির দ্বারা নিত্য মনুষ্যকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছেন, সেই প্রকাশময় নিত্যভাব উপলব্ধি করাই এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য।

সকলেই অল্প বিস্তর ভগবানের স্মরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন তাঁহার উপলব্ধি করেন, তাহা পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন। এই প্রত্যয় বা প্রত্যক্ষের হানি হওয়াতে কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ

হয়েন এবং কেহ কেহ বলেন ঠিকমতে তাঁহার স্মরণ হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, কি করিলে তাঁহার ঠিকমত স্মরণ হয়। এই মহাশাস্ত্র, তিনি কি পদার্থ এবং কি করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যাইবে, তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। অগ্রে যেমন জমি তৈয়ারি না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না বা রং ফলান যায় না, সেইরূপ মনুষ্যোচিত পুরুষত্বের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি না করিতে পারিলে, আত্মা বা ভগবান তাহাতে প্রকাশ হয়েন না। কর্ম্মযোগী হইয়া কর্ম্ম করিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি হইবেই হইবে। ইহা কোন কর্ম্ম-বিশেষের অপেক্ষা করে না; প্রত্যেক কর্ম্মেই কর্ম্মযোগ প্রাপ্তি সম্ভব। কর্ম্মের কৌশলই যোগ বলিয়া উক্ত। আত্মচৈতন্যে অবস্থিত হইয়া, অর্থাৎ আমিই যে সেই অবিকারি সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারে কর্ম্ম করা অভ্যাস করিলে, যখন এই আত্মস্থিতি দৃঢ়তা লাভ করিবে, তখন মনুষ্য সর্ব্বকর্ম্মপারগ হইয়া এবং সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও অমৃতত্ব লাভ করিবেন। ফলব্যবধান বশতঃই এই প্রকার স্থিতি বা স্মৃতি আসিতে দেয় না। ফলাসক্তিশূন্য হইয়া কেবল কর্ম্ম নিষ্পন্ন মাত্র হউক, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে আত্মবিস্মৃতি কখনও হইবে না। এই গুহ্য কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মকুশলতা গীতাশাস্ত্রের বিশেষ উপদেশের বিষয়। এই উপদেশের যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধিই এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। আত্মজ্ঞান অনেক শাস্ত্রে অনেক প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই গীতাশাস্ত্রে যেমন সহজে এবং সরল ভাষায় সর্ব্ব-সাধারণের বোধের জন্য সকল শাস্ত্রের সার একত্রীকৃত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। সেইজন্য ইহা একান্ত প্রার্থনীয় যে, সকলেই এই মহাবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পালন পূর্ব্বক এই দুঃখময় সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ করুন।

এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ ইতিহাসরূপে থাকিয়াও নিত্য নূতনের ন্যায় প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মকুশলতার প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক গীতার নিত্যত্ব সম্পাদন করুক, ইহাই অভিপ্রেত।

কর্ম্মই প্রত্যক্ষ এবং জীবজগতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। কর্ম্মের হাত হইতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কেহই কখনও রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন না। এই বর্ত্তমান জীবনে সুখদুঃখ যত কিছু ভোগ হইতেছে, সকলই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলমাত্র। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের উপর জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকেনা; হস্ত হইতে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন বা অভিমত গতিবিধি নিক্ষেপকারীর মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন নির্দ্দিষ্ট পথেই গমন করিয়া থাকে। অতএব বর্ত্তমানে সুখদুঃখাদি ভোগের কারণ যে পূর্ব্বকৃত অতীত কর্ম্ম, তাহার অনুশোচনা না করিয়া, কিম্বা ভবিষ্যতে অতীত কর্ম্মের হেতু কি ফলাফল লাভ হইবে তাহার আলোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বর্ত্তমান কালের কর্ম্ম যাহা পরক্ষণেই অতীতত্ব লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ ফলের সূচনা করিতেছে, তাহা কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে নির্দ্দোষ হইবে, সে বিষয়ে মনোযোগ করাই গীতার উপদেশ। এই উপস্থিত কর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এবং যথাবিধি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমতা মাত্র করিয়া আত্মার পূরণার্থ অনুষ্ঠিত হইলে দোষযুক্ত হয় না। ইহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এই কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের আত্মপ্রকাশ হইয়া পূর্ণত্ব লাভ হয়।

অব্যক্ত হইতেও অব্যক্তহেতু আত্মাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কথঞ্চিৎ আভাসের দ্বারা যাহা অত্র প্রকাশিত হইল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আদ্যন্ত সমস্ত পাঠ করিয়া দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া লইবেন, ইহাই একান্ত ইচ্ছা।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, যাঁহারা সত্যের আদর করেন এবং যাঁহারা আদিকারণ, অনাদি, অজ ও অব্যয় পরমাত্মাকে জগতের মধ্যদিয়া উপলব্ধি করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিয়া প্রাণে কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলে ইহার সার্থকতা হইবে।

পুনশ্চ নিবেদন এই যে, এই গীতাশাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ ও ভাষ্য অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। পাঠকগণ সেই সকল পাঠ করিয়া এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ বিষয়ে বা শব্দার্থে

তাহাদিগের সহিত অনৈক্য দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, শব্দের অর্থ শব্দমাত্র জ্ঞানে না করিয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য পূর্ব্বক যেখানে যাহা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই অত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক শব্দের অর্থ যে এক রকমই সর্ব্বত্র হইবে, তাহা নহে। সৈন্ধব শব্দের অর্থ ঘোটকও হয় এবং লবণও হয়; ভোজনকালে "সৈন্ধবমানয়" শব্দ করিলে, যেমন লবণই আনীত হয়, কেহই ঘোটক আনেন না, তদ্রূপ শব্দের অর্থ দেশকালপাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে উত্তমরূপে সঙ্গত হইয়া থাকে।

"শব্দেনোচ্চার্য্যমানেন যদ্বস্তু প্রতিপাদ্যতে।
তস্য শব্দস্য তদ্বস্তু জ্ঞায়তামর্থসংজ্ঞয়া ॥"
অর্থাৎ প্রকরণাল্লিঙ্গাৎ ঔচিত্যাদ্দেশকালতঃ।
শব্দার্থাস্তু বিভাজ্যন্তে ন রূপাদেব কেবলাৎ ॥

ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্; পদার্থ বোধই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। অতএব যে অর্থ করিলে পদার্থ বোধ হইবে, সেই অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক পদার্থের নিশ্চয় করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভূত হইবে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

"সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥"

৩১ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।
৫ই ভাদ্র, সন ১৩২৬ সাল।

শ্রীচন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মণঃ
চট্টোপাধ্যায়স্য।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ

প্রারম্ভঃ।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ।

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ১
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ২
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ৩
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৪
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৫

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। ওঁ অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষস' ইতি বীজম্। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইতি শক্তিঃ। 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ' ইতি কীলকম্।

অথ করন্যাসঃ। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি

কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অথ অঙ্গন্যাসঃ। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুম্। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি অস্ত্রায় ফট্। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১



নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথা-সংবোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমল-প্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯



ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

নিবেদন।

অসুস্থতা বশতঃ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা ও মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যাপারে ত্রুটি হইয়া পড়িয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে সাধ্যমত নির্দ্দোষ করিতে চেষ্টা করা যাইবে; আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সে সকল দোষ ক্ষমা করিবেন।

প্রকাশকস্য—

আগুক্ষরক্রমে শ্লোকের সূচীপত্র।



ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

অন্বয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চ কিম্ অকুর্ব্বত। ১

অর্থ। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন।—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিলেন? ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥

অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ।—তদা রাজা দুর্য্যোধনঃ পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু আচার্য্যম্ উপসংগম্য বচনম্ অব্রবীৎ। ২

অর্থ। সঞ্জয় কহিলেন। তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ব্যূহ রচনায় ব্যবস্থিত দেখিয়া আচার্য্য দ্রোণ সমীপে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

অন্বয়ঃ। হে আচার্য্য! তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য। ৩

অর্থ। হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কর্ত্তৃক ব্যূহরচনায় সুরক্ষিত পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা অবলোকন করুন। ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ। অত্র শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ যুযুধানঃ, বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজশ্চ; নরপুঙ্গবঃ শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ, সৌভদ্রঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ এতে সর্ব্বে এব মহারথাঃ। ৪।৫।৬

অর্থ। এই সৈন্যদল মধ্যে মহাবল, মহাধনুর্দ্ধর, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র ইহাঁরা সকলেই মহারথ। ৪।৫।৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥৭॥

অন্বয়ঃ। হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ; তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। ৭

অর্থ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অস্মৎপক্ষে যাঁহারা প্রধান এবং মদীয় সেনানায়ক তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হউন, আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য বলিতেছি। ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ। ভবান্, ভীষ্মশ্চ, কর্ণশ্চ, সমিতিঞ্জয়ঃ, কৃপশ্চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণশ্চ, তথৈব চ সৌমদত্তিঃ। ৮

অর্থ। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা। ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ। মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ, নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ, অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (সন্তি) (তে) সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ। ৯

অর্থ। আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প, নানাশস্ত্রধারী অন্য অনেক বীর আছেন তাঁহারা সকলেই সংগ্রামকুশল। ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥১০

অন্বয়ঃ। তৎভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং বলম্ অপর্য্যাপ্তং তু ভীমাভিরক্ষিতম্ এতেষাম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্। ১০

অর্থ। এই ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্যগণ অসমর্থ (বোধ হইতেছে) কিন্তু ভীমরক্ষিত ইহাদের এই সৈন্যগণ সমর্থ (বোধ হইতেছে)। ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ। হি সর্ব্বেষু অয়নেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু। ১১

অর্থ। সকল ব্যূহ প্রবেশপথে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থিত হইয়া সকলেই ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২

অন্বয়ঃ। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ। ১২

অর্থ। মহাপ্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাঁহার (দুর্য্যোধনের) হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ। ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। ১৩

অর্থ। অনন্তর শঙ্খ, পণব (মাদল), আনক (পটহ), গোমুখ (সিঙা) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহসা বাদিত হইল—সেই শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ। ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ (বাদিতবন্তৌ)। ১৪

অর্থ। অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

অন্বয়ঃ। হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ; কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ, পরমেষ্বাসঃ কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ, হে পৃথিবীপতে! মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ। ১৫।১৮

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, এবং ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন; কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন;

আর মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ ও মহাবাহু সুভদ্রাতনয় (অভিমন্যু)—হে রাজন্ ইহাঁরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫।১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ। তুমুলঃ সঘোষঃ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ব্যনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ১৯

অর্থ। তুমুল সেই শব্দ আকাশ এবং পৃথিবী প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥২০॥

অন্বয়ঃ। হে মহীপতে! অথ শস্ত্রসংপাতে প্রবৃত্তে (সতি) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষীকেশং ইদং বাক্যম্ আহ। ২০

অর্থ। হে মহারাজ! অনন্তর শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধোদ্যোগে ব্যবস্থিত দেখিয়া (জ্যারোপণ পূর্ব্বক) ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। ২০

অর্জ্জুন উবাচঃ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচঃ হে অচ্যুত! যাবৎ অহম্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ নিরীক্ষে, (তাবৎ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়। অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (যুদ্ধব্যাপারে) কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্; যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ (অধর্ম্মনিষ্ঠস্য) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনস্য) প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ (তান্) যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে। ২১।২২।২৩

অর্থ। অর্জ্জুন কহিলেন। হে অচ্যুত যাবৎ আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে দর্শন করি, এই যুদ্ধে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং যাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়সাধনার্থ এইস্থানে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিগণকে অবলোকন করি তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১।২২।২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫॥

অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ। হে ভারতঃ গুড়াকেশেন (অর্জ্জুনেন) এবং উক্তঃ হৃষীকেশঃ (হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়ানাং ঈশঃ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং (রাজ্ঞাং) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য" ইতি উবাচ ॥২৪।২৫

অর্থঃ। সঞ্জয় কহিলেন। হে ভারত (মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র)! অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হৃষীকেশ, উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখ

সমুদয় রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে পার্থ সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর"। ২৪।২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ। অত্র পার্থঃ তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি সেনয়োঃ পিতৄন্ (পিতৃব্যান্) পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ (দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান ইত্যর্থঃ) তথা সখীন্ (মিত্রাণি) শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ অপশ্যৎ। ২৬

অর্থ। অনন্তর অর্জ্জুন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত উভয় সেনাতেই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্রগণ, শ্বশুর এবং সুহৃদ্গণকে অবলোকন করিলেন। ২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ। সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ (সন্) ইদম্ অব্রবীৎ। ২৭

অর্থ। সেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন রণস্থলে অবস্থিত সেই সকল বন্ধুগণ সন্দর্শনে অতিমাত্র করুণাবিষ্ট ও বিষাদাপন্ন হইয়া কহিলেন। ২৭

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি (শিথিলায়ন্তে) মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।২৮

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধার্থী এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবশ হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

অন্বয়ঃ। মে (মম) শরীরে বেপথুশ্চ (কম্পশ্চ) রোমহর্ষশ্চ (ভয়সন্তাপাভ্যাং রোমাঞ্চশ্চ) জায়তে; হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (স্খলতি) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে (সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে) এব। ২৯

অর্থ। আমার শরীরে কম্প এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে এবং (অন্তঃসন্তাপে) চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে। ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

অন্বয়ঃ। হে কেশব! অবস্থাতুঞ্চ ন শক্নোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি (বিচলতি) ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি। ৩০

অর্থ। হে কেশব! আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না; আমার মন যেন ঘুরিতেছে, আর আমি অমঙ্গলসূচক লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ন অনুপশ্যামি; হে কৃষ্ণ (অহং) বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন (কাঙ্ক্ষে)। ৩১

অর্থ। যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়লাভ, রাজ্যসুখ, কিছুই চাই না। ৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥৩৪॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃস্যাজ্জনার্দ্দন॥৩৫

অন্বয়ঃ। হে গোবিন্দ! যেষাম্ অর্থে নঃ (অস্মাকং) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্খিতম্, আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ তে ইমে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ, (অতএব) নঃ রাজ্যেন কিম্? ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? হে মধুসূদন! ঘ্নতঃ (অস্মান্ মারয়তঃ) অপি এতান্ ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি ন হন্তুমিচ্ছামি; মহীকৃতে কিং নু? হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ স্যাৎ? ৩২—৩৫

অর্থ। হে গোবিন্দ! যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগ ও সুখ আকাঙ্খা করি সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে; অতএব আমাদের রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি, ভোগেই বা প্রয়োজন কি, জীবনেই বা প্রয়োজন কি? হে মধুসূদন! ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও (আমি পার্থিব রাজ্য কেন) ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও ইহাদিগকে বধ করিতে চাহি না। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? ৩২—৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ। আততায়িনঃ অপি এতান্ হত্বা পাপমেব অস্মান্ আশ্রয়েৎ ; তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ ; হি (যতঃ) হে মাধব স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম (ভবেম)। ৩৬।

অর্থঃ। আততায়ী হইলেও ইহাঁদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপগ্রস্ত হইতেই হইবে ; অতএব আমরা সবান্ধবে দুর্য্যোধনদিগকে বধ করিতে পারিব না যেহেতু হে মাধব! স্বজন বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব ? ৩৬।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ। যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি ; হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্। ৩৭।৩৮।

অর্থ। যদিও লোভে অভিভূত চিত্ত হওয়ায় ইহারা কুলক্ষয়-জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের জ্ঞান কেন না হইবে। (অতএব যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়াই আমাদের উচিৎ)। ৩৭।৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥

অন্বয়ঃ। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি। ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ উত কুলম্ অভিভবতি (ব্যাপ্নোতি)। ৩৯।

অর্থ। কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অধর্ম্ম অবশিষ্ট সমুদয় কুলেও পরিব্যাপ্ত হয়। ৩৯।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥৪০॥

অন্বয়ঃ। হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি; হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীসু দুষ্টাসু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। ৪০

অর্থ। হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মপ্রাদুর্ভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্ট হয়; হে বৃষ্ণিবংশবতংশ! স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১

অন্বয়ঃ। কুলস্য সঙ্করশ্চ (বর্ণসঙ্করশ্চ) কুলঘ্নানাং নরকায় এব (ভবতি) এষাং (কুলঘ্নানাং) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ (নরকে) পতন্তি। ৪১

অর্থ। বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নদিগের নরকের কারণ হয়; পিণ্ডতর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় ঐ কুলঘ্নদিগের পিতৃগণ (নরকে) পতিত হয়। ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥৪২॥

অন্বয়ঃ। এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ কুলঘ্নানাং শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে)। ৪২

অর্থ। কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম (অর্থাৎ যে বৃত্তি বা কর্ম্মের সহিত যে গৃহে জন্ম গ্রহণ করা যায় এবং কুলধর্ম্ম অর্থাৎ যে বৃত্তি বা কর্ম্মের সহিত যে শরীরে জন্মগ্রহণ করা যায়) এই উভয় প্রকার গৃহজাত এবং শরীরজাত সহজ কর্ম্ম বা ধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। ৪২

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" ১৮ অঃ ৪৮ শ্লোকঃ।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ। হে জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (বয়ম্ শ্রুতবন্তঃ)। ৪৩

অর্থ। হে জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হইয়াছে এমন মনুষ্যগণের নিয়ত নরকে বাস হইয়া থাকে, ইহা শ্রুত হইয়াছে।

আভাস।—যাহাদের শরীরধর্ম্ম নাশ হয়, তাহাদের শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিতে না পারায় সর্ব্বদাই দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ। অহোবত (কষ্টম্) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ (অধ্যবসিতাঃ) যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ। ৪৪

অর্থ। অহো! আমরা মহাপাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, যেহেতু রাজ্যসুখ লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়াছি। ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ। যদি অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। ৪৫

অর্থ। যদি প্রতীকারপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র আমাকে, **শস্ত্রধারী** ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার অধিকতর হিতজনক হইবে। ৪৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুন সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ। সঞ্জয়ঃ উবাচ। শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে (সংগ্রামে) সশরং চাপং বিসৃজ্য রথোপস্থে (রথস্যোপরি) উপাবিশৎ। ৪৬

অর্থ। সঞ্জয় বলিলেন! শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এই প্রকার বলিয়া রণস্থলে সশর ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন। ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগোনাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সাংখ্যযোগো নাম

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ। মধুসূদনঃ তথা কৃপয়া আবিষ্টাম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ অর্জ্জুনম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ। ১

অর্থ! সঞ্জয় বলিলেন। মধুসূদন তথাবিধ কৃপাবিষ্ট অশ্রু-পূর্ণাকুললোচন বিষাদাপন্ন অর্জ্জুনকে, এই কথা বলিলেন। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবানুবাচ। হে অর্জ্জুন! বিষমে সঙ্কটে কুতঃ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্ ইদং কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতম্। ২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কটে কোথা হইতে অনার্য্যসেবিত, অসুখকর, অযশস্কর এই মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল। ২

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ (পুরুষত্বহীনং মা আগচ্ছ) এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ন ভবতি) হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধায় সন্নদ্ধো ভব)। ৩

সুখদুঃখরূপ ফল যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই অর্জ্জুন শব্দের (বাক্যের) দ্বারা আলোচনা পূর্ব্বক মুগ্ধ হইতেছেন এবং কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া হে কৃষ্ণ! আমি তোমার শিষ্য, আমাকে শিক্ষা দাও বা শ্রেয় কি তাহা বল, এই সকল প্রলাপ বাক্যের দ্বারা মোহিত বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮॥

অন্বয়ঃ। ভূমৌ অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টকম্) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং তথা সুরাণামপি আধিপত্যং চ অবাপ্য যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ অপনুদ্যাৎ (তৎ) নহি পশ্যামি। ৮

অর্থ। পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধরাজ্য এমন কি সুরগণের আধিপত্য পাইলেও যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে, এমন কিছুই দেখিতেছি না। ৮

আভাস।—যুদ্ধ এখনও করা হয় নাই, কে মরিল কে বাঁচিল তাহা এখনও স্থির হইল না; কেবল শব্দের (বাক্যের) দ্বারা অর্জ্জুন স্থির করিতেছেন যে এই যুদ্ধে আত্মীয়বিয়োগ-জনিত দুঃখ কোনমতেই অপনোদন হইবে না। শব্দের দ্বারা মোহিত হইয়া অহংকারের উৎপত্তি পূর্ব্বক স্থিতপ্রজ্ঞবৎ এবম্বিধ যে নিশ্চয়করণ তাহাকে প্রজ্ঞাবাদরূপে বলা হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব হ॥৯॥

অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ ;—পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দম্ এবম্ উক্ত্বা অহং ন যোৎস্যে ইতি উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব। ৯

অর্থ। শত্রুতাপন অর্জ্জুন সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক গোবিন্দকে এই বলিয়া, "আমি যুদ্ধ করিব না" বলিয়া মৌনী হইলেন। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥১০॥

অন্বয়ঃ। হে ভারত! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ (অর্জ্জুনম্) ইদং বচঃ উবাচ। ১০

অর্থ। হে ভারত! হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন। ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥১১॥

অন্বয়ঃ। ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ, প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূংশ্চ ন অনুশোচন্তি। ১১

অর্থ। শ্রীভগবান বলিলেন। তুমি, যে সকলের জন্য শোক করা অকর্ত্তব্য, সে সকলের জন্য শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ। পণ্ডিতেরা গতাসু এবং অগতাসু কাহারও জন্য শোক করেন না। ১১

আভাস।—শোক = প্রাপ্তবস্তুর বিয়োগে বা বিয়োগ আশঙ্কায় কিম্বা ভবিষ্যতে যাহা ঘটিতে পারে বা নাও ঘটিতে পারে তাহার সংযোগ বা বিয়োগ কেবলমাত্র শব্দদ্বারা আলোচনা পূর্ব্বক মুহ্যমান হওয়ার নাম শোক।

গতাসু = (গত-লয়প্রাপ্ত, অসু-প্রাণ) গতপ্রাণ; প্রাণশব্দ, শব্দ বাচক, যেহেতু প্রাণ ভিন্ন যেমন দেহে চৈতন্য থাকে না, তদ্রূপ বিনা শব্দে ইন্দ্রিয়াদি কাহারও চৈতন্য সম্পাদিত হয় না। শব্দের বা বাক্যের অতীতত্বে লয় হইলে, "গতাসু" বলা হইয়া থাকে।

অগতাসু - অগতপ্রাণ ; যে বিষয়ের উৎপত্তি হয় নাই অথচ শব্দ দ্বারা তাহার উৎপত্তি আশঙ্কা পূর্ব্বক (যথা পুত্র মরে নাই কিন্তু মরিবে বা যদি মরিত এই রূপ জল্পনা কল্পনা পূর্ব্বক) যে অলীক এবং বৃথা উৎপন্ন শব্দমাত্র তাহা "অগতাসু"।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে যে "শ্রোতব্যস্য" "শ্রুতস্য" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা এই শ্লোকে "অগতাসু" এবং "গতাসু" শব্দের সমানার্থ জ্ঞাপক। ভবিষ্যৎ এবং অতীত বাক্যে যখন বুদ্ধি মোহিত না হয় তখনই কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত।

পণ্ডিত - কামসংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আত্মচৈতন্যে অবস্থান পূর্ব্বক যাঁহারা শারীরকর্ম্ম মাত্র করিয়া থাকেন তাঁহারাই পণ্ডিত। তাঁহাদের ফলাসক্তি থাকে না যেহেতু কর্ম্মে তাঁহাদের অহংকার নাই।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" ৪ অঃ ১৯ শ্লোক।

৭এর শ্লোকলিখিত প্রলাপবাক্য এবং ৮এর শ্লোকলিখিত প্রজ্ঞাবাদের নিরাসপূর্ব্বক তদুত্তরে, মোহপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, যে বিষয়ের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহার জন্য শোক করিতেছ অর্থাৎ যাহা (আত্মীয়বিয়োগাদি) বাস্তবিক ঘটে নাই, ঘটিতে পারে বা নাও পারে তাহা বাক্য দ্বারা বৃথা আলোচনা করিয়া মোহিত হইতেছ, এবং প্রজ্ঞাবাদও বলিতেছ অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বৃথা অহংকারের উৎপত্তি করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞবৎ পদার্থ নিশ্চয় পূর্ব্বক মোহপ্রাপ্ত হইয়া

উপস্থিতকর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ। পণ্ডিতগণ এই প্রকার বাক্যের উৎপত্তিতে বা লয়ে শোক করেন না অর্থাৎ মোহিত হয়েন না।

সংশয়পূর্ণ-প্রলাপ এবং সাহংকার প্রজ্ঞাবাদ এতদুভয়ের দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে অর্জ্জুন তৎকালে স্থিতপ্রজ্ঞ বা পণ্ডিত ছিলেন না। ইহাই সংশয়াবস্থা। কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত জীবমাত্রেরই প্রথমে এই অবস্থা হয়। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কখনও ভগবান, তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে, বা ভগবান, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এই প্রকার প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করে, আবার কখনও শব্দ দ্বারা অহংকারের উৎপত্তি করিয়া ইহা করিব বা ইহা করিব না এই নিশ্চয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সংস্কারসূচক এবং সংশয়াত্মক এই সকল বাক্যমোহ নিরাকরণ জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকসকলে বাক্যের অলীকত্ব দেখাইতেছেন।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ। অহং নতু (কদাচিৎ) এব জাতু (জনি প্রাদুর্ভাবে নিপাতন সিদ্ধ) ন আসং ত্বং (তু কদাচিৎ) ন (জাতু ন আসম্) ইমে জনাধিপাঃ ন (জাতু ন আসম্) অতঃপরং সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ চ ন এব। ১২

অর্থ। আমি কদাচিৎ ছিলাম না, একথা ঠিক নহে এবং ছিলাম এ কথাও ঠিক নহে; তুমি যে ছিলে না, এ কথাও ঠিক নহে এবং ছিলে তাহাও ঠিক নহে; এই রাজন্যবর্গ যে ছিলেন না, তাহা নহে এবং ছিলেন তাহাও নহে; আমরা সকলে যে ইহার পরে থাকিব না, তাহাও নহে। আমি, তুমি এবং রাজন্যবর্গ সকলেই আছি বা নাই, ছিলাম বা ছিলাম না এ কথা ঠিক নহে, থাকিব না বা থাকিব এ

কথাও ঠিক নহে। এই শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাক্যের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যাহা কিছু কল্পনা করা হয় তাহার কোনটিই ঠিক নহে কারণ বাক্যের বৈখরিত্ব হেতু তাহার কোন স্থিরতা না থাকায় সকলই অলীক। সুতরাং তাহার অনুশোচনা বৃথা। ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ। যথা অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ কৌমারং যৌবনং জরা, তথা, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অপি) তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি। ১৩

অর্থ। যেমন এই দেহে দেহীর বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ ; ইহাতে ধীর ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হন না। ১৩

আভাস।—ধীর = আত্মস্থিত ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি শব্দের দ্বারা অনিত্য এবং অলীক বিষয়ের বা ভাবের উৎপত্তি করিয়া বিচলিত হয়েন না।

এই শ্লোকে শরীরের, মনের এবং ভাবের অনিত্যতা দেখাইতেছেন এবং বিশেষরূপে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে আমি গর্ভাবস্থায় যখন ছিলাম, আমার বালকত্ব ছিল না, পুনরায় যখন বালক হইয়াছি, তখন গর্ভাবস্থা নাই ; যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব বা বৃদ্ধাবস্থা কিছুই নাই। সুতরাং অবস্থান্তর ঘটিলে সকল অবস্থারই লয় হয়। প্রত্যেক অবস্থার লয়ে প্রত্যেক অবস্থার মৃত্যু এবং প্রত্যেক অবস্থার প্রাপ্তিতে প্রত্যেক অবস্থার জন্ম ; এই ভাবে জন্ম মৃত্যু বিচার করিলে আমি নাই, এমন অবস্থা নাই এবং পর্য্যায় ক্রমে আমি আছি, এমন অবস্থাও নাই। আমার ভাবের শূন্যত্ব এবং প্রকাশত্ব সর্ব্বদাই হইতেছে কিন্তু আমি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে এবং তৎতৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আছি ও নাই হইয়া থাকি। অতএব এই দেহান্তর, বিষয়ান্তর

বা ভাবান্তর প্রাপ্তি সকলই অনিত্য। ধীর ব্যক্তি এই সকলে মোহিত হন না বা শোক করেন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥১৪

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ আগমাপায়িনঃ (অতএব) অনিত্যাঃ; হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব। ১৪

অর্থ। মীয়ন্তে পরিমীয়ন্তে আভিঃ ইতি মাত্রাঃ (যদ্বারা পরিমাণ করা যায়) অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকারাঃ।

স্পৃশ্যন্তে এভিঃ ইতি স্পর্শাঃ—ইন্দ্রিয়াদয়ঃ। এই ইন্দ্রিয় এবং মনবুদ্ধিঅহংকার একত্রে শীতোষ্ণ এবং সুখ দুঃখের উৎপত্তি করে।

আগমাপায়িনঃ—উৎপত্তি নাশশীলাঃ অনিত্যাঃ। প্রকৃতি (বহিরিন্দ্রিয় বৃত্তি) এবং প্রত্যয় (অন্তঃকরণ বৃত্তি) উভয়কে নাশ না করিয়া যে অহংকারের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আমি উভয়কে রক্ষা করিয়া যে ভাবের উদয় হয় তাহা আগম; এই উৎপন্ন আগম বা অহংভাব অপায়ী বা নাশ শীল অতএব অনিত্য।

হে কৌন্তেয়! মাত্রা অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকার স্পর্শের বা ইন্দ্রিয়ের সহিত সঙ্গত হইয়া শীতোষ্ণ বা সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এই দ্বন্দ্বরূপ অহংভাব উৎপত্তিবিনাশশীল অতএব অনিত্য; হে ভারত! সে সকল তুমি ত্যাগ কর। ১৪

আভাস।—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ সর্ব্বদা হইলেও যদি মনবুদ্ধিঅহংকার তাহাতে না যায় তবে সুন্দর কুৎসিতাদি বিচার হয় না। যথা চক্ষু তাহার স্বভাবসিদ্ধ দর্শনকার্য্য করিতেছে, মন তাহাতে সংলগ্ন না হইলে কোন দৃশ্যই দৃষ্ট হয় না। মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা হইলে, তাহা স্বভাবআমিতে পরিণত হয়; এমন অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের

সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও শীতোষ্ণ বা সুখদুঃখাদি কোন দ্বন্দ্বের অনুভূতি হয় না ; অতএব ইহা (দ্বন্দ্বরূপ অহংভাব) অমূলক ও পরিহার্য্য।

ইন্দ্রিয়াদি আপনাপন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মদ্বারা যাহা করে করুক যদি মনবুদ্ধিঅহংকার, সমতাপ্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধগামী হয় ও পূর্ণ আমিতে অবস্থান করে তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৃতকর্ম্ম কর্ত্তৃক আমি কখনই অবসন্ন বা হৃষ্ট হই না এবং সুখ বা দুঃখ কোন ফলই ভোগ করি না কারণ তাহার কোনটীই উৎপন্ন হয় না।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ। হে পুরুষর্ষভ! এতে ধীরং সমদুঃখসুখং যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে। ১৫

অর্থ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই মাত্রাস্পর্শ বা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব যে শান্ত বা অচল আমিতে অবস্থিত সুখদুঃখে সমজ্ঞানযুক্ত বা নির্দ্বন্দ্ব পুরুষকে অভিভূত না করে, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য। ১৫

আভাস।—মনবুদ্ধিঅহংকার বিষয় বাসনা হেতু বিক্ষিপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। যাঁহার মনবুদ্ধিঅহংকার সাম্যে অবস্থিত হয় অর্থাৎ বিষয় সংযোগে বিচলিত না হয় তিনি পূর্ণভাবে অবস্থান করেন। এই অবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র জীবভাব প্রাপ্ত না হওয়াতে সুখ-দুঃখাদি কোন ফল তাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া যান।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ। অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে ; সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে ; তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ (সদসতোঃ) অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ। ১৬

অর্থ। অসতের ভাব বিদ্যমান থাকে না ; সতের অভাব (কদাপি) নাই; তত্ত্বদর্শিগণ এই সৎ এবং অসৎ উভয়ের অন্ত দর্শন করিয়াছেন। ১৬

আভাস।—সৎ অর্থাৎ ধর্ম্ম বা স্থিতি ; যখন যাহার যাহাতে স্থিতি হয় সেই তাহার সৎ এবং তদ্বিপরীত অসৎ। সৎ শ্রদ্ধা, অসৎ অশ্রদ্ধা বলিয়া কথিত।

১৭ অঃ ২৬।২৭।২৮ শ্লোকে সৎ এবং অসতের বিভাগ বলিয়াছেন, যথা :—

"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ॥
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥"

অর্জ্জুন বাক্যের দ্বারা মনে সদসৎ কল্পনা করিয়া যুদ্ধকার্য্যকে অসৎ স্থির করিয়া ত্যাগ করিতেছেন। সেই হেতু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে অসৎ বলিয়া কোন পদার্থই নাই। শব্দ দ্বারাই মনে এই সদসৎ বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। সৎ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা বিদ্যমান। ৩য় অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।"

মনে যে কোন ভাবেরই উদয় হউক না কেন যদি মনবুদ্ধিঅহংকার তাহাতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া একত্রে অবস্থান করে তবে ঐ ভাব সৎই হউক বা অসৎই হউক বস্তুতঃ সতে পরিণত হইয়া যায় কারণ তৎকালে ঐ ভাবেই তাহাদের স্থিতি হয় ; (তত্ত্বস্তুনি তদ্ভাবস্তত্ত্বম্) মনবুদ্ধিঅহংকার তখন তত্ত্বদর্শী হয়।

চৌর্য্যবৃত্তি অসৎ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেও চোরের মনবুদ্ধিঅহংকার যখন তাহাতে তৎভাবাপন্ন হয় তখন ঐ বৃত্তি তাহার প্রকৃতিগত হওয়াতে তাহার প্রতি সৎরূপে অবস্থান করে।

বেশ্যাসক্তি ঘৃণিত হইলেও যখন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের তাহাতে তন্ময়ত্ব আসিযাছিল তখন তাহাই তাঁহাব সৎ হইয়াছিল কাবণ নিঃসংশয় হইয়া তাহাতেই তিনি অবস্থিত ছিলেন।

এই সদসৎ বিভাগেব অন্তে যে কূটস্থচৈতন্য বা আমিরূপ পূর্ণশব্দ আছে অর্থাৎ যাহা হইতে এই সদসৎ দ্বন্দ্বেব উৎপত্তি হয এবং যাহাতে লয হয়, যাহা এই সদসৎকে ধাবণ কবিযা আছে অথচ সৎ ও নহে এবং অসৎ ও নহে, তাহাতে মনবুদ্ধিঅহংকাব বিষযকামী না হইয়া একত্রীকৃত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে বাহ্মাস্থিতি লাভ করে এবং আত্মাযোগ সংঘটিত হয়।

এই পূর্ণ আমিরূপ আত্মাব স্বরূপ পরে বলিতেছেন।

অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ। যেন ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি; কশ্চিৎ অব্যযস্য অস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি। ১৭

অর্থ। যিনি এই সকল (দেহাদি) ব্যাপিযা বা ধাবণ করিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশি জানিও। কেহই সেই অব্যয অর্থাৎ উৎপত্তি নাশ পবিবর্ত্তন শূন্য আত্মার বিনাশ করিতে পাবে না। ১৭

অবিনাশী নিত্য, দেহে দেহী থাকেন না, দেহীতেই দেহ থাকে সুতবাং দেহেব নাশে বা পবিবর্ত্তনে দেহীব নাশ বা পবিবর্ত্তন হয না অতএব দেহী (আমি বা আত্মা) নিত্য।

অব্যয (ন ব্যেতি বা বিবিধরূপং যাতি) অর্থাৎ জন্মমৃত্যুপবিবর্ত্তন শূন্য।

আভাস। জল যেমন ফেন-বুদ্বুদ তবঙ্গাদিকে ধাবণ কবিযা থাকে এবং ইহাদেব নাশে যেমন জলেব কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয না সেইরূপ আমি (আত্মা) এই সকল ইন্দ্রিয়াদি ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি

এবং এই সকলের কোনটীর নাশে আমার (আত্মার) কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না অতএব আমি (আত্মা) অবিনাশী এবং অব্যয় ; আমার (আত্মার) নাশ ইহাদের মধ্যে কেহই করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥১৮॥

অন্বয়ঃ। নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ (দেহিনঃ) ইমে (সুখদুঃখাদিধর্ম্মকাঃ) দেহাঃ অন্তবন্তঃ (নশ্বরাঃ) উক্তাঃ ; তস্মাৎ হে ভারত! যুধ্যস্ব।

অর্থ। সর্ব্বদা একরূপ, নাশশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং পরিমাণশূন্য বা মাত্রাস্পর্শাতীত যে আত্মা (আমি), তাহার দেহ সকল অর্থাৎ যাহাদিগকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন, এমন সুখদুঃখাত্মক ভাব সকল বিনাশশীল বলিয়া উক্ত ; সেই হেতু হে ভারত! যুদ্ধকর।

অনাশিনঃ = নাশশূন্যস্য ; অদর্শনশূন্য বা সর্ব্বদা বিদ্যমান।

অপ্রমেয়স্য = পরিমাণশূন্যস্য ; অপরিমেয় ইতি ভাষা।

যুদ্ধ = বলের দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক একপক্ষ অপর পক্ষকে গ্রহণ বা আনয়ন করার নাম যুদ্ধ।

আভাস। এই সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বধর্ম্মকে ভূতভাব বা ক্ষর ভাব বলে ; ইহার কোনটীই স্থায়ী নহে ; আত্মা হইতে এই সকল উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতেই লয় হইয়া যায়, অতএব এই সকল নশ্বর সুতরাং পরিত্যজ্য।

যুদ্ধ করিতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষুদ্র বা মোহিত বুদ্ধি দ্বারা ক্ষরভাবে চলিয়া গিয়াছে যে অহংকার, তাহাকে পুরুষত্বের দ্বারা অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতাপূর্ব্বক প্রশস্ত বা সম্যক্ বুদ্ধির যোগে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে অবস্থান করাইবার উপদেশ করিতেছেন। এই আত্মস্থিতিকারণ যে পুরুষত্বপ্রয়োগ তাহাই যুদ্ধ, অতএব ইহা সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠেয়।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯

অন্বয়ঃ। যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ (ক্ষরাক্ষরৌ) ন বিজানীতঃ, অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে। ১৯

অর্থ। যে এই আত্মাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা উভয়েই (আত্মার সম্বন্ধে কিছুই) জানে না। ইনি হনন করেন না এবং হত হয়েন না।

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা হইলে অহংকারের পূর্ণত্ব হয়, ইহাকে অক্ষর ভাব বলে এবং বিষয় সংযোগে ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্তি হইলে ক্ষর ভাব হয়। এই উভয় ভাবের অন্তে যে অব্যয় আত্মা অবস্থান করিতেছেন এই শ্লোকে তাঁহারই বিষয় বলা হইতেছে। অক্ষরভাবের উদয়ে ক্ষরভাব নাশপ্রাপ্ত হয় বা হত হয়। অতএব অহংকারই অহংকারকে নাশ করে এবং অহংকারই নাশপ্রাপ্ত হয়। আত্মা কাহাকেও হনন করেন না বা আত্মা কখনও হত হয়েন না।

যেরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তৎস্ফুলিঙ্গ সমূহ অগ্নি হইতে পৃথক্ হইয়া অগ্নিকে প্রকাশ করতঃ পুনঃ অগ্নিতেই লীন হয়, সেইরূপ এই ক্ষরাক্ষর ভাব উভয়ে আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া আত্মাকে প্রকাশ করতঃ পুনঃ আত্মাতেই লীন হয়। ইহারা উভয়েই উৎপত্তিবিনাশশীল; আত্মা অবিনাশী।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

অন্বয়ঃ। অয়ং (আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা; অয়ম্ (আত্মা) ভূত্বা ন ভবিতা, ভূয়ঃ বা ন (ভবিতা); অয়ম্ (আত্মা) অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ, শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। ২০

অর্থ। এই আত্মা কোন কালে জন্মেন না মৃতও হয়েন না; অতীতে জন্মিয়া ছিলেন বলিয়া এখন (বর্ত্তমানে) আছেন তাহা নহে কিম্বা পুনঃ (ভবিষ্যতে) জন্মাইবেন তাহা নহে। ইনি জন্ম রহিত, একরূপ, সর্ব্বদা বর্ত্তমান এবং পুরাণ অর্থাৎ পূর্ব্বে থাকিয়া এখন নূতনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। শরীরের অর্থাৎ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বধর্ম্মের নাশে ইহাঁর নাশ হয় না। ২০

আভাস। অহংকারই জন্মায় এবং মরে; আত্মা অবিনাশী ও অব্যয়। সর্ব্বাদি পূর্ণ আমি (আত্মা) নিত্য পদার্থ, নূতন নূতন ক্ষেত্রে নূতন নূতন ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে "পুরাণ" বলা হইয়াছে, (পুরা স্থিত্বা নবৈব ভাতি ইতি পুরাণঃ)। এই ভাব (অহংভাব) সকল "শরীর" বলিয়া উক্ত; ইহারা উৎপত্তিবিনাশশীল; আত্মা (আমি) জাত বা নাশপ্রাপ্ত হয়েন না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥২১॥

অন্বয়ঃ। যঃ অজম্ অব্যয়ং নিত্যম্ অবিনাশিনম্ এনং বেদ হে পার্থ! স পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি কং হন্তি। ২১

অর্থ। যিনি, জন্মরহিত, বিবিধরূপ—পরিণতিশূন্য, সদৈকরূপ, সর্ব্বদা বিদ্যমান আত্মাকে জানেন, হে পার্থ! সেই পুরুষ কাহাকে বধ করান বা কাহাকে বধ করেন? অর্থাৎ তিনি কাহারও বধের প্রয়োজক নহেন এবং নিজেও কাহাকে বধ করেন না। ২১

আভাস। যাঁহাতে আত্মজ্ঞান বর্ত্তমান অর্থাৎ যিনি আদ্যন্তরহিত, সর্ব্বদা একরূপে বিদ্যমান অক্ষর পুরুষে বা পরমাত্মাতে অবস্থিত, তিনি

ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহা কিছু প্রাকৃতিক কর্ম্ম করেন তাহা কামনাশূন্যতা হেতু ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রসব করে না এবং কোন প্রকারে ঐ বিদ্বানকে বিচলিত করে না, তখন কার্য্যকারাকর্তৃত্বে তাঁহার প্রকৃতিই প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি (পুরুষ) তখন প্রকৃতির পরে অবস্থান করেন; "পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরম্।"

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি (বাসাংসি) গৃহ্নাতি তথা দেহী (অব্যক্ত আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি। ২২

অর্থ। যেমন মনুষ্য জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন (বাস সকল) গ্রহণ করে সেইরূপ দেহী (আমি বা আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ প্রাপ্ত হন। ২২

যিনি দেহকে জানেন বা ধারণ করেন সেই অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ বা সমষ্টীআমিকে "দেহী" বলিতেছেন।

আভাস।—দেহী বাসনারূপ বাসের দ্বারা আবৃত হইয়া অহং অভিমান যুক্ত হয়েন ও সুখদুঃখ ভোগ করেন এবং জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়েন; যথা চক্ষুর আমি, কর্ণের আমি, জিহ্বার আমি ইত্যাদি। বাসনা ভোগারম্ভে নূতন এবং ভোগান্তে জীর্ণ হয়। এক বাসনার লয়ে অপর বাসনার উৎপত্তি হয়; যাহার লয় হইল সেইটী জীর্ণ এবং যাহার উৎপত্তি হইল সেইটী নূতন বলিয়া কথিত হয়। মনুষ্য যেরূপ জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বস্ত্রেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাসনাময় দেহের নাশে বা

উৎপত্তিতে দেহীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, আবরণের বা দেহেরই রূপান্তর হইয়া থাকে, সুতরাং দেহান্তর, ভাবান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি, বাসান্তর গ্রহণের ন্যায় ; অতএব শোকের বিষয় নহে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥২৩

অন্বয়ঃ। এনম্ (আত্মানং) শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি ; এনম্ (আত্মানম্) পাবকঃ ন দহতি ; এনম্ (আত্মানম্) আপঃ ন ক্লেদয়ন্তি মারুতঃ এনম্ (আত্মানম্) ন শোষয়তি।

অর্থ। শস্ত্র সকল এই অক্ষর আত্মাকে বা সমষ্টীআমিকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না।

আভাস। শস্ত্রকে পৃথিবীর সহিত তুলনা করা হইতেছে কারণ পৃথ্বীতত্ত্বে অবস্থিত ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখরূপ চারিটী ভাব জীবকে শস্ত্রের ন্যায় ছেদ্ ভেদ্ করিতেছে। আকাশ (অবকাশং জনয়তি ইতি আকাশঃ), যেরূপ ক্ষিত্যপ্তেজমরুতাদি ভূতসকলকে বিভাগ করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষিত্যপ্তেজমরুৎগণের মধ্যে কেহই আকাশকে বিভাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিরূপ শব্দ (আত্মা) ক্ষিতিঅপ্তেজমরুতের গন্ধরসরূপ-স্পর্শাদি গুণকে বিভাগ করিয়া থাকে কিন্তু তাঁহাকে (আত্মাকে) তাহারা কেহ ছেদ্ ভেদ্ করিতে পারে না। রূপের দ্বারা রূপকে ছেদ্ বা ভেদ্ করা যায় এই জন্য বাণাদি শস্ত্রের দ্বারা (যেহেতু ইহাদের রূপ আছে) দেহকে ছেদ্ ভেদ্ করিতে পারে ; হাতের দ্বারা হাত কাটিতে পারা যায় ; কিন্তু সকলের বিভাগকর্ত্তা অর্থাৎ অবকাশজনক বা ব্যবধান ঘট ইতেছে, যে আকাশ সদৃশ আমিরূপ শব্দ বা আত্মা, তাঁহাকে ক্ষিত্যপ্তেজাদি ভূতগণ বা স্পর্শরূপাদি বিষয় সকল কেহই ছেদ্ ভেদ্ করিতে পারে না অতএব আমির (আত্মার) ক্ষয় ব্যয় নাই সুতরাং অশোচ্য।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

অন্বয়ঃ। অয়ম্ (আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ এব চ; অযম্ (আত্মা) নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ, স্থাণুঃ অচলঃ, সনাতনঃ, অয়ম্ অব্যক্তঃ, অচিন্ত্যঃ, অবিকার্য্যঃ উচ্যতে; তস্মাৎ এনম্ (আত্মানম্) এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি। ২৪।২৫

অর্থ। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, ইনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, নিষ্কম্প, শাশ্বত, ইনি বাক্যের অগোচর এবং অবিকারী (অপরিবর্ত্তনশীল) বলিয়া কথিত হন; অতএব ইহাঁকে এই প্রকার জানিয়া অনুশোচনা করিতে পার না। ২৪।২৫

আভাস। তরঙ্গকে ধারণ করিয়া আছে যে জলধি, তাহার যেমন কোন পরিবর্ত্তন হয না, তরঙ্গ সকলই নানারূপে ছিন্ন ভিন্ন ও কম্পনাদি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার আমি বা আত্মা যে রূপাদি দেহ সকলকে ধারণ করিয়া আছেন তাহাদেরই ছেদ্ ভেদ দহন শোষনাদি রূপান্তর ঘটে, "আমির" বা আত্মার সে সকল কিছুই হয় না; এই আকাশ সদৃশ আমি বা আত্মা সকলকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া সর্ব্বব্যাপী, স্বস্থানে নিশ্চল ভাবে অবস্থান হেতু স্থির; ইহাতে ভাসমান বস্তু সকলই চলে, ইনি চলেন না, জলধিবক্ষে তরঙ্গবৎ ইহাঁতে ভাসমান বিষযাদি কম্পিত হয়, ইনি কম্পিত হয়েন না; বাক্য দ্বারা ইহাঁর স্বরূপ নির্দ্দেশ হয় না যেহেতু ইনি একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ নিজ বোধরূপ; পরিমেয় বিষয়ের চিন্তা হইয়া থাকে, আত্মা অপরিমেয় বলিয়া অচিন্ত্য; ইহাঁর কোন বিকার নাই। ইহাঁতে অবস্থিত দেহাদির বিকার হয়, ইনি সর্ব্বাবস্থায় একরূপ। এই প্রকার আত্মার জন্য বৃথা অনুশোচনা করিতে পার না।

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥২৬॥

অন্বয়ঃ। অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে তথাপি হে মহাবাহো! ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৬

অর্থ। পক্ষান্তরে যদিও এই আত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃতের ন্যায় দেখিতেছ·তথাপি হে মহাবাহো! তুমি তাহার জন্য শোক করিতে পার না। ২৬

আভাস। আত্মা অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ বা সমষ্টীআমি অজ এবং নিত্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন, পুনঃ তাঁহাকে এই শ্লোকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃতের ন্যায় দেখিতেছ বলিতেছেন ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দদ্বারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়যোগে আমি বা আত্মা হইতে ভাবের বা অহংকারের উৎপত্তি হয় পুনঃ ঐ ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে সেই শব্দজনিত ভাব বা অহংকার লয় হয়, এই ভাবের বা অহংকারের উৎপত্তি এবং লয় আমার বা আত্মার জন্ম এবং মৃত্যু ইত্যাকার অনুমান হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি বা আত্মা থাকে এবং ইন্দ্রিয়ও থাকে ; ইন্দ্রিয়ের আমি বা আত্মা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত হয়, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে বা প্রকৃতিতে আত্মার এই প্রকার জন্ম ও মৃত্যু নিত্য হইতেছে, সুতরাং তাহা অনুশোচনার বিষয় নহে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিতেছেন।—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

দেবানাম = মনবুদ্ধিঅহংকারাদিনামিত্যর্থঃ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥২৭॥

অন্বয়ঃ। হি (যতঃ) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য জন্ম চ ধ্রুবঃ ; তস্মাৎ অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবিনি) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং ন শোচিতুম্ অর্হসি। ২৭

অর্থ। যেহেতু জাতবস্তু মাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিৎ, এবং মৃতের জন্মও নিশ্চিৎ, সেই হেতু তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিতে পার না। ২৭

আভাস। জাত = যাহা জন্মিয়াছে ; মনবুদ্ধিঅহংকারের অসমতাহেতু বহির্ম্মুখীন্ ব্যষ্টি অহংকার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আত্মারূপে জন্মিয়া থাকে ; যথা, দর্শনকালে চক্ষের আমি, স্পর্শনকালে ত্বকের আমি, শ্রবণকালে কর্ণের আমি, ইত্যাদি।

মৃত = এই ব্যষ্টি অহংকার একটী ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্দ্রিয়ে যাইবার কালে প্রথমটীতে মৃত বলিয়া উক্ত হয়, কারণ একটীকে নাশ না করিয়া অপরটী প্রভবিত হইতে পারে না, যেহেতু দর্শন শ্রবণ ক্রিয়া যুগপৎ হয় না।

পুনর্জন্ম = দুইটী ইন্দ্রিয়ের আমি (আত্মা বা অহংকার) যুগপৎ উদয় বা স্থায়ী হয় না বলিয়া একটী অপরটীকে নাশ করিয়া উদয় হয় ; কর্ণের আত্মা ও চক্ষের আত্মা যুগপৎ উদয় হইতে বা স্থায়ী হইতে পারে না, যেহেতু শ্রবণকালে দর্শনাদি হইতে পারে না ; অতএব ঐ ব্যষ্টি আত্মা জন্মিয়া নাশপ্রাপ্ত হয় এবং নাশপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃ জন্মাইয়া থাকে, ইহাই পুনর্জন্ম।

মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণে একমাত্র সমষ্টী বা অক্ষর আমি প্রকাশ হইয়া থাকেন ; ইনি অবিভক্ত এবং জন্মমৃত্যুর অতীত। রাগদ্বেষ

দ্বারা এই অবিভক্ত আমি (আত্মা) বিভক্তের ন্যায় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা অহংকাররূপে প্রকাশ হয়েন এবং তাঁহাকে জন্মমৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তবৎ হইতে দেখা যায়। অতএব ইহা শোকের বিষয় নহে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ। হে ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি অব্যক্ত নিধনানি এব; তত্র কা পরিদেবনা। ২৮

অর্থ। হে ভারত! ভূত সকল আদিতে অব্যক্তে ছিল, মধ্যে ব্যক্ত বা প্রকাশ হইয়াছে এবং অন্তে অব্যক্তে লয় হইবে অতএব তাহাদের জন্য শোকবিলাপ কি? ২৮

আভাস। ইন্দ্রিয়গত আত্মার বিষয়ে গমন হইলে ব্যক্ততা, এবং বিষয় হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ততা হয়। সৃষ্টপদার্থ মাত্রেই ব্যক্ত এবং তাহার কারণস্বরূপ (আত্মা বা আমি) অব্যক্ত বলিয়া কথিত; অতএব শব্দস্পর্শাদি বিষয় সংযোগে যে সকল ভূতভাব উৎপন্ন হইয়া জীবকে পরিচালিত করিয়া থাকে তাহা উৎপত্তিনাশশীল বলিয়া অশোচ্য; সুতরাং মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য প্রকাশিত ঐ যে উৎপত্তিনাশশীল ভূতভাব তাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা হইতে ইহা উৎপন্ন হইতেছে এবং যাহাতে লয় হইতেছে সেই অব্যক্ত অক্ষরে বা স্বভাবে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ। কশ্চিৎ এনম্ (ভূতাদিকম্) আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈবচ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যঃ চ এনং (ভূতাদিকম্) আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, শ্রুত্বা চ কশ্চিৎ অপি এনং (ভূতাদিকং) নৈব বেদ। ২৯

অর্থ। কেহ এই ভূতগণকে আশ্চর্য্যবৎ (আচরণবৎ) দেখেন, কেহ বা ইহাদিগকে আশ্চর্য্যবৎ (আচরণবৎ) বলেন, অন্যে ইহাদিগকে আশ্চর্য্যবৎ (আচরণবৎ) শুনেন, শব্দদ্বারা ইহাদিগকে কেহই জানিতে পারেন না। ২৯

আভাস। শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় সকল আপন আপন ইন্দ্রিয়ে ভূতরূপে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে; যথা চক্ষে রূপভূত, ত্বকে স্পর্শভূত, জিহ্বাতে রসভূত ইত্যাদি। এই ভূতগণ শ্রবণদর্শনকথনাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন যাহা দর্শন করা যায় বা যখন যাহা শ্রবণ করা যায় তৎকালে যেমন তৎপদার্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয় মনে হয় না সেইরূপ যখন যে ভাবে থাকা যায় তখন সেই ভাব ব্যতীত অপর ভাব উপলব্ধি হয় না। শ্রবণদর্শনকথনাদি দ্বারা ভূতভাবই প্রত্যক্ষ হয়, পরমাত্মাদর্শন হইতে পারে না। শুনিয়া অর্থাৎ শব্দ দ্বারা ভূতগণকে জানা যায় না, যেহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ আচরণবৎ; যখন যেমন আচরণ তখন তদ্রূপ উপলব্ধি, যথা দর্শনকালে রূপের, শ্রবণকালে শব্দের, আস্বাদন কালে রসের উপলব্ধি ইতি; আমিও তখন খণ্ডত্ব হেতু আচরণবৎ হইয়া থাকি। "কশ্চিৎ," "অন্য" এই শব্দে ইন্দ্রিয়গত অহংকার বা খণ্ড আমিকে বুঝাইতেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বা দেহে ভূতাদির ভিন্নত্ব হেতু তাহারা যে নাশশীল ইহা দেখাইয়া পরশ্লোকেঐ সকলের ধারক দেহী আমি বা আত্মা যে নিত্য অবধ্যরূপে আছেন তাহা দেখাইতেছেন।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥৩০

অন্বয়ঃ। হে ভারত! অয়ং দেহী (আত্মা) নিত্যং সর্ব্বস্য দেহে অবধ্যঃ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি। ৩০

অর্থ। হে ভারত! এই দেহী বা আত্মা নিত্যত্ব হেতু কায়মন-বাক্যাদি দেহে অবধ্য। সেই হেতু (আত্মা নিত্য বলিয়া) ভূত সকলের জন্য তুমি শোক করিতে পার না। ৩০

আভাস। ভূতগণ নাশশীল হইলেও ইহাদিগের ধারক এবং সমষ্টী রূপে (কায়মনবাক্যাদির একত্রীকরণে) যে অধিযজ্ঞ পুরুষ আমি (আত্মা) আছি, তাহা অবধ্য কারণ তাহা উৎপত্তিনাশশূন্য, অব্যয় এবং নিত্য; চক্ষুকর্ণাদি পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রে অবস্থিত ব্যষ্টি অহংকার এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সংযোগে তাহাতে উৎপন্ন ভাবসকল জন্মায় ও মরে অতএব তাহা অনুশোচনার বিষয় নহে।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎশ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥৩১

অন্বয়ঃ। স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে। ৩১

অর্থ। স্বধর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার কম্পিত হওয়া উচিৎ নয়, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য শ্রেয় কিছুই নাই।

ধর্ম্ম = স্থিতি; স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম বা আত্মস্থিতি।

ধর্ম্মযুদ্ধ = ধর্ম্ম অর্থাৎ স্থিতি, স্থিতি কারণ যে যুদ্ধ তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ।

যুদ্ধ = এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলের দ্বারা আনয়ন করার নাম যুদ্ধ। আত্মস্থিতি কারণ যে পুরুষত্বপ্রয়োগ তাহাই যুদ্ধ। ৩১

আভাস। প্রত্যেক মনুষ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিটী

স্বভাবজ ধর্ম্ম আছে; এই ধর্ম্মের তারতম্যে বৃত্তি ও দেহাদি লক্ষণের তারতম্য হয়।

ব্রাহ্মণত্ব যথা—"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"
১৮ অঃ, ৪২ শ্লোক।

অর্থাৎ যখন মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্ম্মফলে বিশ্বাস, এই সকলে স্থিতি হয়, তখন মনুষ্যের ব্রাহ্মণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। চৈতন্যে অবস্থান করাই ব্রাহ্মণত্ব।

ক্ষত্রিয়ত্ব যথা—"শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"
১৮ অঃ, ৪৩ শ্লোক।

অর্থাৎ যখন শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, কৌশল, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, ঈশ্বরভাব বা অহংকর্ত্তা ইতিভাব প্রকাশিত হয়, তখন মনুষ্যের ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব যথা—
"কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"
১৮ অঃ, ৪৪ শ্লোক।

কৃষি অর্থাৎ (কৃষি আকর্ষণে "কর্ষন্তিতুরগা রথম্" ইতি দুর্গাদাসঃ) ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ। গোরক্ষা অর্থাৎ গো বা শব্দকে রক্ষা করা বা পালনকরা (আত্মবাক্য প্রতিপালন)। বাণিজ্য অর্থাৎ আদান প্রদান অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকারাদির পরস্পর কথোপকথন এবং বোধ সম্পাদন। পরিচর্য্যাকার্য্য অর্থাৎ কায়মনবাক্যের দ্বারা ঐ সকল গুণের সেবা করা বা আচরণ করা; এই গুলি যথাক্রমে বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণত্বে বা আত্মচৈতন্যে স্থিতিলাভ করিতে হইলে শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি ইত্যাদি দ্বারা পুরুষত্ব আবশ্যক; এই পুরুষত্ব প্রয়োগই ক্ষত্রিয়ত্ব

বা ধর্ম্মযুদ্ধ। পুরুষত্ব প্রয়োগ দ্বারা স্বধর্ম্মে বা আত্মচৈতন্যে অবস্থিত হইলে কম্পনাদি (রাগদ্বেষাদি) বিকার থাকে না এবং ইহা অপেক্ষা শ্রেয় আর কিছু নাই।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥৩২

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্, অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ (ইব) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে। ৩২

অর্থ। হে পার্থ! আপনা হইতে উপস্থিত, মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় ঈদৃশ যুদ্ধ পুণ্যবন্ত ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকেন। ৩২

আভাস। এই যুদ্ধকে স্বর্গ দ্বারের ন্যায় বলা হইয়াছে কারণ ইহাদ্বারা স্বর্গে বা সুখে অবস্থান করা যায়; মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতার দ্বারা আত্মাতে অবস্থানই স্বর্গ এবং সুখ। এই যুদ্ধ ঐ স্বর্গসুখ প্রাপ্তির কারণ। যুদ্ধ শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিষয়গত আত্মাকে পুরুষত্বের দ্বারা আনয়ন পূর্ব্বক আত্মস্থ করাই যুদ্ধ বা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য। ঈদৃশ যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥৩৩

অন্বয়ঃ। অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি। ৩৩

অর্থ। পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে। ৩৩

স্বধর্ম্ম = আত্মধর্ম্ম বা আত্মস্থিতি।

কীর্ত্তি = শূরত্বাদি প্রভাব। সামঞ্জস্য করিবার যে কর্ম্ম কুশলতা তাহার নাম কীর্ত্তি।

আভাস। এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি দুইয়েরই লোপ বশতঃ অসমতা প্রাপ্তি রূপ দুঃখে বা পাপে অবস্থিত হইবে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ। অপিচ, ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি; সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে। ৩৪

অর্থ। অধিকন্তু ভূতগণ তোমার অব্যয় অর্থাৎ সর্ব্বদেশকাল-ব্যাপী অকৌশলের কথা ব্যক্ত করিবে। উৎপত্তিশীল অহংকারের কর্ম্ম কুশলতার অভাব তাহার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক। ৩৪

আভাস। ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সংযোগে যে ভূতভাবের উৎপত্তি হয় তাহার দ্বারা যখন জীব পরিচালিত হইতেছে দেখা যায় তখন যে তাহার কর্ম্মকুশলতার অভাব হইয়াছে ইহাই প্রকাশ হইয়া থাকে। উৎপত্তিশীল অহংভাব "সম্ভাবিত" শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আত্মাতে পুনঃ প্রবেশকে অহংভাবের বা আমিত্বের মরণ বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিতে না পারিলে তাহারা ব্যভিচারী এবং উন্মার্গগামী হইয়া দুঃখের সৃষ্টি করে ইহাই অকীর্ত্তি; অহংকারের নাশরূপ মরণ অপেক্ষা অকীর্ত্তি (পুরুষত্বহীনতা) দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। রাগদ্বেষযুক্ত অহংকারে অবস্থান অপেক্ষা রাগদ্বেষ মুক্ত হইয়া পূর্ণত্বে অবস্থান করা শ্রেয়ঃ। এই পূর্ণত্বে অবস্থান করিলেই ব্যষ্টিভাবের নাশ হয়। অহংকার যখন জন্মিয়াছে তখন পুরুষত্বের দ্বারা তাহাকে আত্মস্থিত করা শ্রেয়ঃ নচেৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত হইয়া দুঃখের উৎপত্তি করিবে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥৩৫॥

অন্বয়ঃ। মহারথাশ্চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে যেষাং ত্বং বহুমতং ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি। ৩৫

অর্থ। মহারথগণ, তুমি ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইতেছ, এই মনে করিবে; যাহাদের মধ্যে তুমি সম্মানিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লঘুত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫

আভাস। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে যাইলে অব্যাহতপ্রভাব এবং অব্যাহত-গতি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে মহারথ বলা হইয়াছে। অভয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং ভয়ে কর্ম্মে নিবৃত্তি হয়; কুফল হইবে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্রেই কর্ম্মে বিরতি বা নিবৃত্তি আসিয়া থাকে, ভয়ই ইহার কারণ, সেই জন্য ভয় হেতু যুদ্ধে উপরত বা নিবৃত্ত ইহা বলা হইয়াছে।

অহংকার যখন ইন্দ্রিয়গণের ভর্ত্তাস্বরূপ অর্থাৎ ধারক হইয়া পূর্ণভাবে অবস্থান করেন তখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত এবং তদ্বশে থাকে বলিয়া তাহা-দিগের মধ্যে তিনি বহুমানযুক্ত হইয়া থাকেন এবং যখন ফলাসক্তি বশতঃ অর্থাৎ কেবলমাত্র শব্দজ ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া আত্মস্থিতির জন্য পুরুষত্ব প্রয়োগ করিতে অর্থাৎ প্রত্যাহারপরায়ণ হইতে বিরত হয়েন এবং ইন্দ্রিয়ে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়বৃত্তি) কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকেন তখন তাঁহার লঘুত্ব (খণ্ডত্ব) হইয়া থাকে; এই লঘুত্ব (খণ্ডত্ব) প্রাপ্তিই দুঃখের কারণ।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥৩৬

অন্বয়ঃ। তব অহিতাঃ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি চ, ততঃ দুঃখতরং কিং নু? ৩৬

অর্থ। তোমার শত্রুসকল তোমার সামর্থ নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে; তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখতর আর কি আছে? ৩৬

আভাস। আত্মা বিষয়ে গমন করিলে অনাত্মরূপী হইয়া শত্রু হয়;

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥" ৬ অঃ, ৬ শ্লোক।

এই অবস্থায় বুদ্ধি মোহিত হওয়াতে ইন্দ্রিয়াদি অহিতকর কার্য্যসকল করিয়া থাকে এবং অনন্ত দুঃখের উৎপত্তি করে। বাক্য বা ভাবসকল বিষয়েরই প্রকাশক হইয়া থাকে অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধেই জল্পনা কল্পনা করে এবং দুঃখ দায়ক হয়; ইহাকে অবাচ্যবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সকলই সামর্থের বা পুরুষত্বের হীনতার পরিচায়ক সুতরাং নিন্দা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ। হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে, হে কৌন্তেয়! তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (সন্) উত্তিষ্ঠ। ৩৭

অর্থ। যদি হত হও, স্বর্গ পাইবে এবং জয় লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। ৩৭

আভাস। যদি অহংকার বা আমিত্বের নাশ বা লয় হয় তবে আত্মস্থিতি হেতু অনন্ত সুখ ভোগ হইয়া থাকে।

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে॥" ৫ অঃ, ২১ শ্লোক।

পক্ষান্তরে যদি জয়লাভ হয় অর্থাৎ অহংকারের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়গণকে তদধীনে রাখিয়া এবং তাহাদিগকে স্বভাবে অবস্থান করাইয়া, কর্ম্ম করাইতে সামর্থ থাকে, তাহা হইলে সুখদুঃখশীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববহির্ভূত হওয়াতে, নিষ্কণ্টকে এই দেহ রাজ্য ভোগ হইয়া থাকে।

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ১৮ অঃ, ৫৩ শ্লোক

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" ১৮ অঃ, ৫৪ শ্লোক।

অতএব যখন উভয় পক্ষেই শ্রেয় লাভ হইতেছে তখন যুদ্ধে (পুরুষত্ব প্রয়োগে) পরাঙ্মুখ হইয়া, দুখঃপ্রাপ্ত না হইয়া, যুদ্ধ (স্থিতিকারণ পুরুষত্ব প্রয়োগ) করিতে নিশ্চয় কর এবং তাহাতে উদ্যোগী হও, ইহা উপদেশ করিতেছেন।

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।" ১১ অঃ, ৩৩ শ্লোক।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥৩৮॥

অন্বয়ঃ। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (অপি সমৌ কৃত্বা) ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব; এবং (সতি) পাপং ন অবাপ্স্যসি। ৩৮

অর্থ। সুখদুঃখ, লাভালাভ, এবং জয় পরাজয়ে তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও, তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। ৩৮

আভাস। ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ম্ম করিতে উদ্‌যোগী হইতে উপদেশ করিতেছেন; কারণ ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে কর্ম্মের পূর্ণত্ব হইবে না এবং আত্মস্থিতিও হইবে না। ফলব্যবধান হেতু, বুদ্ধির বিশুদ্ধতা হয় না, সুতরাং মোহিতবুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম বা অহংকারপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; তাহাতে দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে; আত্মযোগপ্রাপ্তি হয় না। ফলাসক্তি (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বমোহ) বর্জ্জিত কর্ম্মে দুঃখের উৎপত্তি হয় না, আত্মযোগই হইয়া থাকে।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

অন্বয়ঃ। সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা; যোগে তু ইমাং শৃণু; হে পার্থ! যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (সন্) কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ৩৯

অর্থ। সংখ্যয়া রূপাদিসংখ্যয়া যজ্‌জ্ঞানং তৎসাংখ্যম্। সাংখ্যে অর্থাৎ সাংখ্যযোগে বা মনবুদ্ধিঅহংকারে অধিষ্ঠিত যে বুদ্ধি বা সংস্কার সে সকল তোমায় বলা হইল। এখন কর্ম্মযোগে বুদ্ধির বিষয় শ্রবণ কর; হে পার্থ! যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে, তুমি কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবে। ৩৯

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারের দ্বারা যাহা নিশ্চয় হয় তাহা সাংখ্য. কায়মনবাক্য বা চক্ষুকর্ণজিহ্বানাসিকাত্বগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা করা হয় তাহা যোগ।

মনে কত প্রকার সংকল্প বিকল্প হইতেছে, ইন্দ্রিয়যোগে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহাদ্বারা কখনই আত্মযোগ প্রাপ্তি হয় না। কর্ম্মফল. বাসনা, আশা, সকলই মনে অবস্থান করে এবং যোগপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া, জীব তাহার সমতা লইতে পারে না। অতএব কেবল শাব্দিক আলোচনা দ্বারা "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি ভাবে বিচলিত না হইয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করিয়া, যোগযুক্ত হওয়াই শ্রেয়।

পূর্ব্বে শব্দজ্ঞানমূলক সাংখ্যবুদ্ধির বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম বা যোগবিষয় বলিতেছেন; এই উভয়ের যোগে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সে বুদ্ধি সংশয়রহিত এবং যথার্থ বুদ্ধি, কারণ ইহাদ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া আত্মযোগ লাভ হয়। কেবলসাংখ্যবুদ্ধি অযোগ হেতু বন্ধের কারণ হইয়া থাকে।

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥" ৫ অঃ, ৬ শ্লোক।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ। ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি ; প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে ; অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে। ৪০

অর্থ। এই কর্ম্মযোগে পরিতাপ নাই ; বিঘ্ন নাই ; এই ধর্ম্মের অল্পানুষ্ঠান্ও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। ৪০

আভাস। মনসঙ্কল্পিত কর্ম্মে অভিক্রম বা পরিতাপ আছে কারণ তাহাতে কর্ম্মের যথার্থ বুদ্ধি নাই। যথার্থ উপযোগী কোনটী হইবে, সে বিষয়ে মন অজ্ঞ, সুতরাং সে নানাপ্রকার ভাবপ্রাপ্ত হইয়া, কোনটী উপযোগী হইবে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে স্থির করিতে পারে না। যখন এই মন এবং ইন্দ্রিয় উভয়ের সংযোগ হইবে তখনই মনগতবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি একীকৃত হইয়া বুদ্ধিযোগ হইবে। মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনবাক্য উভয়ের সমতা হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা দ্বারা জন্ম-মরণাদি যে মহৎ ভয়, তাহা হইতে ত্রাণ পাইবে। অর্থাৎ এতদ্বারা অহংকারের উৎপত্তি হইবে না বরং নিবৃত্তিই হইবে। অহংকারই জন্মে, অহংকারই মরে, সুতরাং অহংকার না থাকিলে জন্মমৃত্যুরূপ মহৎভয় উৎপন্ন হইতে পারে না।

"একত্বাৎ সামান্যত্বং" সুতরাং একমুখী এবং একত্ব হেতু স্বল্পশব্দ যোজিত হইয়াছে। সংকল্পিত কর্ম্ম বহুশাখাযুক্ত এবং অনন্ত। বুদ্ধিযুক্ত আত্মধর্ম্ম একমুখী সুতরাং "স্বল্প" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; ভেদে ভয় অবস্থিত কিন্তু একে চিরকালই অভয়, সুতরাং একত্ব হেতু ইহা (আত্মধর্ম্ম) স্বল্প; এবং ভয় উৎপন্ন করে না।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ। হে কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা এব; অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ হি অনন্তাশ্চ। ৪১

অর্থ। হে অর্জ্জুন! এই কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা যে বুদ্ধি তাহা এক বিষয়িণী; অব্যবসায়ী বা সকাম্‌কর্ম্মীগণের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্ত। ৪১

আভাস। আত্মযোগ প্রাপ্ত হইবার যে চেষ্টা তাহা সদাই এক বিষয়িনী হইয়া থাকে। ইহাতে যত কিছু কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কেবল আত্মতুষ্টি ব্যতীত আর কোন ব্যাপার নাই, কিন্তু ভোগ বাসনায় কর্ম্ম ইন্দ্রিয়সন্তোষহেতু অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের নানাত্ব হেতু নানাবিধ হইয়া পড়ে! একটী এক এবং অন্তর্ম্মুখী, দ্বিতীয়টী বহু এবং বহির্ম্মুখী।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! বেদবাদরতাঃ, অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ, কামাত্মানঃ, স্বর্গপরাঃ, অবিপশ্চিতঃ (মূঢ়াঃ) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া (বাচা) অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং বুদ্ধি সমাধৌ ব্যবসায়াত্মিকা ন বিধীয়তে। ৪২।৪৩।৪৪।

অর্থ। হে পার্থ! বেদাদি শাস্ত্রে মোহপূর্ব্বক আসক্ত, অর্থাৎ তত্ত্ব না জানায়, বেদ এই বলিতেছেন, স্মৃতি এই বলিতেছেন, ইত্যাকার

বাক্‌বিতণ্ডারূপ তর্কে রত, ইহা ভিন্ন অপর কিছুই নাই এই প্রকার বাদবিশিষ্ট, কামসংকল্পযুক্ত, স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছুক মূঢ়গণ, জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্যপ্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য বিশিষ্ট, সুন্দরীকৃত অর্থাৎ আপাত রমণীয় (ইন্দ্রিয়সুখকর) যে বাক্য সকল বলিয়া থাকেন তৎকর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্তগণের বুদ্ধি সমাধি কার্য্যে একবিষয়িনী হয় না। ৪২।৪৩।৪৪

আভাস। সমাধি অর্থাৎ সমতাপ্রাপ্ত সম্যক্ বুদ্ধি। সাংখ্যবুদ্ধি বিষয়ে সদসৎরূপে বিভাগীকৃত হইয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং বেদ এই বলিতেছেন, স্মৃতি এই বলিতেছেন, অমুক ঋষি এই বলিয়াছেন, ইহাই গ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই, স্বর্গই নিশ্চিৎ প্রাপ্তব্য, স্বর্গে যাইলে এই সুখ হইবে, ঐ লাভ হইবে, সুতরাং এই এই প্রকার ক্রিয়া করা যাউক, এবম্বিধ নানা প্রকার তর্কবিতর্কযুক্ত বাক্যাদি আশ্রয় করিয়া মোহিত হইয়া থাকে। সমাধি শব্দের অর্থ ২ অঃ, ৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন।
তত্ত্বমিদৃক্ তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্।
তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়াঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যন্তি॥" ইতি তন্ত্রম্।

কিন্তু যখন মনবুদ্ধিঅহংকারস্থিত ঐ সাংখ্যবুদ্ধি কায়মনবাক্যের যোগে আত্মযোগ প্রাপ্ত হয় তখন বুদ্ধিযোগ বা সমাধি বুদ্ধি হইয়া থাকে নচেৎ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইয়া দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনবুদ্ধিঅহংকার যাবৎ ইন্দ্রিয়যোগ প্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহারা অপ্রত্যক্ষ হেতু আত্মযোগ প্রাপ্ত হয় না এবং মূঢ় বা অজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

পুষ্পিত = বিষয় প্রকাশ হেতু সুশোভিত বা সুন্দরীকৃত; ইহা (বাক্যসকল) আপাত রমণীয় কারণ বাহ্যস্পর্শ হেতু বুদ্ধি মোহিত

হওয়াতে ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়াদিতে উপস্থিত সুখের উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু পরিণামে দুঃখই ভোগ হইয়া থাকে। ইহা রাজসিক সুখ, ইহাদ্বারা আত্মস্থিতি হয় না, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

"রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্"। ১৪ অঃ, ১৬ শ্লোক।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্॥৪৫

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! বেদাঃ (বেদ্যবিষয়াঃ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ, (ত্বং) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব; নির্দ্বন্দ্বঃ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ, নির্য্যোগক্ষেমঃ, আত্মবান্ ভব। ৪৫

অর্থ। হে অর্জ্জুন! বেদ সকল (বেদ্যবিষয় সকল) ত্রিগুণাত্মক, তুমি ত্রিগুণের সমত্বে অবস্থিত হও; তুমি শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দরহিত হও, সদা পূর্ণভাবে অবস্থান কর, যোগমঙ্গলাদিতে অনাসক্ত থাক এবং আত্মস্থ হও। ৪৫

আভাস। ত্রিগুণের সমষ্টীভূতা মূলাপ্রকৃতি সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণে বিভক্ত হইয়া স্থূলসূক্ষ্মকারণাদি-সম্বলিত নানা তত্ত্বযুক্ত এই দেহ বা জগৎ ব্যক্ত করিতেছেন; এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যথা চক্ষুকর্ণজিহ্বানাসিকাত্বগাদি ইন্দ্রিয়সকল শব্দস্পর্শরূপ-রসাদিগুণের দ্বারা যুক্ত হইয়া নানাবিষয় প্রকাশ করিয়া নানাপ্রকার জ্ঞান জন্মাইতেছে, এই সকল বেদ্যবিষয়ই ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু [illegible] ঘটিতেছে এবং ইন্দ্রিয়সকল বহির্ম্মুখীন্ হইয়া দুঃখের সৃষ্টি করিতেছে। অতএব গুণের সমতা পূর্ব্বক অর্থাৎ বহুজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখীন্ সমাধিবুদ্ধি দ্বারা গুণাতীত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন।

"গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥" ১৪ অঃ, ২০ শ্লোক।

যোগক্ষেম = যোগমঙ্গল অর্থাৎ মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মমুখীন্ করিতে পারিলে যে ঐশ্বর্য্যাদি অনুভূত হয় তাহা ; ঐ সকলের লাভের জন্য, বা লব্ধ হইলে রক্ষা করিবার জন্য, যত্নশূন্য হইতে হইবে নচেৎ মুগ্ধ হইয়া আর উর্দ্ধে যাইতে পারিবে না ; ইহাই নির্যোগ-ক্ষেম।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬॥

অন্বয়ঃ। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে (সমুদ্রস্য) যাবান্ অর্থঃ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু (বেদ্যবিষয়েষু) তাবান্ (অর্থঃ)। ৪৬

অর্থ। সর্ব্বপ্রকারে জলপূর্ণ কূপ বা ক্ষুদ্রনদ্যাদিতে সমুদ্রের যে প্রয়োজন, ত্রিগুণের সমতায় অবস্থিত ব্রাহ্মণের সকল বেদে (বেদ্য বিষয়ে) সেই প্রয়োজন। ৪৬

আভাস। বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য = যাঁহার সাংখ্যজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান উভয় একত্রিত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্তি হইয়াছে এরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞের ; আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুণে অবস্থিত হইয়া ফল কামনা পূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন না। সমুদ্র স্বভাবে অবস্থিত হইয়াই যেমন স্ফীতসংকোচাদি কার্য্য করিয়া থাকে ও তদ্দারা তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র জলাশয়াদিসকল যেমন আপন আপন পরিপূর্ণত্বাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণও তদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত থাকিয়া আপন স্বভাবজ কর্ম্মসকল করিয়া যান, অন্যে তাহা আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ হইয়া যায় ; অতএব সমুদ্রের পক্ষে তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র জলাশয়াদির পূর্ণত্ব প্রাপ্তি যেমন অনাসক্তির পরিচায়ক, ত্রিগুণের সমতায় অবস্থিত ব্রাহ্মণও ত্রিগুণাত্মক সংসারবিষয়ে বা কর্ম্মে সেইরূপ উদাসীন। তিনি গুণকর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, কারণ সমুদ্রের ন্যায় স্বভাবে স্থিতি হেতু, তাঁহার কর্ম্মসকল ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭॥

অন্বয়ঃ। কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা (অস্তু) : কর্ম্মফলহেতুঃ মাভূঃ, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু। ৪৭

অর্থ। কর্ম্মেই তোমার অধিকার অর্থাৎ তুমি কর্ম্মমাত্রই করিতে পার; কর্ম্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কর্ম্মফলের হেতু বা প্রবৃত্তি রূপে তুমি উৎপন্ন হইও না; কর্ম্মের অকরণে তোমার প্রীতি বা নিষ্ঠা যেন না হয়। ৪৭

আভাস। মনুষ্য কর্ম্মমাত্র করিতে পারে কিন্তু ফলে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ক্ষুধা পাইলে ভোজন করা জীবের চেষ্টা সাপেক্ষ, কিন্তু ভোজনান্তে যে ঐ ভুক্তদ্রব্যাদি পরিপাক হইয়া, রক্তমজ্জাবসা-মাংসাস্থিমেদাদিরূপে পরিণত হইয়া, যথাকালে যথাস্থানে প্রেরিত হয়, তাহাতে তাহার অধিকার কোথায়? মনে ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কিছুই হইতে নাই, কারণ তাহাতে অহংকারের এবং বুদ্ধির লিপ্তভার পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়।

"ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে"। ১৮ অঃ, ১০ শ্লোক।

অতএব প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মমাত্রই করিবার উপদেশ ইহাদ্বারা করিয়াছেন, যেহেতু ইহা ফলকামনা বা প্রবৃত্তিনিবৃত্তি কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, সমতা মাত্রই ইহার ফল।

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ৫ম অঃ, ১১ শ্লোক।

মনবুদ্ধিঅহংকারই কর্ম্মফলের হেতু; এই হেতুরূপে উৎপন্ন হইতে নিষেধ করিতেছেন, অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকারে থাকিয়া, সাংখ্যবুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মের ফলের বিষয় চিন্তা পূর্ব্বক এবং তদ্দ্বারা তাহার নিশ্চয় করিয়া, কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে বাধাপ্রয়োগ করার নিষেধ করিতেছেন।

প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মে অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে তাহা হইতে একটী প্রকৃতি (বিবেক) উৎপন্ন হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকারকে নিয়মিত করিবে: তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে তাহাতে আত্মযোগই লাভ হইবে এবং কোন প্রত্যবায় হইবে না, এবং পাপও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা যোগস্থঃ (সন্) কর্ম্মাণি কুরু; সমত্বং যোগঃ উচ্যতে। ৪৮

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! ফলতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ে সমজ্ঞান করিয়া, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম সকল করিয়া যাও; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। ৪৮

আভাস। মনে ফলকামনা না থাকিলে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ই সমান হইয়া পড়ে। যখন এই মনগত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধির সহিত একত্রিত হয় তখন বুদ্ধিযোগ হয় এবং এই বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে আত্মযোগ হইয়া থাকে। ইহাই মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনঃবাক্যের সমতা এবং ইহাই যোগ।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯॥

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! হি বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম্ম দূরেণ (ফলব্যবধানেন) অবরম্ (অশ্রেষ্ঠং); বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ; ফলহেতবঃ (সকামাঃ মনোবুদ্ধ্যহংকারাঃ) কৃপণাঃ (ভবন্তি)। ৪৯

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম ফলব্যবধানহেতু অশ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিযোগেরই আশ্রয় প্রার্থনা কর; ফলকামী মনবুদ্ধিঅহংকারগণ কৃপণ হইয়া থাকে। ৪৯

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারে ফলকামনা থাকিলে, ইন্দ্রিয়দ্বারা যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কর্ম্ম সম্যকত্ব প্রাপ্ত না হওয়াতে, তাহা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। মনস্থিত বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়স্থিত বুদ্ধি উভয়ে একত্র হইলেই বুদ্ধিযোগ হয় এবং এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে আত্মযোগ প্রাপ্তি হয় এবং কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। ফলকামনা বশতঃ কর্ম্মসঙ্গী যে মনবুদ্ধিঅহংকার, তাহারা পূর্ণত্ব লাভ করিতে না পারায়, কৃপণ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় মনবুদ্ধি-অহংকার মোহিত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদির সহিত পূর্ণভাবে যোগদান করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করে এবং দুঃখেরই হেতু হইয়া থাকে। কৃপণ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন অর্থ থাকিতে কৃপণ ব্যক্তিগণ ফলকামনা এবং মোহবশতঃ সেই অর্থের পূর্ণরূপ ব্যবহার করিতে না পারিয়া দুঃখই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মনবুদ্ধিঅহংকারে ফলকামনা থাকিলে তাহারা তাহাদের সর্ব্বকর্ম্মপারগতা বিস্মৃত হইয়া অপ্রশস্ত গতি প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখভোগেরই কারণ হইয়া থাকে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥৫০

অন্বয়ঃ। বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি; তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব; যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ (ভবতি)। ৫০

অর্থ। বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইলে এই দেহে সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয়েরই ত্যাগ হইয়া থাকে, অতএব ঐ বুদ্ধিযোগ পাইবার জন্য উদ্‌যোগী হও। কর্ম্মেতে কৌশলই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। ৫০

আভাস। কর্ম্মের সদসৎ বিভাগ মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থান করে। অতএব যদি ইন্দ্রিয়যোগে কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয়, তবে ঐ যে সদসৎরূপ শাব্দিক বিভাগ, তাহা আর স্থানপ্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় সকল কর্ম্মই সৎ হইয়া যায়, কারণ তাহাতে আত্মযোগ উপলব্ধি করায়;

এবং ঐ কর্ম্ম স্থিতিকারণই হইয়া থাকে; অতএব এই যে বুদ্ধিযোগ, যাহা সদসৎ দ্বন্দ্বের নাশপূর্ব্বক, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযোগে উৎপন্ন হয়, তাহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হইতে উপদেশ করিতেছেন। এই সমত্ব করিবার জন্য কর্ম্মে যে কর্ম্মকুশলতা, তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌॥ ৫১॥

অন্বয়ঃ। বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (সংযতাঃ মনোবুদ্ধ্যহংকারাদয়ঃ) কর্ম্মজং (কর্ম্মণি জাতম্) ফলং (সুখদুঃখরাগদ্বেষাদিভেদাত্মকমহংকারং) হি ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (সন্তঃ) অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫১

অর্থ। বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মে উৎপন্ন ফল (আমি সুখী, আমি দুঃখী, এই প্রকার বাচিক অহংকার) ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, ক্লেশশূন্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থিত সাংখ্যবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মবুদ্ধি, এই উভয়সংযোগে যে বুদ্ধিযোগ হয়, তাহা যখন মনবুদ্ধিঅহংকার প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহারা আর কল্পিত ফলের জন্য স্পন্দিত হয়েন না, যেহেতু তাহাতে তখন আর অহং অভিমান থাকে না। তাঁহারা তৎকালে পূর্ণত্বে (আমি রূপ বাক্যে) অবস্থিত হন বলিয়া, শব্দের বা বাক্যমোহের দ্বারা ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, ভাব হইতে ভাবান্তরে গমনপূর্ব্বক, জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না, পরন্তু আত্মযোগই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কর্ম্মে যখন সুখদুঃখাদিভেদাত্মক অহংকারের বা রাগদ্বেষের উৎপত্তি না হয়, তখনই বুদ্ধিযোগ হইয়া থাকে এবং তখনই ফলত্যাগ হইয়াছে ইহা বলা হয়; মনবুদ্ধিঅহংকার তখন মনীষি হইয়া, আত্মগত হইয়া থাকেন এবং দুঃখের নাশ হইয়া যায়।

"মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ।" ইতি তন্ত্রম্‌।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ। শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য তে বুদ্ধিঃ যদা মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা চ নির্বেবদং (নিশ্চয়েন বেদ ইতি নির্বেবদ) গন্তাসি। ৫২

অর্থ। যাহার উৎপত্তি হয় নাই, শব্দদ্বারা ভবিষ্যতে তাহার উৎপত্তি চিন্তা পূর্ব্বক মুহ্যমান, এবং যাহা অতীতে লয় হইয়া গিয়াছে, শব্দদ্বারা তাহার আলোচনা পূর্ব্বক বিচলিত তোমার বুদ্ধি যখন মোহ কলুষিত ভাবসকলকে অতিক্রম করিবে, তখনই তুমি পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক শব্দমোহ হইতে নিস্তার পাইবে। ৫২

শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য = কর্ত্তরি সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

আভাস। এই শব্দমোহ মনবুদ্ধিঅহংকারে থাকে এবং যোগ-প্রাপ্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। কতকগুলি কল্পিত শব্দ ভবিষ্যতে সুখ-দুঃখাদি সংশয়যুক্ত ফলের সৃষ্টি করিয়া উচিৎকার্য্য হইতে দেয় না; আবার কতকগুলি শব্দ, অতীতের স্মৃতি মনে জাগাইয়া কর্ম্মে বাধা প্রদান করে। কবে পলান্ন খাইয়াছিলাম সেই স্মৃতি বর্ত্তমানে ক্ষুধাকালে উপস্থিত সামান্য অন্নব্যঞ্জনাদি হইতে বিরত করিয়া থাকে। অতএব বলিতেছেন যখন চিত্তের মোহ এমনভাবে অপসারিত হইবে যে শব্দ দ্বারা কোনরূপে তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না এবং কেবল প্রকৃতি-নিয়ত কর্ম্মসকল কায়মনবাক্যে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখন আত্মযোগ প্রাপ্তি হইবে এবং মনবুদ্ধিঅহংকার শব্দমোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। মনে অবস্থিত ভূতভবিষ্যৎনির্দ্দেশকারী যত কিছু শব্দ যখন ইন্দ্রিয়যোগ প্রাপ্ত হয় তখন বুদ্ধিযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম না করিয়া, কেবল শব্দেরদ্বারা সদসৎ নির্দ্ধারণ এবং তাহার দ্বারা পরিচলন, ইত্যাদি অবস্থায় মনকে রাখিলে, মনের মোহ কোনদিনের জন্য যাইবে না, কারণ ইন্দ্রিয়যোগ ব্যতীত যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ বুদ্ধি কখনও হইবে না।

অতএব শব্দবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া মনে কর্ম্মজ বুদ্ধি আশ্রয় করিবার উপদেশ করিতেছেন, তাহা হইলে মোহ বিদূরিত হইবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ। যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ সমাধৌ অচলা (অতএব) নিশ্চলা স্থাস্যতি তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি। ৫৩

অর্থ। যখন শ্রুতিদ্বারা বিশিষ্ট প্রকারে প্রতিপন্ন (অবগত) তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (একবুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া) অচল এবং নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিবে তখন (তুমি) যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৫৩

আভাস। স্বভাবাৎ ন চলতি ইতি অচলঃ, নির্দ্দিষ্টচলনরাহিত্যাৎ নিশ্চলঃ, আত্মগত ইত্যর্থঃ; বুদ্ধি স্বভাবে অবস্থিত অর্থাৎ রাগদ্বেষহীন হইলে অচল এবং কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে না যাইয়া আত্মগত হইলে নিশ্চল হইয়া থাকে। শব্দদ্বারা স্পর্শরূপাদিবুদ্ধি যখন উৎপন্ন না হয়, তখনই বুদ্ধির নিশ্চলত্ব হয়, নচেৎ ভ্রান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে যাহা, সে যখন তাহাতে অবস্থান করে, তখনই আত্মযোগ হইয়া থাকে নচেৎ বিকারের সৃষ্টিমাত্র করিয়া থাকে।

মনে স্ত্রীশব্দ উৎপন্ন হইবা মাত্রেই তাহার রূপস্পর্শাদি বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকারে ভ্রান্তি আনয়ন করে এবং ক্রমে বহুবুদ্ধি এবং অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষরত্বে উপস্থিত হইয়া, জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ইহা যোগের বিপরীত ক্রিয়া। আর যখন ঐ শব্দ মনে উপস্থিত হইলেও, ঐ শব্দের শব্দরূপেই মনে অবস্থিতি হয়, অর্থাৎ স্ত্রীশব্দে সমস্ত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধীয় ধারণা উপস্থিত হয়, স্ত্রীমূর্ত্তির বিশেষত্বে মন বিচলিত না হয়, তখন ঐ শব্দের অক্ষরত্ব থাকে এবং স্বরূপজ্ঞানমাত্র প্রকাশ হইয়া আত্মস্থিতিই থাকিয়া যায়; ইহাই যোগ। একবুদ্ধিত্ব এবং স্বভাবস্থিতি হেতু ইহা সমাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কর্ণে শুনিলাম "সুন্দর"; তৎক্ষণাৎ চক্ষু দেখিতে চাহিল কেমন "সুন্দর"; অমনি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রাগদ্বেষরূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হইল। যদ্যপি "সুন্দর" শব্দ শুনিয়া ভাব বা ক্রিয়ার উৎপত্তি না হইয়া, কর্ণের শব্দ কর্ণেই থাকিয়া যাইত, তবে যোগ হইত এবং বুদ্ধিও একমুখী এবং নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিত। এই ৫১।৫২।৫৩ শ্লোকে যথাক্রমে বাচিক, মানসিক এবং কায়িক বুদ্ধির যোগ বা পূর্ণত্ব দেখাইয়াছেন। সমাধি সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা :—

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যংমধ্যশূন্যংযদাত্মকম্।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণম্।
শূন্য ভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

অর্জ্জুন উবাচ।

সালম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োরন্তরং মন্না কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥
অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধপূর্ণমধপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণম্॥
হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ম্।
অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখী॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তর গীতা

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥৫৪

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞস্য সমাধিস্থস্য চ কা ভাষা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত? কিম্ আসীত? কিং ব্রজেত? ৫৪

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপ চলেন? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥৫৫

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! আত্মনা আত্মনি এব তুষ্টঃ (সন্) যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। ৫৫

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পার্থ! আত্মাদ্বারা আত্মাতে পরমানন্দে অবস্থিত হইয়া যখন (যোগী) সর্ব্বপ্রকার মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫

আভাস। আত্মাদ্বারা আত্মাতে সন্তোষলাভ হইলে অর্থাৎ কায়-মনবাক্যাত্মক দেহের কর্ম্মে (ইন্দ্রিয়কর্ম্মে) মনের (মনবুদ্ধিঅহংকারের) পূর্ণত্ব (সংকল্পবিকল্পাদি সংশয়রাহিত্য) সম্পাদিত হইলে, মনে (মনবুদ্ধি-অহংকারে) শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শজনিত বাচিক ইষ্টানিষ্ট-বিভাগ এবং তদ্দ্বারা রাগদ্বেষের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু তখন পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হওয়াতে মন স্থির হইয়া থাকে। ইহাই স্থিত-প্রজ্ঞত্ব এবং মনোগত কামনার ত্যাগ।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

অন্বয়ঃ। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে। ৫৬

অর্থ। দুঃখে মনের উদ্বেগরাহিত্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, বিষয়ে অনুরাগভয়দ্বেষশূন্য যে মুনি, তাঁহাকে স্থিতধী বলে। ৫৬

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার সংযত (সংশয়রহিত) হইলে মুনি হইয়া থাকেন এবং সুখদুঃখের অতীত হইয়া যান। বাসনা না থাকাতে তাঁহার কিছুতে অনুরাগ থাকে না, কাহাকেও ভয় হয় না, কারণ দ্বিত্ববোধেই ভয়, নচেৎ কে কাহাকে ভয় করিবে? আত্মযোগ প্রাপ্তি হইলে দ্বিত্ববোধ বা ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। কামনা না থাকাতে ইষ্টানিষ্ট ভেদবুদ্ধি থাকে না; সুতরাং ইষ্টের অলাভে এবং অনিষ্টের সংযোগে ক্রোধের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ কোন দ্বন্দ্বই উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থাপ্রাপ্তে মুনি স্থিতধী (স্থিরবুদ্ধি) হইয়া থাকেন।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৭

অন্বয়ঃ। যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৭

অর্থ। যিনি সকল বিষয়ে মমতাশূন্য এবং সেই সেই বিষয়ের শুভাশুভ প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫৭

আভাস। যখন আত্মভাব উদয়ে মন এবং ইন্দ্রিয় পূর্ণ হয়, তখন বিষয়জনিত সুখে স্পৃহা বা দুঃখে উদ্বেগ, কোনটীই থাকে না; এই সত্ত্বসমাবিষ্ট বা স্বভাবপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত এই তিনটী শ্লোকে কায়, মন এবং বাক্যের স্বভাবে অবস্থান বর্ণনা করিয়া, পরশ্লোকে উহাদের সমষ্টীর অবস্থিতি বলিতেছেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮

অন্বয়ঃ। যদা চ অয়ম্ (অহংকারঃ) কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ভবতি)। ৫৮

অর্থ। যখন ঐ অহংকার কূর্ম্মের অঙ্গ সকলের ন্যায় শব্দাদি-ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যাহার করিয়া থাকেন, (তখন) তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৮

আভাস। যেমন শব্দ শ্রবণে কূর্ম্ম আপন করচরণাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখে, সেইরূপ যিনি শব্দাদিবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আত্মাতে বিলীন থাকেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিবে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯

অন্বয়ঃ। নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জ্জং বিনিবর্ত্তন্তে; অস্য রসঃ অপি পরং (রসং) দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ৫৯

অর্থ। আহ্রিয়ন্তে বিষয়াঃ অনেন ইতি আহারঃ। নিরাহারঃ = ইন্দ্রিয় বৃত্তিনাম্ অপ্রবৃত্তিঃ। রসবর্জ্জম্ = রসহীনম্ অনুরাগাদিবৃত্তিশূন্যমিত্যর্থঃ। পরং = পরম্ আত্মেতরং রসম্ (ইন্দ্রিয়গতরসমিত্যর্থঃ)।

ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলে অপ্রবৃত্ত দেহীর পক্ষে বিষয়সকল রসহীন অর্থাৎ অনুরাগাদি বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে। উহার রস অর্থাৎ অনুরাগাদি বৃত্তি, ইন্দ্রিয়গত ক্ষুদ্র রস দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়। ৫৯

আভাস। স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে দেহে বা ইন্দ্রিয়াদিতে অবস্থান পরিহার পূর্ব্বক দেহীতে (অব্যক্ত আত্মাতে) অবস্থান করায় বিষয়ের গ্রহণ হয় না অর্থাৎ বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ পূর্ণের নিকট অংশের প্রকাশ হইতে পারে না। দেহে থাকিলে অনুরাগাদি বৃত্তি থাকে, দেহীতে থাকিলে রসহীনতা আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গত রস বা বৃত্তি খণ্ডত্ব হেতু ক্ষুদ্র; সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে ঐ ইন্দ্রিয়গত রসের বা বৃত্তির ক্ষুদ্রত্ব দর্শনে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। বিষয় অপর, তদূর্দ্ধে ইন্দ্রিয় পর এবং তদূর্দ্ধে আত্মস্থিতি বা স্থিতপ্রজ্ঞত্ব পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মা পূর্ণ থাকিলে বিষয়ে রসহীনতা দেখে বা বিষয়রস গ্রহণে ইচ্ছা করে না; তৃষ্ণা না থাকিলে রাশি রাশি উত্তম পানীয় থাকিলেও তাহার গ্রহণে ইচ্ছা হয় না।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! যততঃ অপি বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং মনঃ হরন্তি। ৬০

অর্থ। হে কৌন্তেয়! যত্নশীল জ্ঞানী পুরুষেরও বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ মনকে বলের দ্বারা হরণ করে। ৬০

আভাস। জ্ঞানবান পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্বভাবে অবস্থিত হইবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইলেও বলবান্ ও চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার মনকে বিষয়সংযোগ হেতু বিকারযুক্ত করিয়া তুলে এবং সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের উৎপত্তি করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও বলিতেছেন।—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সংযোগে যে যোগমায়া বা ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়,

সেই ভ্রান্তিই পুরুষকে বিষয়ে আকর্ষণ করিবার কারণ। যিনি স্বভাবে বা আত্মচৈতন্যে দৃঢ়রূপে অবস্থিত থাকেন, তাঁহার এই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬১

অন্বয়ঃ। যুক্তঃ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য মৎপরঃ আসীত ; হি ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে (বর্ত্তন্তে) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১

অর্থ। যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া আত্মপরায়ন্ হইয়া অবস্থান করেন ; কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬১

আভাস। প্রবল ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া মনে বিকারের উৎপত্তি করিয়া থাকে। বিবেক ও বৈরাগ্যবল এত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে ঐ প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে পরাস্ত পূর্ব্বক মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া, অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে পারেন। ইহা অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে, কারণ কখন কোন্ বিষয়সংযোগে ইন্দ্রিয়গণ মনকে টানিয়া লইয়া বিষয়ে পৌঁছিয়া দেয়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই ; অতএব সেই সেই মূহুর্ত্তে বিবেকবৈরাগ্যকশাঘাতে তাহাদিগের হস্ত হইতে মনকে ফিরাইতে হইবে। এই কার্য্য উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে মন আর বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না এবং ক্রমশঃ একবুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত থাকিবে।

"যতো যতো নিশ্চয়তি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬ অঃ, ২৬ শ্লোক।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

অন্বয়ঃ। বিষয়ান্ (শব্দস্পর্শরূপাদিন্) ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে; সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে,; কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। ৬২

অর্থ। শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের ধ্যান করিলে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কাম জন্মে, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ৬২

আভাস। সকামবুদ্ধি বা গুণবুদ্ধিদ্বারা বিষয় চিন্তায় রত হইলে পুরুষ ক্রমশঃ তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া বদ্ধ ভাবপ্রাপ্ত হয়েন। ইহা কামনার উৎপত্তি পূর্ব্বক ক্রোধ বা রাগদ্বেষ জন্মাইয়া থাকে এবং ঐ পুরুষ মোহান্ধ হইয়া পড়েন ও ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখাদি বিকার প্রাপ্ত হয়েন। রাগদ্বেষের একত্র অনুভূতিকে ক্রোধ বলে।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩

অন্বয়ঃ। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি। ৬৩

অর্থ। ক্রোধ হইতে সম্যক্ মোহ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সদসৎ বিবেকের নাশ হয়, মোহ আসিলে স্মৃতির নাশ হয়, অর্থাৎ আমি কে, কোথায় ছিলাম, বা কোথায় আসিয়া পড়িতেছি, ইত্যাকার জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, এই আত্মস্মৃতি নাশপ্রাপ্ত হইলে, বুদ্ধি নাশপ্রাপ্ত হয় (এবং) এই বুদ্ধির নাশপ্রাপ্তে (ঐ পুরুষ) নাশপ্রাপ্ত হয়। ৬৩

আভাস। কামক্রোধাদি বিকারে আত্মা বিকৃত হইলে আত্মচৈতন্যের, আত্মবুদ্ধির, এবং আত্মানাত্ম বিচারশক্তির লোপ হইয়া, ঘোর অজ্ঞানাবৃত হইয়া সংসারচক্রে উন্মত্তবৎ ঘূর্ণায়মান হয়; ইহাই পুরুষের নাশপ্রাপ্তি।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ৬৪॥

অন্বয়ঃ। তু রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (আচরন্) বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি। ৬৪

অর্থ। রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও স্থিতাত্মা অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। ৬৪

আভাস। আত্মার বশের দ্বারা যাঁহার আত্মা পরিপূর্ণ তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণ ভোগ করে, তাঁহার আত্মা পরিপূর্ণ থাকায়, তাঁহাতে রাগদ্বেষাদি ভেদভাবের উৎপত্তি হয় না এবং অশান্তিও আসিতে পারে না। ইহাদ্বারা দেখাইতেছেন যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ অনিবার্য্য; কিন্তু যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহাদের এই ইন্দ্রিয়বিষয় সংযোগে কোন বিকার বা ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। তাঁহারা চিরশান্তি ভোগ করেন।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫॥

অন্বয়ঃ। প্রসাদে অস্য (কামস্য) সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে প্রসন্নচেতসঃ হি বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে। ৬৫

অর্থ। চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে ইহার, অর্থাৎ কামরূপী অহংকারের সকল দুঃখের নাশ হয়; এই প্রশান্তাত্মা ব্যক্তির বুদ্ধি (আত্মমুখী হওয়াতে) শীঘ্র আত্মায় অবস্থান করে; ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। ৬৫

আভাস। মন সংযত থাকিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও মনে রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব অনুভূত হয় না, সুতরাং পুরুষ (অহংকার,) কামাদি চিন্তা না করায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তর, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বা ভাব

হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ণত্বে অবস্থান করেন। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, সকল দুঃখের নাশ হয় এবং তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া থাকেন।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬

অন্বয়ঃ। অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ ন অস্তি; অযুক্তস্য ভাবনা চ ন (অস্তি); অভাবয়তঃ শান্তিঃ ন (অস্তি); অশান্তস্য সুখং কুতঃ? ৬৬

অর্থ। অযুক্তের বুদ্ধি নাই; অযুক্তের ধ্যানপরায়ণতাও নাই; ধ্যানহীন ব্যক্তির শান্তি নাই; অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়? ৬৬

আভাস। যিনি যোগপ্রাপ্ত হয়েন নাই তাঁহার বুদ্ধি একমুখী হয় না, কারণ তাহা সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং বহুবিষয়গামী, যাঁহার বুদ্ধি স্থির হয় নাই তাঁহার তদ্বিষয়ে চিত্তের স্থিরত্ব সম্ভব নহে। অতএব যাঁহার চিত্ত স্থির হয় নাই, তাঁহার সংকল্পবিকল্পাদি বৃত্তি নিরোধ প্রাপ্ত না হওয়াতে, মনে শান্তি আসে না এবং শান্তি না আসিলে সেই পুরুষ সুখ-প্রাপ্তও হয়েন না।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥" ৫ অঃ, ১২ শ্লোক।

যোগপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি, তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

অন্বয়ঃ। হি বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব (যথা বায়ু অম্ভসি নাবং সংহরতি তথা) চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যন্মনঃ (ইন্দ্রিয়ংপ্রতি) অনুবিধীয়তে তৎ (মনঃ) অস্য (ইন্দ্রিয়স্য) প্রজ্ঞাং (প্রকৃষ্টং জ্ঞায়তে ইতি প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টং পূর্ণমিত্যর্থঃ) হরতি। ৬৭

অর্থ। যেমন বায়ু সমুদ্রে নৌকাকে জলমগ্ন করে, সেইরূপ কর্ম্মশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে মন ইন্দ্রিয়প্রতি (ইন্দ্রিয়ার্থে) অনুধাবন করে, সেই (ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত) মন ঐ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মবুদ্ধি (বিজ্ঞান) নষ্ট করিয়া দেয়। ৬৭

আভাস। মন বা বাক্য ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে উপগত হইলে, ইন্দ্রিয়ের স্বভাবজাত যে প্রজ্ঞা, তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব ইন্দ্রিয় স্বভাবে অবস্থান করিতে না পারিলে আত্মার বা অহংকারের স্থিতপ্রজ্ঞত্ব হয় না।

ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের যে স্মৃতি বা সংস্কার, তাহাই মন নামে কথিত; ইহা শব্দ বা বাক্যরূপে অবস্থান করে; ইহাই ইষ্টানিষ্ট বিভাগের কারণ। অমুক দ্রব্য খাইয়া বা দেখিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া সুখ বা দুঃখ হইয়াছিল, এই সকল সংস্কার মনে চিত্রিত থাকে।

ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ে সংযুক্ত হয়, তখন ঐ মন বা বাক্যরূপ সংস্কার যদি ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ম্মে সুখ হইবে বা দুঃখ হইবে এই সংস্কার উৎপন্ন করাইয়া, ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম সম্যক্ বা পূর্ণভাবে হইতে পারে না; সুতরাং এই অযোগ হেতু ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যক্ষদর্শনাদি প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞান তাহা নষ্ট হইয়া যায়। রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয়, সংস্কারবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্যক্ দর্শনের অভাবই তাহার কারণ। এতদ্বারা বুদ্ধি মোহযুক্ত হয় এবং আত্মা বা অহংকার ভ্রান্ত হইয়া অনন্তদুঃখ ভোগ করেন। ইহাই যোগের প্রতিবন্ধক।

যে বিষয়, যে ক্ষেত্রে বা ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হয়, সেই বিষয়ের সংস্কার বা মন, তাহাতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "যন্মনঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬৮

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ (হে) মহাবাহো! যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮

অর্থ। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় সকল হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত (প্রত্যাহৃত বা সংযত) হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিও। ৬৮

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয়ে উপগত না হইলে, ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় হইতে নিগৃহীত (সংযত) হইয়া আপন আপন স্বভাবনিয়ত কর্ম্মসকল করিয়া থাকে। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাংজাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥৬৯

অন্বয়ঃ। যা সর্ব্বভূতানাং নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি; যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি সা পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা। ৬৯

অর্থ। যাহা ভূতগণের রাত্রি, তাহাতে সংযমী জাগিয়া থাকেন এবং যাহাতে ভূতগণ জাগিয়া থাকেন, তাহা দর্শণবান্ মুনির রাত্রিকাল।৬৯

আভাস। যে কালে বাসনাসকল প্রসুপ্ত থাকে, তখন জিতেন্দ্রিয়-যোগী সমষ্টী-আমিতে অবস্থান পূর্ব্বক জাগ্রত বা প্রকাশ থাকেন; এবং যখন ঐ সমষ্টী-আমি বিভক্ত হইয়া ব্যষ্টীরূপে ইন্দ্রিয়যোগে বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তখন বাসনা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার আত্মচৈতন্য বা আত্মপ্রকাশ প্রসুপ্ত থাকে। আমি যখন অক্ষরভাবে থাকি, তখন বাসনার উৎপত্তি হয় না, আর আমি যখন অক্ষরভাব ত্যাগ করিয়া ক্ষরভাবে বা ভূতভাবে চলিয়া যাই, তখন আমার অক্ষরভাব প্রসুপ্ত এবং ভূতভাব জাগ্রত হয়।

মুনিকে "পশ্যতঃ" শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে, কারণ শব্দস্পর্শাদি যে বিষয়ে তাঁহার অহংকার বা বাসনা উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ই তিনি তখন দর্শন করেন; অর্থাৎ তাঁহার মন বা বাক্য সেই বিষয়ই তখন প্রকাশ করে।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

অন্বয়ঃ। আপঃ যদ্বৎ আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্ব্বেকামাঃ যং প্রবিশন্তি সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি; কামকামী ন (শান্তিম্ আপ্নোতি)। ৭০

অর্থ। নদ্যাদি ক্ষুদ্র জলস্রোতসকল যদ্রূপ পরিপূর্ণ, অচলভাবে (স্বভাবাৎ ন চলতি ইতি অচলঃ) অবস্থিত সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কামনাসকল যাঁহাতে, অর্থাৎ সমুদ্রবৎ স্বভাবস্থির ও স্থিতপ্রজ্ঞ যে পুরুষে বিলীন হয়, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। যিনি কামনাতে অবস্থিত, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন না। ৭০

আভাস। নদীসকল যেমন সমুদ্রে যাইয়া স্থির হয়, তদ্রূপ কামনা সকল পরমাত্মায় যাইয়া সংলগ্ন হইলে স্থির হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে সমুদ্রবৎ পরিপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত বলা হইতেছে এবং কামনাগুলিকে সচল এবং ক্ষুদ্র নদ্যাদি জলস্রোতের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে কামসকল লয় হইলে ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ শান্তিতে অবস্থান করেন; যখন বিষয়বাসনাসকল ঐ পুরুষকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বহুভাগে বিভাগ করিয়া ব্যষ্টীভাবে (ক্ষরত্বে) আনয়ন করে, তখন তাঁহার আর শান্তি থাকে না। আত্মার্থে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদ্বারাই শান্তি হয়।

এবং কামনাযুক্ত কর্ম্ম জন্মমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে। আপ্তকামী হইলে কামনাসকল তাঁহাতে আসিয়া লয় হয় এবং তিনি সমুদ্রবৎ অচল, প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ণ থাকেন এবং যখন কামই কামনার বিষয় হয়, তখন পুরুষ নদীর ন্যায় সচল হন এবং ক্ষরত্ব নিবন্ধন দুঃখ প্রাপ্ত হন।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ। যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিস্পৃহঃ চরতি, সঃ নির্ম্মমঃ নিরহংকারঃ (সন্) শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ৭১

অর্থ। যে পুরুষ সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন, তিনিই নির্ম্মম এবং নিরহংকার হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। ৭১

আভাস। যিনি ফলকামী না হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা উপস্থিতমত প্রকৃতি নিয়ত কর্ম্ম করিয়া যান, তাঁহার অহং, মম ইতি ভাব না থাকায়, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। কর্ম্মে অহংকারের উৎপত্তি না হইলে সকল কর্ম্মে শান্তিই বিরাজ করে।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! এষাব্রাহ্মী স্থিতিঃ; এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি; অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি। ৭২

অর্থ। হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি; ইহা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ মুগ্ধ হন না। অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২

আভাস। অব্রহ্মণো ব্রহ্মত্বং যাতি ইতি ব্রাহ্মী। অপূর্ণ আত্মার পূর্ণত্ব আসিলে ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়া থাকে।

"ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্ব্বাক্ বাণী সরস্বতী।" ইত্যমরঃ।

সর্ব্বত্র ঈশ্বর (আমি বা আত্মা) আছেন, এই বাক্য যদি স্থির হয় তবে বাক্যের পূর্ণত্ব হইয়া থাকে। এই অচল বাক্যের পূর্ণত্বে অবস্থান করিলে আত্মার পূর্ণত্ব হইয়া থাকে এবং মোহ (বাক্য মোহ) বিদূরিত হয়। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি বা আমিরূপ বাক্যে অবস্থান। এই স্থিতি বা ধারণা দৃঢ় হইলে সর্ব্বদা আত্মযোগ ত থাকিবেই এমন কি অন্ত-কালেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর বা ভাব হইতে ভাবান্তর গমনকালেও কোন প্রকার বাচিক অহংকারের উৎপত্তি হইবে না এবং পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে।

"অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।

তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥" ১৩ অঃ,২৫ শ্লোক।

বাচিক আত্মার পূর্ণত্বে সাংখ্যযোগ, মানসিক আত্মার পূর্ণত্বে কর্ম্মযোগ এবং কায়িক আত্মার পূর্ণত্বে জ্ঞানযোগ হয়। এই অধ্যায়ে বাচিক আত্মার পূর্ণত্ব বা সাংখ্যযোগ বলিয়া, তৃতীয় অধ্যায়ে মানসিক আত্মার পূর্ণত্ব বা কর্ম্মযোগ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কায়িক আত্মার পূর্ণত্ব বা জ্ঞানযোগ বলিতেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগোনাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মযোগো নাম।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।



অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী চেৎ তে মতা, তৎ কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি? ১ কর্ম্মণঃ = সম্বন্ধার্থে ষষ্ঠী।

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি কর্ম্মের বুদ্ধি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কেন ভয়ঙ্কর কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ? ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ। ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব; তৎ একং নিশ্চিত্য বদ, যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্। ২

অর্থ। বিভাগীকৃত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে নিশ্চয়ই মোহিত করিতেছে; সেই একটী নিশ্চয় করিয়া বল যাহাদ্বারা আমার শ্রেয়লাভ হইবে। ২

আভাস। ফলজাত বা সংস্কারজ সাংখ্যবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কি কর্ম্মজাত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তাহায় বিশেষ উপদেশ অত্র প্রার্থনা করিতেছেন। একটী মনবুদ্ধির ক্রিয়া এবং অপরটী অভ্যাসের ক্রিয়া।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অনঘ! অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে কায়মনবাক্যাত্মকশরীরে ইত্যর্থঃ) দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা ময়া প্রোক্তা; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং (মনোবুদ্ধ্যহংকারাদিনাং) [নিষ্ঠা উক্তা] কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) [নিষ্ঠা উক্তা]। ৩

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে অনঘ! এই দেহে দুই প্রকার স্থিতি পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগে স্থিতি বলা হইয়াছে এবং যোগীদিগের কর্ম্মযোগে স্থিতি বলা হইয়াছে। ৩

আভাস। সাংখ্য অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকার; জ্ঞানযোগে অর্থাৎ শব্দজ্ঞানে বা বাক্যে যাহা প্রভবিত হয়, তাহাতে ইহাঁদিগের স্থিতি হয়, অর্থাৎ ইহাঁরা সংস্কার মাত্রে বা শব্দজ্ঞানে অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বদা যোগক্রিয়া বা কর্ম্মযোগ সম্পন্ন হয়; সুতরাং যোগীগণের বা ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মযোগে স্থিতি হয়, ইহা বলা হইতেছে। মনবুদ্ধি-অহংকারে শব্দজ্ঞান অবস্থান করে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে; একটীকে জ্ঞানযোগ এবং অপরটীকে কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে। এই উভয়েরই সম্মিলনে কর্ম্মের পূর্ণত্ব হয় অর্থাৎ কর্ম্মে বন্ধন হয় না। ২য় অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

অন্বয়ঃ। পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে সংন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং ন চ সমধিগচ্ছতি। ৪

অর্থ। পুরুষ কর্ম্মের অনারম্ভ হেতু নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারেন না; কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধিলাভ সম্যক্‌রূপে হয় না। ৪

আভাস। বাসনার উৎপত্তি এবং লয়ের নাম কর্ম্ম; এই কর্ম্মানুষ্ঠানের অপ্রবৃত্তি "অনারম্ভ" বলিয়া উক্ত; কর্ম্ম শেষ হইলে আত্মাতে যে বাসনার বা অহংকারের লয় অর্থাৎ আত্মযোগপ্রাপ্তি হয়, তাহাই "নৈষ্কর্ম্ম্য" বলিয়া কথিত হইতেছে; কর্ম্মান্তে মনবুদ্ধিঅহংকারের (চিত্তের) যে পূর্ণতা বা প্রশান্ততা, তাহাই সিদ্ধি; কর্ম্মের অনুষ্ঠান না হইলে এই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা চিত্তস্থৈর্য্য হয় না।

উদাহরণ যথা। গ্রামে গমনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে, গ্রামে যাওয়া এবং তদন্তে সে বিষয়ে সিদ্ধি অথবা চিত্তস্থৈর্য্য কি করিয়া হইবে? পুনশ্চ গ্রাম যাওয়ার সংকল্প যদি ত্যাগ করা যায়, তাহাতেই বা কি করিয়া চিত্তস্থৈর্য্য হইবে? যেহেতু ত্যাগসংকল্পের ত্যাগ না হইলে, অহংকার লয় হয় না এবং ত্যাগসিদ্ধিও হয় না। বাসনারূপ অহংকারের আত্যন্তিক ত্যাগকে ত্যাগসিদ্ধি বা সম্যক্‌সিদ্ধি বলে।

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥" ১৮অঃ, ৪৯শ্লোক।

কর্ম্ম করিব না বা কর্ম্ম ত্যাগ করিব, এই উভয়েই অহংকার আছে; অতএব এই কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ বা অহংকার থাকিতে শান্তিলাভের আশা নাই।

যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, অহংকার না থাকিলে কর্ম্ম করিবে কে? অর্থাৎ কর্ম্ম লোপ হইবে, তাহার নিরাকরণ পূর্ব্বক অহংকার যে কর্ত্তা নহেন, প্রকৃতির গুণসকলেই ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করাইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।৫

অন্বয়ঃ। অকর্ম্মকৃৎ কশ্চিৎ ক্ষণমপি নহি তিষ্ঠতি জাতু; প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সর্ব্বঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) অবশঃ (প্রকৃতের্বশাৎ) কর্ম্ম কার্য্যতে। ৫

অর্থ। কর্ম্ম না করিয়া কেহ কোনকালেও অবস্থান করিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণ সমূহের দ্বারা সকলে অবশ (প্রকৃতিবশ) হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। ৫

অবশঃ = "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ" ৯ অঃ, ৮ শ্লোক।

ন তিষ্ঠতি জাতু = স্থিতির উৎপত্তি হয় না; জাতু জনি প্রাদুর্ভাবে।

আভাস। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, জিঘ্রন, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সকল প্রাকৃতিক কর্ম্ম না হইয়া থাকিতে পারে না। অহঙ্কারপূর্ব্বক ইহার ত্যাগ করিলে দেহযাত্রা চলিবে না। মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলে নিজ নিজ প্রকৃতিবশে প্রকৃতির গুণদ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সকল প্রাকৃতিক কর্ম্ম করিবেই করিবে। সুতরাং এই সকল প্রাকৃতিককার্য্যে অহংকারপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিতে না যাইয়া কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য হইয়া অবস্থান করাই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বা আত্মযোগ লাভ হইবে।

"নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥" ১৮ অঃ, ১১ শ্লোক।

কর্ম্মের বাস্তবিক ত্যাগ হয় না, কর্ম্মফলেরই ত্যাগ হইতে পারে এবং এই কর্ম্মফলত্যাগই যথার্থ সন্ন্যাস বা ত্যাগ। এই ত্যাগের পরই শান্তি আসে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥৬

অন্বয়ঃ। যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে। ৬

অর্থ। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়বিষয়

সংকল্প স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই বিমূঢ়ান্তঃকরণ ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলা যায়। ৬

আভাস। ৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে "ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ম্মে বিরত থাকিলে যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহা নহে। বাকপাণিপাদপায়ু উপস্থাদিকে বিষয়ভোগে বিরত রাখিয়া বাহিরে সাধু সাজিয়া, মনের দ্বারা শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় স্মরণপূর্ব্বক তাহাদের ভোগ করিলে মিথ্যাচারী হইয়া থাকে। ইহাতে প্রাকৃতিক অভাবের পূরণ না হওয়াতে আত্মা অপূর্ণ থাকেন; সুতরাং পূর্ণস্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ের সমতা করিয়া অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞান এবং কর্ম্ম একত্রিত করিয়া কর্ম্মযোগী হইতে উপদেশ করিতেছেন, তাহাতে আত্মার পূর্ণত্ব হইয়া থাকে, নচেৎ অন্তঃকরণ মোহিত হইয়া দুঃখেরই উৎপত্তি করিয়া থাকে।

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।" ৫ অঃ, ৬ শ্লোক।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! যস্তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে অসক্তঃ সঃ বিশিষ্যতে। ৭

অর্থ। হে অর্জ্জুন! যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে মনদ্বারা সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত ব্যক্তি প্রশংসাযোগ্য। ৭

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হইলে, চক্ষুকর্ণজিহ্বানাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণ শব্দস্পর্শাদি গুণে সংযুক্ত হইলেও কামাদি বিকার উৎপন্ন করে না। কেবলমাত্র বাকপাণিপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা উপস্থিত শারীরকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এবংবিধ সংযমী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ জানিবে। ইহাই সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগের একত্রীকরণ, ইহাদ্বারা আত্মার পূর্ণত্ব হয়।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু, হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ; অকর্ম্মণঃ চ তে শরীরযাত্রাপি ন প্রসিধ্যেৎ (ভবেৎ)। ৮

অর্থ। তুমি ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ; কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইবে না। ৮

আভাস। শব্দাদি বিষয়ে বিচলিত না হইয়া অর্থাৎ মনে কামাদি বিকারের উৎপত্তি না করিয়া স্বভাবনিয়ত কর্ম্মমাত্র করিবার উপদেশ করিতেছেন। ক্ষুৎপিপাসা কালে পানভোজনাদি ক্রিয়া না করিলে দেহ থাকিবে না। অতএব দেহের সমতা রক্ষা হয় অর্থাৎ সমতার অতিরিক্ত না হয়, এরূপ আত্মার অভাবপূরণরূপ কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়; ইহা নিয়তকর্ম্ম, কারণ ইহাতে কোন কাম বা প্রত্যবায় নাই। ইহার ফল সমতা মাত্র। এই প্রকার কর্ম্ম করিলে দেহের সমতা রক্ষা হইয়া আত্মার পূর্ণত্ব হইবে, নচেৎ আত্মা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥

অন্বয়ঃ। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ; তদর্থং হে কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ (সন্) কর্ম্ম সমাচর। ৯

অর্থ। যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম্মে লোকে কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়; সেই কারণ হে অর্জ্জুন! তুমি আসক্তি-শূন্য হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর। ৯

যজ্ঞ = মনবুদ্ধিঅহংকারের বা কায়মনবাক্যের সমতা বা সঙ্গতকরণ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ভাবের একত্রীকরণ। লোক = মনবুদ্ধিঅহংকার বা কায়মনবাক্য; ইহাতেই কর্ম্মের বন্ধন হইয়া থাকে।

আভাস। আত্মাতে ভাব এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য লয় হইলে যজ্ঞ হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক গুণসংযোগে অন্তরিন্দ্রিয়ে অভাব বা অসত্তা হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া যদি আত্মযোগ সম্পন্ন হয়, তবেই কর্ম্ম মুক্তির হেতু হয়, নচেৎ বিষয়গামী হইয়া বিষয়প্রাপ্ত হইলে ঐ ইন্দ্রিয়াদি সকলে বন্ধনের কর্ম্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগে যদি আত্মার পূর্ণতা সিদ্ধ হয়, তবে তাহা যজ্ঞ বা যজ্ঞার্থে কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং যদি বিষয়প্রাপ্তি ঘটে, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। অতএব বিষয়কামনা ত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ। পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্, এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু। ১০

অর্থ। পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর; ইহা তোমাদের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। ১০

পুরা = ভাবের আদি কাল। প্রজাপতিঃ = আত্মা বা অহংকার। প্রজাঃ = (প্রকৃষ্টাৎ জায়তে ইতি প্রজাঃ) উত্তম বাসনা বা সংবাসনা। "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।" ৭ অঃ, ১১ শ্লোক; স্থিতি কারণ যে কাম বা বাসনা, তাহাই এই প্রজা শব্দে কথিত হইয়াছে।

আভাস। সৃষ্টির বা ভাবের আদিকালে প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারে গুণক্ষোভের উৎপত্তি হইলে আত্মা বা অহংকার হইতে যে সংবাসনা উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ভাবের সমতার সহিত আত্মাতে লয় হইয়া থাকে, তাহাকে প্রজা

বলিয়াছেন। যজ্ঞের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ভাবের সমন্বয়ে কর্ম্ম হইলে, প্রজাগণ অর্থাৎ সৎবাসনা বা আত্মস্থিত হইবার কামনা সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ নানা ইন্দ্রিয়, নানাবিষয় এবং নানাভাব প্রাপ্ত হইয়া এক আত্মাতেই লয় হয় বলিয়া ইহাদ্বারা আত্মযোগরূপ বাঞ্ছিতফল লাভ হউক, ইহা বলিতেছেন। ইহাই ইষ্টকাম প্রাপ্তি এবং ইহাই শ্রেয়ঃ। আত্মা হইতে শব্দ এবং শব্দ হইতে বাসনার উৎপত্তি ও লয়রূপ কর্ম্ম হয় বলিয়া "প্রজাপতি উবাচ" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ। অনেন দেবান্ ভাবয়ত, তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ। ১১

অর্থ। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে ভাবনা কর, সেই দেবগণ তোমাদিগকে ভাবনা করুন। পরস্পর ভাবনা করিতে করিতে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। ১১

দেবাঃ = দৈবাঃ কর্ম্মফলোদ্ভবাঃ দেবাঃ অথবা দিব্যন্তি প্রকাশন্তে ইতি দেবাঃ; মনোবুদ্ধ্যহংকারাঃ। ইঁহারাই সাংখ্য বলিয়া উক্ত।

আভাস। এই সঙ্গতকরণরূপ যজ্ঞের দ্বারা তোমরা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দেবতাগণকে অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকারকে পূর্ণ কর এবং সেই মনবুদ্ধিঅহংকারও ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত কর্ম্ম করাইয়া পূর্ণ করুন। এই প্রকারে পরস্পরের পূর্ণত্ব সম্পাদিত হইলে আত্মযোগরূপ যে পরম্ শ্রেয়ঃ তাহা প্রাপ্তি হইবে। ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, সেই কর্ম্মের ফল সংস্কাররূপে মনের গঠন করে এবং মনবুদ্ধিঅহংকাররূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে মনবুদ্ধিঅহংকার প্রকাশ হয় না, পুনশ্চ মনবুদ্ধিঅহংকার ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশীলতা আসে না; অতএব

মন এবং ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সংযোগে কর্ম্মের পূর্ণত্ব হইয়া থাকে এবং তাহাতে ইহারাও পরস্পরে পূর্ণ হইয়া যায়।

মনে কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইল, যদি কায়ের (ইন্দ্রিয়ের) সহিত পরামর্শ না করিয়া ইচ্ছামাত্রে ভোজন করা যায়, তাহাতে দেহের অসমতা নিবন্ধন অশান্তি উৎপন্ন হইবে। অতএব মন এবং ইন্দ্রিয় এই উভয়ে পরামর্শ করিয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক যদি কর্ম্ম হয়, তবে তাহা যজ্ঞ হইবে এবং তাহাতে আত্মার উপলব্ধি হইবে ও শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" ১০ অঃ, ৯ শ্লোক।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

অন্বয়ঃ। হি দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে; তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেনঃ এব। ১২

অর্থ। যেহেতু দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্টপ্রাপ্ত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিবেন; তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোজন করে সে চোরই হয়। ১২

আভাস। কর্ম্মের সংস্কার বা মনবুদ্ধিঅহংকার, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য-বিষয়াদি প্রকাশিত বা সূচিত করিয়া দেয়; যদি ঐ ইন্দ্রিয়সকল বিষয়-সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া, যে মনবুদ্ধিঅহংকার হইতে ঐ সংযোগপ্রাপ্তি হইল, তাহাদিগকে না দিয়া একাকী ভোগ করে, অর্থাৎ পরিমাণ এবং আবশ্যক-মাত্রাদি সম্বন্ধে মনের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শ্লোকে সাংখ্য এবং কর্ম্মের একত্রীকরণ দেখাইতেছেন। সংস্কার মনবুদ্ধিঅহংকারে থাকে এবং এই মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ দেবতা সংস্কাররূপে থাকিয়া কায়মনবাক্যাত্মক দেহে

কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। অতএব দেবতাদিগের হইতে প্রাপ্তকর্ম্ম যদ্যপি তাঁহাদিগকে না দিয়া, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত একত্রীকরণ না করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে সামঞ্জস্য রক্ষা না হওয়াতে অকর্ম্ম হয় এবং কাম-ক্রোধাদি বিকারের উৎপত্তি করে।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

অন্বয়ঃ। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে; যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে। ১৩

অর্থ। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ জন্য নিবর্ত্তন করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোগ করে। ১৩

আভাস। কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতারূপ যজ্ঞ হইয়া যাইলে যে আত্মভাব বা পূর্ণত্বের বিকাশ হয়, তাহাই যজ্ঞশেষ; মনবুদ্ধিঅহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েন বলিযা তাঁহারা সাধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; পূর্ণত্বপ্রযুক্ত ইহাঁরা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। পক্ষান্তরে যখন এই সমতারূপ যজ্ঞকর্ম্ম না হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়ার্থে বা ক্ষুদ্র অহংকারের তুষ্টির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রাপ্তিহেতু বহুত্ব নিবন্ধন দুঃখের উৎপত্তি করিয়া থাকে।

আত্মকারণাৎ = ইহারদ্বারা বাহাত্মা বা ইন্দ্রিয়াত্মাকে বলা হইতেছে। ফলকামী বাষ্টী অহংকার বিষয়-ভোগজন্য ইন্দ্রিয়ে উপগত হইলে যে ইন্দ্রিয়কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দ্বারা অন্তরাত্মার অসমতা হয় এবং তাহাতে দুঃখ উৎপন্ন করে; এবং অসমতা নিবন্ধন তাঁহারা অসাধু হইয়া থাকেন।

অন্নাদ্‌ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্‌ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

অন্বয়ঃ। ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ; কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবং; তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। ১৪। ১৫

অর্থ। ভূতভাব বা বাসনাসকল শব্দাদি বিষয় সংযোগে উৎপন্ন হয়, অন্ন অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় আকর্ষণবিকর্ষণরূপ পর্জ্জন্য হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয়, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল গুণের সহিত সঙ্গত হইলে পর, উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ (ইন্দ্রিয় ও গুণের সঙ্গতকরণ) কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কর্ম্ম ব্রহ্ম বা শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম বা শব্দ অক্ষর বা সমষ্টী-আমি হইতে উৎপন্ন। সেই হেতু শব্দ সর্ব্বগত, এবং যজ্ঞে অর্থাৎ সঙ্গতকরণ কার্য্যে সদা প্রতিষ্ঠিত। ১৪। ১৫

আভাস। এই শ্লোকে ভূতভাব বা বাসনাসকলের অব্যক্ত অক্ষর (আত্মা) হইতে উৎপত্তি এবং উহাতে লয় হইবার ক্রম দেখাইতেছেন।

"মূলভূতাৎ তদব্যক্তাৎ দ্বিকৃতাৎ পরবস্তুণঃ।
আসাৎ কিলং মহত্তত্ত্বং বিকারত্রয়সম্ভবম্॥" ইতি তন্ত্রম্।

প্রাকৃতিক গুণভেদহেতু অব্যক্ত অক্ষর আমি বা আত্মা হইতে শব্দের উৎপত্তি হইয়া ইন্দ্রিয়াদিতে কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে। ঐ কর্ম্ম হইতে মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় এবং ভাবের বা গুণের সমতা হইয়া যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। এই যজ্ঞদ্বারা মানসিক পূর্ণত্ব সম্পন্ন হইলে আত্মভাব এবং বিষয়-ভাব সমন্বয় হইয়া বিষয়ের নিশ্চয় হয় এবং তাহা হইতে একমাত্র দেহের অসমতা পূরণ করিবার জন্য প্রকৃতিতে বাসনা (সংবাসনা) উৎপন্ন

হইয়া থাকে। তখন কায়িক বা শারীরকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না এবং তাহার পূর্ণত্বে বাসনার লয় হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্তিই হইয়া থাকে।

অন্ন = অদ্ ধাতু ভোজনে; ভোজ্যং ভোগ্যং জনয়তীতি ভোজনম্। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রই অন্ন, যেহেতু ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দস্পর্শাদি বিষয় ভোজন বা গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মার পুষ্টি হইয়া থাকে।

পর্জ্জন্য = মেঘ; আকর্ষণ বিকর্ষণে জল মেঘরূপে এবং পুনরায় জলরূপে পরিণত হয়; তদ্রূপ অহংকার কখনও বাসনারূপে বিষয়ে উৎপন্ন হয়, আবার কখনও আত্মযোগ প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবে লীন হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা আত্মভাব এবং বিষয়ভাবের সমন্বয় হইয়া অন্নের বা বিষয়ের নির্দ্দেশ হয়।

যজ্ঞ = গুণভেদের একত্রীকরণ; ইন্দ্রিয় এবং গুণের সমতা হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার, ইন্দ্রিয় ও ভাবের একত্রীকরণ হয়, ইহাই যজ্ঞ।

কর্ম্ম = প্রাকৃতিক গুণভেদে অহংকাররূপ বাসনার উৎপত্তি ও লয়ের নাম কর্ম্ম। "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥" ৮ অঃ, ৩ শ্লোক।

ব্রহ্ম = ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যসকল আমিরূপবাক্যে বা শব্দে লয় হইলে কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট কোন বিভাগ থাকে না। এই অবস্থায় আমি (আমার অহংকার) পূর্ণ এবং ব্রহ্ম শব্দবাচ্য।

অক্ষর = "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" ৮ অঃ, ৩ শ্লোক; "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" ৮ অঃ, ২১ শ্লোক।

অব্যক্ত পরব্রহ্মই অক্ষর শব্দবাচ্য। অকারাদিক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎবর্ণ যাহা মাতৃকারূপে সকলকে ধারণ করিয়া আছেন এবং যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি এবং যাহাতে শব্দের লয় হয়, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর কূটস্থ চৈতন্যই অক্ষর।

"যৎ কথঞ্চিন্ন ক্ষরতে তদক্ষরং বিজানীয়াৎ।"

"অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরমতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।

অরেখজাতং স্বরমুষ্মবর্জ্জিতং নতেঽক্ষরং যৎ ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥"

উত্তর গীতা।

যেহেতু ব্রহ্মে বা বাক্যের পূর্ণত্বে এই কায়িক এবং মানসিক পূর্ণত্ব বা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তখন ব্রহ্ম বা পূর্ণআমিরূপ শব্দ সর্ব্বগত এবং যজ্ঞে অর্থাৎ সঙ্গতকরণ কার্য্যে সদা প্রতিষ্ঠিত।

আমিরূপ শব্দে অবস্থিত থাকিয়া কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই ব্রহ্ম বা পূর্ণ।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

অন্বয়ঃ। যঃ ইহ (অস্মিন্‌দেহে) এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং ন অনুবর্ত্তয়তি, হে পার্থ! ইন্দ্রিয়ারামঃ অঘায়ুঃ সঃ মোঘং জীবতি। ১৬

অর্থ। এই দেহেতে এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র, অর্থাৎ অক্ষর হইতে ভূতের ক্রমে উৎপত্তি এবং অক্ষরে ক্রমে লয়, যিনি অনুবর্ত্তন না করেন, হে পার্থ! ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপায়ু (দুঃখময় জীবন) সেই ব্যক্তি মোহযুক্ত হইয়া জীবিত থাকেন। ১৬

আভাস। সংবাসনাযুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক অভাব মাত্র পূরণ পূর্ব্বক যিনি কায়িক, মানসিক এবং বাচিক সমতা প্রাপ্ত হইয়া আত্মযোগ লাভ করেন, তিনি এই চক্র যথার্থ অনুবর্ত্তন করেন, নচেৎ বিষয়স্পৃহা-বশতঃ ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং কামাচারী হইয়া মূঢ়ের ন্যায়ত বস্থান করেন, অর্থাৎ কি দিয়া কি করিতে হইবে বা কি দিয়া কি করিলেন ঠিক করিতে না পারিয়া মোহিত হইয়া থাকেন। চিত্ত যোগপ্রাপ্ত না হইলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান প্রভবিত হয় না এবং ইন্দ্রিয়দ্বারাও কর্ম্মের অনুষ্ঠান

যথাবিধি সম্পাদিত হয় না। এই অবস্থায় প্রাণধারণ দুঃখময় এবং বিড়ম্বনা মাত্র।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

অন্বয়ঃ। যস্তু মানবঃ আত্মরতিঃ আত্মতৃপ্তঃ এব চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। ১৭

অর্থ। যে মানব আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মভাবেই তৃপ্ত, আত্মাতেই আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহার কার্য্য থাকে না, অর্থাৎ তিনি নিষ্কাম হইয়া থাকেন। ১৭

আভাস। মানং পরিমাণং বহন্তি ইতি মানবঃ। মনবুদ্ধিঅহংকারই এখানে মানব বলিয়া উক্ত, যেহেতু ইহারাই কর্ম্মের পরিমাণ করিয়া থাকে। কায়মনবাক্যের একত্রীকরণে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে মনবুদ্ধি-অহংকার বা অন্তরাত্মা পূর্ণ হয় এবং আত্মযোগপ্রাপ্ত হয়; তখন আর এই পূর্ণ অন্তরাত্মার কর্ম্মলিপ্সা থাকে না। কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কেবল শারীরকর্ম্ম মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তখন মনবুদ্ধিঅহংকারের আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি এবং আত্মতুষ্টি হইয়া থাকে।

কার্য্য = কর্ম্মের উপদেশ, যাহা মনবুদ্ধিঅহংকারে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মশীল করে; ইহা মনের কর্ম্মলিপ্সা বলিয়া উক্ত।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ। ইহ তস্য কৃতেন অর্থঃ ন এব; অকৃতেন কশ্চন ন; সর্ব্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন চ। ১৮

অর্থ। এই দেহে তাহার (মনবুদ্ধিঅহংকারের) কর্ম্মানুষ্ঠানহেতু কোন প্রকার প্রবৃত্তি থাকে না (যেহেতু কর্ম্মের উপদেষ্টা মনবুদ্ধিঅহংকার

তখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে); ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের মধ্যে কোনটাই তাহার প্রয়োজনহেতু আশ্রয়নীয় হয় না।

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার (অন্তরাত্মা) পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কর্ম্মের প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি কিছুই উৎপন্ন হয় না এবং শব্দস্পর্শাদি কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ের আশ্রয় বা প্রতিগ্রহ আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ তখন বিষয়ে কোন প্রকার আসক্তি থাকে না; প্রাকৃতিক বা শারীরকর্ম্ম প্রয়োজন-মত কায়মনবাক্যাত্মক দেহে প্রকৃতি কর্তৃক সম্পাদিত হইতে থাকে এবং মনের পূর্ণত্ব সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯

অন্বয়। তস্মাৎ অসক্তঃ (সন্) সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর; হি অসক্তঃ (সন্) কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরম্ আপ্নোতি। ১৯

অর্থ। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্ম আচরণ কর, অর্থাৎ মানসিক এবং কায়িক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য হইয়া কার্য্য ও কর্ম্ম (মনবুদ্ধি-অহংকার এবং কায়মনবাক্য) উভয়ের একত্র আচরণে পুরুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন (যেহেতু তদ্দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে)।

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারে উৎপন্ন কর্ম্মের উপদেশমাত্রের নাম কার্য্য; এবং কায়মনবাক্যে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে। কায়মনবাক্যাত্মক দেহের কর্ম্মদ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণত্ব সম্পাদন করাই এই শ্লোকে কার্য্য এবং কর্ম্ম একত্রে করিতে বলার তাৎপর্য্য; এই অবস্থায় উভয়েই পূর্ণ হয় এবং আপন আপন স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকে; এই প্রকারে মনের কর্ম্মলিপ্সা বা ফলাসক্তি (বাক্যমোহ)

থাকে না এবং আত্মভাব সংঘটিত হইয়া পুরুষ আত্মস্থ হয়েন এবং শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; ইহাই কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥

অন্বয়ঃ। হি জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ, লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি। ২০

অর্থ। জনকাদয়ঃ মনোবুদ্ধ্যহংকারাদয়ঃ। এই মনবুদ্ধিঅহংকার হইতে সকল কর্ম্ম প্রভবিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে জনকসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মনবুদ্ধিতে সাংখ্যজ্ঞান বা সংস্কার উঠে এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লোকসংগ্রহম্ অর্থাৎ লোকস্য শরীরস্য (কায়মনোবাক্যাদীনাং) সংগ্রহম্ একত্রীকরণম্, অর্থাৎ কায়মনবাক্যের একত্রীকরণ বা সমতাকরণ।

মনবুদ্ধিঅহংকারাদি অন্তরিন্দ্রিয়গণ কর্ম্মের দ্বারাই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কায়মনবাক্যের সমতার প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করা উচিৎ। ২০

আভাস। ইন্দ্রিয়ে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকার পূর্ণ হয় ; কিন্তু যদ্যপি ইন্দ্রিয়কর্ম্ম আত্মমুখীন্ না হইয়া বিষয়গত হয়, তবে রাগদ্বেষ উৎপন্ন করিয়া মানসিক অপূর্ণতা আনয়ন করে। তাই বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়াদির বা কায়মনবাক্যের সমতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করা উচিৎ, যাহাতে মানসিক পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্তি হইবে।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১

অন্বয়ঃ। শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব (আচরতি); সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে। ২১

অর্থ। শ্রেষ্ঠ যে যে প্রকার আচরণ করেন, ইতরজনে সেই সেই প্রকারই কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলেন, লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে। ২১

আভাস। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অহংকার; ইতর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি পৃথক্ পৃথক্ আচরণ হেতু ইতর হইয়া থাকে (ইন্দ্রিয়াদয়ঃ পৃথক্ পৃথক্ আচরণং কুর্ব্বন্তঃ ইতরে ভবন্তি); এই শ্রেষ্ঠ অহংকার যখন যে ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ই প্রবল হয় এবং অবশিষ্ট গুলি তখন ইতর হইয়া থাকে, কারণ, তাহারা আপন স্থানে পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও শ্রেষ্ঠেরই অনুসরণ করে। ঐ অহংকার যখন যেখানে থাকিয়া যাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে, অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ তাহার সেই ভাবেরই অনুসরণ করে।

অহংকার যদি বলিয়া দেয় আমি বড় দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হইয়া জড়সড় হইয়া যায়. আবার অহংকার যদি বলে আমি বলবান্, তবে শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সকলে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া থাকে।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! মে ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন কর্ত্তব্যং ন অস্তি অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং চ কর্ম্মণি এব (বর্ত্তেতে) [তয়োরহং] ন বর্ত্তে। ২২

অর্থ। হে পার্থ! আমার ত্রিলোকে (কায়মনবাক্যে) কর্ত্তব্য কিছুই নাই; (ত্রিলোকের) প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি কর্ম্মেতেই আছে; সে সকলে আমি নাই। ২২

আভাস। ইহাদ্বারা আত্মার অনাসক্ততা দেখাইতেছেন; নিস্ত্রৈগুণ্যে অবস্থিত আমি (আত্মা) পরিপূর্ণ বলিয়া আমার (আত্মার) কর্ম্ম থাকিতে পারে না, কারণ কর্ম্ম গুণভেদে অবস্থিত। সত্ত্বরজস্তমাদি গুণভেদে কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে; আমার (আত্মার) সহিত

ইহাদের কোন কর্তৃত্বাদি সম্বন্ধ নাই। প্রাপ্তিযোগ্য বা অপ্রাপ্ত বিষয়ের নির্দেশ এবং গ্রহণ প্রকৃতি কর্তৃক প্রকৃতিকর্ম্মেই হইয়া থাকে।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ। হে পার্থ। হি অতন্দ্রিতঃ অহং যদি কর্ম্মণি ন জাতু বর্ত্তেয়ং, সর্ব্বশঃ মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে ২৩

অর্থ। হে পার্থ। অমোহিত আমি যদি কর্ম্মে (অহংকাররূপে) উৎপন্ন না হইয়া কর্ম্মে অবস্থান করি, অর্থাৎ আমি যদি কর্ম্ম পথে মোহিত না হইয়া কর্ম্ম করি, তবে (মনবুদ্ধিঅহংকারে প্রভবিত) সকল ভাই আমার পথ বা আত্মপথ প্রাপ্ত হইবে. অর্থাৎ আমাতে (আত্মাতে) আসিয়া লয় হইবে। ২৩

মনুষ্যাঃ – মানসোদ্ভবাঃ মনুষ্যাঃ; মনবুদ্ধিঅহংকারে প্রভবিত যত ভাব বা বাসনা মনুষ্য বলিয়া উক্ত। ৭ অঃ, ৩ শ্লোক এবং ১০ অঃ, ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আভাস। কর্ম্মে মোহিত না হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে সকল বাসনা বা ভাবই সর্ব্বতোভাবে সেই অহং বা আত্মাতে লয় হয়, অর্থাৎ অহং অহংকারত্ব প্রাপ্ত না হইলে তাহা পূর্ণ আত্মা (স্বরূপ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে। অহংকার পূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে, প্রাকৃতিক কর্ম্ম সকল স্বাধীনভাবে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ প্রাকৃতিক কর্ম্ম সমতা মাত্র করিয়া যাওয়াতে আত্মযোগই লাভ হইয়া থাকে।

উদাহরণ যথা—ভোজন কার্য্যে কোন একটী দ্রব্য ভাল লাগিতেছে, তেরাং তাহাতে মোহিত হইয়া অহংকার পূর্ব্বক রসনার তৃপ্তিহেতু দি তাহা অতিরিক্ত মাত্রাতে গৃহীত হয়, তবে তাহাতে প্রাকৃতিক বা দৈহিক সমতা নষ্ট হইবে, কিন্তু যদ্যপি অহংকার উৎপন্ন না হইয়া প্রকৃতি

যতটুকু চায় ততটুকু মাত্র গৃহীত হয়, তবে প্রাকৃতিক সমতামাত্র হইয়া আত্মযোগপ্রাপ্তি করাইবে।

উৎসাদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ। অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (তদা) ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ ; সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্। ২৪

অর্থ। অহং বা অহংকারযুক্ত আমি যদ্যপি কর্ম্ম না করি, অর্থাৎ অহংকার পূর্ব্বক প্রাকৃতিক কর্ম্মে যদি হস্তক্ষেপ করি (তাহা হইলে) এই লোক সকল অর্থাৎ এই দেহসমষ্টী নষ্ট হইবে ; আমি সঙ্করের কর্ত্তা হইব, এই প্রজাসকলকে নাশ করিব।

প্রজাঃ = প্রকৃষ্টাৎ জায়তে ইতি প্রজাঃ ; সৎবাসনাকে প্রজা বলে। ১০ অঃ, ৬ শ্লোক এবং ৩ অঃ, ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আভাস। অসঙ্গ আমি প্রকৃতির গুণকর্ম্মে হেতুভূৎ সাক্ষীমাত্র; চক্ষুর প্রকৃতি দর্শন করা, কর্ণের প্রকৃতি শ্রবণ করা ইত্যাদি ; এখানে প্রকৃতিই দর্শনাদি কার্য্যের হেতু হইয়া থাকেন। অসঙ্গ আমি হইতে গুণসংযোগে অহংকার উৎপন্ন হইয়া প্রকৃতিগত হয়েন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অবস্থান পূর্ব্বক দর্শনাদি কর্ম্মে ভোক্তৃত্বের হেতু হইয়া থাকেন : যদি এই অহং ভোক্তৃত্বের হেতুরূপে না থাকিয়া কার্য্যের হেতু প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হয়েন এবং ফলকামী হইয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতে বিরত করেন, তাহা হইলে প্রাকৃতিক কার্য্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হইতে না পাইয়া সুখদুঃখাদি মিশ্রফল বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একই কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বের হেতু, অহংকার এবং প্রকৃতি উভয়ে হইয়া থাকেন। এই মিশ্রন বা দ্বন্দ্বের নাম সঙ্কর। সুতরাং আমি বা আমার অহংকার এই সঙ্করের কর্ত্তা হয়েন, ইহা বলা হইয়াছে।

ইহাতে প্রজা অর্থাৎ সৎবাসনা (ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম বা আত্মস্থিত হইবার ইচ্ছা) নাশ প্রাপ্ত হইয়া বিষয় বাসনা প্রবল হয়।

এই দুই শ্লোকে বলিতেছেন যে অহংকারপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত না হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে স্বভাবে অবস্থিত হইতে দিলে তাহাতে যে রসহীন দর্শনস্পর্শনাদি প্রাকৃতিক কর্ম্ম হয়, তদ্বারা সকলেই আপন আপন স্থানে স্বভাবে অবস্থান করে এবং আত্মার পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়। এই প্রকার কর্ম্মকে নির্দ্দোষ ব্রহ্মকর্ম্ম বলে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫

অন্বয়ঃ। হে ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ বিদ্বান্ অপি অসক্তঃ (সন) তথা কুর্য্যাৎ। ২৫

অর্থ। হে ভারত! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ আচরণ করে, কায়মনবাক্যাদির সঙ্গতকরণে-ইচ্ছুক পণ্ডিতগণও অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। ২৫

আভাস। মূঢ় ও জ্ঞানী এই উভয় অবস্থার কর্ম্মে বাহ্যিকভাবে বা আচারতঃ কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানী হইবার পূর্ব্বে যেরূপ আচরণ করিতেন, জ্ঞানপ্রাপ্ত হইবার পরেও তাঁহার বাহ্যিক আচার সেইরূপই হইয়া থাকে, কোন তারতম্য দেখা যায় না; পূর্ব্বাবস্থায় ফলপ্রত্যাশা থাকে, পরে তাহা থাকে না, এইমাত্র প্রভেদ।

আচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের একভাবে অবস্থান সম্বন্ধে পরশ্লোকে বলিতেছেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

অন্বয়ঃ। অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ,

যুক্তঃ (সন্) বিদ্বান্ সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ (আত্মনি সমর্পয়েদিত্যর্থঃ)। ২৬

অর্থ। কর্ম্মসঙ্গী - ইন্দ্রিয়গণ; ইহারা কর্ম্মের ফলবিষয়ে অজ্ঞ, যেহেতু ইহারা কর্ম্মমাত্রই করিয়া থাকে।

যুক্তঃ = ফলাসক্তিবর্জ্জিত হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার যুক্ত ও বিদ্বান্ হয়েন এবং আত্মস্থ হইয়া সমষ্টিরূপে ইন্দ্রিয়াদির ধারক হইয়া থাকেন।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥" ৫ অঃ, ১২ শ্লোক।

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গীগণের (ইন্দ্রিয়গণের) বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না; যুক্ত হইয়া বিদ্বান্ সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে আত্মাতে অবস্থিত করাইবেন। ২৬

আভাস। অজ্ঞ ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মবুদ্ধির নাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন; অহংকার ফলকামী হইয়া ইন্দ্রিয়গত হইলে, ইন্দ্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্মবুদ্ধি ভেদ বা নষ্ট হইয়া যায় এবং অকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; চক্ষু রূপেরই প্রকাশক; সুন্দর কুৎসিৎ বিভাগ চক্ষুতে হইলে, চক্ষুর স্বভাবজাত বুদ্ধি, ভেদ বা নাশ প্রাপ্ত হয়; অহংকারের ফলকামনাই এই ভেদের বা দ্বন্দ্বোৎপত্তির কারণ, সুতরাং তাহা আচরণীয় নহে; অতএব বলিতেছেন যে, ফলকামনাবর্জ্জিত, বিদ্বান্, মনবুদ্ধিঅহংকার যোগপ্রাপ্ত হইয়া আত্মস্থ হইলে, কায়মনবাক্যাত্মক দেহে সকলকর্ম্ম সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হইবে।

অহংকারদ্বারা কর্ম্মের প্রবর্ত্তন যে দোষজনক এবং বন্ধের কারণ, তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি; অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে। ২৭

অর্থ। প্রকৃতির গুণকর্তৃক সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়; অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত (অবিদ্বান্) "আমি কর্ত্তা" এই মনে করে। ২৭

আভাস। সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণবিভাগহেতু সমষ্টি-প্রকৃতি বিভক্তা হইয়া শব্দাদি বিষয় সংযোগে কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছেন। গুণাতীত আমি (আত্মা) এই কর্ম্মে একবারে নিরপেক্ষ। চক্ষুর প্রকৃতি দর্শন করা, কর্ণের প্রকৃতি শ্রবণ করা ইত্যাদি; আমি সাহংকারে দর্শনশ্রবণাদি প্রাকৃতিক কর্ম্মের মধ্যে উৎপন্ন হইবামাত্র বিষয় প্রকাশ হইয়া সুন্দর-কুৎসিতাদি বিভাগ উৎপন্ন হয় এবং আমি মোহিত হইয়া সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকি। সুতরাং "আমি কর্ত্তা" এই বুদ্ধি, মোহ উৎপন্ন করে এবং বন্ধের হেতু হইয়া থাকে; নচেৎ দর্শনশ্রবণাদি ক্রিয়া মাত্র হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোন প্রত্যবায় উৎপন্ন হয় না।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ তু গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে। ২৮

অর্থ। হে মহাবাহো! যিনি গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি, গুণসকল গুণে অবস্থিত, ইহা জানিয়া আসক্ত হয়েন না। ২৮

আভাস। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, আমি গুণও নই, আমি কর্ম্মও নই, গুণ ও কর্ম্ম প্রকৃতিতেই অবস্থিত, অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতি করিতেছে, প্রকৃতিজ গুণে ইন্দ্রিয় সকল যুক্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হইতেছে, আমার ইহাতে কোন কর্তৃত্ব নাই, এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া ফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মস্থ হইয়া থাকেন; সুতরাং সর্ব্বদাই কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্যত্বহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ে বা বিষয়ে কিছুতেই আসক্ত হয়েন না।

তত্ত্বম্ = তত্ত্বস্তুনি তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। অফলাকাঙ্ক্ষী মনবুদ্ধিঅহংকার

তত্ত্ববিৎ হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিক অভাব হইলে তাহার পূরণার্থ গুণ বা কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া, গুণে বা কর্ম্মে সঙ্গত হইয়া, যেরূপে লয় হয়, তাহার স্বরূপ বা তত্ত্ব অবগত হইলে, তত্ত্ববিৎ হওয়া যায়। প্রাকৃতিক গুণবিভাগ হেতু তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে জিহ্বাতে জলসংযোগরূপ কর্ম্মে তৃষ্ণা লয়প্রাপ্ত হয়; অহংকারপূর্ব্বক ফলকামী হইয়া মোহিত বুদ্ধি দ্বারা জলের পরিবর্ত্তে অপর কোন পানীয়ে এবং জিহ্বা ব্যতীত অপর কোন স্থানে এই যোগ সম্পন্ন হইলে, এই তৃষ্ণা রূপ যে গুণক্ষোভ, তাহা সমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অপূর্ণত্ব হেতু মনবুদ্ধিঅহংকার তখন তত্ত্ববিৎ হয়েন না; যখন ঐ যোগ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়, তখন মনবুদ্ধি-অহংকার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববিৎ হইয়া থাকেন।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥২৯

অন্বয়ঃ। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢাঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে; কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ। ২৯

অর্থ। প্রকৃতির গুণে মোহিত ব্যক্তিগণ গুণযুক্ত কর্ম্মে আসক্ত হয়; সর্ব্বজ্ঞ সেই অজ্ঞ মন্দবুদ্ধিদিগকে বিচালিত করেন না (যেহেতু উভয়ের তত্ত্ব তিনি জানেন)। ২৯

আভাস। অহঙ্কার ফলকামনাহেতু ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গত হইলে, ঐ ক্ষুদ্র অহংকারসকল প্রকৃতির গুণকর্ম্মে মোহিত হইয়া থাকে। যথা, রূপে সুন্দর কুৎসিৎ বিভাগ করে, আবার সুন্দরকে কুৎসিৎ দেখে বা কুৎসিৎকে সুন্দর দেখে। এই প্রকারে মনবুদ্ধিঅহংকারাদির পৃথকত্বনিবন্ধন আত্মাতে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়। ফলকামনা না থাকিলে ইহাদের একত্রীকরণ হয় এবং অহংকার তখন পূর্ণ থাকেন; এই অবস্থায় ঐ পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ অহংকার মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্বভাবচ্যুত

করেন না; অর্থাৎ ফলকামনা না থাকিলে আত্মার পূর্ণত্ব থাকে এবং তদবস্থায় ইন্দ্রিয়াদিতে প্রাকৃতিক কর্ম্মমাত্র সম্পাদিত হইয়া সকলেই পূর্ণত্বে অবস্থান করে। আত্মস্থ হইয়া গুণকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মোহ উৎপন্ন হয় না; গুণকর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক গুণকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই মোহিত হইয়া থাকে।

বিষয়ে মোহিত না হইলে কখন গুণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আত্মাকে বিষয়ে আকর্ষণ করে এবং কখন গুণের স্থিতি হয় বা চলিয়া যায়, এই সকল জানিতে পারা যায় বলিয়া "কৃৎস্নবিৎ" শব্দ বলা হইয়াছে। এই প্রকাশময় ভাবই সর্ব্বজ্ঞতার লক্ষণ; সমষ্টি বা একত্বনিবন্ধন ইহা এক বচনান্ত। বিষয়াসক্তিহেতু বহুত্বনিবন্ধন "অকৃৎস্নবিদঃ" (অল্পজ্ঞ ফলকামী) শব্দ বহুবচনান্ত হইয়াছে।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি (আত্মনি) সংন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ (সন্) বিগতজ্বরঃ ভূত্বা যুধ্যস্ব। ৩০

অর্থ। সকল কর্ম্ম আমাতে (আত্মাতে) অর্পণ পূর্ব্বক আত্মভাব প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা আশাশূন্য নির্ম্মম (সুতরাং) অবসাদ শূন্য হইয়া যুদ্ধকর, অর্থাৎ আত্মযোগ প্রাপ্ত হইবার জন্য কর্ম্ম কর। ৩০

আভাস। কর্ম্মের গতি যদি বিষয়াভিমুখীন্ হয় তবে কর্ম্ম, কামনা কর্ম্মফল এবং গুণফল প্রভৃতি প্রকার-ভেদে, অনন্ত ও বহুশাখা যুক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্ম যদ্যপি আত্মপূরণের জন্য আত্মাভিমুখীন্ হয়, তবেই আমাতে বা আত্মাতে সমাপ্ত হয়। এই প্রকার আপ্তকামী বা আত্মস্থ ব্যক্তির চিত্ত (মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণই চিত্ত) সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই স্বভাবে অবস্থান করে; তাঁহার আশা থাকে না, অর্থাৎ এই কর্ম্ম করিলে অর্থলাভ হইবে অতএব ইহা

করা যাউক, এই কর্ম্মে ক্ষতি হইবে অতএব ইহা ত্যাগকরা যাউক, এই প্রকার বাক্যমোহ বা ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হয় না এবং তাঁহার আত্মেতর পদার্থে (বিষয়ে) আসক্তি না থাকায় মমত্ব বুদ্ধিও উৎপন্ন হয় না, সুতরাং কর্ম্মে অবসাদ অর্থাৎ জড়তা বা মোহ আসে না।

মনবুদ্ধিঅহংকার বিক্ষিপ্ত না হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণ দর্শন শ্রবণ, আঘ্রানাদি আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং চিত্ত আত্মস্থ হইয়া থাকে; ইহাই অধ্যাত্মভাব; "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে"; ইহাই চিত্তের সাম্যাবস্থা বা অধ্যাত্মচিত্ত বলিয়া উক্ত।

নিরাশী=আশাশূন্য অর্থাৎ শব্দের দ্বারা সুখদুঃখ, লাভালাভাদি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া মনে যে জল্পনা কল্পনা করা হয়, তাহা আশা; চিত্তের সাম্যাবস্থায় এই আশা উৎপন্ন হয় না।

নির্ম্মম=আত্মা ভিন্ন অপর সকলই আত্মেতর। "আমি" এবং "আমার" এই দুইটী এক পদার্থ নহে, কারণ আমি আত্মপ্রকাশক শব্দ "আমার" আত্মেতর বিষয় প্রকাশক শব্দ; আত্মাভিমুখীন বা আত্মস্থ হইলে বিষয়ে স্পৃহা থাকে না; ইহাই মমত্বশূন্য অবস্থা।

বিগতজ্বর=জ্বর অর্থাৎ প্রাকৃতিক বৈষম্য; মোহ বা কাম ইহার কারণ এবং জড়তা বা অবসাদ ইহার ফল; এই জড়তা বা অবসাদশূন্য হইলে বিগতজ্বর হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব প্রকারে নিরাশী ও নির্ম্মম হইয়া মোহকে বিদূরিত করিয়া যুদ্ধ করিতে বা কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিতেছেন।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ। শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ যে মানবাঃ মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে। ৩১

অর্থ। শ্রদ্ধাবান্ (এবং) অসূয়াশূন্য যে মানবগণ আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন। ৩১

আভাস। মানং পরিমানং বহন্তি ইতি মানবাঃ। মনবুদ্ধিঅহংকার যে মান অর্থাৎ ভাব বহন করে, তাহা মানব; অথবা মনুর্ভবাঃ মানবাঃ; মনু অর্থাৎ শব্দ; শব্দ হইতে মনবুদ্ধিঅহংকারে উৎপন্ন ভাব সকলই মানব। ইহারাই কর্ম্মের পরিমাণ করিয়া থাকে।

ভাবসকল একনিষ্ঠ এবং রাগদ্বেষ রহিত হইয়া আত্মস্থ হইলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহারা আর কর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হইয়া অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয় না; আত্মাতে যাইয়া লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২

অন্বয়ঃ। যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি অচেতসঃ তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি। ৩২

অর্থ। কিন্তু সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবাপন্ন যাহারা আমার এই মত (অর্থাৎ আপ্তবাক্য সকল) অনুষ্ঠান না করে, সমতাশূন্য সেই সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়দিগকে অর্থাৎ অল্পজ্ঞ এবং ফলকামীগণকে নষ্ট বলিয়া জানিও। ৩২

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার যাবৎ সমতাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে মুগ্ধ করে, অতএব তাহারা পূর্ণভাবে স্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখের উৎপত্তি করে। এইরূপে অন্তরাত্মা বা পুরুষ সঙ্করের কর্ত্তা হইয়া জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া থাকেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

অন্বয়ঃ। অপি জ্ঞানবান্ স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে;

ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্ত্তন্তে) নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) কিং করিষ্যতি। ৩৩

অর্থ। জ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মবিৎ ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন; ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে? অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহে কোন আবশ্যক নাই। ৩৩

আভাস। এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে, স্বভাবতঃ সকলকর্ম্মই প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন স্বভাবজাত কর্ম্মই করিতে থাকে; জ্ঞানবান বা আত্মস্থ ব্যক্তি অহংকারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন না। যাহার যে প্রকৃতি তদনুরূপ কার্য্য হইলে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়া থাকেন, নচেৎ অহংকারপূর্ব্বক প্রকৃতির কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে সঙ্করের উৎপত্তি হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যদ্যপি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল অহংকারযোগে ব্যভিচারী না হইয়া দর্শনশ্রবণাদিরূপ আপন আপন স্বভাবজাতকর্ম্মে অবস্থিত থাকে, তবে চক্ষুতে রূপজ্ঞান, কর্ণে শব্দজ্ঞান, জিহ্বাতে রসজ্ঞান এই সকল পূর্ণ মাত্রায় হইয়া থাকে, নচেৎ কোন বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান হয় না, পরন্তু রাগদ্বেষরূপ বিকারের উৎপত্তি হয় এবং পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হইতে না পারিয়া দুঃখেরই হেতু হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ; তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ। ৩৪

অর্থ। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রাপ্ত হইলে রাগদ্বেষ উৎপন্ন করিয়া থাকে; (জ্ঞানবান) তাহাদিগের (রাগদ্বেষের) বশতাপন্ন হন না; যেহেতু তাহারা (ঐ রাগদ্বেষ) ইন্দ্রিয়ের পথপ্রদর্শক, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পথের বা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগের প্রবর্ত্তক। ৩৪

আভাস। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদি বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার মধ্যে যেটি ইন্দ্রিয়ের আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ, সে সেইটি মাত্র গ্রহণ করিয়া অপরটিকে বা অপরগুলিকে ত্যাগ করে, যথা চক্ষুর বিষয় রূপ, সে রূপটিই গ্রহণ করে, কর্ণের বিষয় শব্দ, সে শব্দটিই গ্রহণ করে ইত্যাদি ; চক্ষুতে যদি রূপ ব্যতীত রসাদির সংযোগ হয়, বা কর্ণে যদি শব্দ ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের সংযোগ হয়, তাহাতে তাহার দ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং তাহাকে ত্যাগ করে ; ইহাই ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ। রাগে প্রবৃত্তি এবং দ্বেষে নিবৃত্তি হয়। এই রাগদ্বেষ ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা চালক ; ইহারা (রাগদ্বেষ) যেন আত্মাকে বা অহংকারকে চালিত না করে, ইহা বলিতেছেন, কারণ, যদি অহংকার ইন্দ্রিয়-কর্ম্মে মোহিত হইয়া রাগদ্বেষ প্রাপ্ত হয়েন এবং এক ইন্দ্রিয়কর্ম্মের দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়কে চালনাদি করেন, তবে দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব অহংকার এইরূপে প্রকৃতিগত না হইলে তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণত্ব হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও যথাযথ বিষয়ে যুক্ত হইয়া স্বভাবে অবস্থিত থাকে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ ; স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ। ৩৫

অর্থ। কামসংকল্পপূর্ব্বক সাহংকারে সম্যক্ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম অপেক্ষা গুণবিযুক্ত আত্মধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; আত্মধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম ভয়পূর্ণ। ৩৫

আভাস। মনবুদ্ধ্যাদি অন্তরিন্দ্রিয় এবং কায়মনবাক্যাদি বহিরিন্দ্রিয় সমতাপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, আত্মার স্বভাবে বা পূর্ণভাবে

স্থিতি হয় বলিয়া স্বধর্ম্ম শব্দে আত্মধর্ম্ম বলা হইতেছে। বিগুণ অর্থাৎ গুণবিযুক্ত; এই আত্মধর্ম্ম গুণবিযুক্ত, যেহেতু রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি না হওয়াতে তথায় কোন গুণের প্রকাশ নাই।

ইন্দ্রিয়াদির রাগদ্বেষ উৎপত্তিকারী যে ধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তাহাকে পরধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়কে স্বভাবে বা স্বধর্ম্মে অবস্থান করিতে দিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ পূর্ব্বশ্লোকে দেওয়া হইয়াছে; আমার (আত্মার) অহংকার ইহাতে (ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে) যুক্ত হইলে পররূপী বা শত্রুরূপী হইয়া থাকে এবং অকর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহাই "পর" শব্দের তাৎপর্য্য।

"অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ" ৬ অঃ, ৬ শ্লোক।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" অর্থাৎ স্বভাবে থাকিলে অহংকার থাকে না, সুতরাং আমার (আত্মার) অহংকারের স্বভাব বা আত্মভাবপ্রাপ্তি হইলে নিধন বা লয় হয়; দ্বন্দ্বে অহংকারের উৎপত্তি এবং নির্দ্বন্দ্বে অহংকারের লয় হইয়া থাকে। অতএব দ্বন্দ্বহীন হইয়া অহংকারের লয় হওয়াই শ্রেয়ঃ, ইহা বলিতেছেন।

ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম ভয়পূর্ণ কারণ, এই ধর্ম্মে (রাগদ্বেষ-প্রদর্শিত পথে) যাইলে, আমার অহংকার বিষয়প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, ইহা নিশ্চয়ই ভয়াবহ।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ। অথ হে বার্ষ্ণেয়! অয়ং পূরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি কেন প্রযুক্তঃ বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি? ৩৬

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে বৃষ্ণিবংশাবতংশ! এই পুরুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, বলের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় পাপকার্য্য করে? ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ, এষঃ ক্রোধঃ; ইহ (অস্মিনদেহে) এনং বৈরিণং বিদ্ধি। ৩৭

অর্থ। শ্রীভগবান বলিলেন। রজগুণ হইতে উৎপন্ন সর্ব্বগ্রাসক এবং মহাপাপরূপ এই কাম এবং এই ক্রোধ (পাপের নিয়োজক); এই দেহে এই কামক্রোধকে (রাগদ্বেষকে) শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

আভাস। পুরুষ বা অহংকার ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম বা রাগদ্বেষ প্রাপ্ত হইলে, শত্রুবৎ হইয়া থাকেন, কারণ, তখন তিনি কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া প্রাকৃতিক কর্ম্মের অযোগ সম্পাদনপূর্ব্বক বিষয়ের পর বিষয় গ্রহণ করিয়া দুঃখ উৎপন্ন করেন এবং জন্মমৃত্যুরূপ মহাপাপ প্রাপ্ত হয়েন। অহংকারের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, প্রাকৃতিক সত্ত্বরজতম গুণবিভাগের মধ্যে, রজগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণে প্রকাশময় ভাব, রজগুণে প্রবৃত্তি এবং তমগুণে মোহ বা পাপ উৎপন্ন করে। রজগুণ পুরুষকে সত্ত্বে বা আত্মভাবেও স্থিত করে এবং রাগদ্বেষযুক্ত হইলে বিষয়প্রাপ্ত করাইয়া মোহিত বা তমগুণাশ্রিতও করে। এই শ্লোকে, ইন্দ্রিয়ধর্ম্মপ্রাপ্তিতে অহংকারের পাপ প্রবৃত্তি দেখাইতেছেন।

এই কামকে "মহাশন" বলা হইয়াছে, কারণ, বিষয়ের পর বিষয় গ্রহণ করিয়াও ইহা নিবৃত্ত হয় না। ইহা অগ্নিবৎ দুষ্পূর। কাম বা রাগ, এবং ক্রোধ বা দ্বেষ, শব্দজ্ঞানে দুইটি পৃথক্ হইলেও, যেখানে কাম বা রাগ আছে, সেই স্থানেই ক্রোধ বা দ্বেষ থাকে বলিয়া একীকৃত হইয়া "এনং" শব্দদ্বারা একবচনান্ত প্রয়োগ হইয়াছে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥৩৮॥

অন্বয়ঃ। যথা ধূমেন বহ্নিঃ আব্রিয়তে, যথা চ আদর্শঃ মলেন (আব্রিয়তে) যথা গর্ভঃ উল্বেন আবৃতঃ, তথা তেন (কামেন) ইদম্ (আত্মজ্ঞানম) আবৃতম্। ৩৮

অর্থ। যথা ধূমের দ্বারা অগ্নি এবং দর্পণ মলেরদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, যেমন গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ কামদ্বারা এই আত্মজ্ঞান বা আত্মা আবৃত হইয়া থাকেন। ৩৮

আভাস। অগ্নি হইতে ধূম, দর্পণ হইতে মল এবং গর্ভে জরায়ু উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে তাহাকেই আবরণ করে; আত্মা হইতেই গুণ বা কাম উৎপন্ন হইয়া আত্মাকেই আবরণ করিয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য। কাম বলিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। "কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ" ১৬ অঃ, ২১ শ্লোক।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ জ্ঞানং নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ আবৃতম্। ৩৯

অর্থ। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর জ্ঞান এই নিত্যশত্রু কামরূপ অপূরনীয় অনলদ্বারা আবৃত হয়। ৩৯

আভাস। জ্ঞান ও অজ্ঞান বিরুদ্ধভাব হইলেও, উভয়েই চিরকাল আছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে দর্শনাদি ক্রিয়া হইয়া রূপাদির জ্ঞান যখনই হইতে থাকে, তখনই মনে ঐ সকল রূপাদি বিষয়ের সংস্কার, শব্দরূপে

উপস্থিত থাকিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে রূপাদি বিষয়ের সম্যক্ বা স্বরূপ-জ্ঞানের বাধা প্রদান করে।

উদাহরণ যথা। স্ত্রীসম্ভোগে সুখ আছে এই সংস্কার, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে স্ত্রীরূপ সংযুক্ত হইবামাত্র, মনবুদ্ধিঅহংকারে উপস্থিত হইয়া কাম বা অজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া, স্ত্রী যে কি পদার্থ তাহার স্বরূপের অবগতির প্রতিবন্ধক হয়।

অতএব এই সংস্কাররূপ শব্দ, অজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া জ্ঞানের নিত্য-বৈরী হইয়া জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখিয়া থাকে।

এই অজ্ঞান বা কাম, বাক্য বা শব্দমাত্রে মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থিত; ইহা দুষ্পূর অনলবৎ, যেহেতু বিষয়ের পর বিষয় যতই দাওনা কেন, কামের কিছুতেই পূরণ হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং জ্ঞানী যে অহংকার, তাহাকে মোহিত করিয়া থাকে।

"ন জাতু কাম কামানামুপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

সেই জন্য বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা না করিয়া যাঁহারা মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থিত শব্দজ্ঞানের বা সংস্কারের দ্বারা কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা জ্ঞানী হইতে পারেন না।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

অন্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে; এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি। ৪০

অর্থ। ইন্দ্রিয়সকল মন এবং বুদ্ধি, ইহার, অর্থাৎ এই কামের অধিষ্ঠান বা ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়। এই কাম, এই সকলের (মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণের) দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে মুগ্ধ করে। ৪০

আভাস। কামের অবস্থিতিস্থান কোথায়, তাই বলিতেছেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি, এই সকল কামের অবস্থিতি স্থান। এই কয়েকটিতেই বিষয়সংযোগ হইয়া থাকে এবং পুরুষের অহংকার বিভাগীকৃত হইয়া, এই সকল ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক বহুবিষয়ে বহুবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্বমোহে আবৃত হইয়া বিষয় ভোগ করেন; আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন না।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং পাপ্মানম্ এনং (কামং) প্রজহি। ৪১

অর্থ। হে ভরতর্ষভ! সেই হেতু তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশকারী পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর। ৪১

আভাস। আদৌ = আদিতে; অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে। পুরুষের অহংকার যদ্যপি রাগদ্বেষরূপ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হয়, তবেই ইন্দ্রিয় সংযত হয় এবং স্বভাবজ কর্ম্ম মাত্রই সম্পন্ন হইতে থাকে; নচেৎ সঙ্করভাব উৎপন্ন করিয়া জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উভয়েরই নাশ করিয়া থাকে।

জ্ঞান = শব্দজ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান; বিজ্ঞান = অপরোক্ষ জ্ঞান, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা জন্মিয়াছে যে জ্ঞান, তাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করার নাম বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কর্ণে শুনিলাম মিষ্ট, ইহা শব্দজ্ঞান; কিরকম মিষ্ট তাহা রসনায় প্রত্যক্ষ করিলে ঠিক বুঝা যায়, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। ইন্দ্রিয় স্বভাবে থাকিলে পুরুষের অহংকার এই জ্ঞানবিজ্ঞান উভয়কেই যথার্থরূপে জানিতে পারে, নচেৎ উভয়েই নাশপ্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ে অহংকার আসিয়া উপস্থিত হইলে, মিষ্টে তিক্ত

এবং তিক্তে মিষ্ট বোধ হয়, সুন্দরকে কুৎসিৎ এবং কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, আসলকে নকল মনে করে এবং নকলকে আসল বলিয়া দেখে। কামই ইহার মূল এবং কামই এই জ্ঞানবিজ্ঞান উভয়ের নাশক। সেই হেতু কামসংকল্পবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ করিতেছেন।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২

অন্বয়। ইন্দ্রিয়াণি পরাণি (পরগতানি শত্রুরূপানি) আ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং; মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা; যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ (এষ আত্মা স্বরূপাপ্রকৃতিরিত্যর্থঃ)। ৪২

অর্থ। ইন্দ্রিয়গণকে শত্রুরূপী বলা যায়; ইন্দ্রিয় হইতে মন শত্রু, মন হইতে বুদ্ধি শত্রু, যে এই বুদ্ধির শত্রু, সেই (এই আত্মা বা স্বরূপা-প্রকৃতি)। ৪২

আভাস। ইন্দ্রিয়াদি সংযমিত না হইলে তাহাদের কিরূপ ভাব হয়, তাই বলিতেছেন। অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই অপকারকরণে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। আত্মা কামরূপী হইলে, প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে শত্রুরূপী করে, অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব নষ্ট করে, তার পর মনের, তৎপরে বুদ্ধির স্বভাব নষ্ট করিয়া থাকে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং (আত্মানং) বুদ্ধা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি। ৪৩

অর্থ। হে মহাবাহো! এই প্রকার বুদ্ধির যে শত্রু (আত্মা বা অহংকার), তাহাকে নিশ্চয় করিয়া বিবেকবুদ্ধি (কর্ম্মজবুদ্ধি) দ্বারা ঐ

ইন্দ্রিয়গত অহংকারকে নিশ্চল করিয়া, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে নাশ কর। ৪৩

আভাস। ইহার নামই কর্ম্মযোগ বা যুদ্ধে জয়লাভ। শ্রীভগবান্ তৎকালে অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন, যেহেতু এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে, আর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। অহংকার ইন্দ্রিয়গত হইয়া বিষয়াসক্ত হইলে, মনবুদ্ধি দূষিত বা নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য বলিতেছেন যে, কর্ম্মজবুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে (অন্তরাত্মাকে) কামহীন করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার করিবে। অনাসক্ত আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত বা বিষয়াসক্ত আত্মাই আত্মার শত্রু। অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই অপকারকরণে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হয়।

কায়মনবাক্যে কর্ম্ম করিয়া যে কর্ম্মজবুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, তাহার দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারের ফলাসক্তি বা শব্দমোহ নাশ করিবার উপদেশ করিতেছেন। এইরূপ হইলে কর্ম্মের আত্মযোগ বা কর্ম্মযোগ হইবে।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈবশত্রুবৎ॥" ৬ অঃ, ৫-৬ শ্লোক।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞানযোগো নাম।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। অহং বিবস্বতে ইমম্ অব্যয়ং যোগং প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ। ১

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। আমি সূর্য্যকে এই অব্যয় জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম; সূর্য্য (স্বপুত্র) মনুকে বলিয়াছিলেন; মনু (স্বপুত্র) ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ১

আভাস। কায়ে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই জ্ঞান; যথা চক্ষুতে রূপজ্ঞান, কর্ণে শব্দজ্ঞান, জিহ্বাতে রসজ্ঞান ইত্যাদি। এখন এই পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান একত্রিত হইয়া জ্ঞাতাকে প্রকাশ করে, তখন জ্ঞেয় বিষয়সকল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞাতা যে সমষ্টি-আমি, তাহাতে প্রবেশ করে বা লয় হয়। ইহাই জ্ঞানযোগ। ইহাদ্বারা কর্ম্মের অন্ত হইয়া থাকে।

আমি আকাশস্বরূপ সকলের ধারক। আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, ইহা বলিতেছেন, যেহেতু বাক্য সকল ভাবের প্রকাশক, সুতরাং "প্রোক্তবান্" বা বলিয়াছিলাম এই শব্দদ্বারা প্রকাশ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। সুতরাং "প্রাহ" "অব্রবীৎ" এই সকল শব্দও প্রকাশার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অহংকারের সর্ব্বপ্রকাশকত্বহেতু জগৎপ্রকাশক সূর্য্যকে তাহার

প্রতিশব্দরূপে বলা হইয়াছে। সূর্য্য ব্যতিরেকে যেমন কোন বস্তু বিকাশিত হয় না, তদ্রূপ অহংকার ব্যতিরেকে কিছুই প্রভবিত হয় না।

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥" ১৩ অঃ, ৩৩ শ্লোক।

(ক্ষেত্রী অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ অহং)

আমি আকাশস্বরূপ সকলের ধারক এবং তাহা হইতে গুণসমষ্টি শব্দরূপী অহংকারই আদিতে প্রকাশ; ইহাই সূর্য্য বলিয়া কথিত হইতেছে; ইহা হইতে চারিটি মনু প্রকাশ হয়; ("চত্বারো মনবস্তথা" দশম অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

মনু যথা—স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ। অহংকার ইহাদিগকে অগ্রে করিয়া ইন্দ্রিয়ে অবতরণ করেন। সর্ব্বগুণাধার শব্দটিকে এখানে মনু বলা হয় নাই, যেহেতু আকাশের গুণ শব্দ, স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে বিভাগ করে বলিয়া, ইহা (এইশব্দ) স্পর্শাদি সকলেতেই আছে; সুতরাং আদি-প্রকাশ, সর্ব্বগুণাধার এই অহংকার বা শব্দ, ঐ চারিটি তন্মাত্রা বা মনুর জনক হইয়া আছেন। অতঃপর এই অহংকার, স্পর্শাদি চারিটি মনুর বা গুণের সহিত যুক্ত হইয়া, ইক্ষ্বাকু বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ হইয়া, জ্ঞানের উৎপত্তি করেন। ইক্ষ্যতে অনেন ইতি ইক্ষ্বাকু। যাহা দ্বারা বা যে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ইক্ষ্বাকু।

অব্যক্ত আত্মা হইতে অহংকারের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে গুণযোগে ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষজ্ঞানবিকাশের যে ক্রম, তাহা এই শ্লোকে এই প্রকারে দেখাইতেছেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। হে পরন্তপ! ইহ (অস্মিন্ দেহে) স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ। ২

অর্থ। এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ (জ্ঞানযোগ), রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন; হে পরন্তপ! এই দেহে সেই যোগ কালবশে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ২

আভাস। পরম্পরাপ্রাপ্তম্ = পরং পরং পরম্পরা তয়া প্রাপ্তম্ ক্রমপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ; "পরং" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, পূর্ণ অহং হইতে অহংকারাদি-ক্রমে উৎপন্ন; রাজর্ষি = রাজ্ ধাতু দীপ্তি বা বিকাশার্থ বাচক। ব্যক্তত্ব হেতু অহংকার রাজা বলিয়া উক্ত; প্রকৃতির অধীন হইলে অহংকারের রাজত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রকাশকত্ব থাকে না। ঋষ্যন্তে প্রকাশ্যন্তে অনেন ইতি ঋষিঃ; চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মনবুদ্ধি ইহারা সাতটি ঋষি কারণ, এই সাতটি দ্বার বা ক্ষেত্রই জ্ঞানপ্রকাশের স্থান। "মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা" ১০ অঃ, ৬ শ্লোক।

এই অহংকাররূপ ক্ষেত্রজ্ঞ এবং চক্ষুরাদি সপ্ত ক্ষেত্র, এই উভয়ের যোগে জ্ঞান প্রকাশ হয়। ঐ জ্ঞান যখন ক্ষেত্রজ্ঞে অবস্থান করে, তখন তিনি (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অহং) রাজর্ষি হয়েন এবং সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয় এবং ইহা অহংকারাদি-ক্রমে প্রকাশ হয় বলিয়া "পরম্পরাপ্রাপ্ত" শব্দে বিশেষিত হইতেছে; বিষয়ে যাইয়া বিকৃত হইলে, এই জ্ঞান অজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং ক্ষরত্বহেতু নষ্ট হয়।

কালে নষ্টঃ।—কলয়তীতি কালঃ; কালে অর্থাৎ পরিচালন হেতু ক্ষরত্বপ্রাপ্ত এবং তন্নিবন্ধন নষ্ট হয়, ইহা বলিতেছেন। শ্রুতশ্রোতব্যাদি শব্দবিভাগদ্বারা ভূতভবিষ্যতাদি কালবিভাগ হইয়া বুদ্ধি মোহিত হয় বলিয়া এই জ্ঞানের উৎপত্তিক্রমের স্মৃতি অর্থাৎ অক্ষরত্বার এবং বিস্তারের উভয়ই নষ্ট হইয়া থাকে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥৩

অন্বয়ঃ। মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্। ৩

অর্থ। তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম; যেহেতু এই যোগ আনন্দদায়ক (এবং) আত্মস্থিত বলিয়া গোপনীয় অর্থাৎ অব্যক্ত। ৩

আভাস। ভক্ত অর্থাৎ অভেদত্বহেতু তুমিই সেই আমি বা আত্মা; সখা অর্থাৎ সমতাহেতু সমানত্বপ্রাপ্ত (সমানঃ খ্যায়তে ইতি সখা) তুমি আমাতে বা আত্মস্বরূপে অবস্থিত ইহা বলিতেছেন।

পুরাতনঃ যোগঃ = আদি কারণ আত্মা হইতে আগত, অহংকারাদি-ক্রমে বিস্তৃত এই জ্ঞানযোগ।

রহস্যম্ = রহসি আত্মনি স্থিতমিতি রহস্যম্। আত্মস্থিতিহেতু এই জ্ঞানযোগ উত্তম অর্থাৎ আনন্দদায়ক ইহা বলিতেছেন।

"অদ্য" শব্দ কালের বর্ত্তমানত্ব বা প্রকাশকত্বের বোধক।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥৪

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং (পরবর্ত্তী ইত্যর্থঃ); বিবস্বতঃ জন্ম পরং (প্রাক্কালীনং); ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্। ৪

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। তোমার জন্ম পরে হইয়াছে; সূর্য্যের জন্ম (তোমার জন্মের) পূর্ব্বে হইয়াছে; (অতএব) তুমি আদিতে (সূর্য্যকে এই যোগ) বলিয়াছিলে, ইহা কিরূপে আমি বুঝিব। ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; হে পরন্তপ! অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ; ত্বং ন বেত্থ। ৫

অর্থ। শ্রীভগবান বলিলেন। হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম গত হইয়াছে; হে পরন্তপ! আমি সেই সকল জানি; তুমি জান না। ৫

আভাস। অর্জ্জুন প্রকৃতির অধীন বলিয়া, অর্জ্জুন জানেন না এবং "আমি" প্রকৃতির উপরে বলিয়া, আমি সে সকল জানি, ইহা বলিতেছেন; এই ত্বংপদ (অর্জ্জুনত্ব বা অহংকারত্ব) তৎপদার্থে (আমিত্বে বা পূর্ণ অহংএ) যখন মিলিত হয়, তখনই পূর্ণজ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রকৃতিগত ভেদবুদ্ধিদ্বারা আমার জ্ঞান আবৃত হয় নাই বলিয়া, আমি ভূতভবিষ্যতাদি সকলই জানিতে পারি। সম্যক্‌জ্ঞানে আমি পূর্ণ বলিয়া আমি সকলের আদি এবং সূর্য্যাদি (অহংকারাদি) সমস্তই আমা হইতে জন্মিয়াছে। আমার বা আত্মার পূর্ব্বে আর কেহই নাই; অহংকার বিষয় প্রাপ্ত হইলে, অল্পজ্ঞ এবং আত্মবিস্মৃত হয়েন বলিয়া, এ সকল জানিতে পারেন না।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। অজঃ অব্যয়াত্মা অপি সন্, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্, আত্মমায়য়া স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি। ৬

অর্থ। জন্মরহিত, বিবিধরূপপ্রাপ্তিশূন্য হইয়াও, ভূতগণের

ঈশ্বর হইয়াও, আত্মমায়া দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকি। ৬

আভাস। আমি সকলের আদি বলিয়া জন্মরহিত, নির্গুণত্বহেতু আমি সদাই একরূপ, আকাশের ন্যায় ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি, সুতরাং তাহাদিগের ঈশ্বর।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" ১৮ অঃ, ৬১ শ্লোক।

পূর্ণ অহংকারই সর্ব্বধারক, সর্ব্বস্ত ঈশ্বর। অহংকার প্রকৃতির গুণের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ে ভোক্তারূপে ব্যষ্টিত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব প্রাপ্ত হইলে "আমি উৎপন্ন হইয়াছি" বলা হয়; যথা—আমি রূপ দেখি, আমি শব্দ শুনি, আমি রস আস্বাদন করি ইত্যাদি। আমি অজ, অব্যয় এবং পূর্ণ হইলেও এই গুণসকলের ভোক্তারূপে উৎপন্ন হইয়া পরিচ্ছিন্নত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকি, ইহাই তাৎপর্য্য।

আত্মমায়া = আত্মার পরিমাপক বা অবচ্ছেদক হয় বলিয়া "মায়া" বলা হয়; (মা ধাতু অবচ্ছেদে); অপরিমেয়, অপরিচ্ছিন্ন, আত্মাকে পরিমাপক ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অবলোকন করা যায় বলিয়া "আত্মমায়া" বলা হইয়াছে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ। হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি। ৭

অর্থ। হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের সমুদ্ভব হয়, তখন আমি আপনাকে সৃজন করি। ৭

আভাস। ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মাতে স্থিতি বা আত্মভাব। অধর্ম্ম অর্থাৎ পরভাব; ইহা ইন্দ্রিয়ভাব বলিয়া উক্ত; চলমানত্ব হেতু ইহাকে ক্ষরভাব বা সঙ্কীর্ণ ভাব বলিয়া থাকে।

যখন আত্মভাবের নাশ হইয়া পরভাবের উৎপত্তি হয়, তখন আমি অহংকাররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকি। গুণসমষ্টি-আমি (আত্মা) ত্রিগুণ আলম্বন পূর্ব্বক বিভক্ত হইয়া প্রকৃতিতে (ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে) প্রবেশ করি এবং তৎ তৎ ক্ষেত্রে বা দেহে দেহীবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকি, ইহাই দ্বিতীয় আত্মার স্বজন বলিয়া উক্ত হয়।

"মূলভূতাৎ তদব্যক্তাৎ বিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ।
আসাৎ কিলং মহত্তত্বং বিকারময়সম্ভবম্॥" ইতি তন্ত্রম্।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ। সাধুনাং পরিত্রাণায় (স্থিতিকরণায়) চ দুষ্কৃতাং (ইন্দ্রিয়ধর্ম্মরতানাং) বিনাশায়, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে সম্ভবামি। ৮

অর্থঃ। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদিগের নাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, আমি যুগে যুগে উৎপন্ন হই। ৮

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারাদিতে যখন আত্মভাব স্ফূরিত হয়, তখন তাহারা সাধু এবং যখন ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে উপগত হইয়া বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাহারা দুষ্কৃত। আত্মভাব প্রাপ্ত হইলে ঐ সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং ধর্ম্ম (আত্মস্থিতি) সংস্থাপিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে বিরতি, দুষ্কৃতির বিনাশ বলিয়া উক্ত। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে দ্বেষ এবং আত্মস্থিত হইবার জন্য যে অনুরাগ, এই রাগদ্বেষরূপ যুগের মধ্যে আমার অহংকার জন্ম গ্রহণ করে। আত্মস্থিত হইবার বাসনাই এই অহংকার বলিয়া কথিত।

আমার প্রকৃতি যখন স্বভাবে থাকে, তখন আমিও স্বভাবে থাকি, সুতরাং তখন আমার অহংকার নাই। কিন্তু যখন গুণযোগে আমার প্রকৃতি প্রতিকূল বিষয় বা ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আমার অহংকার উৎপন্ন

হইয়া ঐ প্রতিকূল বিষয় বা ভাব সকলের নাশ করিয়া আমাকে আত্মস্থ করে। অনুকূলে রাগ এবং প্রতিকূলে দ্বেষ হইয়া থাকে; রাগদ্বেষরূপ এই যুগ বা দ্বন্দ্বের মধ্যে অহংকার উৎপন্ন হইয়া প্রতিকূল বিষয় বা ভাব হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক অনুকূলে (স্বভাবে) অবস্থানরূপ কর্ম্ম করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥৯

অন্বয়ঃ। যঃ তত্ত্বতঃ এবং (কথিতরূপং) দিব্যং মে জন্ম কর্ম্ম চ বেত্তি, হে অর্জ্জুন! সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি; মাম্ এতি। ৯

অর্থঃ। যিনি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম কর্ম্ম জানেন, হে অর্জ্জুন, তিনি, দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না; আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৯

আভাস। আত্মস্থিতির প্রতিকূল বিষয়সংযোগে যখন আমার (আত্মার) স্বভাবচ্যুতি হয়, তখন অহংকাররূপে আমার (আত্মার) উৎপত্তি হয়, ইহাই আমার (আত্মার) জন্ম, এবং যখন এই অহংকার, মনবুদ্ধ্যাদির সমতাপূর্ব্বক প্রতিকূল বিষয়ের নাশ করিয়া, পুনঃ আত্মস্থিত হয় অর্থাৎ আমাতে বা আত্মাতে লয় হয়, তখন আমার (আত্মার) কর্ম্ম বলা যায়। অহংকাররূপ 'বাসনার' উৎপত্তি এবং লয়ই কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। এই দিব্য জন্ম-কর্ম্ম অবগত হইলে, কর্ম্মবন্ধন (দেহাভিমান) নাশ হইয়া, পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন বা আত্মস্থ হয়েন।

তত্ত্বতঃ—তত্ত্বের দ্বারা; তদ্বস্তুনি তদ্ভাবস্তত্ত্বম্; ভাবের অনুকূলত্ব হেতু ভোক্তার (পুরুষের) সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে, তত্ত্বের দ্বারা জানা হইল, ইহা বলা হয়।

দিব্যম্ = দিব্ ধাতু প্রকাশার্থজ্ঞাপক ; দ্যুতিমান্ অর্থাৎ প্রকাশময় আত্মভাবে বা আত্মস্থিতিতে পরিণত হয় বলিয়া, এই জন্ম-কর্ম্মকে দিব্য বলা হইয়াছে।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ বহবঃ (ইন্দ্রিয়ভাবাঃ) জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ।১০

অর্থ। অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধশূন্য, মদেকচিত্ত, আত্মনিষ্ঠ, বহুজ্ঞানযুক্ত আমার অহংকার, একনিষ্ঠ আত্মজ্ঞান দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব (আত্মভাব বা স্বভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০

আভাস। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ে অবস্থান পূর্ব্বক অহংকার পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানযুক্ত হয়েন। যখন এই সমস্ত জ্ঞান এক আমাতে বা আত্মাতে পরিসমাপ্ত হয়, তখনই অহংকারের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় এবং তখন রাগ, দ্বেষ বা ভয় এ সকল কিছুই থাকে না। অহংকারের জ্ঞানের বহুত্ব হেতু "বহবঃ" বহুবচনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ। যথা (যেন প্রকারেণ) যে (ইন্দ্রিয়ভাবাঃ) মাম্ (আত্মানম্) প্রপদ্যন্তে তান্ তথা এব অহং ভজামি ; হে পার্থ! সর্ব্বশঃ মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। ১১

অর্থ। ইন্দ্রিয়ভাবসকল যে প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আমার সমীপস্থ হয়, আমি সেই সকলকে সেই প্রকারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি, অর্থাৎ আমার অহংকারও তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া যায়। হে পার্থ! সকল মনুষ্য (ভাব সকল) আমার পথ (আত্মপথ) অনুসরণ করিয়া থাকে। ১১

আভাস। মানসোদ্ভবাঃ মনুষ্যাঃ ; মানসে উৎপন্ন ভাবগুলি মনুষ্য বলিয়া কথিত। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রাযোগে যে ভাব স্ফুরিত হয়, সেই ভাব তদধিষ্ঠিত ভোক্তাস্বরূপ অহংকারে উপস্থিত হইলে, সেই অহংকারও তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে। চক্ষুতে রূপভাব আসিলে, চক্ষুস্থিত অহংকারও তখন রূপময় হইয়া থাকে বা রূপের তন্ময়ত্ব লাভ করে। এই প্রকারে প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর তন্ময়ত্ব সম্পাদিত হইলেই আত্মযোগ প্রাপ্তি হয়। ইহাই জ্ঞানযোগ। ভাবসকলের এই প্রকারে আত্মযোগপ্রাপ্তির বা আত্মাতে লয় হইবার জন্য আত্মমুখীন্ হওয়াই "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥১২

অন্বয়ঃ। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (বহবঃ ইন্দ্রিয়ভাবাঃ) ইহ (অস্মিন্ দেহে) দেবতাঃ যজন্তে ; মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ হি ক্ষিপ্রং ভবতি। ১২

অর্থ। কর্ম্মের সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া এই দেহে মনবুদ্ধিঅহংকারাদি দেবতাদিগের সঙ্গতকরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কর্ম্মজা (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন) সিদ্ধি নিশ্চিৎভাবে শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১২

আভাস। "মানুষেলোকে" এই শব্দদ্বারা মনভাবের এবং ইন্দ্রিয়াদির একত্রীকরণ দেখান হইতেছে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে নিষ্পন্ন হউক, এই ইচ্ছা করিয়া কেবল মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা করিলে, তাহা সুসম্পন্ন বা সম্যক্ সম্পন্ন হয় না। তৎসহিত ইন্দ্রিয়ের সমতা করিয়া যদ্যপি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা সম্যক্ সম্পন্ন হয় এবং তাহার আত্ম-স্থিতি বা পূর্ণত্ব হইয়া থাকে। অহংকারের তন্ময়ত্ব বা পূর্ণত্ব সিদ্ধি বলিয়া উক্ত।

মনবুদ্ধিঅহংকারে কেবল শব্দজ্ঞান মাত্র থাকে; কায়মনবাক্যের সংযোগে পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয়। আম্র কিরূপ মিষ্ট, তাহা মনবুদ্ধি-দ্বারা বহু চেষ্টা করিলেও জানা যায় না, কিন্তু রসনাসংযোগরূপ ক্রিয়াদ্বারা ঐ মিষ্টত্বের জ্ঞান বা স্বরূপ তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব কল্পনার ফল অনিশ্চিৎ অর্থাৎ সংশয়যুক্ত এবং কর্ম্মের ফল নিশ্চিৎ, শীঘ্র এবং নিঃসন্দেহ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ময়া চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং; তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাম্ অব্যয়ম্ অকর্ত্তারং বিদ্ধি। ১৩

অর্থ। গুণকর্ম্মবিভাগদ্বারা আমাকর্ত্তৃক চারিটিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে একরূপ, অকর্ত্তা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিও। ১৩

আভাস। আমি বা অহংকার ইন্দ্রিয়যুক্ত হইলে যে কর্ম্ম হয়, তাহার প্রত্যেকটিতে চারিটি বিভাগ হইয়া থাকে যথা, অহংকার, সত্বগুণ, রজগুণ এবং তমগুণ। এই চারিটি কর্ত্তা চারিটি বর্ণরূপে কথিত। রূপযোগে চক্ষুতে রূপের অহংকার জন্মে; এই অহংকার এবং সত্ত্ব-রজ-তমগুণ যোগে উৎপন্ন তাহার সাত্বিকাদি তিনটি অভিব্যক্তি বা ভাব, এই চারিটি চাতুর্ব্বর্ণ্যরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। প্রকৃতি বা গুণই এই সকলের কর্ত্তা; আমি (আত্মা) অকর্ত্তা।

আমি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; অব্যক্ত আমি (আত্মা) হইতে যে আমি-জ্ঞান বা শুদ্ধসত্ব অহংকার উঠে, তাহা সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণে বিভক্ত হইয়া, তাহাদিগকে অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ী কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটির মিশ্রণে যথাক্রমে চারিটি বর্ণবিভাগের বা চারিটি কর্ত্তার উৎপত্তি করিয়া থাকে। অহংকারই শুদ্ধভাবে এবং গুণকর্ম্ম মিশ্রিত

প্রকৃতিতে সত্ত্বরজতমাদি-ক্রমে উৎপন্ন হইয়া চতুর্ব্বর্ণে বা চতুর্ভাবে অবস্থান করে। আমার প্রকৃতির এই সমস্ত কার্য্য; আমি নির্লেপ, অব্যয় এবং সাক্ষীস্বরূপ। "আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে" ইতি শব্দদ্বারা এই শ্লোকে এবং পূর্ব্ব কথিত ৮।৯।১১ ইত্যাদি শ্লোকে আত্মার নির্লেপত্ব এবং প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪

অন্বয়ঃ। কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি; মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ন (অস্তি); ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে। ১৪

অর্থ। কর্ম্মসকল আমাকে লিপ্ত বা আসক্ত করে না; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই; এইরূপ যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হয়েন না। ১৪

আভাস। নির্গুণ এবং সর্ব্বগুণাধার, অব্যয় এবং পূর্ণ-আমি (আত্মা) হইতে প্রকৃতির গুণযোগে যে অহংকার উঠে, সেই কর্ম্ম করে, "আমি" কিছু করি না; সুতরাং আমি কর্ম্মে লিপ্ত নহি; অতএব কর্ম্মফল "আমিকে" বা আত্মাকে আবদ্ধ করে না, কারণ অহংকারই তাহার ভোক্তা; এইরূপ নির্লেপ, নিসঙ্গ আমাকে (আত্মাকে) অবগত হইলে, আর জন্মমৃত্যু হয় না, অর্থাৎ তাহাতে আর অহংকারের উৎপত্তি হয় না।

আমি জলধি এবং প্রকৃতি তরঙ্গ স্বরূপ; তরঙ্গ জলধি হইতেই উৎপন্ন; এই তরঙ্গগুলি নাচিয়া নাচিয়া বিবিধরূপে কলনাদে জলধি বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে; জলধি কিন্তু একরূপ ও পূর্ণ। এই তরঙ্গে অবস্থিত হইলে, নানারূপত্ব এবং নানাপ্রকার গতিবিধি অবশ্যম্ভাবী; এই নানাত্বই জন্ম-মৃত্যু এবং সুখদুঃখের কারণ। এই তরঙ্গ ত্যাগ করিয়া যদ্যপি জলধি মধ্যে ডুব দাও, তবে একরূপ, অচল ও অখণ্ড

আত্মাতে বা আমিত্বে অবস্থান করিবে এবং তরঙ্গরূপ কর্ম্মের বা প্রকৃতির অতীত হইয়া যাইবে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫

অন্বয়ঃ। এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতং; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরং কর্ম্ম এব কুরু। ১৫

অর্থ। এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বতন মমুক্ষুরাও কর্ম্ম করিয়াছেন; সেইহেতু তুমি পূর্ব্বকৃত-পূর্ব্বতর কর্ম্মই কর। ১৫

আভাস। পূর্ব্বৈঃ-মুমুক্ষুভিঃ = মনোবুদ্ধ্যহংকারৈঃ। ইহারা "পূর্ব্ব" শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে, কারণ সকল কর্ম্মের আদিতে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক সাংখ্যবুদ্ধি সংস্কাররূপে মনবুদ্ধিঅহংকারেই প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাদের হইতেও পূর্ব্বে যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে "পূর্ব্বতর" শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই "পূর্ব্বতর" শব্দে কায়মনবাক্যকে নির্দ্দেশ করিতেছেন; কারণ কায়মনবাক্যে প্রথমে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে, মনবুদ্ধিঅহংকারের (সংস্কারের) উৎপত্তি হয় না। অতএব কায়াদির দ্বারা কৃত কর্ম্মের সংস্কার মনবুদ্ধিতে থাকে এবং তদ্বারা পুনঃ কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। কায়মনবাক্য আধার এবং মনবুদ্ধিঅহংকার আধেয়স্বরূপ ইহাতে অবস্থান করিতেছে। অতএব কায়মনবাক্যাত্মক দেহের কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত (মনবুদ্ধিঅহংকার) হইতেও পূর্ব্বতর ইহা বোদ্ধব্য।

তাই বলিতেছেন কর্ম্মে নির্লেপ, কর্ম্মফলে নিস্পৃহ, আমাকে বা আত্মাকে সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারা জানিয়া, মনবুদ্ধিঅহংকার মুক্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কেবলমাত্র মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা হইলেই পূর্ণ জ্ঞান হয় না, কারণ ইহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কায়মনবাক্যে যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ আত্মার উপলব্ধি হইবার উপায় নাই। অতএব

সকলের আদি যে কায়মনবাক্য বা ইন্দ্রিয়াদি, তাহাদ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মার উপলব্ধি করিবার উপদেশ করিতেছেন। প্রথমে কায়ে সৎ, তদ্বারা মনে চিৎ, এবং এই উভয়ের যোগে আনন্দ উৎপন্ন হইয়া সচ্চিদানন্দ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইহাই কর্ম্মযোগ, ইহাই জ্ঞানযোগ।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ
তৎতে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ
১৬ ॥

অন্বয়ঃ। কিং কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম ইতি, অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ ; যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি। ১৬

অর্থ। কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, এই বিষয়ে কবিগণও মোহিত হয়েন; যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব। ১৬

আভাস। কবি অর্থাৎ শব্দজ্ঞগণ (কং শব্দং বেত্তি ইতি কবিঃ) ; এখানে কবি শব্দে মনবুদ্ধিঅহংকার বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহাতে শব্দজ্ঞান অবস্থান করে। ইহারা কোন্‌টি কর্ম্ম এবং কোন্‌টি অকর্ম্ম, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না, যেহেতু ইহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান নাই। ইহাদের বিজ্ঞান বা পদার্থ বোধ জন্মে না। শাব্দিক কর্ম্মাকর্ম্ম বিভাগ (বাক্যমোহ) ইহাতেই অবস্থিত।

বিজ্ঞান বা পদার্থবোধ কায়মনবাক্যে হইয়া থাকে। মনবুদ্ধি-অহংকার (শব্দজ্ঞানী), কায়মনবাক্য (বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানী) ; উভয়ে সঙ্গত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, আত্মাতে সম্যক্‌জ্ঞান বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বিজ্ঞান জন্মিলে সংসারে কোন বস্তুই তাহাকে দুঃখ প্রদান করিতে পারে না, নচেৎ মোহ ও পতন অবশ্যম্ভাবী। শব্দজ্ঞ ব্যক্তির যে কর্ম্মের স্বরূপ বোধ নাই, তাহা শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যথা—

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ।
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্॥"
"অভ্যস্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈবহি।
পরমার্থং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা॥" ইতি তন্ত্রম্।
"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্যবেত্তা ন চ চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহুন্যধীত্য
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ স॥" উত্তরগীতা।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥১৭॥

অন্বয়ঃ। কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং; কর্ম্মণঃ গহনা গতিঃ। ১৭

অর্থ। কর্ম্মের (ইষ্টকর্ম্মের), বিকর্ম্মের (ইষ্টানিষ্ট মিশ্রকর্ম্মের), অকর্ম্মের (অনিষ্টকর্ম্মের) বিষয় বোদ্ধব্য অর্থাৎ কর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতব্য; অর্থাৎ সাংখ্যের বা শব্দজ্ঞানের দ্বারা না জানিয়া কর্ম্মকরিয়া বিজ্ঞানের দ্বারা জানিবার উপদেশ করিতেছেন; কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়, অর্থাৎ কর্ম্মের স্বরূপ শব্দেরদ্বারা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য। ১৭

আভাস। কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট বিভাগ মনে শব্দদ্বারাই কল্পিত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়ে অনুষ্ঠিত হইলে, কর্ম্মের যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে; যাহাকে ইষ্টকর্ম্ম বলিয়া জানা আছে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা হয়তো অনিষ্টরূপী হইতেছে এবং যাহা অনিষ্ট বলিয়া জানা আছে, তাহা ইষ্টরূপী হইতেছে; অতএব যাবৎ কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ে (কায়মনবাক্যে) সঙ্গত হইয়া বিজ্ঞানে না পরিণত হয়, তাবৎ ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মের স্বরূপ, শাব্দিক ফলব্যবধানহেতু মনবুদ্ধিঅহংকারে দুর্জ্ঞেয়ই হইয়া থাকে। কায় (ইন্দ্রিয়) বিনা কর্ম্মের প্রত্যক্ষ আর কোথাও হইতে পারে না।

বিকর্ম্ম অর্থাৎ ইষ্টানিষ্টমিশ্রকর্ম্ম ; বাচিক অহংকারই কর্ম্মের ইষ্ট এবং অনিষ্ট (কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম) এই শাব্দিক বিভাগ করিয়া থাকে ; সেই হেতু বিকর্ম্ম (ইষ্টানিষ্টমিশ্রকর্ম্ম) এই শব্দ, অহংকারকেই বুঝাইতেছে। বিশেষেণ কর্ম্ম ইতি বিকর্ম্ম ; ১৮ অঃ, ১২ শ্লোকে কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র এই ত্রিবিধ ফলের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে কর্ম্ম, অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্ম এই শব্দদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১৮ অঃ, ১২ শ্লোক।

অতএব কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট সাংখ্যজ্ঞান এবং তাহাদিগের বিভাগকর্ত্তা বাচিক অহংকার এই সকলের লয় পূর্ব্বক আত্মস্থ (পূর্ণ আমিরূপশব্দে স্থিত) হইতে পারিলে, বিবেক-সম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান হওয়া যাইবে।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ। যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ যঃ কর্ম্ম (পশ্যেৎ), মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্, সঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সঃ) যুক্তঃ (এব)।১৮

অর্থ। কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনি মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনি সর্ব্বকর্ম্মপারগ এবং সেই যোগীই আত্মস্থ অর্থাৎ যোগযুক্ত। ১৮

যুক্তঃ = যোগপ্রাপ্তঃ ; আত্মস্থ অতএব বুদ্ধিমান্।

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনবাক্য অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়, এতদুভয়ের সঙ্গতকরণের দ্বারা কর্ম্ম করিবার উপদেশ করিতে-ছেন। মনে যাহা কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান আছে, কায়ে বা ইন্দ্রিয়ে তাহা অকর্ম্ম (অনিষ্ট) হইতে পারে এবং মনে যাহা অকর্ম্ম (অনিষ্ট) বলিয়া

জ্ঞান আছে, তাহা কায়ে (ইন্দ্রিয়ে) কর্ম্ম (ইষ্ট) বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে; পুনশ্চ ফলাসক্তিহেতু কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া মনের শব্দমোহ উৎপন্ন হইতে পারে: সুতরাং কেবল মনবুদ্ধিঅহংকারে শব্দের দ্বারা কোন কর্ম্মের নিশ্চয় না করিয়া কায়মনবাক্যে প্রত্যক্ষ করিয়া কর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইতে উপদেশ করিতেছেন। অতএব কর্ম্মাকর্ম্মমিশ্র যে আমি, যখন কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়কে ধারণ করিতে পারি, তখন আমি বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বগত কর্ত্তা। আমি কর্ম্মফলত্যাগী হইলে ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয় কর্ম্মই সমতার আশ্রাকগত করিতে পারি; অতএব আমি তখন ইষ্টানিষ্টমিশ্র বা কূটস্থ। ১৮ অঃ, ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ, বুধাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতম্ আহুঃ। ১৯

অর্থ। যাঁহার সমুদয় দেহেন্দ্রিয়ব্যাপার ফলকামনাশূন্য হইয়াছে, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা তাঁহাকে বুধগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ১৯

আভাস। জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে যে কর্ম্মের ফল, এমন কর্ম্ম যিনি করেন, অর্থাৎ কর্ম্মে যাঁহার অহংকার নাই, তাঁহাকে জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা বলে। কর্ম্মে অহংকার উৎপন্ন হইলে, বুদ্ধি মোহিত হয় এবং কর্ম্ম অহংকারে সমাপ্ত হইলে, পূর্ব্বে অবস্থিতিহেতু অহংকার পণ্ডিত হইয়া থাকেন। অহংকার কর্ম্মে মোহিত হইলে, অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং পণ্ডিত কি করিয়া হইবেন? ফলাসক্তি এই মোহের হেতু, অতএব মনবুদ্ধিঅহংকারে কর্ম্মের ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, কায়মনবাক্যসংযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ঐ কর্ম্ম অহংকারকে জ্ঞানী করিয়া তাঁহাতেই সমাপ্ত হয়। ইহাই কর্ম্মের বা কর্ম্মফলের দগ্ধত্ব।

অহংকার ফলকামী হইয়া কর্ম্ম করিলে বিষয় প্রকাশ হয়, ইহা অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের অবরোধক ; এবং অহংকার চৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়ে স্বভাবজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে, পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হয় এবং আত্মপ্রকাশ হয়, ইহাই যথার্থ জ্ঞানযোগ।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ। সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ (অতএব) নিরাশ্রয়ঃ (সন্) কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি। ২০

অর্থঃ। তিনি কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক নিত্যতৃপ্ত (সদানন্দ), অতএব নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-অভিমান-শূন্য হইয়া কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না। ২০

আভাস। যখন আমি ইতস্ততঃ রূপাদি দর্শনকরি, অথচ আমাতে সুন্দর-কুৎসিতাদি রূপমোহ উৎপন্ন হয় না, তখন আমি কর্ম্মে অর্থাৎ দর্শনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও নিরাশ্রয় এবং নিষ্ক্রিয়। ইহাই নিত্যতৃপ্তের লক্ষণ। কর্ম্মে এবং কর্ম্মফলে আসক্তি থাকিলে এই প্রকার রসহীন দর্শনাদিক্রিয়া হয় না এবং নিরাশ্রয় (বিষয়ে অনাসক্ত) হওয়া যায় না।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

অন্বয়ঃ। নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা, ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সঃ) কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। ২১

অর্থ। আশাশূন্য অর্থাৎ ফলকামনারহিত, আত্মাতে সংস্থিত-চিত্ত, সকল পরিগ্রহ-ত্যাগী অর্থাৎ দেহরক্ষার অতিরিক্ত কোন কিছু বিষয় গ্রহণরহিত, সেই যোগী কেবল প্রাকৃতিক অর্থাৎ দেহোনির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মমাত্র করায় কোন পাপ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন না। ২১

আভাস। প্রাকৃতিক কর্ম্ম প্রকৃতিই করিয়া থাকেন ; তাহাতে

অহংকার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তাহার ফল সমতামাত্র ; ইহাতে পাপ বা দুঃখ নাই। কিন্তু তাহার অতিরিক্ত যত কিছু কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাতে অহংকার আছে এবং আশা বা ফলকামনাই তাহার কারণ ; অতএব তাহা দুঃখের উৎপত্তিকারক।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২

অন্বয়ঃ। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ, বিমৎসরঃ, সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ, কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে। ২২

অর্থঃ। উপস্থিত লাভে সন্তুষ্ট, রাগদ্বেষদ্বন্দ্ব-রহিত, নির্ব্বৈর এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদহীন্ সেই যোগী, কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না। ২২

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার কর্ম্মে আসক্ত না হইলে, কায়মনবাক্যাত্মক দেহে যত কিছু কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহার কোনটিতেই অহংকার উৎপত্তি হয় না ; অতএব তাহা বন্ধনের কারণ হয় না।

"ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥" ১৮ অঃ, ১০ শ্লোক।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ। গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (তস্য) যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং প্রবিলীয়তে (আত্মনি প্রলীয়তে ইত্যর্থঃ)। ২৩

অর্থ। সর্ব্বতঃ আসক্তিশূন্য, কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমানমুক্ত, আত্মজ্ঞানে অবস্থিত, সেই যোগীর সমতাপ্রাপ্তিহেতু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়াতে, বাসনা বা কর্ম্মফলের সহিত ঐ কর্ম্ম (আত্মাতে) লয় হইয়া যায়। ২৩

সমগ্রং = অগ্রেণ কর্ম্মফলেন সহ সম্যক্ বর্ত্ততে ইতি সমগ্রম্। যজ্ঞায়

কর্ম্ম আচরতঃ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সমতার জন্য কায়মনবাক্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণত্ব সম্পাদন করিতে পারিলে, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সকলই আমাতে (আত্মাতে) লয়প্রাপ্ত হয়।

আভাস। ফলকামনা থাকিলে সমতা হয় না এবং সমতা হইলে ফলকামনা থাকে না; সমতার অতিরিক্ত পরিগ্রহের নাম কাম। কায়মনবাক্যের সমতাদ্বারা কর্ম্ম অনাসক্ত হইলে যজ্ঞ হইয়া থাকে; তদ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হইলে, ঐ যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া যায়; কর্ম্মেরও আত্যন্তিক লয় বা সমাপ্তি হয়।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ। অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রহ্মাগ্নৌ হুতং, ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা তেন ব্রহ্ম এব গন্তব্যং। ২৪

অর্থ। স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, হোমকর্ত্তা ব্রহ্ম এবং তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম ব্রহ্ম, অর্থাৎ স্রুব, ঘৃত, অগ্নি, হোমকর্ত্তা এবং হোমাদি ক্রিয়া সমস্তই ব্রহ্ম; ঈদৃশ ব্রহ্মকর্ম্মে যাহার চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহা কর্ত্তৃক ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪

আভাস। পূর্ব্বশ্লোককথিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্ম কাদৃশ হইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্লোকে সমষ্টিভাবে কর্ম্মের বিষয় বলিয়া পরে চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি বিভাগ দেখাইতেছেন।

অর্পন বা স্রুবকে মন, হবি বা ঘৃতকে বুদ্ধি এবং অগ্নিকে অহংকার বা আমিরূপশব্দ বলিয়া জানিবে।

নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দ্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ ইতি তন্ত্রম্।

ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা = ব্রহ্মৈব কর্ম্ম তস্মিন্ সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্রং যস্য তেন ; ব্রহ্মাগ্নৌ অর্থে বাক্যরূপ অগ্নিতে বা আমিরূপ পূর্ণ শব্দে বুঝিতে হইবে। আমি কর্ত্তা, মনরূপ স্রুবদ্বারা বুদ্ধিরূপ হবিকে পূর্ণ অহং বা বাক্যরূপ অগ্নিতে হোম অর্থাৎ অর্পণ করিয়া থাকি ; ইহাতে মনবুদ্ধি-অহংকার সমতাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করে এবং পূর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় আমি (আমার অহংকার) পূর্ণ, বুদ্ধি পূর্ণ এবং মনও পূর্ণ এবং এই পূর্ণ মনবুদ্ধিঅহংকারের সহিত যাহা কিছু করি সকলই পূর্ণ।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ। অপরে (আদৌ) যোগিনঃ (ইন্দ্রিয়াদয়ঃ) দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি), অপরে (তৎপরে) ব্রহ্মাগ্নৌ (বাক্যাগ্নৌ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি। ২৫

অর্থ। দৈবযজ্ঞ প্রাকৃতিক গুণভেদের বা কর্ম্মফলের (ইষ্টা-নিষ্টবিভাগের) যে সংমিশ্রন বা একত্রীকরণ, তাহাকে দৈবযজ্ঞ বলে ; ইহাদ্বারা আত্মার সমীপস্থ হওয়া যায় এবং ইহাই উপাসনা ; (উপ সমীপে আসনং যৎ তৎ উপাসনম্)।

ব্রহ্মাগ্নৌ = বাক্যরূপ যে অগ্নি তাহাতে ; শব্দজ ইষ্টানিষ্ট ফলবিভাগ একত্রীকৃত হইয়া বাক্যের পূর্ণত্বে বা ব্রহ্মাগ্নিতে স্থিত হইয়া থাকে।

আদিতে ইন্দ্রিয়গণ (ইন্দ্রিয়াবস্থিত যোগীগণ) দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলের সঙ্গতকরণরূপ যজ্ঞ করিবেন ; (আমিরূপ বাক্যে বা শব্দে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যসকল লয় করিতে পারিলে কর্ম্মফলের সঙ্গতকরণ হয় এবং তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কোন ফলই উৎপন্ন হয় না) ; তৎপরে শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ ঐ আমিরূপ শব্দে সঙ্গতকরণের দ্বারা সঙ্গতকরণরূপ-যজ্ঞ অর্পণ করিবেন। ২৫

আভাস। প্রথমে ইন্দ্রিয়ে কর্ম্মফলের সমতা করিবেন, তৎপরে এই ফলব্যবধান-রহিত কর্ম্ম, শব্দব্রহ্মরূপ যে আমি, তাহাতে সঙ্গতকরণ করিয়া

বাচিক যজ্ঞ বা বাঙ্ময় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞানী হইবেন ; ফলতঃ শব্দের দ্বারা কোন ভাব বা ক্রিয়ার উৎপত্তি না হইয়া, শব্দ শব্দেই অবস্থান করিলে দৈবযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া, শব্দের পূর্ণত্বে অর্পিত হইল, ইহা বলা হয়। ইহাই বাক্যের অন্তর্মুখীন্ অবস্থা। আম্রের কটুত্ব, মিষ্টত্ব, অম্লত্বাদি গুণভেদে যে অহংকারের উৎপত্তি হয়, তাহার সঙ্গতকরণই দৈবযজ্ঞ ; এই সঙ্গতকরণান্তর "আম্র" এই শব্দ করিলে যাবতীয় আম্রের যে একত্ব-জ্ঞান হইবে, তাহাই আম্র শব্দের ব্রহ্মত্ব ; অতএব ইন্দ্রিয়ে গুণের সঙ্গতকরণ হইয়া একটি যজ্ঞ হইতেছে এবং ঐ যজ্ঞ পুনশ্চ সঙ্গত-করণরূপ যজ্ঞেরদ্বারা আমিরূপ শব্দে সঙ্গত হইয়া যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের অর্পণ হইতেছে, ইহা বলিতেছেন ; ইহাই বাক্যের পূর্ণত্ব এবং ইহাই "ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পণ" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ। অন্যে (তৎপরে) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ; অন্যে (তৎপরে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ২৬

অর্থ। তৎপরে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ সংযমাগ্নিতে অর্পণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া থাকেন ; তৎপরে শব্দাদি বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে অর্পণ করিবেন।২৬

আভাস। ফলের সঙ্গতকরণের ব্যাপার পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়া, এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গতকরণ বলিতেছেন। সংযমঃ = যস্মাৎ আত্মনি রমতে স সংযমঃ ; ইন্দ্রিয়সকল সংযমিত হইলে বিষয়ে যাইতে না পারায়, বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে অবস্থান করে ; অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়, তাহারা যথাক্রমে সেই সকল ইন্দ্রিয়ে রক্ষিত হইলে, সকলেই স্বভাবে অবস্থান করায়, আত্মযোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে ॥
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অন্বয়ঃ। অপরে (তৎপরে) জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি। ২৭

অর্থ। তৎপরে আত্মজ্ঞানপ্রদীপিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম অর্পণ করিবেন। ২৭

আভাস। ইন্দ্রিয়কর্ম্ম (বর্ত্তমানের বাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি), প্রাণকর্ম্ম (অতীতের সংস্কার দ্বারা পরিচালনরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি), এই উভয়কে একমুখীন করিয়া একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশময় আত্মাতে অবস্থান করাইবার উপদেশ করিতেছেন।

অন্তরস্থিত শব্দজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান এতদুভয়ের সমতা হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের একত্রীকরণ হইলে প্রকাশময়, বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ-জ্ঞানের বা বিবেকের উদয় হইবে। অত্র ২৫।২৬।২৭ শ্লোকে যথাক্রমে দেখাইতেছেন যে, বাক্যের পূর্ণত্ব হইলে, ফলাসক্তি ত্যাগ হইবে এবং ফলাসক্তি ত্যাগ হইলে মনঃসংযম হইবে, তৎপরে ইন্দ্রিয় সংযত হইবে। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আর বিষয়ে যাইতে পারিবে না, বিষয়সকলই আসিয়া ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিবে। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়ব্যাপার এবং প্রাণের (শব্দের বা বাক্যের) ব্যাপার একত্রীকৃত হইলে জ্ঞান প্রকাশ পাইবে।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ। দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞাঃ যোগযজ্ঞাঃ তথা অপরে (তৎপরে) সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ (ভবন্তি)। ২৮

অর্থ। দ্রব্যযজ্ঞঃ=বাক্যদ্বারা শব্দাদি বিষয়ের সঙ্গতকরণের নাম দ্রব্যযজ্ঞ; দ্রব্যযজ্ঞে দ্রব্যাসক্তি ত্যাগ হইয়া বিষয়বৃত্তির নিরোধ বা অহংকারের লয় হয়। ২৮

তপোযজ্ঞঃ = ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গতকরণ; শরীরতিতিক্ষণং তপঃ; দ্রব্যাসক্তি ত্যাগ হইলে তপোযজ্ঞ হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহ বা ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থিত হয়।

যোগযজ্ঞঃ = বাক্যের বা অহংকারের (ভাবের) বিষয়বৃত্তির এবং ইন্দ্রিয়াদির (রসাদিবিষয়ের) উপভোগবৃত্তির একত্রীকরণ হইলে এই যজ্ঞ হইয়া থাকে।

সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ = দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ একনিষ্ঠ যতিগণ; কায়মন-বাক্য সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তাহাতে অধিষ্ঠিত মনবুদ্ধিঅহংকার সংযত হইয়া যতি হয়েন এবং দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়েন।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ = কায়মনবাক্যে কয়ের সমতাকে স্বাধ্যায় বলে। ইহারদ্বারা আত্মার উপলব্ধি হয়; যেহেতু শব্দের লয়ে মনবুদ্ধিঅহংকার জ্ঞানী হইয়া আত্মস্থ হইয়া থাকেন। অতএব "স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ" শব্দে আত্মস্থিতি বুঝাইতেছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে মনুষ্য মাত্রের চারিটি অবস্থা (চাতুর্বর্ণ্যাদি বিভাগ) ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া, এই শ্লোকে সকল কয়টি একত্রে দেখাইয়াছেন।

প্রথমে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ ভাবযজ্ঞ বা ভাবের (অহংকারের) বিষয়াসক্তির লয়, তৎপরে তপোযজ্ঞ অর্থাৎ শরীর তিতিক্ষা, তৎপরে যোগযজ্ঞ অর্থাৎ এতদুভয়ের (ভাবের এবং শরীরের বা ইন্দ্রিয়ের) একত্রীকরণ, তৎপরে আত্মস্থিতি হইয়া থাকে। ২৮

আভাস: অহংকার বা ভাবের বিষয়বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ের (রসাদির উপভোগ) বৃত্তি একত্র করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ফলাসক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মাসক্তি লয় করিয়া আত্মস্থিত হইতে উপদেশ করিতেছেন এবং তাহার ক্রম বলিতেছেন যথা—দ্রব্যাসক্তি ত্যাগ হইলে শরীর তিতিক্ষারূপ তপোযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্ম্মে রত থাকে, তৎপরে ভাবের এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির একত্রীকরণ হইয়া যোগযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তৎপরে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া আত্মযোগ সংঘটিত হয়। যেমন ভোজনের

পর ভোজ্যসকল রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জাদি যথা যথা বিভাগে যাইয়া পুষ্টি করিলে, এক আনন্দ বা শান্তি ভিন্ন অন্য কিছু থাকে না এবং কোন অহংকারও প্রভবিত হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংযুক্ত হইয়া যদি আপন আপন স্থানে উভয়ে সঙ্গত হয়, তবে আত্মরমণই হইয়া থাকে এবং শান্তিই অনুভূত হয়।

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ৫ অঃ, ১১ শ্লোক।

একটি ভাবযজ্ঞ (শব্দের লয়), দ্বিতীয়টি তপোযজ্ঞ (ইন্দ্রিয়ের সঙ্গতকরণ) এবং তৃতীয়টি স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ বা আত্মস্থিতি ; এই তিনটির একত্রীকরণে যে প্রাণযোগ (প্রাণায়াম) হয়, তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥৩০

অন্বয়ঃ। অপরে (তৎপরে) অপানে প্রাণং জুহ্বতি, তথা প্রাণে অপানং (জুহ্বতি) ; প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ অপরে (তৎপরে) নিয়তাহারাঃ (সন্তঃ) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। ২৯-৩০

অর্থ। তৎপরে অপানে প্রাণের হোম করেন এবং প্রাণে অপানের হোম করেন ; প্রাণ-অপানের গতি নিরোধপূর্ব্বক প্রাণায়াম-পরায়ণ হন, তৎপরে নিয়তাহার হইয়া প্রাণ সকলকে প্রাণ সকলে হোম করেন। ২৯-৩০

আভাস। প্রাণ = প্রকৃষ্টং নয়তি ইতি প্রাণঃ ; প্রকৃষ্ট ভাবকে (আত্মভাবকে) যে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই ভাল বা ইষ্ট, ইহার দ্বারা যাহা পরিচালিত হয়, তাহা প্রাণ ; ফলতঃ আত্মভাব প্রাণ বলিয়া কথিত।

অপান = অপকৃষ্টং নয়তি ইতি অপানঃ ; অপকৃষ্ট ভাবকে (ইন্দ্রিয় ভাবকে) যে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এইটি মন্দ বা অনিষ্ট, ইহার দ্বারা যাহা পরিচালিত হয়, তাহা অপান। ইন্দ্রিয়ভাবকে অপান বলে।

এই প্রাণাপান বা ইষ্টানিষ্ট ভাবের যে সমতা, তাহা সমান ; সমং নয়তি ইতি সমানঃ। প্রাণ এবং অপানের একত্রীকরণে বা ইষ্টানিষ্টের সমানত্বে প্রাণায়াম হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

বাক্যের ইষ্টানিষ্ট, ভাবাভাব এবং সদসদাদি দ্বন্দ্ব বর্জ্জিত হইলে, সৎ বা ইষ্ট এবং অসৎ বা অনিষ্ট ইতি জ্ঞানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের পার্থক্য থাকে না ; উভয়বিধ কর্ম্ম বা ভাব এক হইয়া যায় ; সুতরাং সমানত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মাত্রকে ধারণ করে বলিয়া, আমি ভাল বা মন্দ কিছুতেই বিচলিত হই না ; ইন্দ্রিয়ের বা দেহ ধারণের উপযোগী বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণই গ্রহণ করিয়া থাকে ; ইহাই প্রাণায়াম ; এইরূপ প্রাণায়ামসিদ্ধ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গুণ সকলকে এক আত্মায় লয় করিয়া থাকেন। তৎপরে, অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হইলে ইন্দ্রিয়দ্বারে বিধিপূর্ব্বক বিষয় গ্রহণ হয় বলিয়া তাহারা (ইন্দ্রিয়গণ) "নিয়তাহার" হইয়া থাকে ; এই প্রকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে ইন্দ্রিয়সকলে লয় বা সংস্থাপন করা হয় ; "প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি" বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ। এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ, যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (ভবন্তি), যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (তে) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। ৩১

অর্থ। এই সকল যজ্ঞজ্ঞ যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ; যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজনকারী তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। ৩১

আভাস। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান করিলে তাহাদিগের দ্বারা যে গুণকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমতামাত্র করে এবং তাহাতে অহংকারের উৎপত্তি হয় না এবং কোন ফলও উৎপন্ন হয় না, সুতরাং পাপ বা দুঃখ ভোগ হয় না। এই সমতাপ্রাপ্ত স্বভাবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ

সকলেই আমিরূপ বাক্যে বা শব্দে লয় হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাই যজ্ঞশেষ এবং ইহাই অমৃত।

মন্তব্য এই যে, ফলাসক্তি না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান করে এবং তদ্বারা বিষয় প্রকাশ না হইয়া আত্ম প্রকাশ হয় এবং শান্তি লাভ হয়।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥৩২

অন্বয়ঃ। হে কুরুসত্তম! অয়ং লোকঃ অযজ্ঞস্য ন অস্তি; কুতঃ অন্যঃ (দেহসাধ্যবিষয়ঃ) (অস্তি)। ৩২

অর্থ। হে কুরুসত্তম! এই কায়মনবাক্যাত্মক দেহ যজ্ঞহীনের পক্ষে নাই জানিবে। অন্য বিষয়ের কথা কোথায়? ৩২

আভাস। যাহাতে যজ্ঞ বা সমত্ব নাই অর্থাৎ যে দেহে ইন্দ্রিয়াদি ব্যভিচারী হয়, তাহার দেহেরই আয়ত্ত নাই; সুতরাং দেহসাধ্য বিষয়ের কথা আর কি বলিব। অর্থাৎ দেহেরই যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহার দেহসাধ্য বিষয় কি করিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে?

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩৩

অন্বয়ঃ। ব্রহ্মণঃ মুখে (চক্ষুকর্ণাদিপঞ্চইন্দ্রিয়দ্বারে) এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (বিস্তৃতাঃ); তান্ সর্ব্বান কর্ম্মজান্ বিদ্ধি; এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। ৩৩

অর্থ। ব্রহ্মের মুখে অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে এই প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তৃত হইতেছে; সেই সকলকে কর্ম্মজ বলিয়া জানিবে; এই প্রকার জানিয়া মুক্তি লাভ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ৩৩

আভাস। আমিরূপ শব্দ ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ হইয়া থাকে বলিয়া এবং শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সকল এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে বা মুখে আমি

আহার বা গ্রহণ করি বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ঐ শব্দময় আমির বা ব্রহ্মের মুখস্বরূপ হইয়াছে। এই মুখে শব্দাদি তন্মাত্রা সকল অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ কর্ণক্ষেত্রে শব্দ, চক্ষুক্ষেত্রে রূপ, জিহ্বাক্ষেত্রে রস, ত্বকক্ষেত্রে স্পর্শ, নাসিকাক্ষেত্রে গন্ধ সঙ্গত হইয়া বহু প্রকার যজ্ঞ বিস্তৃত করিতেছে ; এই ইন্দ্রিয় এবং গুণযোগে যে দর্শন-শ্রবণাদি কর্ম্ম হয়, তাহা হইতে সমতারূপ যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া শারীরকর্ম্মমাত্র সম্পন্ন হয়, কোন ভাবের বা অহংকারের উৎপত্তি করে না ; প্রকারভেদে ইহারা সকলেই ভিন্ন এবং বহু ; ইহাদের একত্রীকরণের দ্বারা অর্থাৎ সকলকে আমিতে (পূর্ণ-অহংএ) সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মের ব্রহ্মার্পণ সম্পন্ন হইলে আত্মযোগ-প্রাপ্তি হয় এবং কর্ম্মবন্ধন থাকে না। ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৪

অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ ; হে পার্থ ! সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে (জ্ঞানাত্মনি) পরিসমাপ্যতে। ৩৪

অর্থ। হে পরন্তপ ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ঃ ; হে পার্থ ! সকল অখিল কর্ম্ম জ্ঞানে বা জ্ঞানাত্মাতে পরিসমাপ্ত হয়। ৩৪

আভাস। গুণভেদের একত্রীকরণ হইয়া দ্রব্যাসক্তি বা বিষয়াসক্তির ত্যাগ হইলে দ্রব্যময় যজ্ঞ হইয়া থাকে। দ্রব্যাসক্তির ত্যাগ হইলে ইন্দ্রিয়াবস্থিত যোগীগণ দ্রব্যের বা বিষয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া অহংএ লয় হইয়া থাকেন এবং যোগযুক্ত হয়েন, ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ। এই জ্ঞানযজ্ঞ হইলে, অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া শান্তি আসিলে ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মাসক্তি বা ফলাসক্তি কিছুই থাকে না, যেহেতু তাহারা সকলেই জ্ঞানাত্মাতে লয় হইয়া যায় ; সুতরাং দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন।

তৃষ্ণানিবারণরূপ জ্ঞান বা শান্তি প্রাপ্ত হইলে পানীয়াদির সংগ্রহ বা রসনাতে তাহার সংযোগরূপ কর্ম্ম সকলই লয় হইয়া যায়, একমাত্র

আমি বা আত্মাই প্রকাশ থাকেন। ফলতঃ আত্মস্থিত হইয়া কর্ম্ম করিলে বিষয়ে কোন প্রকার আসক্তি থাকে না এবং স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া সকল কর্ম্মই আত্মাতে আসিয়া লয় হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥৩৫

অন্বয়ঃ। প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া, তৎবিদ্ধি ; তত্ত্ব-দর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি। ৩৫

অর্থ। প্রণিপাত – অন্তঃকরণের প্রকৃষ্টরূপ পতন অর্থাৎ নিশ্চয়া-ন্তঃকরণ ; পরিপ্রশ্ন = পরম্পরা আলোচনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের পরস্পর সংযোগ ; সেবা = কায়মনবাক্যাত্মক দেহে তৎ আচরণ। ৩৫

অন্তঃকরণের প্রকৃষ্টরূপ পতনের দ্বারা অর্থাৎ নিশ্চয়ান্তঃকরণে, ইন্দ্রিয় ও মনের পরম্পরা আলোচনা বা পরস্পর সংযোগদ্বারা এবং সেবা অর্থাৎ কায়মনবাক্যে তৎ আচরণ পূর্ব্বক জ্ঞানের উপলব্ধি কর ; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিলে, যে যে ক্ষেত্রে যে যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মারূপে (শব্দজ্ঞ-স্পর্শজ্ঞ-রূপজ্ঞাদিরূপে) আছেন, তাঁহারা সেই সেই ক্ষেত্রযোগে সেই সেই ক্ষেত্রের বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান অবগত করাইবেন। ৩৫

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতঃ মম॥ ১৩ অঃ, ২ শ্লোক।

আভাস। সংশয়হীনচিত্তে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একত্রীকরণ পূর্ব্বক কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে মনবুদ্ধিঅহংকারে জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে এবং মনবুদ্ধিঅহংকার তত্ত্বদর্শী হইয়া, যে যে ক্ষেত্রে যে যে বিষয় সঙ্গত হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মারূপে থাকিয়া, সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানিনঃ শব্দ বহুবচনান্ত যেহেতু কায়মনবাক্যাদি ক্ষেত্রের এবং শব্দাদিবিষয়ের ভিন্নত্ব নিবন্ধন জ্ঞানের এবং তদধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার বহুত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে

বক্তব্য এই যে, অন্তঃকরণ যাহা নিশ্চয় করিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় এবং মনে তাহার আলোচনা পূর্ব্বক সেই প্রকার আচরণ হইলে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন এবং তখন সেই আত্মা তাহাকে তৎ তৎ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াদি সকলে স্বভাবে অবস্থিত হইতে পারিলে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য।

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" ১০ অঃ, ৯ শ্লোক।
"নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" ১০অঃ, ১১ শ্লোক।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৬

অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন (জ্ঞানেন) ভূতানি অথো ময়ি আত্মনি অশেষেণ (অভেদেন) দ্রক্ষ্যসি। ৩৬

অর্থ। হে পাণ্ডব! যাহা জানিলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না; যাহা দ্বারা ভূতগণকে তদনন্তর আমিরূপ আত্মাতে অভিন্নভাবে দর্শন করিবে। ৩৬

আভাস। কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হইলে, ভূতগত অহংকার তন্ময়ত্বহেতু লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখনই জ্ঞান হয়; সুতরাং মোহ জন্মাইতে পারে না। তৎপরে জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা অভেদ বা এক হইয়া যায়, তখন একমাত্র আত্মাই পূর্ণভাবে দ্রষ্টারূপে প্রকাশ থাকেন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" ১৮অঃ, ৫৫ শ্লোক।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ। চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (বিষয়গমনতয়া দুঃখোৎপাদকেভ্যঃ সকলেন্দ্রিয়েভ্য ইত্যর্থঃ) পাপকৃত্তমঃ (বিষয়েষু

ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকত্বাৎ অহংকারস্য পাপকৃত্তমত্বম্) অসি, (তথাপি) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানপোতেন) সন্তরিষ্যসি (সম্যক্ তরিষ্যসি)। ৩৭

অর্থ। যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিকতম পাপী হও, তথাপি সকল পাপসমুদ্র জ্ঞানপোতের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে উত্তীর্ণ হইবে। ৩৭

আভাস। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়গত হইলে, তাহাদের স্বভাব নষ্ট হয় এবং অকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম করিয়া দুঃখের উৎপত্তি করে, সুতরাং বিষয়গত ইন্দ্রিয়গণকে এখানে পাপীশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়গণের এবম্প্রকারে প্রবর্ত্তনকারী অহংকার "পাপকৃত্তমঃ" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; কর্ম্মসকল বিষয়াভিমুখী হইলে, বহুশাখাযুক্ত এবং অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সমুদ্রের সহিত ইহাদের তুলনা করিয়াছেন।

বাক্যে সংশয় বশতঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণে বিষয়াসক্তি থাকিলে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্মসকলে অহংকার উৎপন্ন হয়; কায়মনবাক্যের সঙ্গতকরণের দ্বারা ঐ অহংকারের লয় সম্পন্ন হইলে, কর্ম্মবন্ধনরূপ সমুদ্র অনায়াসে এবং সম্যক্ প্রকারে পার হওয়া যায়, অর্থাৎ আত্মস্থ হইয়া কর্ম্ম করিলে, কায়মনবাক্যে যে প্রকারের কর্ম্ম হউক না কেন, তদ্দ্বারা আর বন্ধন হয় না। বহির্বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তির সমতা প্রাপ্ত হইলে মনবুদ্ধি-অহংকারে স্বরূপজ্ঞান প্রকাশ হয় এবং বিষয় সকল ও ইন্দ্রিয়গণ উভয়ে সঙ্গত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবস্থান করে এবং অহংকার (মনবুদ্ধি-অহংকার) ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া আত্মস্থ হইয়া থাকেন।

"মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ॥" ইতি তন্ত্রম্।

এই শ্লোকে কর্ত্তারূপী অহংকারের আত্মাতে লয় দেখাইয়া, পর-শ্লোকে কর্ম্ম সকলের আত্মাতে (জ্ঞানাত্মাতে) পরিসমাপ্তি বা লয় দেখাইতেছেন।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৮

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ৩৮

অর্থ। হে অর্জ্জুন! যথা প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে; অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হইলে কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয়। ৩৮

আভাস। চক্ষুতে রূপদর্শন হয়; এই দর্শন ক্রিয়াই কর্ম্ম বলিয়া উক্ত। যখন চক্ষুগত অহং রূপজ্ঞানে জ্ঞানী হয়েন, তখন ঐ দর্শন ক্রিয়ার আর আবশ্যক হয় না এবং ঐ দর্শনকর্ম্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হইল, ইহা বলা হয়। অতএব জ্ঞান প্রকাশ হইলে কর্ম্ম সকল নাশপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলিতেছেন। ভেদে কর্ম্ম এবং অভেদে বা তন্ময়ত্বে কর্ম্মের লয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব শ্লোকে অহংকারের আত্মস্থিতি দেখাইয়া, এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়-গণের স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম সকলের জ্ঞানাত্মাতে পরিসমাপ্তি বা লয় দেখাইতেছেন।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" ৪অঃ, ৩৪ শ্লোক।

"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" ৪ অঃ, ১৯ শ্লোক।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥৩৯

অন্বয়ঃ। হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ ন বিদ্যতে; যোগসংসিদ্ধঃ তৎ (জ্ঞানং) স্বয়ম্ এব কালেন আত্মনি বিন্দতি। ৩৯

অর্থ। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র (প্রত্যক্ষহেতু সংশয় হীন) এই দেহে (কিছুই) নাই; যুক্তজ্ঞানী সেই জ্ঞান যথাকালে স্বীয় আত্মাতে স্বয়ংই

আভাস। যাহার ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থসকল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই যথাকালে আত্মাতে আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। যেমন নিদ্রাভঙ্গে জগৎজ্ঞান কাহারও উপদেশের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ ফলাসক্তি বর্জ্জিত কর্ম্ম শেষ হইলেই জ্ঞান আপনিই প্রকাশ পায়। এই জ্ঞান অতি পবিত্র, যেহেতু প্রত্যক্ষ এবং সংশয়হীন, সুতরাং এই দেহে কামসংকল্পের এবং তন্নিবন্ধন দুঃখের নাশ করিয়া থাকে।

"স্বয়ং প্রভবতে জ্ঞানম্ উপদেশৈর্ন লভ্যতে।
স্বপ্নোত্থিত প্রত্যয়বৎ উপদেশাদিকং বিনা॥" ইতি তন্ত্রম॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৪০

অন্বয়ঃ। শ্রদ্ধাবান্, সংযতেন্দ্রিয়ঃ, তৎপরঃ, জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ৪০

অর্থ। বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত অর্থাৎ একবুদ্ধিসম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারপরায়ণ, আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, জ্ঞান লাভ করেন; জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে (শীঘ্র) পরাশান্তি লাভ করেন। ৪০

আভাস। "শ্রুত্বা ধারয়তে যেন সা শ্রদ্ধা পরিকীর্ত্তিতা"; বাক্যের সঙ্গতকরণ হইলে কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার একত্র হয়, ইহা শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মার তুষ্টির জন্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে; এতদ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে এবং পুরুষ অহংকারশূন্য হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪১

অন্বয়ঃ। অজ্ঞঃ চ, অশ্রদ্দধানঃ, সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, পরঃ ন (অস্তি), সুখং ন (অস্তি)। ৪১

অর্থ। মূঢ়, অসমচিত্ত ও তন্নিবন্ধন বহুবুদ্ধি সম্পন্ন, সংশয়ান্তঃকরণ ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয়; সংশয়াত্মা হইলে এই দেহের জ্ঞান থাকে না, দেহসাধ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, (অতএব অযোগহেতু) সুখ বা শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ৪১

আভাস। বিষয়ে চিত্ত মোহিত হইলে বহুবুদ্ধি হইয়া থাকে, কোন বস্তুরই স্বরূপজ্ঞান না হওয়াতে, নিশ্চয়ান্তঃকরণ হইতে পারে না এবং তাহার দেহের জ্ঞান, দেহের দ্বারা কি কর্ম্ম হইতে পারে বা হইতেছে, তাহার জ্ঞান এবং শান্তি এ সকলের কিছুই লাভ হয় না। বাক্যের বিভাগ বা সংশয় যোগের একটি প্রধান বিঘ্ন বলিয়া জানিবে।

অজ্ঞঃ অর্থে কর্ম্মসঙ্গী ইন্দ্রিয়, অশ্রদ্দধানঃ অর্থে বাক্য এবং সংশয়াত্মা অর্থে মন বুঝিতে হইবে। ইহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া যদি পরস্পরের কার্য্য করে, তবেই অশ্রদ্ধাযুক্ত হয়; এই ব্যভিচারই কর্ম্মবন্ধনের কারণ; স্বভাবে থাকিলে জ্ঞান প্রকাশ হয় এবং মুক্ত হইয়া থাকে।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪২

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং, জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৪২

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করাতে যাঁহার কর্ম্ম আত্মযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, জ্ঞান বা আত্মযোগ হওয়াতে, যাঁহার সংশয় দূরে গিয়াছে, এমন আত্মস্থিত ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করে না। ৪২

আভাস। চক্ষুর প্রকৃতি দর্শন, কর্ণের প্রকৃতি শ্রবণ, নাসিকার প্রকৃতি আঘ্রাণ, এই সকল প্রাকৃতিক কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কোন ভাবের উৎপত্তি করে না এবং তিনিও মুগ্ধ হয়েন না; যেহেতু সকলেই স্বভাবে অবস্থান করাতে, পরস্পর পরস্পরকে চালিত করে না।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪৩

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ, হে ভারত! উত্তিষ্ঠ। ৪৩

অর্থ। সেই হেতু আত্মার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণস্থিত এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছিন্ন করিয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; হে ভারত! এই কর্ম্মযোগ করিতে উদ্যোগী হও। ৪৩

আভাস। ভিন্নাপ্রকৃতিগুণযোগে বাক্যের বিভাগ হইয়া আত্মা এবং বিষয়ের পৃথকত্ব সম্পাদিত হয় এবং মনবুদ্ধিঅহংকারে (অন্তরাত্মাতে) অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাকে শব্দজ্ঞান বা সংস্কার বলা যায়; ইহা হইতে রাগদ্বেষ বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্ব বা সংশয় উৎপন্ন হইয়া যোগের বিঘ্ন করিয়া থাকে; ইহা আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থান করে বলিয়া "আত্মনঃ" "হৃৎস্থং" ইত্যাদি শব্দে বিশেষিত হইয়াছে। সেই হেতু বলিতেছেন যে, মনের এই সংশয়াত্মিকা বৃত্তি বা অজ্ঞান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মযোগ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান লাভ কর। তাহা হইলে, এই জ্ঞান ঐ অজ্ঞানকে নাশ করিবে এবং যথাযোগ্য এবং যথাবিধি কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া অহংকার লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে এবং পরমানন্দে অবস্থিতি হইবে। ইহাই জ্ঞানযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগোনাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মসংন্যাসযোগোনাম।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সংন্যাসং পুনঃ চ যোগং শংসসি (কথয়সি); এতয়োঃ যৎ মে শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তৎ একং ব্রূহি। ১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে কৃষ্ণ! কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাস উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মযোগ উপদেশ দিতেছ; এই উভয়ের মধ্যে যাহা আমার শ্রেয়ঃ (অবলম্বনীয়) নিশ্চয় পূর্ব্বক সেই একটি বল।১

আভাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কোথাও কর্ম্মের সন্ন্যাস বা ত্যাগ হওয়াই শ্রেয়ঃ, এই প্রকার শব্দ করিয়াছেন এবং কোথাও বা কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হও, এই প্রকার বলিয়াছেন; ইহাতে অর্জ্জুনের সংশয় হয় যে, এই উভয়ের মধ্যে কোনটি তাঁহার পক্ষে হিতকর হইবে এবং তাহার নিরাকরণ জন্য এই প্রশ্ন করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষপ্রদৌ) তয়োঃ তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে।২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ; তাহাদের মধ্যে কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। ২

আভাস। বিজ্ঞানরহিত শব্দজ্ঞানের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা করিয়া, জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্য বা এইটি সত্য বা গ্রাহ্য এবং এইটি মিথ্যা বা পরিত্যজ্য, ইত্যাকার নিশ্চয় করিয়া অবশ্য-আচরণীয় কর্ম্মের যে বৈরাগ্য বা ত্যাগ, তাহাকে এখানে "সন্ন্যাস" বলা হইতেছে।

কায়মনবাক্যে প্রাকৃতিক অভাবের সমতা করিয়া, মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণত্ব সম্পাদন করিলে, কায়মনবাক্য অর্থাৎ বহির্বৃত্তি বা বিজ্ঞান এবং মনবুদ্ধিঅহংকার অর্থাৎ অন্তর্বৃত্তি বা জ্ঞান, একত্র হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মার পূর্ণত্ব হয়, ইহাই কর্ম্মযোগ। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের একত্রীকরণে যে জ্ঞান হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

কর্ম্মসন্ন্যাস মুক্তিপ্রদ হয়, যদ্যপি কায়মনবাক্যে অযোগহেতু দুঃখের উৎপত্তি না করে এবং তন্নিবন্ধন সন্ন্যাসীকে বিচলিত না করে। যদি বিচলিত হন, তবেই তাঁহার পতন অনিবার্য্য। বানর লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে বৃক্ষে শীঘ্র আরোহণ করে বটে, কিন্তু পদস্খলন হইলে পতন ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সন্ন্যাসীর আত্মলাভ পক্ষে এই উদাহরণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পিপীলিকা অতি ধীরভাবে পৃথিবী হইতে বৃক্ষে আরোহন করে এবং ঐ বৃক্ষের সমস্ত অংশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার শিরোভাগ প্রাপ্ত হয়; ঐ বৃক্ষ স্থানচ্যুত হইলেও পিপীলিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না; সেইরূপ কর্ম্মযোগী বিষয়ের ভিতর দিয়া বিষয়কে উত্তমরূপ জানিয়া মৃদু মৃদু বিষয় বা সংসার অতিক্রম পূর্ব্বক জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাদের আর অযোগ হইবার সম্ভবনা থাকে না, সুতরাং পতনও হয় না। অতএব কর্ম্মযোগীই শ্রেষ্ঠ, ইহা বোদ্ধব্য।

শব্দের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা হইলেও, কায়মনবাক্যের অপূর্ণতা থাকা সম্ভব, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কায়মনবাক্যের সমতা

হইলে, তদধিষ্ঠিত মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণত্ব হইবেই হইবে। অতএব একটিতে অনিশ্চিত এবং অপরটিতে নিশ্চিত পূর্ণজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব কায়মনবাক্যে কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা করিয়া আত্মার পূর্ণত্ব সম্পাদনরূপ যে কর্ম্মযোগ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা সকলেরই পূর্ণত্ব হইয়া থাকে।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥৩

অন্বয়ঃ। যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি, সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ; হি হে মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ (সন্) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৩

অর্থ। যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি নিত্য-সন্ন্যাসী (ইহা) জানিও; যেহেতু হে মহাবাহো! (তিনি) রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া অনায়াসে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ৩

আভাস। শব্দজ্ঞানের দ্বারা মনে মনে বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণ রাগদ্বেষের উৎপত্তির কারণ, কিন্তু কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়-সংযোগে, বিষয়ের এবং তাহার পরিমাণের মাত্রা যথাযথ ভাবে স্থিরীকৃত হওয়াতে, রাগদ্বেষ উৎপন্নই হয় না, যেহেতু সমতা মাত্রই হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মযোগী হইয়া কর্ম্মকে জ্ঞানে সমাপ্ত করিয়া বা কর্ম্মকে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে অবগত হইয়া, কর্ম্মসংশয় বা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন। এই প্রকার হইলে যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে পারা যাইবে।

"ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥" ১৮অঃ, ১০ শ্লোক।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্॥ ৪

অন্বয়ঃ। বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্যশ্চ যোগশ্চ

তৌ) পৃথক্ প্রবদন্তি ; পণ্ডিতাঃ ন (প্রবদন্তি) ; একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে। ৪

অর্থ। অপণ্ডিতগণ সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, পৃথক্ বলিয়া থাকেন ; পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না ; একটিকে সম্যক্ অবলম্বন করিয়া থাকিলে উভয়ের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪

আভাস। সংখ্যয়া রূপাদি সংখ্যয়া যজ্জ্ঞানং তৎসাংখ্যম্ ; মনোবুদ্ধ্যহংকারা ইত্যর্থঃ ; সংখ্যা বা শব্দের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারে যাঁহারা পদার্থের নিশ্চয় করেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগী বা সাংখ্য ; যাঁহারা কায়মনবাক্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণতা লাভ করেন, তাঁহারা কর্ম্মযোগী ; ইহাদের উভয়ের দ্বারাই প্রাকৃতিক পূর্ণতা লাভ হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্তি হয়, অতএব ইহাদের একটিকে সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিলেই, আত্মযোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ইহা বলিতেছেন।

যৎসাংখ্যৈঃপ্রাপ্যতেস্থানংতদ্‌যোগৈরপিগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫

অন্বয়ঃ। যৎ স্থানং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে ; যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি। ৫

অর্থ। যে স্থান জ্ঞানযোগীগণ প্রাপ্ত হন, সেই স্থান কর্ম্মযোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যিনি এই জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ একত্র দেখেন, তিনি পণ্ডিত। ৫

আভাস। সাংখ্য-জ্ঞানীগণ মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মযোগ লাভ করেন এবং কর্ম্মযোগীগণ কায়মনবাক্যের সমতা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তদধিষ্ঠিত মনবুদ্ধিঅহংকারে সমতারূপ চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন লাভ করেন। যাঁহারা আত্মযোগ বা আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, এমন পণ্ডিতগণ, সাংখ্য এবং যোগ একত্ব প্রাপ্ত দেখিয়া থাকেন। তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইলে, জলপানে

তৃষ্ণা দূর হইবে, এই শব্দজ্ঞান এবং জল ও রসনার যোগরূপ কর্ম্ম, উভয়ই একত্র হইয়া যায়।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ তু দুঃখম্ আপ্তুং (ভবতি) যোগযুক্তঃ মুনি ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। ৬

অর্থ। হে মহাবাহো! অযোগহেতু সন্ন্যাস দুঃখই প্রদান করে; যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। ৬

আভাস। পূর্ব্ব শ্লোকে সন্ন্যাস বা জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ এই উভয়ের গন্তব্য স্থান এক দেখাইয়া, এই শ্লোকে তাহাদের ক্রিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন যে, শব্দজ্ঞানের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হইলে আত্মযোগ প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু যদ্যপি ঐ শব্দজ্ঞানীর কায়মনবাক্যে অভাব বা অযোগ উপস্থিত হয়, তবে দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে; মনে কোন দ্রব্যের ত্যাগ করিয়া মনের সমতা করিলাম কিন্তু, যদ্যপি শরীরের তাহা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবেই অযোগ উপস্থিত হয় এবং শরীরকে তাহা গ্রহণ করিতে না দিলে, দুঃখের উৎপত্তি করিয়া কায়িক এবং মানসিক উভয়বিধ অসমতাই হইয়া থাকে।

তাই বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগের দ্বারা কায়িক সমতা করিয়া যাঁহারা মানসিক পূর্ণতা লাভ করেন, তাঁহাদের আর অযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং তাঁহারা ব্রহ্মত্বই লাভ করিয়া থাকেন।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" ৩য় অঃ, ৪ শ্লোক।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

অন্বয়ঃ। যোগযুক্তঃ, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে। ৭

অর্থ। কর্ম্মযোগী, শুদ্ধচিত্ত, সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, (এবং) সর্ব্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত অহংকার সকল যাঁহার আত্মাতে একত্রীকৃত হইয়াছে, এমন ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত বা বদ্ধ হন না। ৭

আভাস। এক্ষণে কর্ম্মযোগীর লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। কায়মনবাক্যে কর্ম্ম করিয়া, মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণত্ব সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মস্থ হইলে যোগযুক্ত, মন সংশয়রহিত এবং পূর্ণ হইলে বিশুদ্ধাত্মা, মনে বিষয় চিন্তা না থাকিলে বিজিতাত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম করিতে থাকিলে বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে; এই প্রকার হইলে সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়, ভাব ও ইন্দ্রিয়, সকলেই এক আত্মাতে আসিয়া সমাপ্ত হয়, (যঃ ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি সঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা ভবতি, ১৩ অঃ ৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়কর্ম্মে অহংকার উৎপন্ন হয় না বলিয়া পুরুষ অনাসক্তভাবে ও রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সদা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করেন।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯॥

অন্বয়ঃ। (কর্ম্মযোগেন) যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্ জিঘ্রন্, অশ্নন, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্, বিসৃজন্, গৃহ্নন্, উন্মিষন্, নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ কিঞ্চিৎ এব ন করোমি ইতি মন্যেত। ৮-৯

অর্থ। কর্ম্মযোগের দ্বারা যুক্ত আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য, কথন, ত্যাগ,

গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বিষয়ে অবস্থান করিতেছে ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা, আমি কিছুই করিনা, এই প্রকার মনে করেন। ৮-৯

আভাস। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, আমার কর্ত্তৃত্ব ইহাতে কিছুই নাই, এই জ্ঞানে অবস্থিত হইলে, অহংকর্ত্তা, অহংভোক্তা, এই সকল অধ্যাস থাকেনা, সুতরাং প্রকৃতির কর্ম্ম প্রকৃতি করিতে থাকে এবং আমি অকর্ত্তা সাক্ষী মাত্র হইয়া থাকি। এই প্রকার কর্ম্মে আমির অহং-অভিনিবেশশূন্যত্বহেতু বন্ধত্ব আসে না; তত্ত্ববিৎ যোগীর শারীরকর্ম্ম বা প্রাকৃতিক কর্ম্ম এইরূপই হইয়া থাকে।

"তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥" ৩য় অঃ, ২৮ শ্লোক।

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" ১৩ অঃ, ২৯ শ্লোক।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥

অন্বয়ঃ। যঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণি আধায় কর্ম্মাণি করোতি, অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব সঃ পাপেন ন লিপ্যতে। ১০

অর্থ। যিনি ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, (ঐ কর্ম্মসকল) ব্রহ্মে অর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করেন, জলদ্বারা পদ্মপত্র যেমন লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না। ১০

আভাস। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে যে কর্ম্ম হয়, তাহা যদ্যপি আমি-রূপ শব্দে বা ব্রহ্মে আসিয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে কর্ম্মের ব্রহ্মার্পণ হয়। এই কর্ম্মে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাহাতে কোন অহংকারের অভিনিবেশ নাই। সুতরাং এই কর্ম্মে পাপ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না, ইহা বলিতেছেন।

শব্দ যখন বিষয় প্রকাশ না করিয়া শব্দেই অবস্থান করে, অর্থাৎ ভাব বা ক্রিয়ার প্রকাশ পূর্ব্বক অহং অভিনিবেশ উৎপন্ন না করে, তখন কর্ম্মের ব্রহ্মার্পণ হইয়া থাকে ; ইহাই "ব্রহ্মণি আধায়" শব্দে বোদ্ধব্য। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, দর্শনাদি কর্ম্ম ও দ্রষ্টা অহংকার সকলেই ব্রহ্ম (পূর্ণ) হইয়া থাকে এবং কোন প্রকার দুঃখের উৎপত্তি হয় না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১

অন্বয়ঃ। যোগিনঃ কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ১১

অর্থঃ। কর্ম্মযোগিগণ কায়দ্বারা, মনদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা (এবং) কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ১১

আভাস। চক্ষুরাদি ক্ষেত্র আপন আপন বিষয়ে সঙ্গত হইলে স্বভাবে স্থিত হয়। ইহাই কেবলকর্ম্ম; ইহাতে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, নচেৎ পরস্পার সংমিশ্রণে ব্যভিচারপরায়ণ হইয়া কামনার উৎপত্তি করে এবং তাহাতে বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয়।

পথে চলিতে চলিতে নানাবিধ বিষয় কল্পনার দ্বারা ভোগ করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকি, কিন্তু তন্নাশে কোনরূপ দুঃখের উৎপত্তি হয় না ; কিন্তু সেই মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহযোগে যদি কোন কার্য্য করিয়া সুখ ভোগ করিতে থাকি, তবে তাহার নাশে অসহ্য দুঃখ হইয়া থাকে ; সুতরাং কেবল মনের কার্য্য বা কেবল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কোন দুঃখ প্রদান করে না, বরং তাহা দ্বারা শান্তিতেই অবস্থান করিতে পারা যায় ; কিন্তু তাহাদের সংমিশ্রনই দুঃখের বা বন্ধনের কারণ হয়। অতএব যোগীরা আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ শব্দমোহ বা ফলকামনাশূন্য হইবার জন্য কেবল মন, কেবল বাক্য বা কেবল কায়াদির সংযোগে কার্য্য করিয়া থাকেন। সংস্কারের নাশই আত্মার শুদ্ধি বলিয়া জানিবে।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২

অন্বয়ঃ। যুক্তঃ কর্ম্মফলং তক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ (সন্) নিবধ্যতে। ১২

অর্থ। কর্ম্মযোগী কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া আত্মস্থিতিরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন; অযুক্ত কর্ম্মী কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হন। ১২

আভাস। নিষ্ঠা = স্থিতি ; কর্ম্মসকল বিষয় প্রকাশ না করিয়া যদি আত্মাভিমুখীন্ হয়, তবে আত্মস্থিতিরূপ শান্তি লাভ হয় এবং যদ্যপি বিষয়াভিমুখীন্ হইয়া বিষয় প্রকাশ করে, তবে কাম আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বহুবুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন করিয়া থাকে।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥১৩

অন্বয়ঃ। বশী দেহী সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নবদ্বারে পুরে নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ সুখম্ আস্তে। ১৩

অর্থ। সংযত-চিত্ত পুরুষ সকল কর্ম্ম মনদ্বারা ত্যাগ করিয়া, নবদ্বার বিশিষ্ট দেহে কর্ম্ম না করিয়া বা না করাইয়া সুখে বাস করেন। ১৩

আভাস। দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকাদ্বার, মুখ বা বাক্যদ্বার, পায়ু ও উপস্থ, দেহের এই নয়টি দ্বার ; এই সকল দ্বারে বা ক্ষেত্রে তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের সংযোগ হইয়া স্বভাবজ বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইলে, সকলেই পূর্ণত্বে অবস্থান করে ; ইহাতে পুরুষের কর্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকাতে কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্ত করাইবার অভিলাষ জন্মেনা ; ইহাই পুরুষের সুখে অবস্থিতি বলিয়া জানিবে। দুঃখের সংযোগের অভাব বা বিয়োগই সুখ বলিয়া উক্ত।

"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" ৬ অঃ, ২৩ শ্লোক।

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥" ৫ অঃ, ২১ শ্লোক।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ। প্রভুঃ লোকস্য (শরীরস্য) কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি; কর্ম্মাণি ন (সৃজতি), কর্ম্মফলসংযোগং ন (সৃজতি); তু স্বভাবঃ প্রবর্ত্ততে। ১৪

অর্থ। আত্মা দেহের কর্ত্তৃত্বের বা কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করেন না; (এই দেহে) কর্ম্মফলের দ্বারা সংযোগও করেন না; স্বভাব বা প্রকৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১৪

আভাস। ইন্দ্রিয়াদি সকলে আপন আপন বিষয়ে সংযুক্ত থাকিলে অর্থাৎ পরস্পর সংমিশ্রন প্রাপ্ত না হইলে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব, আত্মার কর্ম্মাসক্তি বা ফলাসক্তি কিছুরই আরোপ হয় না; স্বভাব বা প্রকৃতিই কার্য্য করিয়া থাকে। এই শ্লোকে আত্মার নির্লেপত্ব দেখাইতেছেন।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ। বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতং চ নৈব আদত্তে; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি। ১৫

অর্থ। আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত, সেই হেতু (জননশীল) জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। ১৫

আভাস। ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন স্বভাবে থাকিয়া, আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিলে, তাহাতে পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না; কর্ম্ম মাত্র হইয়া থাকে। ইহাই বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক বা শারীর কর্ম্ম; সুতরাং আত্মা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কর্ম্মকালে মনের সংস্কার বা শব্দজ্ঞান অজ্ঞানরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিতে যথার্থ জ্ঞানের অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপবোধের প্রতিবন্ধক হওয়াতে জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌॥ ১৬

অন্বয়ঃ। জ্ঞানেন যেষাম্‌ আত্মনঃ তৎ অজ্ঞানং তু নাশিতম্‌ আদিত্যবৎ তেষাং তৎপরং জ্ঞানং (বিজ্ঞানং) প্রকাশয়তি। ১৬

অর্থ। জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদিগের আত্মার (মনবুদ্ধি অহংকারের) সেই অজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ (স্বরূপ) জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। ১৬

আভাস। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন যে, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এবং সেই হেতু জীবগণ মোহিত হইয়া থাকে, এবং এই শ্লোকে জ্ঞানের দ্বারা ঐ অজ্ঞানের নাশ হইলে যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহা বলিতেছেন।

ইন্দ্রিয় যখন স্বভাবে অবস্থান করে, তখন অহংকার মোহিত হয়েন না অর্থাৎ তখন তিনি জ্ঞানী হয়েন। এই জ্ঞানে বা চৈতন্যে অবস্থিত হইলে, তাঁহার অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হয় এবং সূর্য্য যেরূপ জগৎ প্রকাশ করে, তদ্রূপ সকল পদার্থের স্বরূপজ্ঞান তাঁহাতে প্রকাশ হইযা থাকে।

অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়, যথা—চক্ষুতে রূপজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু সংস্কার যদি দর্শনক্রিয়ার সহিত যোগ দেয়, তবে রূপের সম্যক্‌ জ্ঞান হইতে দেয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রম সম্যক্‌ দর্শনের অভাবেই হইয়া থাকে। এই সম্যক্‌ দর্শনের পূর্ব্বেই সর্পজ্ঞানের সংস্কার মনে উদয় হওয়াতে রজ্জুকে সর্পবৎ প্রতীয়মান করাইয়া দেয়। যদি এই সংস্কার না থাকিত এবং পূর্ণভাবে দর্শন করিয়া পদার্থ স্থির করিবার সুযোগ হইত, তবে কখনই এই ভ্রম উৎপন্ন হইত না। তাই বলিতেছেন যে, সংস্কাররূপ শব্দমোহ বা অজ্ঞান, প্রত্যক্ষদর্শনরূপ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, এবং এই অজ্ঞান অপসারিত হইলে সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। "তৎপরং" শব্দ জ্ঞানের বিশেষণ, কারণ তৎ অর্থে পূর্ব্বস্থিত ইন্দ্রিয় এবং তাহার পর যে জ্ঞান, তাহাকেই

ইহা বিশেষিত করিতেছে। ফলতঃ, "তৎপর জ্ঞান" অর্থে ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানকে বুঝাইতেছে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ। তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ, জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ, অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি। ১৭

অর্থ। তাঁহাতে (আত্মাতে) যাহাদের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাঁহাতে (আত্মাতে) যাহাদের আত্মরূপ অহংকার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাতে (আত্মাতে) যাহাদের নিষ্ঠা বা স্থিতি হইয়াছে, যাহারা তৎপরায়ণ (আত্মপরায়ণ), জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের পাপ বা গুণবৃত্তি সকল নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই পুনরাবৃত্তিশূন্য হইয়া থাকেন, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ১৭

আভাস। প্রত্যক্ষজ্ঞান বা বিজ্ঞান জন্মিলে, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয়, সুতরাং অহংকার থাকে না, কারণ রাগদ্বেষ তখন নাই, মন সংশয়-রহিত হওয়াতে তখন আর সংকল্প-বিকল্প করে না এবং পূর্ণভাবে স্থিত হয়, কায়মনবাক্যাদি বহির্বৃত্তি সকল পূর্ণকেই আশ্রয় করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় গুণবৃত্তির পরিচলন না থাকাতে সকলেই স্থিরভাবে অবস্থান করে এবং আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং দুঃখের উৎপত্তি হয় না।

গুণবৃত্তির পরিচলনে অহংকারের উৎপত্তি ও নাশ, জন্মমৃত্যু বা আবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি বলিয়া উক্ত হয়। আত্মযোগে এই পুনরাবৃত্তি থাকে না, যেহেতু অহংকারের লয় হইয়া যায়।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥১৮

অন্বয়ঃ। পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি চ এব শ্বপাকে চ সমদর্শিনঃ (ভবন্তি)। ১৮

অর্থঃ। পণ্ডিতগণ অর্থাৎ কর্ম্মে যাঁহাদের অহংকার নাই, তাঁহারা বিদ্যাবিনয়াদি সাত্ত্বিক গুণযুক্ত ব্রাহ্মণে, রাজসিক এবং তামসিক গুণযুক্ত গো, হস্তি, কুক্কুর এবং চণ্ডালে সমদর্শী হইয়া থাকেন। ১৮

আভাস। পণ্ডিতের লক্ষণ যথা—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।

"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" ৪অঃ, ১৯ শ্লোক।

পৃথক্ পৃথক্ বিষয় এবং পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান আত্মযোগ প্রাপ্ত হইলে, একত্বে পরিণত হয়। কামহেতু অহংকারের বিভিন্নত্ব সম্পাদিত হইয়া গুণকর্ম্মের বিভাগ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার বিচক্ষণ বা পণ্ডিত হইয়া থাকেন; তাঁহাদের তখন আর ভেদবুদ্ধি বা কামসংস্পর্শ থাকে না, যেহেতু তাঁহারা তখন সমতায় অবস্থিত।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯

অন্বয়ঃ। যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্ ইহ এব তৈঃ স্বর্গঃ জিতঃ; হি (যতঃ) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ, তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ। ১৯

অর্থ। যাঁহাদের মন সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই দেহেতেই তাঁহারা জন্মমৃত্যুরূপ সংসার জয় করিয়াছেন; ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান এবং নির্দ্দোষ; অতএব তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯

আভাস। আকাশস্থিত ঘর-বাড়ী-বৃক্ষ-লতাদি নাশপ্রাপ্ত হইলে বা বিকৃত হইলে, আকাশ যেরূপ নাশপ্রাপ্ত বা বিকৃত হয় না, পরন্তু পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মলভাবেই অবস্থানকরে, সেইরূপ যাঁহারা আকাশের ন্যায় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা গুণকর্ম্ম হেতু কখনও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন না, নির্ম্মল ও অবিকারীভাবে সর্বদা অবস্থান করেন। মন সমতায় অবস্থিত হইলে, বাল্য, যৌবন, জরা, সুখদুঃখাদি বিকার, আমিরূপ আত্মাতে যাতায়াত করিলেও অর্থাৎ উৎপত্তি-লয় হইলেও, আমিত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

নপ্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ংপ্রাপ্যনোদ্বিজেৎপ্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়োব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ। ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিদ্ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, চ অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ। ২০

অর্থ। ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন, অমোহিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয় বস্তু পাইয়া আনন্দিত হয়েন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও দুঃখিত হয়েন না। ২০

আভাস। বুদ্ধি আমিরূপ শব্দে স্থির হইলে, মোহিত হয় না এবং কর্ম্মে প্রিয়াপ্রিয় বা ইষ্টানিষ্ট বিভাগ উৎপন্ন হয় না। পূর্ণে প্রিয়াপ্রিয় ভেদ নাই, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে॥ ২১

অন্বয়ঃ। বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎসুখম্ (অস্তি) (তৎ) বিন্দতি; সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (সন্) অক্ষয্যং সুখম্ অশ্নুতে। ২১

অর্থ। বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে, যাঁহার কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হয় না, এমন ব্যক্তি আত্মসুখ প্রাপ্ত হন; তৎপরে তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। ২১

আভাস। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের সহিত সঙ্গত হইয়া আপন আপন স্বভাবে অবস্থান করিলে, কোন বিকারের উৎপত্তি হয় না এবং তখন সেই সেই ইন্দ্রিয়াবস্থিত (ক্ষেত্রস্থিত) আত্মাতে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, ইহা ব্রহ্মযোগ। পুনশ্চ, তাহাদের একত্রীকরণে, অর্থাৎ ঐ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞগণ অক্ষরাবস্থান করিলে বা সমষ্টি আমিতে অবস্থিত হইলে, পূর্ণানন্দ অনুভূত হয়। ইহাই ব্রহ্মযোগযুক্ত অবস্থা। প্রথমটি অধ্যাত্ম বা অধিদৈব এবং দ্বিতীয়টি অধিযজ্ঞ অহংভাব বলিয়া উক্ত।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥২২

অন্বয়ঃ। সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ তে হি দুঃখযোনয়ঃ এব আদ্যন্তবন্তঃ চ; (অতএব) হে কৌন্তেয়! তেষু বুধঃ ন রমতে। ২২

অর্থ। শব্দাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে যে ভোগের অর্থাৎ সুখাদির উৎপত্তি হয়, তাহারা দুঃখের কারণই হইয়া থাকে এবং (তাহারা) আদ্যন্তবন্ত (উৎপত্তি-বিনাশশীল); অতএব হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ তাহাতে রত বা আসক্ত হন না। ২২

আভাস। বিষয়ভোগজাত সুখ, দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, যথা, কোমলশয্যা সুখকর হইলেও, অধিকক্ষণ অবস্থানহেতু দুঃখকর হয়। ইহা আদ্যন্তবন্ত অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশশীল; সুতরাং অনিত্য। বিষয়-সংযোগে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাও অনিত্য; যেহেতু ঔষধাদি সেবন প্রথমে দুঃখকর হইলেও, পরিণামে সুখদান করে; অতএব এই অনিত্য সুখদুঃখ পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য নহে।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥২৩

অন্বয়ঃ। যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ ইহ কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং শক্নোতি স এব যুক্তঃ; স নরঃ সুখী (এব)। ২৩

অর্থ। যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই দেহে (রজোগুণোৎপন্ন) কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, অর্থাৎ কামক্রোধাদি বিকারে বিকৃত হন না, তিনিই যোগী বা আত্মযোগপ্রাপ্ত এবং সেই মনুষ্যই সুখী। ২৩

আভাস। বাহ্যস্পর্শহেতু উৎপন্ন কামাদি বিকার মাত্রই রজোগুণাত্মক। এই বিষয়টি প্রাপ্ত হইব, ইত্যাকার যে বৃত্তি, তাহাই কাম, এবং তাহার প্রতিবন্ধক হইলে ক্রোধের উদয় হয়; এই দেহ ধারণে যাঁহাতে এই

সকল উৎপন্ন হয় না, বা উৎপত্তি হইলেও যিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন, তিনিই সাত্ত্বিক সুখ ভোগ করেন। পূর্ণজ্ঞানের সহিত মৃতের ন্যায় এই দেহে অবস্থান করিতে পারিলে, তাঁহার সর্ব্বদাই আনন্দে স্থিতি হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কামক্রোধময় ভাবসকল শরীর বলিয়া উক্ত। শরীর বিমোক্ষণের পূর্ব্বে অর্থাৎ কামক্রোধময় শরীর থাকিতে থাকিতে, যিনি তাহাদিগের অর্থাৎ কামক্রোধাদির বেগ সহ্য করিতে পারেন, অর্থাৎ তদ্দ্বারা বিচলিত হয়েন না, তিনিই যথার্থ সুখী; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অন্বয়ঃ। যঃ অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব, স যোগী ব্রহ্মভূতঃ (সন্) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি। ২৪

অর্থ। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, অর্থাৎ বিষয়যোগে সুখাপেক্ষা না করিয়া, যিনি সর্ব্বদা আত্মাতেই আনন্দ বোধ করেন, আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যিনি প্রকাশ অর্থাৎ যাঁহাতে প্রকাশময় ভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। ২৪

আভাস। বিষয়ের দ্বারা সুখী হইব, এই জ্ঞানে যিনি বিষয়ে আসক্ত হন না বা বিষয় চিন্তা করেন না, কায়মনবাক্যে তিনি যত কর্ম্ম করেন, সকলগুলিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনিও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্থিত হয়েন।

আত্মাতে আত্মসমর্পণ করিলে, এই দেহেতেই পরমানন্দ বা মুক্তি সুখ ভোগ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ। ক্ষীণকল্মষাঃ, ছিন্নদ্বৈধাঃ, যতাত্মানঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে। ২৫

অর্থ। নিষ্পাপ, সংশয়হীন, সংযতচিত্ত, সর্ব্ব ভূতের হিতকারী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। ২৫

আভাস। আত্মা (অহংকার) বিষয়গামী না হইয়া পূর্ণত্বে অবস্থান করিলে, ইন্দ্রিয়গণ যাহা করে, তাহাতে পাপ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না ; যেহেতু তাহারা তখন নিজ নিজ স্বভাবে অবস্থিত থাকে এবং সংশয়হীন হইয়া কর্ম্ম করে ; তাহারা তখন আত্মনিষ্ঠ এবং পরস্পরা দোষযুক্ত না হওয়াতে, একত্ব প্রাপ্তিহেতু কেহ কাহারও অহিতজনক হয় না ; সকলেই স্ব স্ব সত্বযুক্ত হওয়াতে, তাহারা ঋষি বলিয়া কথিত, কারণ, সকলেতেই প্রকাশময় ভাব বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু তখন সকলেতেই পদার্থের স্বরূপ প্রতিভাত হয় ; অতএব বদ্ধভাব না থাকাতে সকলেই পূর্ণ এবং মুক্ত।

চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, নাসিকা, ত্বক, মন এবং বুদ্ধি ইহারাই ৭টি ঋষি বলিয়া বোদ্ধব্য। ৪ অঃ, ২ শ্লোকে ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

"মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা ॥" ১০ অঃ, ৬ শ্লোক।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়ঃ। কামক্রোধবিযুক্তানাং, যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ (উভয়তঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে। ২৬

অর্থ। কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণ উভয়তঃ (মন এবং ইন্দ্রিয় এই উভয়ের একত্রীকরণে) পূর্ণত্ব লাভ করিয়া অবস্থান করেন। ২৬

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হইলে, চিত্ত সংযত হয় এবং আত্মতত্ত্ব বিকাশ হয় ; তখন এই দেহে সর্ব্বভূতের একত্বহেতু কামক্রোধাদি বিকার স্থানপ্রাপ্ত হয় না। এই প্রকারে অন্তর্বৃত্তি এবং বহির্বৃত্তি উভয়ই পূর্ণত্বহেতু এক হইয়া যায়। মনের ফলাসক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মাসক্তি উভয়ে একত্বে অবস্থিত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ। বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে (কৃত্বা) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ সঃ এব সদা মুক্তঃ। ২৭-২৮

অর্থ। ২৫ শ্লোকে বহির্বৃত্তি এবং ২৬ শ্লোকে অন্তর্বৃত্তি পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া, এই শ্লোকে উভয়ের সমন্বয় দেখাইতেছেন।

শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয়গুলিকে বাহিরে বা ইন্দ্রিয়মাত্রে রাখিয়া, অর্থাৎ "অহং" "মম" ইতি অভিনিবেশশূন্য হইয়া, মনরূপ চক্ষুকে ভ্রুযুগের সন্ধিস্থলে রাখিয়া, অর্থাৎ মনকে অন্তরাত্মায় নিরোধ করিয়া, নাসিকার অভ্যন্তরস্থিত প্রাণ ও অপানরূপ (সদসৎ বা ইষ্টানিষ্টরূপ) বৃত্তিকে সমানত্বে সম্পাদন করিয়া, ইন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধির সংযমকারী (স্বভাবে অবস্থানহেতু তাহারা সংযত হইয়া থাকে), ব্রহ্মনিষ্ঠ, ইচ্ছাভয়ক্রোধ-শূন্য (সমচিত্ত) যে মুনি, তিনিই সর্ব্বদা মুক্ত। ২৭-২৮

আভাস। নাসাপথে প্রাণ এবং অপান বায়ু বহমান থাকিয়া যথা-ক্রমে প্রাণ অর্থাৎ আত্মভাব, এবং অপান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভাব প্রকাশ করিতেছে; যখন এই প্রাণ এবং অপানের একত্রীকরণ বা সমানত্ব হয়, তখন সদসৎ বা সুখদুঃখ বা ইষ্টানিষ্ট কোন ভাবই উৎপন্ন হয় না, ইহাই মুক্তাবস্থা।

শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি যদ্যপি ইন্দ্রিয়মাত্রে অবস্থান করে, অর্থাৎ তদ্বারা যদি অহংকারের বা কোন ভাবের উৎপত্তি না হয়, তবে মনের নিরোধ হয় এবং তদ্বারা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট বিভাগ হয় না এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই স্বভাবে অবস্থান করে।

"দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥" ২অঃ, ৫৬ শ্লোক।

ইহাতে অহংকারের পূর্ণত্ব হয়, চিত্তের সমতা হয় এবং এবংবিধ মুনি সর্ব্বদাই মুক্ত।

**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥২৯**

অন্বয়ঃ। যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি। ২৯

অর্থ। যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা, সমস্তদেহের অধীশ্বর, সকল ভূতের বন্ধু, আমাকে জানিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। ২৯

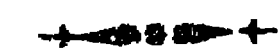
"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" ৯অঃ, ২৪ শ্লোক।

আভাস। কায়িক, মানসিক এবং বাচিক যত যজ্ঞ এবং তপস্যা আছে, তৎ সকলের ভোক্তা "আমি" অর্থাৎ ইহাদের সম্বন্ধে "আমিই" পূর্ণ হইয়া থাকি। "আমি" সকলের প্রভু, কারণ, "আমি" হইতে সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয় এবং তাহারা "আমিতেই" পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে; "আমার" অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াশীলত্ব। "আমিতে" সকল ভূতের একত্ব সম্পাদিত হয় বলিয়া, কেহ কাহারও দ্বেষ করে না বা ব্যভিচারী হয় না, সুতরাং "আমি" সকল ভূতের বন্ধু। এই ক্ষরাক্ষর সকলেই "আমাতে" অবস্থিত। এইরূপ "আমিকে" বা অক্ষর আত্মাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি যজ্ঞতপস্যাদি অখিল কর্ম্ম ঐ "আমিতে" বা আত্মাতে সংন্যস্ত করিয়া এই দেহেই চির শান্তি লাভ করেন, ইহাকে বাক্যের অর্থাৎ অহংকারের সংন্যাস বা কর্ম্মসংন্যাসযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মসংন্যাসযোগোনাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অভ্যাসযোগোনাম।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥১

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান উবাচ। যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (সন্) কার্য্যং কর্ম্ম করোতি স সংন্যাসী চ যোগী চ; (সঃ) ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ। ১

অর্থ: শ্রীভগবান্ বলিলেন। যিনি কর্ম্মফল উপেক্ষা করিয়া কার্য্য (এবং) কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, অর্থাৎ যখন কার্য্য করেন, তখন সন্ন্যাসী এবং যখন কর্ম্ম করেন, তখন যোগী হইয়া থাকেন; তিনি অগ্নিহীন নহেন এবং ক্রিয়াহীন নহেন। ১

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ অন্তঃকরণে যে কিছু নিশ্চয় হয়, তাহা কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা কর্ম্ম হয়; অনুষ্ঠানকে কর্ম্ম বলে এবং কার্য্য তাহার উপদেশ মাত্র। ফলকামনা না করিয়া মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতার দ্বারা অর্থাৎ সমান্তঃকরণে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কার্য্য-কর্ম্ম। যিনি এই প্রকার কর্ম্মে অভ্যস্ত, তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয়ই হইয়া থাকেন এবং তাঁহাকে জ্ঞানী এবং কর্ম্মী উভয়ই বলা যায়। তিনি অগ্নিরূপ, যেহেতু অগ্নি যেমন নিজে অবিকারী থাকিয়া সকল দ্রব্যই পাক করে, সেইরূপ তিনি আত্মস্থ হওয়াতে, সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াও বিকার প্রাপ্ত হয়েন না;

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" ১৫অঃ, ১৪ শ্লোক।

তিনি অক্রিয় নহেন, ইহা বলা হইয়াছে, যেহেতু ভেদজ্ঞান না থাকায়, তিনি সকল কর্ম্মই করিয়া থাকেন।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব! যং সংন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি; হি অসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন (কোঽপি) যোগী ন ভবতি। ২

অর্থ। হে পাণ্ডব! (সুধীগণ) যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও; যেহেতু সম্যক্ প্রকারে সংকল্প ত্যাগ যিনি করিতে পারেন নাই, এরূপ কেহই যোগী নহেন। ২

আভাস। নিরহংকারী হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইলে, কর্ম্মী জ্ঞানী এবং যোগী উভয়ই হইয়া থাকেন। অহংকার যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সংকল্পের সম্যক্ ত্যাগ হয় না। ত্যাগ-সংকল্পের ত্যাগই সম্যক্ সন্ন্যাস বা ত্যাগ বলিয়া জানিবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সংকল্প বিনা কি কোন কর্ম্ম হইতে পারে? অবশ্য সংকল্প প্রত্যেক কর্ম্মে আছে, তবে যদি কর্ম্মান্তে ঐ সংকল্প লয় প্রাপ্ত হয়, তবে সংকল্প বা কার্য্য (কর্ম্মের উপদেশ) এবং কর্ম্ম বা যোগ একত্রীকৃত হইয়া আত্মাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে।

দেহে প্রাকৃতিক অভাব হইলে, অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে পান-ভোজনাদি করিবার সংকল্প উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পানীয়-ভোজ্যাদি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া সংকল্পের নাশ সাধন করিয়া প্রাকৃতিক সমতা মাত্র করে এবং তদ্দ্বারা আমি শান্তি প্রাপ্ত হই। ইহাই সংকল্পের সংন্যাস এবং কর্ম্মযোগ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়ঃ। যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে; যোগারূঢ়স্য তস্য এব শমঃ কারণম্ উচ্যতে। ৩

অর্থ। যোগে আরোহণেচ্ছু মুনির কর্ম্ম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়; অর্থাৎ যাবৎ যোগে অনারূঢ় থাকে, তাবৎ কর্ম্ম করিতে হইবে; যেহেতু

কর্ম্ম না করিলে মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা হয় না; যোগারূঢ় হইলে তাহার সমতাই কারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকার কর্ম্মের দ্বারা সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তবে যোগারূঢ় হইয়া থাকে। ৩

আভাস। মন এবং ইন্দ্রিয় এই উভয়ের ক্রিয়ার ক্রম, অর্থাৎ কার্য্য এবং কর্ম্মের বিভাগ এই শ্লোকে দেখাইতেছেন। মনের কার্য্য (কর্ম্মের উপদেশ) এবং ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, এই উভয়ের একত্রীকরণ হইলে আত্মার পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সঙ্গত হইয়া স্বভাবে অবস্থান করিলে যোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সমতা লাভ করিয়া যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন। যোগারূঢ়ের লক্ষণ পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

অন্বয়ঃ। যদা ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন হি অনুষজ্জতে ন (চ) কর্ম্মসু তদা (সঃ) সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে। ৪

অর্থ। যখন শব্দাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা আসক্তি না থাকে এবং কর্ম্মফলে আসক্ত না হয়েন, তখন সমুদয় সংকল্পত্যাগী (সেই মহাত্মা) যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। ৪

আভাস। ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্তিযোগ্য বিষয়ে যখন মনবুদ্ধিঅহংকার উপগত না হয়, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সকল তন্মাত্রার সহিত ইন্দ্রিয়গণ যুক্ত হইয়া যখন মনবুদ্ধিঅহংকারকে ক্ষুব্ধ না করে, অর্থাৎ তাহাতে সুখদুঃখরূপ ফল উৎপন্ন না করে, তখন এই অবিকারী এবং সর্ব্বকর্ম্মক্ষম ব্যক্তি সংকল্পবিরত এবং যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন; ফলতঃ ইন্দ্রিয় এবং মন পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সমত্ব লাভ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ার্থে যুক্ত

হইয়া স্বভাবজ কর্ম্মসকল করিতে থাকে এবং মনবুদ্ধিঅহংকার আত্মসংলগ্ন হইয়া পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত হয়েন ; ইহাই যোগারূঢ় অবস্থা।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ। আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ ; আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ। ৫

অর্থঃ। আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না ; আত্মাই আত্মার বন্ধু (এবং) আত্মাই আত্মার রিপু। ৫

আভাস। এই উভয় আত্মার দ্বারা যথাক্রমে বাহ্যাত্মা বা ইন্দ্রিয়রূপ আত্মা এবং অন্তরাত্মা বা মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ আত্মার নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইন্দ্রিয়রূপ বাহ্যাত্মার দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ অন্তরাত্মার উদ্ধার করিবে ; অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সমত্ব করিবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ বাহ্যাত্মার কর্ম্মের দ্বারা অন্তরাত্মার অসমতা হইলে বা অন্তরাত্মার কার্য্যের দ্বারা বাহ্যাত্মার অসমতা হইলে, তাহাদের পরস্পরের যে অবসাদ আসে, এমন কর্ম্ম করিবে না, অর্থাৎ উভয়েই সমতাপ্রাপ্ত যাহাতে হয়, সেইরূপ কর্ম্ম করিবে।

এই বাহ্যাত্মা অন্তরাত্মার এবং অন্তরাত্মা বাহ্যাত্মার সমতা সম্পাদন করিলে বন্ধু হয় এবং অসমতা বা অবসাদ উৎপন্ন করিলে রিপু হয়, কারণ তাহাতে কামক্রোধাদি বিকারের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

অন্বয়ঃ। যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ, তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ ; অনাত্মনঃ তু আত্মা শত্রুত্বে শত্রুবৎ এব বর্ত্তেত। ৬

অর্থ। যাঁহা কর্ত্তৃক আত্মার দ্বারা আত্মা বশীভূত হইয়াছে, আত্মা তাঁহার আত্মার বন্ধু ; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মা অপকারকরণে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। ৬

আভাস। আমাতে যে অন্তর-বাহ্য বিভাগ আছে, তাহাই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এবং শত্রু হইয়া থাকে ; ইহারা উভয়ে উভয়কে উদ্ধার না করিলে, অপর কোন প্রকারে উদ্ধারের আশা নাই।

অনেকে বলেন যে, ঐ ব্যক্তি আমায় নষ্ট করিল, বা এই ব্যক্তির দ্বারাই আমি সুখী হইলাম, ইহা ভ্রমমাত্র। "সুখস্য দুঃখস্য কোঽপি ন দাতা।" আপনার মধ্যেই বন্ধু এবং আপনার মধ্যেই শত্রু অবস্থান করিতেছে।

বাহ্যাত্মা বা কায়মনবাক্য এবং অন্তরাত্মা বা মনবুদ্ধিঅহংকার একত্র হইলে, বন্ধুরূপী হইয়া আত্মযোগ প্রদান করে, নচেৎ অহংকার বা দুঃখের উৎপত্তি পূর্ব্বক শত্রুরূপী হইয়া থাকে।

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥" ৩অঃ, ১১-১২ শ্লোক।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ ভবতি। ৭

অর্থ। বাহ্যাত্মা এবং অন্তরাত্মা এই উভয়ে উভয়ের বোধ সম্পাদন করতঃ সমত্ব প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়, চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং পরমাত্মা প্রকাশ হয়েন, অতএব শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ এবং মানাপমানাদি দ্বন্দ্বে সমবুদ্ধি হইয়া থাকে। ৭

আভাস। অন্তর্বাহ্যে একত্ব সম্পাদন হইলে আত্মা পূর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু তখন কোন অহংকারের উৎপত্তি হয় না এবং শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব লয় হইয়া যায়।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থঃ, বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। ৮

অর্থ। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা = মনোবুদ্ধ্যাহংকারাণাং যৎ শ্রুতিজ্ঞানং তৎ জ্ঞানমুচ্যতে পরোক্ষমিত্যর্থঃ ; কায়মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিষু যৎ জ্ঞানং প্রত্যক্ষীভূত্বা অপরোক্ষত্বমাপ্নোতি তদেব বিজ্ঞানং তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সমতাহেতুর্নিরাকাঙ্ক্ষ ইত্যর্থঃ। উভয়োঃ সদসতোঃ অন্তরং কূটং তস্মিন্ স্থিত ইতি কূটস্থঃ।

পরোক্ষজ্ঞান এবং অপরোক্ষ অনুভূতি, এই উভয় দ্বারা পরিতৃপ্ত-চিত্ত, কূটস্থ অর্থাৎ সদসদাদি দ্বন্দ্বের ধারক অতএব নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয়, মৃত্তিকা পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি-বিশিষ্ট যোগী যুক্ত বা যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন। ৮

আভাস। উপদেশ বা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারে স্থির করিলাম, উপবাসে ধর্ম্ম হইবে ; কায়মনবাক্যাদির দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেখিলাম অসুস্থ হইয়াছি, তখন সংকল্পরূপ পরোক্ষজ্ঞান এবং অপরোক্ষ-বিজ্ঞান উভয়ের সামঞ্জস্য হইল না, সুতরাং, তখন আমি তৃপ্ত নহি।

যখন দেখি অসুস্থ না হইয়া বরং সামঞ্জস্যই রক্ষা হইয়াছে, তখন যে আমার তৃপ্তি বা শান্তি হইয়া থাকে, তাহাই জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কূটস্থ অর্থাৎ সদসৎ উভয়ের ধারকরূপে অবস্থিত ; যিনি সৎও নহেন বা অসৎও নহেন, অথচ যাহা হইতে সৎ এবং অসৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নির্ব্বিকার আত্মা বা "আমি" কূটস্থ বলিয়া জানিবে। কর্ম্মে যাঁহার অহংকার উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়গত না হয়, তিনি জিতেন্দ্রিয়।

মৃত্তিকা বা পাষাণ করতলস্থ হইলে যেরূপ কোন বিকার উৎপন্ন করে না, তদ্রূপ সুবর্ণ করতলগত হইলেও, যিনি বিকার প্রাপ্ত হয়েন

না, অর্থাৎ তল্লাভে বা তৎসঞ্চয়ে সুখী এবং তন্নাশে বা তদ্ব্যয়ে দুঃখী হন না, তিনিই "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন" হইয়া থাকেন।

এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে "যুক্ত" বলা যায়।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

অন্বয়ঃ। সুহৃৎ-মিত্র-অরিষু উদাসীনঃ, দ্বেষ্যবন্ধুষু মধ্যস্থঃ, সাধুষু পাপেষু অপি চ সমবুদ্ধিঃ (সঃ) বিশিষ্যতে। ৯

অর্থ। সুহৃৎ অর্থাৎ সমপ্রাণ, মিত্র অর্থাৎ সমকর্ম্মী এবং তদ্বিপরীত অরি, এই তিনেতে যিনি উদাসীন, দ্বেষ্য অর্থাৎ প্রতিকূলহেতু বিরাগজনক, এবং বন্ধু অর্থাৎ অনুকূলহেতু অনুরাগজনক, (অর্থাৎ অসৎ এবং সৎ) এই উভয়ের মধ্যস্থ বা ধারক হইয়া, কূটস্থরূপে যিনি অবস্থিত, সাধুতে বা পুণ্যে এবং পাপে যিনি সমবুদ্ধি, তিনি বিশিষ্ট (যোগারূঢ়) হইয়া থাকেন। ৯

আভাস। যাঁহার জ্ঞান এবং বিজ্ঞান একত্রীকরণ হইয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই আত্মস্থ থাকাতে নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং তাঁহার ইষ্টানিষ্ট কোন দ্বন্দ্বই অনুভূত হয় না; যেহেতু কোন অহংকার তাঁহাতে প্রভবিত হয় না। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই বোধের দ্বারা তিনি উক্ত প্রকারে অবস্থান করেন।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ। সততং রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ যোগী অপরিগ্রহঃ (সন্) আত্মানং যুঞ্জীত। ১০

অর্থ। সর্ব্বদা আত্মাতে অবস্থিত, একাকী অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, সংকল্প-বিকল্পরহিত, বীততৃষ্ণ যোগী, আত্মা ব্যতীত অন্য অবলম্বন না করিয়া, ইন্দ্রিয়গত অহংকারকে সমাহিত করিবেন। ১০

আভাস। আত্মাতে বা পূর্ণ-আমিতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে পারিলে যোগী বিষয়ে অনাসক্ত হয়েন, মনে কোন প্রকার সংশয় থাকে না, কর্ম্মফলে আসক্তি থাকেনা এবং আত্মা বা "আমি"ই একমাত্র আশ্রয় হইয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ে বা ইন্দ্রিয়কর্ম্মে তাঁহার অহংকার উৎপন্ন হয় না।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

অন্বয়ঃ। শুচৌ দেশে যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (যোগী), চৈলাজিন-কুশোত্তরং, ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচম্ আত্মনঃ আসনং স্থিরং প্রতিষ্ঠাপ্য, তত্র আসনে উপবিশ্য, একাগ্রং মনঃ কৃত্বা, আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ। ১১-১২

অর্থ শুচৌদেশে = মন কামসংকল্পরহিত হইলে শুচি হয়; এমন মনে। অত্যুচ্ছ্রিতম্ অতিনীচম্ = সৎ এবং অসৎ; সৎ এবং অসৎ আত্মাকে অতিক্রম করিয়া বিষয়ে অবস্থান করে বলিয়া, তাহারা যথাক্রমে উচ্চ এবং নীচ বলিয়া কথিত হইতেছে। চৈল বা বস্ত্রের ন্যায় বাক্য মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে আবৃত বা মোহিত করে বলিয়া চৈল শব্দে বাক্য, অজেয়ত্বহেতু অজিনশব্দে মন এবং কুশ শব্দে ("কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী, কৌ শেতে ইতি কুশঃ) কায় বুঝিতে হইবে। অতএব "চৈলাজিনকুশোত্তরম" শব্দে কায়মনবাক্যের সমতার পর; ইহাই বোদ্ধব্য।

ইন্দ্রিয়-কর্ম্মে যাঁহার চিত্ত সংযত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ম্মে যাঁহার অহংকার প্রভাবিত হয় না, এমন যোগী কামসংকল্পহীন মনে কায়মনবাক্যের সমতা পূর্ব্বক, অত্যুচ্চ সৎকে এবং অতিনীচ অসৎকে আশ্রয় না করিয়া

অর্থাৎ সদসৎ দ্বন্দ্ব বর্জ্জিত হইয়া এতদুভয়ের মধ্যস্থিত (ধারক) বুদ্ধিরূপ অহংকে অবলম্বন করিয়া, আপনার আসন বা স্থিতি স্থির রাখিয়া, সেই আসনে উপবিষ্ট বা অবস্থিত হইয়া মনকে একাগ্র বা লয় পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধিহেতু কর্ম্ম করিয়া যোগযুক্ত হইবেন। ১১-১২

আভাস। মনে বিষয়কামনা না থাকিলে ইন্দ্রিয়কর্ম্মে অর্থাৎ দর্শনাদি ব্যাপারে অহংকার প্রভবিত হয় না। কায়মনবাক্যের সমতা হইলে মনে সদসৎ দ্বন্দ্ব থাকে না বলিয়া, মন সর্ব্বদাই পূর্ণ "আমিত্বে" অবস্থান করিয়া থাকে। ইহাই মনবুদ্ধি অহংকারের তন্ময়ত্ব বা লয়যোগ এবং ইহাই যোগযুক্ত অবস্থা। ইহাই আত্মশুদ্ধি।

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ৫ অঃ, ১১ শ্লোক।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥১৪

অন্বয়ঃ। কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলং ধারয়ন্, স্থিরঃ (সন্), স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য, দিশশ্চ অনবলোকয়ন্, প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (সন্), মনঃ সংযম্য, মচ্চিত্তঃ, মৎপরঃ, যুক্তঃ আসীত। ১৩-১৪

অর্থ। কায় = মনরূপ শরীর বা ইচ্ছাশক্তি; বাসনাময় দেহই কায় বলিয়া উক্ত; গ্রীবা = মনময় শরীরে অবস্থিত বুদ্ধিরূপ ক্রিয়াশক্তি; শির = বাঙ্ময় শরীরে অবস্থিত অহংকাররূপ জ্ঞানশক্তি; এই ত্রিতয়ের সমন্বয় করিতে উপদেশ করিতেছেন। সমগ্র দেহকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া তন্ত্র এই তিনটিকে যথাক্রমে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অচল = স্বভাবান্নচলতীতি অচলম্; স্বভাবে

স্থিত হইলে অচলত্ব হইয়া থাকে। স্থিরঃ = আত্মনি স্থিতঃ; নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য = নাসিকাস্থিত শ্বাস প্রশ্বাস যে নাসিকাগ্রে অর্থাৎ নাসিকাগ্র-স্থিত আকাশে লয় হয়, সেই লয়স্থানরূপ আকাশে বা আত্মাতে দৃষ্টি স্থির রাখিতে উপদেশ করিতেছেন; আকাশরূপ "আমিতে" বা আত্মাতে ইষ্টানিষ্ট বা প্রাণাপানরূপ বাক্যবিভাগের লয় হইলে সমানত্বে অবস্থিতি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। এইটি এবং ৫ অঃ ২৭ শ্লোকে কথিত "প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ," এই দুইটী একই অর্থের জ্ঞাপক। চক্ষুদ্বারা নাসিকাগ্রদর্শন এই অর্থ এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না, যেহেতু ইহা বাহ্যস্পর্শ অতএব দুঃখজনক; সুতরাং ইহাদ্বারা যোগ কি করিয়া হইবে? ১৩-১৪

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।" ৫ অঃ, ২১ শ্লোক।
"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।" ৫ অঃ, ২২ শ্লোক।
"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" ৬ অঃ, ২৩ শ্লোক।

দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ = ঊর্দ্ধ এবং অধঃ দিকসকল অবলোকন না করিয়া; ঊর্দ্ধ = আত্মভাব বা সৎ এবং অধঃ = পৃথিবী অর্থাৎ বিষয়ভাব বা অসৎ; এই আত্মভাব বা সৎ, এবং বিষয়ভাব বা অসৎ, এই উভয়কে ভিন্নভাবে অবলোকন না করিয়া স্থিতিশীল হইতে উপদেশ করিতেছেন, যেহেতু এই দুইয়ের ধারক হইয়া কূটস্থ আমিত্বে অবস্থান করিলে আত্মভাব এবং বিষয় বা ইন্দ্রিয়ভাব এক হইয়া যাইবে। প্রশান্তাত্মা = কামনা-শূন্যহেতু যাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইয়াছে। বিগতভীঃ = সংশয়রাহিত্য হেতু যিনি নির্ভয় হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী = ব্রহ্মৈব আচরতে ইতি ব্রহ্মচারী, তস্য ভাবঃ ব্রহ্মচর্য্যম্; স্বভাবে স্থিত হইলে সকল কর্ম্মই ব্রহ্ম বা পূর্ণ; এবম্বিধ আচরণশীল হইলে ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতি হয়;

মনবুদ্ধিঅহংকারের বা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সমতাকরণ বা একত্রীকরণ করিয়া এবং (তাহাদিগকে) অচলভাবে (স্বভাবে) ধারণ পূর্ব্বক আত্মাতে স্থিতিশীল হইয়া, আত্মা হইতে

উৎপন্ন কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট বিভাগ আত্মাতে লয় হইতেছে, ইহা দর্শনপূর্ব্বক আত্মভাব এবং ইন্দ্রিয় বা বিষয়ভাবের একতা করিয়া, প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, এবং ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত হইয়া অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকলকেই স্বভাবে রক্ষা পূর্ব্বক তাহাদের পূর্ণত্ব সম্পাদন করিয়া, সংযতচিত্ত হইয়া, আমাতে বা আত্মাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া এবং আমাতে বা আত্মাতে পরায়ণ হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক যুক্ত বা যোগারূঢ় হইবেন। ১৩-১৪

আভাস। কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার ইহাদের পরস্পর সমত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক আত্মা এবং বিষয়ের ভেদ অবলোকন না করিলে আত্মার একত্ব বা সর্ব্বভূতাত্মক ভাব অনুভূত হইবে। ইহার প্রতিপাদন করাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়।

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥" ইতি তন্ত্রম্।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

অন্বয়ঃ। এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ নিয়তমানসঃ যোগী নির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। ১৫

অর্থ। এই প্রকারে সতত আত্মাকে (আত্মাতে) সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত যোগী নির্ব্বাণপরমা, আত্মস্থিতিরূপ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১৫

আভাস। পূর্ণ ও অক্ষর আত্মাতে ব্যষ্টী অহংকার লয় করিয়া সংকল্প-বিকল্প (শব্দমোহ) রহিত হইয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হইয়া আত্মস্থ থাকেন এবং পরম শান্তি লাভ করেন। ইহাই অহংকারের পরমে লয় এবং নির্ব্বাণ।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥১৬

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! ন তু অত্যশ্নতঃ ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য, ন চ এব জাগ্রতঃ যোগঃ অস্তি। ১৬

অর্থ। হে অর্জ্জুন! অতিশয় আহারী বা একান্ত অনাহারী কিম্বা অতিনিদ্রালু বা অতিজাগরণশীলের যোগ হয় না। ১৬

আভাস। যোগীর কর্ম্ম কি প্রকার হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন। যে পরিমাণ গ্রহণ করিলে বা ত্যাগ করিলে কায়মনবাক্যের সমতা হয়, যোগী তদরিক্ত কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করেন না। যতটুকু ক্ষুধা, ততটুকু আহার করেন, যতটুকু নিদ্রা যাইলে শরীর সুস্থ থাকে এবং শান্তি আসে, ততটুকু নিদ্রা যাইয়া থাকেন।

অধিক আহারে জীব কর্ম্মক্ষম থাকে না, অল্লাহারে বা অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; অধিক জাগরণে বায়ু অশান্ত হইয়া ব্যাধির উৎপত্তি করে এবং অধিক নিদ্রায় জড়তা আনয়ন করিয়া কর্ম্মে অপটু করে। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম এমন পরিমাণ অনুষ্ঠান করিবে যে, তাহাতে দেহের সমতা মাত্র রক্ষা হয়। ইহাই যোগ (সমত্বং যোগ উচ্যতে)।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

অন্বয়ঃ। যুক্তাহারবিহারস্য, কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি। ১৭

অর্থঃ। পরিমিত আহার-বিহারশীল, কর্ম্মসকলে পরিমিত চেষ্টাকারী এবং পরিমিতরূপে যিনি নিদ্রিত এবং জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখনিবারক হয়। ১৭

আভাস। যিনি ক্ষুধা ব্যতিরেকে এবং ক্ষুধানিবারণাতিরিক্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করেন না, যিনি ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীতে মৈথুন করেন না, যিনি কর্ম্মের উপযোগী চেষ্টা করেন অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদনে অলসও নহেন এবং সামর্থ্যাতিরিক্ত চেষ্টাও করেন না, যিনি দেহরক্ষার আবশ্যক-মত নিদ্রা এবং জাগরণশীল, তাঁহার বিষয়সংযোগ দ্বারা সামঞ্জস্যই রক্ষিত হয়, কোন দুঃখ উৎপন্ন করে না।

আহার, বিহার, কর্ম্ম, চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ সকল অবস্থাই যাঁহার সমান, তিনি যোগী ; সমতার অতিরিক্ত ত্যাগ-গ্রহণাদি করিলে কামাচারী হইয়া থাকেন।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮

অন্বয়ঃ। যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (পুরুষঃ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। ১৮

অর্থ। যখন চিত্ত বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখন সর্ব্বকামনা হইতে স্পৃহাশূন্য পুরুষ, যুক্ত বা যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন। ১৮

আভাস। আহার-বিহারাদি কর্ম্মে যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, বিষয়সংযোগদ্বারা তাঁহার আত্মারই পূরণ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তিনি আত্মাতে বা পূর্ণ-আমিতে অবস্থান করেন। এই অবস্থায় তিনি যোগারূঢ় যোগী। সমতার অতিরিক্ত ত্যাগগ্রহণাদি তখন থাকে না বলিয়া, সকল কাম হইতে তিনি মুক্ত।

পূর্ব্ব শ্লোকে কায়মনবাক্যের সমতার বিষয় বলিয়া এই শ্লোকে মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা দেখাইয়া পুরুষের যোগারূঢ় হইবার কথা বলিয়াছেন।

মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণ "চিত্ত" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আহারবিহারাদি কর্ম্ম কায়মনবাক্যে অবস্থান করে এবং কামনা মনবুদ্ধি-অহংকারে অবস্থিত ; অতএব যুক্ত আহারবিহারাদি দ্বারা কায়মনবাক্য সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তদধিষ্ঠিত মনবুদ্ধিঅহংকার একত্র হইয়া আত্মস্থ হইয়া যায় ; ইহাই যুক্ত বা যোগযুক্ত অবস্থা।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ। যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে, আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা। ১৯

অর্থ। যেরূপ নির্ব্বাত স্থানে দীপ কম্পিত হয় না, আত্মাতে যোগযুক্ত নিরুদ্ধচিত্ত যোগীর প্রতি সেই উপমা স্মৃত (কথিত) হইল। ১৯

আভাস। আত্মযোগযুক্ত, নিরুদ্ধচিত্ত যোগীর চিত্ত নির্ব্বাতস্থানে অবস্থিত দীপের ন্যায় নিষ্কম্প। বিষয়সংযোগে এবং গুণকর্ম্মে আত্মস্থ যোগী কখনও বিচলিত হয়েন না।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ। যত্র (যস্মিন্ আত্মনি) যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে, যত্র (যস্মিন্ আত্মনি) চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি। ২০

অর্থ। যে স্থানে বা যে আত্মাতে যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরমণ করে, যে স্থানে বা যে আত্মাতে আত্মাদ্বারা আত্মাকে দেখিতে দেখিতে আত্মাতেই আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০

আভাস। কায়মনবাক্যরূপ আত্মা দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ আত্মাকে সমতাপ্রাপ্ত করিলে, আত্মাতে বা পূর্ণ-আমিতে অবস্থানরূপ আনন্দ অনুভূত হয় এবং পূরণের অনতিরিক্ত বিষয়গ্রহণরূপ কর্ম্মের বা যোগের আচরণদ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, ইহা বলিতেছেন।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥" ৩ অঃ, ১৭ শ্লোক।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ। যত্র (যস্মিন্ আত্মনি) অয়ং বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ আত্যন্তিকং যৎ সুখং (অস্তি) তৎ বেত্তি, যত্র (যস্মিন্ আত্মনি) স্থিতঃ (সন্) তত্ত্বতঃ ন চলতি। ২১

অর্থ। যে আত্মাতে এই যোগী বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়াতীত আত্যন্তিক (অনন্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন) যে সুখ আছে, তাহা জানিয়াছে, যে আত্মাতে স্থিত হইলে তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। ২১

আভাস। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ, দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা আত্যন্তিক সুখ নহে; কোমল শয্যায় শয়ন কালে সুখ অনুভূত হয়, কিন্তু অধিকক্ষণ অবস্থানহেতু সেই কোমল শয্যা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব আত্মস্থিতিই একমাত্র আত্যন্তিক সুখ, যেহেতু তাহার অনুতাপ বা বিরাম কখনও হয় না। এই সুখ বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত। আত্মস্থিত যোগী তত্ত্ব (তৎবস্তুনি তদ্ভাবস্তত্ত্বম্) হইতে বিচলিত হয়েন না, তত্ত্ব যথা—পিপাসা কালে জলপান দ্বারা পিপাসার শান্তি হয়; রসনার সহিত জলের যোগের পূর্ব্বে, রসনা, জল, পিপাসা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে, কিন্তু এই সকলের সংযোগে পিপাসা নিরাকৃত হইয়া যখন আমি শান্তি প্রাপ্ত হই, তখন ঐ সকল বস্তুই এক আমিত্বে পরিণত হইয়া যায়; সুতরাং ঐ সকলই তখন একই তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এই আমিতে বা আত্মাতে অবস্থিতি "তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না" ইহা বলার তাৎপর্য্য। বিষয় সংযোগে আত্মস্থিতি হইলে সকল বিষয়ই তৎ (আত্ম) বস্তুতে তৎ (আত্ম) ভাবাপন্ন হইয়া যায়।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে॥২২

অন্বয়ঃ। যং (আত্মানং) লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং চ ন মন্যতে, যস্মিন্ (আত্মনি) স্থিতঃ (সন্) গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে। ২২

অর্থ। যাহাকে (যে আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া অপর লাভকে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করে না, যাঁহাতে (যে আত্মাতে) অবস্থিত হইলে মহৎ দুঃখ দ্বারা বিচলিত হয় না। ২২

আভাস। আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পূর্ণত্ব লাভ করিলে আর কি আকাঙ্ক্ষা করিবে? তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে রাশি রাশি পানীয় উপস্থিত হইলেও, আর তাহাতে স্পৃহা থাকে না; আত্মস্থিতিরূপ আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্ত হইলে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥২৩

অন্বয়ঃ। তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ; স যোগঃ নিশ্চয়েন অনির্ব্বিণ্ণচেতসা যোক্তব্যঃ। ২৩

অর্থ। সেই দুঃখসংযোগের বিয়োগকেই যোগ বলিয়া জানিবে। সেই যোগ নিশ্চয়বুদ্ধি দ্বারা শব্দমোহবিদূরিত চিত্তে যোক্তব্য। ২৩

আভাস। কায়মনবাক্যে প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক বুদ্ধির নিশ্চয়তা করিয়া মনে সংস্কাররূপে যে কামসংকল্পাদি শব্দ মোহ আছে, তাহাকে বিদূরিত করিয়া বাহ্যাত্মা এবং অন্তরাত্মার একত্রীকরণ পূর্ব্বক সংশয়হীন চিত্তে আত্মস্থ হইতে উপদেশ করিতেছেন। তদ্দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে। ইহাই যোগযুক্ত অবস্থা।

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥" ২ অঃ, ৫২ শ্লোক।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

অন্বয়ঃ। সংকল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা, মনসা চ সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য, ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ; মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ। ২৪-২৫

অর্থ। সংকল্পজাত সকল প্রকার কামনা (শব্দ মোহ) নিঃশেষ-রূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত রাখিয়া, ধারণা দ্বারা বশীকৃত যে বুদ্ধি, তাহার দ্বারা ক্রমাভ্যাস সহকারে অর্থাৎ ধীরে ধীরে উপরত হইবে; মনকে আত্মস্থিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না অর্থাৎ বিষয়বৃত্তিশূন্য করিবে। ২৪-২৫

আভাস। কামসংকল্প বা সংস্কাররূপ শব্দমোহ প্রত্যক্ষজ্ঞানের আবরক; সেই হেতু মনে শব্দদ্বারা জল্পনা-কল্পনা ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে পদার্থনিশ্চয় করিতে উপদেশ করিতেছেন; ইহাতে শব্দস্পর্শাদি গুণ দ্বারা মানসিক বিকার উৎপন্ন হইবে না; এই ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হইলে, একটি প্রকৃতি বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, যাহাদ্বারা মন বৃত্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা আত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। ইহা মনের পূর্ণত্ব, তন্ময়ত্ব এবং শূন্যত্ব। ইহাদ্বারা আত্মার পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয় এবং মনের সহিত বিষয়সকল আত্মাতে লয় হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহাকে "ধ্যান যোগ" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

অন্বয়ঃ। যতঃ যতঃ চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ নিশ্চরতি ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য আত্মনি এব বশং নয়েৎ। ২৬

অর্থ। (স্বভাবতঃ) চঞ্চল এবং অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি গমন করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে (সেই মনকে) নিয়মিত করিয়া আত্মাতেই স্থির রাখিবে। ২৬

আভাস। মনের চঞ্চলতা এবং অস্থিরতা রজোগুণের কার্য্য। রজোগুণান্বিত হইয়া এই মন চক্ষুকর্ণাদি ক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সেই ক্ষেত্রের বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাস পূর্ব্বক জ্ঞানযোগপ্রাপ্ত হইয়া, ইহা অনাত্মা অতএব নশ্বর এবং দুঃখদায়ক, এই বুদ্ধি দৃঢ় করিয়া, মন হইতে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের চিন্তা

অপসারিত করিতে পারিলে, ক্রমে মনের নির্ম্মলত্ব আসিবে এবং তাহাতে আত্মা প্রকাশিত হইবেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্" ইত্যাদি শ্লোকে মনকে আত্মাতে স্থির করিলে, যোগী কি কি লক্ষণ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বলিয়াছেন।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ। শান্তরজসং প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ এনং যোগিনম্ উত্তমং সুখং হি উপৈতি। ২৭

অর্থ। রজগুণোৎপন্ন রাগাদিবিক্ষেপশূন্য, বৃত্তিশূন্যতাহেতু আত্মাতে যাঁহার মন অচল হইয়াছে, এমন প্রশান্ত চিত্তযুক্ত, নিষ্পাপ, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত, এই যোগীকে উত্তম সুখ অর্থাৎ আত্মানুভবরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নিশ্চয় আশ্রয় করে। ২৭

আভাস। মন বৃত্তিশূন্য হইয়া কামরাগ-বর্জ্জিত হইলে আত্মাতে লয় হইয়া যায়; তখন বিষয় সকল, ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন ভাবাদি সকলেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই যোগী ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ। এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ যোগী বিগতকল্মষঃ (সন্) সুখেন অত্যন্তং ব্রহ্মসংস্পর্শং সুখম্ অশ্নুতে। ২৮

অর্থ। এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে আত্মাতে সমাহিত করায়, যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মানুভবরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখ (আনন্দ) ভোগ করেন। ২৮

আভাস। মন কামরাগবর্জ্জিত হইলে আত্মাতে সমাহিত হয়; এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংযোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে কোন বিকারের

উৎপত্তি হয় না। সকলেই তখন স্বভাবে অবস্থান করায়, সকলেরই ব্রহ্মত্ব হয় এবং যোগী তখন আত্মযোগযুক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াদির সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াও, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

"যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্॥" উত্তরগীতা।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ। যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সন্) আত্মানং সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মনি চ সর্ব্বভূতানি ঈক্ষতে। ২৯

অর্থ। আত্মযোগযুক্ত যোগী সর্ব্বত্র অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল বিষয়ে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন। ২৯

আভাস। যোগযুক্ত হইলে ভেদবুদ্ধি না থাকায়, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা এবং বিষয়ের কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥৩০

অন্বয়ঃ। যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৩০

অর্থ। যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন এবং সকলভূতকে আমাতে দর্শন করেন, আমি তাঁহাকে নষ্ট করি না এবং তিনিও আমাকে নাশ করেন না। ৩০

আভাস। "আমি" এবং "আমার" ইত্যাকার ভেদজ্ঞান হইতে সঙ্গ জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ বা আত্মবিস্মৃতি হইয়া থাকে; তৎপরে বুদ্ধির নাশ হয় এবং বুদ্ধির নাশে

পুরুষ প্রণষ্ট হইয়া থাকেন ; অহংকারত্ব প্রাপ্ত হইলে অহংএর (আমির) পূর্ণত্বের নাশ হয় ; যখন যোগী যুক্ত বা আত্মস্থ হইয়া অভেদত্বে অবস্থান করেন; অর্থাৎ নিঃসঙ্গতাহেতু আত্মা এবং বিষয় এই উভয়ের ভেদ তৎকর্ত্তৃক পরিলক্ষিত না হয়, তখন কর্ম্মে তাঁহার অহংকার উৎপন্ন হয় না, অতএব তিনি নাশপ্রাপ্ত হয়েন না।

আমি তাঁহাকে নাশ করি না এবং তিনিও আমাকে নষ্ট করেন না, ইহা বলার তাৎপর্য্য এই যে, নিরভিমান হইলে একত্বে অবস্থিতি হয় এবং আমি বা আত্মা অবিভক্ত থাকেন, সুতরাং এ অবস্থায় কে কাহার নাশ করিবে ? ফলতঃ আমির (আত্মার) পূর্ণত্বহেতু সেই যোগী সমস্ত পূর্ণ দর্শন করেন।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৩১

অন্বয়ঃ। একত্বম্ আস্থিতঃ যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি সঃ যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ময়ি বর্ত্ততে। ৩১

অর্থ। একমাত্র আত্মাতে অবস্থিত যে যোগী, সকল ভূতে অবস্থিত আমাকে বা আত্মাকে ভজনা করেন, সেই যোগী সকল প্রকার অবস্থাতে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করিয়াও, আমাতে বা আত্মাতে অবস্থান করেন।৩১

আভাস। আত্মস্থিত যোগী ইন্দ্রিয়দ্বারা যাবতীয় ব্যবহারিক এবং প্রাকৃতিক কর্ম্ম করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করেন ; তাঁহার চৈতন্যের কখনও লোপ হয় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই আত্মাতে সংলগ্ন। পূর্ণের সংলগ্নে ইন্দ্রিয়, বিষয় ও ভাবাদি সকলে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া সকলের একত্ব সম্পাদিত হয় এবং তৎকালে আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলা হয়।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! যঃ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি সঃ যোগী পরমঃ মতঃ। ৩২

অর্থ। হে অর্জ্জুন! যিনি আত্মার সহিত তুলনার দ্বারা সর্ব্বত্র সুখদুঃখ বিভাগ না করিয়া সমানভাবে দেখেন, তিনি উৎকৃষ্ট যোগী ইহাই আমার মত জানিবে। ৩২

আভাস। যেমন আকাশমধ্যে ঘট, মঠ, বৃক্ষ, গুল্মাদির বিভাগ এবং পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশের কোন বিভাগ বা পরিবর্ত্তন নাই, সেই প্রকার আত্মা হইতে উৎপন্ন বিষয়াদির বিভাগ বিকারাদি হয়, আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বত্র একরস এবং অখণ্ড।

এই পূর্ণ, অখণ্ড, একরস ও অবিকারী আত্মার ন্যায় বিষয়াদিও যাঁহার নিকট পূর্ণভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি ভিন্ন ভিন্ন তন্মাত্রা-যোগে চক্ষুকর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অহংকারের উৎপত্তি না হইয়া, ঐ শব্দাদি বিষয়সকল এক অক্ষরে (আত্মাতে) লয় হয়, তিনিই একদৃষ্টিযুক্ত যোগী; তখন তাঁহার রাজসিক জ্ঞান বা পৃথক্‌জ্ঞান থাকে না; সুতরাং সুখদুঃখাদি বিভাগও তাঁহাতে উৎপন্ন হয় না।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে মধুসূদন! যঃ অয়ং যোগঃ, সাম্যেন ত্বয়া প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি। ৩৩

অর্থ। অর্জ্জুন কহিলেন। হে মধুসূদন! সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিরূপ যে এই যোগ, সমতায় অবস্থিত তোমা কর্ত্তৃক উক্ত হইল, ইহার দীর্ঘকালানুবর্ত্তী সার্ব্বদিকী স্থিতি, (মনের) চঞ্চলতাহেতু আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৩৩

আভাস। চিত্তস্থির না হওয়াতে, এই সাম্যভাব আমাতে স্থায়ী হইতেছে না। পূর্ণ তুমি সমতায় অবস্থিত, সুতরাং তুমি অনায়াসে বলিতে পারিয়াছ, কিন্তু আমার ধারণায় আসিতেছে না।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥৩৪

অন্বয়ঃ। হে কৃষ্ণ! হি মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ং; তস্য নিগ্রহম্ অহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে। ৩৪

অর্থ। হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভকর, বিচার দ্বারা অজেয় (এবং) দৃঢ়; তাহার নিগ্রহ আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় অসাধ্য মনে করি। ৩৪

আভাস। মন বড়ই চঞ্চল, এক বিষয় হইতে অপর-বিষয়ে অনবরত ধাবমান, দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণকে অনবরত ক্ষুব্ধ বা বিকারযুক্ত করিতেছে; নিত্যানিত্য যতই বিচার কর না কেন, সে যাহাতে অভ্যস্ত আছে বা যাহা তাহার ভাল লাগে, তাহা গ্রহণ করিবেই করিবে; ইহার মূল এত দৃঢ় যে, যত কিছু বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞানবিচারাদি শস্ত্র প্রয়োগ কর না কেন, তাহাকে উৎপাটন করা দুষ্কর; এমন মনকে বশীভূত করা, অর্জ্জুন একপ্রকার অসাধ্যই বিবেচনা করিয়া, উক্ত প্রকার বলিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (চ); (এতৎ) অসংশয়ম্ (এব); হে কৌন্তেয়! তু অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। ৩৫

অর্থ। শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ এবং স্বভাবচঞ্চল তাহাতে সংশয় নাই; হে কৌন্তেয়! নিশ্চয় অভ্যাসের দ্বারা এবং বৈরাগ্যের দ্বারা (ইহাকে) নিগৃহীত করা যায়। ৩৫

আভাস। রজোগুণে মন উৎপন্ন বলিয়া ইহা স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং দুর্দ্দমনীয়; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এই সকল মনের ধর্ম্ম। এই মনের

দ্বারা পরিচালিত হইলে, বিষয়ের বহুত্ব এবং তন্নিবন্ধন বুদ্ধির বহুত্ব সম্পাদিত হয় এবং গুণযোগে পুনঃ পুনঃ ব্যবর্ত্তিত হইয়া সুখ-দুঃখাদি বিকার প্রাপ্ত হয়; তাই বলিতেছেন অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে বশীভূত কর।

অভ্যাস=অভি+অস্‌ধাতু+ঘঞ; অভিমুখেনাস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অভ্যাসঃ; কোন এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাহা পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত হয়, তাহাই অভ্যাস। অভ্যাসঃ পৌনঃপুণ্যেনানুষ্ঠানম্‌।

বিরাগস্য ভাবঃ বৈরাগ্যম্‌; বি+রঞ্জ+ঘঞ=বিরাগঃ ইহার উত্তরে ষণ্‌ করিলে "বৈরাগ্যং" পদ সিদ্ধ হয়। রাগ বা অনুরাগের বিহীনত্বই বৈরাগ্য।

শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে মনের অনুরাগের নিবৃত্তিই বৈরাগ্য এবং তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানকে অভ্যাস বলে; এই উভয়ের দ্বারা মন বশীভূত হয়, তাহাই বলিয়াছেন।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ। অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ; তু উপায়তঃ যততা বশ্যাত্মনা (যোগঃ) অবাপ্তুং শক্যঃ। ৩৬

অর্থ। যাহার চিত্ত বশীভূত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহাই আমার মত; কিন্তু উপায় দ্বারা অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা প্রযত্নশীল বা সংযমপরায়ণ ও বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তি যোগ পাইতে পারেন। ৩৬

আভাস। মনে বিষয়াসক্তির অভাব এবং কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কেবল শারীরকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এতদুভয়ে ধারণা দৃঢ় হইলে যোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, নচেৎ যোগপ্রাপ্তির আশা দুরাশা বলিয়া জানিবে।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্যযোগসংসিদ্ধিংকাংগতিংকৃষ্ণগচ্ছতি॥ ৩৭

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাৎ চলিতমানসঃ অযতিঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি। ৩৭

অর্থ। অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাযুক্ত (অথচ) যত্নে অসমর্থ ব্যক্তি যোগ হইতে বিচলিত-চিত্ত হইলে, যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়? ৩৭

আভাস। বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে শ্রদ্ধা হয়; ইহাতে কায়মন-বাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা হয়; মনে যাহা উৎপন্ন হয়, বাহিরে তাহাই প্রকাশ হওয়া শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির লক্ষণ। অযতি অর্থাৎ যত্নে অসমর্থ; বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে অর্থাৎ এই উপায়ে যত্ন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে আত্মযোগ লাভ হইবে, ইহাতে ধারণা দৃঢ় হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারে নাই, এমন যত্নে অসমর্থ, অসংযমী ব্যক্তির কি গতি হইবে, তাহাই প্রশ্ন করিতেছেন।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! উভয়বিভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (সঃ) ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ (সন্) ছিন্নাভ্রমিব কচ্চিৎ ন নশ্যতি। ৩৮

অর্থ। হে মহাবাহো! বৈরাগ্য এবং অভ্যাস উভয় হইতে বিচ্যুত হইয়া, আত্মাতে স্থিত হইতে না পারিয়া, ব্রহ্মলাভের পথিমধ্যে বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের পথপ্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্ম লাভ করিতে না পারিয়া (সংশয়-চিত্ত হইয়া), বায়ু কর্ত্তৃক ছিন্ন মেঘের ন্যায় তিনি নষ্ট হন না কি? ৩৮

আভাস। শ্রদ্ধাসহকারে অর্থাৎ অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা যোগ প্রাপ্ত হইব, এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে করিতে যদ্যপি কেহ সম্যক্ সংযতাভাবে প্রবল ভোগ্যবস্তুর সংযোগে ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং সংশিতচিত্ত হয়েন বা সিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বেই দেহযন্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার অবিদ্যাবীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইল না, তত্ত্বদর্শনও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না অর্থাৎ ভোগপিপাসা মিটিল না এবং জ্ঞানও হইল না; এই উভয় সংকটে পড়িয়া তিনি কি বায়ু দ্বারা ছিন্ন মেঘ সকল যেমন লয় বা নাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নাশ প্রাপ্ত হন না? অর্থাৎ এই ভোগমোক্ষ-বিচ্যুত ব্যক্তির কি দশা হইবে, তাহাই এখানে প্রশ্ন হইতেছে।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

অন্বয়ঃ। হে কৃষ্ণ! মে এতং সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি; ত্বৎ অন্য অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে। ৩৯

অর্থ। হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ বিশেষরূপে ছেদন করিতে (তুমিই) যোগ্য হও; তুমি ভিন্ন এই সন্দেহের নিবর্ত্তক আর কাহাকেও দেখি না। ৩৯

আভাস। সাম্যে অবস্থিত এবং পূর্ণ তুমি ভিন্ন আর কেহই এই সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবানুবাচ। হে পার্থ! তস্য বিনাশঃ নৈব ইহ, ন অমুত্র বিদ্যতে; হে তাত! কল্যাণকৃৎ ন হি কশ্চিৎ দুর্গতিং গচ্ছতি।৪০

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পার্থ! তাহার বিনাশ ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও নাই; হে বৎস, শুভানুষ্ঠানকারী নিশ্চয়ই কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥৪১-৪২

অন্বয়ঃ। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে; অথবা ধীমতাং যোগিনাং এব কুলে ভবতি; ঈদৃশং যৎ জন্ম লোকে এতৎ হি দুর্ল্লভতরম্। ৪১-৪২

অর্থ। এই প্রকারে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মাদিগের ভোগ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া (তথায়) বহুবৎসর বাস করিয়া সদাচার সম্পন্ন ধনীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, কিম্বা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন; ঈদৃশ যে জন্ম, তাহাও লোকে অধিকতর দুর্ল্লভ। ৪১-৪২

আভাস। যোগের বিঘ্ন দুই প্রকার; ভোগাভিলাষ এবং সংশয়; প্রথম প্রকারে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইলে দেহান্তে পবিত্র ধনীবংশে জন্মলাভ করেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের যোগবিঘ্ন প্রাপ্তে ধীমান্ যোগীর বংশে জন্মলাভ হয়। এই সকল জন্মলাভের পর পূর্ব্বানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী আচরণ-অনুষ্ঠানাদি করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন প্রকার দুর্গতি হয় না।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥৪৩

অন্বয়ঃ। হে কুরুনন্দন! তত্র পৌর্ব্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে, ততঃ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ চ যততে। ৪৩

অর্থ। হে কুরুনন্দন! (যোগভ্রষ্ট পুরুষ) সেই দ্বিবিধ জন্মেই পূর্ব্বদেহাভ্যস্ত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধির সংযোগ সেই সেই দেহে লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন; তৎপরে মোক্ষলাভার্থ পুনরায় যত্নবান্ হয়েন। ৪৩

আভাস। পূর্ব্বদেহে যতটুকু আত্মাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে পুনর্ব্বার যত্ন করিতে থাকেন অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে।

শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই এই প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যদি কেহ মনবুদ্ধিঅহংকার দ্বারা জ্ঞানপথে অবস্থিত হইয়া কায়মনবাক্যে কদাচারী হয়েন, অর্থাৎ জ্ঞানপাপী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার প্রতি এই ভগবৎ বাক্য সফল হইবে না; এবম্প্রকার ব্যক্তির দুর্গতিই হইয়া থাকে। জড়ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ। তেনৈব হি পূর্ব্বাভ্যাসেন সঃ অবশঃ অপি হ্রিয়তে (ক্রিয়তে); যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে। ৪৪

অর্থঃ। পূর্ব্বদেহজাত সেই অভ্যাস দ্বারাই তিনি প্রকৃতিবশে কর্ম্ম করিয়া থাকেন; যোগের বা আত্মযোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। ৪৪

আভাস। অবশ শব্দে প্রকৃতিবশ বুঝিতে হইবে; ("অবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ" ৯ অঃ, ৮ শ্লোক); জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জানিতে ইচ্ছুক; যোগস্য অর্থাৎ আত্মযোগস্য; শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ অহংকার।

প্রকৃতিবশে কর্ম্ম সমাধা হইলে স্বভাবজাত কর্ম্মমাত্র হইয়া থাকে এবং তদবস্থায় কোন অহংকার উৎপন্ন হয় না। যোগের জিজ্ঞাসু হইলে অর্থাৎ যোগ জানিতে ইচ্ছুক হইলে শব্দব্রহ্ম বা অহংকারকে

জীব অতিক্রম করে; অহংকার থাকিলে যোগ হয় না। সুতরাং যোগ জানিতে ইচ্ছুক হইলে অহংকারের নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি স্বভাবে অবস্থান করে; ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥৪৫

অন্বয়ঃ। প্রযত্নাৎ তু যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (অতএব) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (সন্) ততঃ (তস্মিন্) পরাং গতিং যাতি। ৪৫

অর্থ। প্রযত্নসহকারে উত্তরোত্তর যোগে যত্নশীল যোগী, নিষ্পাপ (অতএব) বহুজন্ম সংসিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ বহুধা উৎপন্ন অহংকার আত্মাতে একত্রীকৃত করিয়া, তাহাতে পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৪৫

আভাস। অহংকারেরই জন্ম-মৃত্যু হইয়া থাকে; বহুবিষয়ে জাত বহু অহংকার আত্মাতে একত্রীকৃত বা লয় হইলে "অনেকজন্মসংসিদ্ধ" হইয়া থাকে; কর্ম্মফল উপেক্ষা করিয়া যিনি আত্মাতে সংলগ্ন থাকিয়া আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া করিয়া থাকেন, তাঁহার ঐ সকল কর্ম্মে কোন অহংকার উৎপন্ন না হওয়াতে তিনি সদাই মুক্ত।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ। যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ, কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ, (মম) মতঃ; হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ যোগী ভব। ৪৬

অর্থ। যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ইহা আমার) মত; হে অর্জ্জুন! সেই হেতু যোগী হও। ৪৬

আভাস। শরীরতিতিক্ষণং তপঃ; কায়মনবাক্যাত্মক শরীরের সংযমকে তপস্যা বলে এবং তদাচরণশীল হইলে তপস্বী হইয়া থাকে। জ্ঞানী অর্থে সাংখ্যজ্ঞানী বা শব্দজ্ঞানীকে বুঝাইতেছে; মনবুদ্ধিঅহংকারে ইহাঁর স্থিতি। কর্ম্মী অর্থে মনবুদ্ধিঅহংকারস্থিত শব্দজ্ঞানের দ্বারা কায়মনবাক্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী বুঝিতে হইবে। এই তিনেতেই অহংকার আছে। যোগী ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, যোগী বা যোগযুক্ত হইলে সকল অহংকারই আত্মা'তে লয় হইয়া যায়; যখন কায়মনবাক্যের একত্রীকরণে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হয় এবং আত্মস্থিতি লাভ করে, তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যোগী হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন (তাহারা) সকলেই স্বভাবে বা পূর্ণত্বে অবস্থান করে। বিষয়সংযোগহেতু তাহারা কোন বিকারের উৎপত্তি করে না। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে স্বভাবে রক্ষা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হইতে উপদেশ করাই, যোগী হইতে বলার তাৎপর্য্য। ইহাই অভ্যাস যোগ। ইহাই যোগযুক্ত অবস্থা।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ। শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাম্ অপি যুক্ততমঃ (ইতি) মে মতঃ। ৪৭

অর্থ। শ্রদ্ধাবান্ যিনি, আমাতে বা আত্মাতে অবস্থিত অন্তরাত্মা (মনবুদ্ধিঅহংকার) দ্বারা আমাকে বা আত্মাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীর মধ্যে যুক্ততম (ইহা) আমার মত জানিবে। ৪৭

আভাস। "শ্রুত্বা ধারয়তে যেন সা শ্রদ্ধা পরিকীর্ত্তিতা"; ব্রাহ্মীস্থিতি বা বাক্যের পূর্ণত্বে অবস্থানহেতু বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইলে, মনের ফলাসক্তি ত্যাগ হইয়া যায় এবং অন্তরাত্মা অর্থাৎ ফলাসক্তিশূন্য ও সমতাপ্রাপ্ত মনবুদ্ধিঅহংকার তখন আত্মস্থ হইয়া থাকে। এই অবস্থার

কায়মনবাক্যে যত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহারাও আত্মস্থ হইয়া থাকে, কারণ তদ্বারা অন্তরাত্মাতে কোন বিকার উৎপন্ন হয় না এবং সকলেই আত্মার পুষ্টি করিয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়। এই কায়মনবাক্যের যোগে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যোগী হইয়া থাকে এবং যাঁহার এই প্রকার ইন্দ্রিয়গণ, আত্মস্থিত ও ফলাসক্তিশূন্য অন্তরাত্মার দ্বারা সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে ভজনা করে, অর্থাৎ যাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কর্ম্ম আত্মাতে আসিয়া সমাপ্ত হয়, তিনিই যুক্ততম বা যোগীশ্রেষ্ঠ। ইহাকে আত্মসংযম যোগ বা অভ্যাসযোগ অর্থাৎ সন্ন্যাসের অভ্যাস বলিয়া থাকে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অভ্যাসযোগো (আত্মসংযমযোগো বা) নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।



সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥১

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ (সন্) যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু। ১

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পার্থ! আমাতে বা আত্মাতে নিবিষ্টচিত্ত (হইয়া), আমাকে বা আত্মাকে আশ্রয় (করিয়া), যোগযুক্ত হইলে, সমগ্র আমাকে বা আত্মাকে নিঃসন্দেহভাবে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১

আভাস। আত্মাতে আশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ আত্মাতে মন সমাধান করিয়া যদি যোগকে আত্মাতে যোগ করে, তাহা হইলে অসংশয়রূপে সমগ্র আত্মাকে যে প্রকারে জানিতে পারে, তাহা বলিতেছেন। এক হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তরূপ এবং অনন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একরূপ, এবম্বিধ আত্মার প্রভব এবং লয় জানিলে, সমগ্র আত্মাকে বা আমাকে জানা হইয়া থাকে।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥২

অন্বয়ঃ। অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে। ২

অর্থ। আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান অশেষরূপে বলিব, যাহা জানিলে, এই দেহে পুনঃ অন্য জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। ২

আভাস। শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মিয়াছে. তাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশেষ বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করার নাম বিজ্ঞান। জ্ঞান মনবুদ্ধি-অহংকারে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়াদিতে বা কায়মনবাক্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান একত্রীকৃত হইলে, যে জ্ঞান বা আত্মযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এই শ্লোকে বলিতেছেন। এই আত্মযোগ অবগত হইলে বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বয় পূর্ব্বক আত্মস্থিত হইলে, আর জ্ঞাতব্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

জলে পিপাসার শান্তি হয় এইমাত্র জানাকে শব্দজ্ঞান বলে ; জল রসনায় সংযুক্ত হইলে বিজ্ঞান হয়, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের একত্রীকরণে যে শান্তি "আমিতে" (আত্মাতে) উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত জ্ঞান। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর অহংকার থাকে না এবং পানীয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কিছুই আবশ্যক হয় না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥৩

অন্বয়ঃ। মনুষ্যাণাং (মানসোদ্ভবাঃ মনুষ্যাঃ তেষাং) সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি ; যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি। ৩

অর্থ। মানসোদ্ভব বাসনা সকলের সহস্রের মধ্যে কোনটি সিদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া থাকে ; সিদ্ধি পর্য্যন্ত যত্নশীলগণের মধ্যে কোনটি আমাকে তত্ত্বের সহিত জানিতে পারে অর্থাৎ আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়। ৩

আভাস। দিবারাত্রি মনে কত বাসনাই উঠিতেছে, কিন্তু কয়টির সিদ্ধির জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কয়টিই বা সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তদ্ভাবে লয় হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয় ?

তত্ত্ব অর্থাৎ তদ্বস্তুনি তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। পিপাসা পাইলে জলসংযোগে পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে; তখন জলতত্ত্বে জলপিপাসারূপ বাসনা লয় হওয়াতে, আত্মযোগ হইয়া থাকে এবং জল ও আত্মা বা "আমি" অভেদ হইয়া যায়; কিন্তু যদি জলপান করিয়াও, অপর পানীয়ের আবশ্যক হয় অর্থাৎ ঐ জলপানে পিপাসার শান্তি না হয়, তখন পান-বাসনা জলতত্ত্বে লয় না হওয়াতে আত্মযোগ হয় না, কারণ ঐ জলের যোগে শান্তি হয় না; এ অবস্থায় জল ও "আমি" বা আত্মা পৃথক্ থাকিয়া যায়। অতএব বাসনা সকলের মধ্যে অনেকগুলিই যোগপ্রাপ্ত বা পূর্ণ হয় না এবং যে গুলি যোগপ্রাপ্ত বা পূর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যে সকলে আত্মযোগ প্রাপ্ত বা "আমাতে" লয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আত্যন্তিক পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

অন্বয়ঃ। ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, মনঃ বুদ্ধিঃ, অহংকারঃ ইতি এব মে প্রকৃতিঃ অষ্টধা ভিন্না। ৪

অর্থ। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার আমার প্রকৃতি এই আট ভাগে বিভক্ত। ৪

আভাস। সমগ্র আমি বা আত্মা যে কি, তাহা দেখাইবার জন্য আত্মার বিস্তৃতি বা প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন। ক্ষিতি হইতে অহংকার পর্য্যন্ত এই আটটি বিভাগ দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় এবং মনবুদ্ধ্যাদি অন্তরিন্দ্রিয়যুক্ত সমস্ত শরীরকে দেখাইতেছেন। বিভাগহেতু ইহাদিগকে অপরা প্রকৃতি বলিয়া থাকে; পরা প্রকৃতি বা অক্ষরের বিষয় পরশ্লোকে বলিতেছেন।

শিবপূজাকালে যে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এই আটটি বিভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকলকে লইয়াই আমি বা আত্মা পূর্ণ এবং শিবস্বরূপ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫

অন্বয়ঃ। ইয়ং তু অপরা; ইতঃ পরাম্ অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি; হে মহাবাহো! যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে। ৫

অর্থ। ইহা কিন্তু অপরা; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য একটি জীবোৎপত্তিকারিণী আমার প্রকৃতিকে জানিবে; হে মহাবাহো! যদ্দারা এই জগৎ ধৃত আছে। ৫

আভাস। পূর্ব্বশ্লোকে কথিত প্রকৃতির বা আত্মার বিভূতির বিভাগগুলিকে অপরা প্রকৃতি বলিতেছেন। এবং তাহাদের সমষ্টিরূপ অক্ষর অহংকে পরা প্রকৃতি বলিতেছেন। এই সমষ্টি অহংএর ব্যষ্টিত্ব বা একাংশে স্থিতি হইলেই "জগৎ" বলা হইয়া থাকে। যথা চক্ষুতে চক্ষুর অহংকার, কর্ণে কর্ণের অহংকার ইত্যাদি। এই অহংকার ব্যষ্টি-ভাবে যখন যে ক্ষেত্রে থাকে, তখন সেই ক্ষেত্রের বিষয় ভিন্ন অপর কিছু প্রকাশ থাকে না। এই ব্যষ্টিভাবাপন্ন অহংকার চক্ষু হইতে কর্ণে, কর্ণ হইতে জিহ্বাতে, অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে যাতায়াত করে বলিয়া জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ শব্দে শব্দিত হইয়া থাকে।

এই অংশরূপী ব্যষ্টি অহংকারই জীব। সমষ্টি অহংকার এই ব্যষ্টি অহংকাররূপ জীবের ধারক বলিয়া জীবভূতা শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরা এবং অপরা পরস্পর পরস্পরে জ্ঞানবিজ্ঞানরূপে পরিণত হয় এবং এই জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগে আত্মযোগ হয় এবং শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬॥

অন্বয়ঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি এতৎ যোনীনি ইতি অবধারয়; অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ (ভবামি)। ৬

অর্থ। ভূত সকল এই পরা এবং অপরা প্রকৃতির যোগে প্রকাশ হয়, ইহা জানিবে; আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয় স্থান, অর্থাৎ "আমি" হইতে উৎপন্ন এবং "আমিতে" আসিয়া লয় হয়।

আভাস। ইন্দ্রিয়াদিকে অপরা প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতিকে অহংরূপী "আমি" বলিয়া জানিবে। এই "আমি" ইন্দ্রিয়যোগে আমার বাসনারূপ অহংকারের বা ভূতগণের বিকাশ করিয়া থাকে। সমষ্টিরূপে "আমি" পরা প্রকৃতি এবং ব্যষ্টিরূপে জীব বা জগৎ। এই সমষ্টি হইতেই ব্যষ্টির উৎপত্তি এবং সমষ্টিতেই তাহার লয় হইয়া থাকে। ভূতাদির সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যথা—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য আসনম্।
দ্বয়োর্যোগং সমাসাদ্য সৃষ্টির্বিতনুতে ধ্রুবম্।
পৃথকত্বাৎ পৃথিবীক্ষেত্রয়া লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" ইতি তন্ত্রম্।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি; সূত্রে মণিগণা ইব ইদং সর্ব্বং ময়ি প্রোতং (গ্রথিতম্ আশ্রিতমিত্যর্থঃ)। ৭

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! আমি হইতে পরতর বা শ্রেষ্ঠতর বা কারণান্তর অন্য আর কিছু নাই (আমিই সর্ব্ব কারণের কারণ); সূত্রে যেমন মণিসকল গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতে এই নিখিল জগৎ বা কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারাত্মক সমস্ত দেহ আশ্রিত আছে। ৭

আভাস। "আমি" মণিমালার সূত্রের ন্যায়; সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বযুক্ত এই দেহ আমিরূপ সূত্রে গ্রথিত। যেমন, সূত্র মণি নহে, সেইরূপ "আমি"ও দেহের কোন বিভাগ বা জগৎ নহি; পরন্তু জগৎ আমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে এবং সমষ্টিরূপে মণিমালার ন্যায় আমাকে প্রকাশ করিতেছে।

"আমি" সমষ্টিরূপ। বলিয়া যত কিছু পদার্থ সকলই "আমি"র মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে এবং "আমি"র পর আর কিছু নাই ; যেহেতু যত কিছু ভাব, ধারণা বা ক্রিয়া আছে, সকলেরই উত্তরে "আমি" আছি।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি। ৮

অর্থ। হে কৌন্তেয়! অপ সকলের মধ্যে আমি রস, চন্দ্রসূর্য্যে আমি প্রভা, সর্ব্ববেদে (বেদ্যবিষয়ে) আমি প্রণব, শূন্যে আমি শব্দ এবং মনুষ্য বা ভাব সকলের মধ্যে আমি পৌরুষ। ৮

আভাস। অপ্সু রসঃ = অপানাৎ অপঃ ; অপান বা পার্থিব বিষয় সকলে অনুরাগরূপ রস "আমি" ; অর্থাৎ বিষয় সকলে যত অনুরাগের উৎপত্তি হয়, তৎসকলের মূলে ইচ্ছা বা বীজরূপী অহংই অবস্থিত। অপ্ শব্দ বিষয়াভিব্যঞ্জক বলিয়া নিত্যবহুবচনান্ত এবং সেই হেতু অপ্সু শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রভা = প্রকৃষ্টং ভাতি ইতি প্রভা ; সূর্য্য (প্রকাশ) এবং চন্দ্র (অপ্রকাশ) এই উভয়ের প্রকাশস্বরূপ "আমি" অবস্থিত; ৮অঃ, ২০ শ্লোকের "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ" এবং ২৪।২৫ শ্লোকের "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ .... তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥" অর্থ দ্রষ্টব্য। বেদেষু = বেদ্য বিষয়েষু ; প্রণবঃ = প্রকৃষ্টং নবঃ ; বেদেষু প্রণবঃ অর্থাৎ সকল বেদ্যবিষয়ের নূতনত্ব সম্পাদন বা নানাভাবে সর্ব্বদা প্রকাশ "আমি"ই করিয়া থাকি।

খে (ক্ষীয়তে ইতি খ তস্মিন্) শব্দঃ = উৎপত্তি লয় বিষয়ে "আমি" শব্দ অর্থাৎ অহংকারস্বরূপ। অবিভক্ত ও পূর্ণ আকাশে শব্দ নাই, বিভাগীকৃত

আকাশেই শব্দের উৎপত্তি হয়, সেই হেতু বিভাগাভিব্যঞ্জক "খ" শব্দ আকাশার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। নৃষু (নৃ বিক্ষেপে) = বিক্ষেপেষু; সকল বিক্ষেপের মধ্যে আমি পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষাকার মাত্র। ইহা আত্মাভিমানী পুরুষাকার।

এই সকলের দ্বারা ভাববিষয় সকলে "আমির" সত্তামাত্র উপলব্ধি করাইতেছেন।

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

অন্বয়ঃ। পৃথিব্যাঞ্চ পুণ্যঃ গন্ধঃ, বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি, সর্ব্বভূতেষু জীবনং, তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি। ৯

অর্থ। আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে চৈতন্যস্বরূপ এবং তপস্বীগণে তপঃস্বরূপ। ৯

আভাস। সকলের মূল কারণ "আমি"; পৃথিবীর অপঞ্চীকৃত মূলগন্ধ, অগ্নির প্রকাশ শক্তি, ভূতগণের চেতনা শক্তি এবং তপস্বীদিগের দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাদি শক্তি এই সকলই "আমি"। এই সকলে "আমি"র অবিকারী সাত্ত্বিক সত্তার বিষয় বলিতেছেন।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! মাং সনাতনং সর্ব্বভূতানাং বীজং বিদ্ধি; অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ অস্মি, তেজস্বিনাং তেজঃ (অস্মি)। ১০

অর্থ। হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজঃ। ১০

আভাস। ভূতচৈতন্য এই দেহে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক্ ভূতে বিভিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু সমষ্টিরূপে ঐ ভূতচৈতন্যই

"আমি"; সুতরাং "আমি" নিত্য এবং "আমি" সর্ব্বভূতের চৈতন্যের স্বরূপ। নিশ্চয়কারীদিগের মধ্যে নিশ্চয় "আমি" এবং তেজস্বীদিগের মধ্যে "আমি" তেজঃস্বরূপ; এই সকলেরই সত্তা "আমি" ইহা জানিবে।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! অহং বলবতাঞ্চ কামরাগবিবর্জ্জিতং বলম্ অস্মি; ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি। ১১

অর্থ। হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্‌দিগের মধ্যে কামরাগ-বিবর্জ্জিত বল; সর্ব্বভূতে আমি ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামরূপে অবস্থিত আছি। ১১

আভাস। যে বল বা শক্তি জীবকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে লইয়া যায়, তাহা "আমি" নহি, কারণ, তাহা বহুবুদ্ধিযুক্ত এবং অনন্ত, সুতরাং দুঃখদায়ক; কিন্তু যে বল বা শক্তি জীবকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মার দিকে লইয়া যায়, সেই বলই "আমি", কারণ তাহা আত্মার পুষ্টি করিয়া আত্মাতেই পরিসমাপ্ত হয়।

কামরাগ = বিষয়ে অনুরাগহেতু বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষ এবং বিষয় প্রাপ্তির পর তাহার পুনঃ প্রাপ্তির ইচ্ছা; এই সকল রাজস এবং তামস ভাবযুক্ত বলিয়া তদ্দারা দুঃখের উৎপত্তি হয়, সুতরাং তাহা "আমি" নহি। ধর্ম্মের অর্থাৎ স্থিতির বা সমতার অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অনুকূল যে ভূতগণ বা বাসনাসকল, তাহা "আমি"; যেহেতু এই প্রকার কাম (আত্মাভিমানী পুরুষাকার) জীবকে আত্মস্থিত করাইয়া থাকে।

ক্ষুধার শান্তির জন্য যে ভক্ষণ বা তৎচেষ্টা, তাহা "আমি", কারণ তাহা সমতায় অবস্থিত করায়; কিন্তু সমতাতিরিক্ত ভোজন বা গ্রহণের চেষ্টা (বিষয়াভিমানী পুরুষাকার) "আমি" নহি; যেহেতু তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

অন্বয়ঃ। যে চ সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ যে চ রাজসাঃ তামসাঃ (ভাবাঃ) এব তান্ (সর্ব্বান্) মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি; ন তু অহং (ইতি বিদ্ধি); তেষু তে; (তে) ময়ি (বর্ত্তন্তে)। ১২

অর্থ। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবসকল আমা হইতে উৎপন্ন ইহা জানিও; সে সকলকে "আমি" বলিয়া স্থির করিও না; তাহারা ভাব সম্বন্ধে তাহাদিগতেই অবস্থিত; সত্ত্বা সম্বন্ধে আমাতে অবস্থিত। ১২

আভাস। এই শ্লোকে গুণের বিভাগ দেখাইয়া, তাহাদের সকলেরই সত্তারূপে যে আমি আছি, তাহা বলিতেছেন; নচেৎ কামরাগযুক্ত বিষয়াভিমুখীন্ পুরুষাকার, উৎপত্তি এবং সত্তা সম্বন্ধে আত্মা হইতে ভিন্ন, এই সন্দেহ হইয়া পড়ে।

"আমি" পূর্ণ বলিয়া জগতে অংশরূপে থাকি না। জগৎ "আমাতে" অবস্থিত। বিকাশ জগৎতেরই হয়, "আমি" পূর্ণ বলিয়া আমার বিকাশ হয় না। অক্ষর "আমি" পূর্ণত্বহেতু সকলকেই ধারণ করিয়া আছি, কিন্তু খণ্ডভাবগুলি কখনও আমার পূর্ণভাবকে ধারণ করিতে পারে না; সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণের সমন্বয়ে "আমি", এবং বিভাগে জগৎ বা ভূতগণ; ইহাই বোদ্ধব্য।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯ অঃ, ৬ শ্লোক।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতম; এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি। ১৩

অর্থ। এই সত্ত্বরজতম ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা এই সকল জগৎ মোহিত; (সুতরাং) এই ত্রিগুণের পরে অবিকারী যে আমি আছি, তাহা জানিতে পারে না। ১৩

আভাস। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিয়াছেন "অব্যাকৃতা হি পরমাপ্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।" এই সত্ত্বরজতম গুণবিভাগের আদিতে নিস্ত্রৈগুণ্য অব্যাকৃতা পরা প্রকৃতি বা "আমি" অবস্থিত। এই "আমি" হইতে ত্রিগুণের বিভাগ উৎপন্ন হইয়া একাংশে জগৎ সৃজন করিতেছে। যে যে গুণে যখন জীব অবস্থিত হয়, তখন সেই সেই গুণের অনুযায়ী ভাব ও বিষয় সকল প্রকাশ হয় এবং জীব তাহাতেই মোহিত হইয়া থাকে, সুতরাং সমষ্টি এবং ত্রিগুণের ধারক "আমি"কে জানিতে পারে না। গুণ সকল বিকারী, কিন্তু "আমি" অব্যয় অর্থাৎ অবিকারী। অব্যয়ং = ন ব্যয়তি বিবিধরূপং যাতি ইতি অব্যয়ম্। এই দেহের বিভাগগুলিও সত্ত্বরজতমাদি গুণ বিভাগে নানা প্রকার হইয়া আছে, "আমি" কিন্তু এক প্রকারই আছি। দেহের বিভাগ যথা—সত্ত্বগুণে পৃথক্‌ভাবে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ নির্ম্মিত এবং সমষ্টিভাবে মনবুদ্ধিঅহংকার উৎপন্ন। পৃথক্‌ভাবে রজোগুণে বাক্‌পাণ্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সমষ্টিভাবে পঞ্চপ্রাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তমগুণে এই পঞ্চীকৃত পিণ্ডের উৎপত্তি হয়। পঞ্চীকরণ যথা—অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধেক লইয়া অবশিষ্ট চারিটির অষ্টমাংশ প্রত্যেকটিতে যোগ করিয়া যে মিশ্র পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই এই দৃশ্যমান স্থূল প্রপঞ্চ। ইহাকে পিণ্ড বলে। এই দেহপিণ্ড এবং জগৎপিণ্ড একই, কারণ, দেহের নাশে এই দেহপিণ্ড যথাক্রমে জগৎপিণ্ডে লয় হইয়া যায়। গুণভেদে এই সকল বহুধা বিভক্ত এবং বহুনাম ও বহুরূপধারী। কিন্তু এই সকলের ধারক বা মূলভূত অব্যক্ত যে "আমি" আছি, তাহা অবিকারী এবং অখণ্ড। খণ্ডে অবস্থান করিলে অখণ্ড "আমি"কে জানা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪

অন্বয়ঃ। এষা গুণময়ী দৈবী মম মায়া হি দুরত্যয়া; যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি। ১৪

অর্থ। এই সত্ত্বরজাদি বিভাগময়ী দৈবী আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করেন। ১৪

আভাস। মায়া = "মা" ধাতু পরিমাণবোধক অর্থাৎ অবচ্ছেদক; ফলাসক্তিই এই অবচ্ছেদের কারণ; সুতরাং মায়া বলিতে ফলাসক্তি বুঝিতে হইবে। দৈবী মায়া = দৈব শব্দের অর্থে কর্ম্মফল; (১৮ অঃ, ১৪ শ্লোকের "দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্" অর্থ দ্রষ্টব্য); কর্ম্মের ফলাসক্তিতে পরিমেয় বিষয় প্রকাশ হইয়া থাকে এবং অপরিমেয় আত্মা অজ্ঞানে আবৃত হয়; আত্মা অপরিমেয় এবং বিষয় পরিমেয়; জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার রসের পরিমাণ করিতে পারে, চক্ষু সর্ব্বপ্রকার রূপের পরিমাণ করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বাকে কিম্বা চক্ষুকে কেহ পরিমাণ করিতে পারে না; সুতরাং রসরূপাদিবিষয়ে অবস্থান পরিমেয় ও অজ্ঞান বা অল্পজ্ঞানযুক্ত এবং তাহাদের বিভাগকারক এবং আশ্রয়স্বরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপরিমেয় এবং সম্যক্জ্ঞানযুক্ত; আত্মা ও বিষয়ের এই প্রকার সম্বন্ধ।

দুরত্যয়া অর্থাৎ ফলব্যবধানাৎ দুরতিক্রমনীয়া; কর্ম্মের ফলাসক্তি ত্যাগ হইলে ইন্দ্রিয়াদি সকলের পূর্ণত্ব এবং একত্ব হেতু আত্মস্থিতি হয় অর্থাৎ কর্ম্মসকল আত্মাতে সমাপ্ত হয় এবং ফলকামনা থাকিলে ঐ ফলাসক্তি বা মায়া ব্যবধানের বা অজ্ঞানের সৃষ্টি করে এবং ঐ কর্ম্মফলে বা বিষয়ে উৎপন্ন অহংকার সীমাবদ্ধ এবং মোহিত হইয়া থাকে।

ফলকামনা দ্বারা ব্যবধানীকৃত মায়াময় জগৎ ব্যষ্টি অহংকার বা জীবের পক্ষে দুস্তর। ফলাসক্তি ত্যাগরূপ মহাসেতু এই দুস্তরে পার হইবার একমাত্র উপায়।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে। ১৫

অর্থ। দুস্কৃতিশালী (ফলকামী), মোহিত নরাধমগণ মায়া দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া, আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে ভজনা করে না। ১৫

আভাস। আসুরভাব যথা—

"দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥" ১৬ অঃ, ৪ শ্লোকঃ।

ফলাসক্তিদ্বারা অহংকার সীমাবদ্ধ হইলে, তৎকর্তৃক কৃত কর্ম্ম সকল আত্মাতে উপস্থিত না হওয়াতে, দুঃখের উৎপত্তিকারক বিষয় প্রকাশ করিয়া, মোহিত অবস্থায় অবস্থান করে এবং দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি আসুরভাব প্রাপ্ত হয়। ফলব্যবধানহেতু রাগদ্বেষযুক্ত কর্ম্মকে দুস্কৃতি বলে এবং তাহাতে অহংকার উৎপন্ন হইয়া মোহিত হয় বলিয়া, তাহাকে মূঢ় শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় মায়া অবিদ্যারূপিনী হইয়া জীবব্রহ্মের ব্যবধান সুদৃঢ় করিয়া দেয়; বিষয়কামনা না থাকিলে এই কায়মনবাক্য এবং জ্ঞান সুকৃতিশালী হইয়া আত্মাকে ভজনা করে বা আত্মসমীপস্থ হয়; তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী জ্ঞানী চ চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে। ১৬

অর্থ। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারিপ্রকারের সুকৃতিশালী জনগণ আমাকে ভজনা করে। ১৬

আভাস। আর্ত্ত=কাতর মন, (অভাব মনেরই হয়); জিজ্ঞাসু=কায় বা ইন্দ্রিয়; বিষয়ের সহিত যোগ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্রিয়গণই যোগজিজ্ঞাসু বা যোগী হইয়া থাকেন। অর্থার্থী=বাক্য; অর্থ শব্দে বিষয় বোদ্ধব্য; বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া বাক্যকে অর্থার্থী বলা হইয়াছে। জ্ঞানী=কায়মনবাক্যের অতীত চেতন আত্মা। কায়মনবাক্য এবং জ্ঞান এই চারিটি আত্মাকে ভজনা করে, অর্থাৎ এই কয়টি একত্র হইলেই সচ্চিদানন্দ আত্মা প্রকাশ হয়েন।

বিষয়াসক্তি বা ফলব্যবধান না থাকিলে, এই কায়মনবাক্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই জ্ঞানে সমাপ্ত হইয়া, আত্মসমীপস্থ হয় বলিয়া সুকৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে এবং সেই হেতু তাহাদিগকে (পূর্ব্বোক্ত আর্ত্তাদি চতুর্ব্বিধ জনগণকে) সুকৃতিশালী বলা হইয়াছে। ফলাসক্তিবর্জ্জিত কর্ম্মসকল কথনই অনুতাপের কারণ হয় না; বরং সর্ব্বদাই আনন্দে অবস্থান করাইয়া থাকে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭

অন্বয়ঃ। তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে, অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭

অর্থ। তাহাদিগের অর্থাৎ ঐ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী-দিগের মধ্যে সর্ব্বকালে আত্মাতে যুক্ত ও একনিষ্ঠ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন; আমি যা আত্মা জ্ঞানীদিগের অত্যর্থ প্রিয়, সেই জ্ঞানীও আমার (আত্মার) প্রিয়।১৭

আভাস। অর্থং বিষয়ম্ অতিক্রম্য ইতি অত্যর্থম্, অহংকার বিষয়গামী না হইলে অর্থাৎ বিষয়কে অতিক্রম করিলে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী অর্থাৎ মানসিক, কায়িক এবং বাচিক যাবতীয় কর্ম্ম আছে, সকলই জ্ঞানাত্মাতে আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়। ইহাই জ্ঞানী বা অহংকারের চৈতন্যাবস্থা। এবম্বিধ পূর্ণজ্ঞানী অহংকার আত্মার সমীপস্থ হয়েন এবং আত্মার প্রকাশক্ষেত্র হেতু আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া "অত্যর্থ প্রিয়"

এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মা বিষয়ে বা অজ্ঞানে আবৃত হইলে, দ্বিতীয় আত্মার সৃজন হয় এবং রাগদ্বেষ বা প্রিয়াপ্রিয়রূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে; নচেৎ পূর্ণতে দ্বেষ্য বা প্রিয় বলিয়া কিছুই নাই; পূর্ণ আত্মা সকলকে সমানভাবে ধারণ করিয়া আছেন।

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯অঃ, ২৯ শ্লোক।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮

অন্বয়ঃ। এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ, জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম্; হি যুক্তাত্মা সঃ অনুত্তমাং গতিং মামেব আস্থিতঃ। ১৮

অর্থ। এই কায়মনবাক্য ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট বা সৎ; জ্ঞানী আত্মারই স্বরূপ, ইহা আমার মত; যেহেতু যুক্তাত্মা সেই জ্ঞানী সর্ব্বোত্তম (অদ্বিতীয়ত্ব হেতু সর্ব্বোত্তম) গতি বা আশ্রয়স্বরূপ আমাতে বা আত্মাতে অবস্থিত। ১৮

আভাস। বিষয়াসক্তি ত্যাগ হইলে কায়মনবাক্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, অর্থাৎ কায়িক, মানসিক এবং বাচিক ত্রিবিধ কর্ম্মই আত্মযোগ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা দ্বারা আত্মার পুষ্টি, আত্মার তুষ্টি এবং আত্মাতেই রমণ হইয়া থাকে; এই অবস্থায় সকলেই উদার বা পূর্ণ হইয়া যায়।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" ৪অঃ, ৩৪ শ্লোক।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।১৯॥

অন্বয়ঃ। বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি মাং প্রপদ্যতে; স মাহাত্মা সুদুর্লভঃ। ১৯

অর্থ। বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান্, সকলই বাসুদেব এই প্রকার (অপরিচ্ছিন্ন) জ্ঞানময় আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয়েন; তাদৃশ মাহাত্মা অতি দুর্লভ। ১৯

আভাস। কর্ম্মফলে বা বিষয়ে অহংকারের উৎপত্তির নাম জন্ম। এই সকলের বহুত্ব নিবন্ধন অহংকারের জন্ম বহু ও অনন্ত। যখন এই প্রকারে অহংকারের বিষয়ে উৎপত্তি শেষ হয়, অর্থাৎ অহংকার বিষয়ে না যাইয়া কর্ম্মান্তে আত্মায় আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়েন, তখন তিনি জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন এবং যুক্ত বা যোগারূঢ় হয়েন। এই যুক্তাবস্থায় অহংকারের পূর্ণত্ব হেতু অভেদত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন বিষয়ে ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ধারণা হইয়া যায়। ইহাই অধিযজ্ঞ অহংভাব। এই জ্ঞান হইলে "সমগ্র আমিকে" জানা হইল, ইহা বলা যায়। এই সংশয়হীনতাই জ্ঞানীর লক্ষণ। এখানে অহংকে অগ্রে করিয়া প্রকৃতি সোঽহং ভাবে চলিতেছেন।

বাসুদেবঃ=বসতি অস্মিন্ দেহে যো দেবঃ সঃ বাসুদেবঃ, অথবা বাসনা বাসিতা হেতোর্বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ।

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥"
"তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদর্থিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে॥" ইতি আত্মবোধঃ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥২০

অন্বয়ঃ। তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। ২০

অর্থ। বহুধা বিভক্ত অতএব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামের দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, এমন ব্যক্তিগণ তৎ তৎ বিষয়প্রাপ্তির উপযোগী (ভিন্ন ভিন্ন) নিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক, অর্থাৎ বিধিনিষেধের অন্তর্ভূত হইয়া, নিজ প্রকৃতিদ্বারা নিয়মিত হইয়া, অন্যদেবতা ভজনা করিয়া,

আভাস। দিব্যন্তি প্রকাশন্তে ইতি দেবাঃ; দেব এব দেবতা; মনবুদ্ধি-অহংকার সকলের প্রকাশক বলিয়া দেবতা নামে উক্ত। ইহাঁরা যখন পৃথকত্ব হেতু আত্মস্থিতি ত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষুকর্ণাদি অপরা প্রকৃতিতে উপগত হইয়া, দর্শনশ্রবণাদিরূপ কামের দ্বারা সেই সেই প্রকৃতির বিষয় প্রকাশ করতঃ, সেই সেই বিষয়ে জ্ঞানী হয়েন, তখন ইহাঁদের অন্যত্ব বা অপরত্ব প্রাপ্তি হয়।

অবিভক্ত সম্যক্ জ্ঞানের অভাব হইলে জ্ঞান অপহৃত হয়, ইহা বলা হইয়া থাকে। এক আত্মাতে পূর্ণভাবে স্থিত হইলে, পূর্ব্ব শ্লোক কথিত "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এই সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, নচেৎ অপরত্ব হেতু অল্পজ্ঞানই হইয়া থাকে। এই প্রকার অল্পত্ব বা অপরত্ব প্রাপ্তিকেই অন্যদেবতার ভজনা বলিয়া বলা হইয়াছে। এই মনবুদ্ধিঅহংকার পৃথক্‌ভাবে যখন যে যে পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন, তখন সেই সেই ক্ষেত্রের প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া থাকেন, যথা—চক্ষুর দর্শন প্রকৃতি, কর্ণের শ্রবণ প্রকৃতি ইত্যাদি। তাঁহাদের জ্ঞানও সেই সেই ক্ষেত্রের বিষয়মাত্রে হইয়া থাকে, যথা—চক্ষুতে রূপজ্ঞান, কর্ণে শব্দজ্ঞান ইত্যাদি।

"পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥" ১৮অঃ, ২১ শ্লোক।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥২১

অন্বয়ঃ। যো যো ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধামি। ২১

অর্থ। যে যে ভক্ত যে যে তনু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ভক্তের তাদৃশীই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।২১

আভাস। শ্রদ্ধাদ্বারা একনিষ্ঠ ব্যষ্টি অহংকার ভক্ত নামে কথিত; তনোতি বিস্তারয়তি আত্মানমিত্যর্থঃ; আমির (আত্মার) বিভূতি তনু শব্দে বোদ্ধব্য "যাং যাং তনুং" অর্থে আমার (আত্মার) বিভূতির অর্থাৎ

সমগ্র শরীরের মধ্যে চক্ষুকর্ণাদি যে কোন একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রুত্বা ধারয়তে যেন সা শ্রদ্ধা পরিকীর্ত্তিতা; শ্রুতি পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস পূর্ব্বক কায়মনবাক্যের সমতার দ্বারা ব্যষ্টি অহংকার চক্ষুকর্ণাদি যে কোন ক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক যে যে বিষয়ে সঙ্গত হয়েন, সেই সেই বিষয়ে তাঁহার শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠালাভ হইয়া থাকে; অর্থাৎ তাহাতেই তাঁহার সত্তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন; স্বভাব ত্যাগ করে না বলিয়া, এই শ্রদ্ধাকে অচলা বলিয়াছেন, স্বভাবান্নচলতীতি অচলা; সর্ব্বধারক পূর্ণ "আমি" (আত্মা বা স্বরূপাপ্রকৃতি) হইতে কায়মনবাক্য-ক্ষেত্রে এই শ্রদ্ধা লাভ হইয়া থাকে।

অত্র প্রকৃতিকে অগ্রে করিয়া "অহং" হংসভাবে চলিতেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিতেছেন যথা—"যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃনোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।" দেবীসূক্ত। "যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।" ইত্যাদি—

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃকামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২

অন্বয়ঃ। তয়া (কাম) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সঃ তস্যাঃ (তনোঃ) রাধনম্ ঈহতে; ততশ্চ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে। ২২

অর্থ। তাদৃশ কামশ্রদ্ধাযুক্ত সেই ব্যক্তি (ব্যষ্টি অহংকার) সেই তনুর (অংশের) আরাধনা করেন এবং কায়মনবাক্য-ক্ষেত্রে আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কাম (ফল) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২২

আভাস। শ্রুতিপরায়ণ হইলে অর্থাৎ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, ব্যষ্টি অহংকারে শ্রদ্ধার বা নিষ্ঠার উৎপত্তি হয়; তখন যে যে ইন্দ্রিয়ে যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক যে প্রকারের

কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে, সেই সেই প্রকারের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পূর্ণ-আমি অংশ এবং পূর্ণ উভয়ের ধারক; আমি অংশরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দ্বারে নানাভাবে প্রকাশ হইয়া থাকি। সুতরাং এই অংশ বা খণ্ডসিদ্ধি "আমি" (আত্মা বা স্বরূপাপ্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "আমি" কর্তৃক বিহিত, ইহা বলা হইতেছে। ইহা অধিদৈবত ভাব।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥২৩

অন্বয়ঃ। তু অল্পমেধসাং তেষাং তৎ ফলম্ অন্তবৎ ভবতি; দেবযজঃ দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ মাম্ অপি যান্তি। ২৩

অর্থ। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদিগের সেই ফল নিশ্চয়ই নশ্বর হইয়া থাকে; দেবযাজীগণ দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন, আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ২৩

আভাস। খণ্ডসিদ্ধি বিষয়ে কামশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যষ্টি অহংকার অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহার দ্বারা আত্মার বিভূতির বা বিস্তৃতির মধ্যে কোন একটি বিষয়বিশেষেরই নিশ্চয় হইয়া থাকে; এবং সেই সিদ্ধি নশ্বর, যেহেতু তাহা ক্ষরত্বহেতু উৎপত্তি-বিনাশশীল। এই প্রকারে আত্মার ব্যষ্টিভাবের সাধনে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ, সেই সেই খণ্ডের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন এবং আত্মনিষ্ঠগণ আত্মাকেই প্রাপ্ত হয়েন, ইহা বলিতেছেন।

অহংকার ব্যষ্টিভাবে বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুকর্ণাদি যে কোন অংশে উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ হয়েন, সেই সেই অংশের বিষয়ে অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানবান হইয়া থাকেন; আর যখন আত্মনিষ্ঠ হইয়া সকলগুলিকে একত্র করিয়া, আত্মাতে সমাপ্ত করেন, তখন ঐ ব্যষ্টি অহংকারের আত্মযোগ প্রাপ্তি হয় এবং তখন দর্শন-শ্রবণ-আস্বাদনাদি যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন, সকলেই আত্মাতে বা পূর্ণ "আমি"তে উপস্থিত হয়।

ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশ করে, কিন্তু সর্ব্বাত্মা-আমি সর্ব্বপ্রকাশ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইলে, খণ্ড শক্তির প্রকাশ হয় এবং সমষ্টিতে থাকিলে, পূর্ণ আত্মাতেই অবস্থিতি হইয়া থাকে।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ। অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ম্ অনুত্তমং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অব্যক্তং মাং ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে। ২৪

অর্থ। অল্পবুদ্ধি ব্যষ্টি অহংকার আমার সদেকরূপ ও (অদ্বিতীয়ত্ব হেতু) সর্ব্বোত্তম পরভাব জানিতে না পারিয়া, অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিভাব (খণ্ডপ্রকাশযুক্ত ভাব) প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। ২৪

আভাস। ব্যষ্টি অহংকার যখন যে ক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়া যে বিষয় বা যে ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তখন সেই বিষয় বা সেই ভাব তাঁহাতে প্রকাশ হয় এবং সেই খণ্ডরূপে প্রকাশ বিষয়ে বা ভাবেতেই তিনি তন্ময় হইয়া যান এবং সেই বিষয় বা ভাবকেই তিনি সমগ্র "আমি" বা আত্মা বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ মনে তখন ভাবেন ইহাই সমস্ত এবং ইহাকে পাইয়াই, তাঁহার সব পাওয়া হইল। ইহা অল্পবুদ্ধির পরিচয় মাত্র।

চক্ষে উৎপন্ন অহংকার রূপবিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগৎ রূপময় দেখেন এবং তাঁহার নিকট তখন রূপ ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ থাকে না। ইহা ব্যষ্টি ব্যক্তিভাব, কারণ ইহাদ্বারা আত্মার বিস্তৃতির একাংশ মাত্র প্রকাশ হয়; (একাংশেন স্থিতো জগৎ); একাংশে ব্যক্তি এবং সমষ্টিতে অব্যক্ত "আমি" বিরাজমান।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ। যোগমায়াসমাবৃতঃ অহং সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন (ভবামি); মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি। ২৫

অর্থ। যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের প্রকাশক হই না; মূঢ় এই লোক, অজ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না। ২৫

আভাস। ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর যোগে যে ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে যোগমায়া বলে। এই ভ্রান্তির দ্বারা আমার সর্ব্বপ্রকাশময়-ভাব আবৃত হইয়া ব্যষ্টি অহংভাব উৎপন্ন হয়; তখন আমি অহংকার রূপে অংশে মাত্র প্রকাশ থাকি। ইহাই আমার জীবত্ব বা ব্যক্তিত্ব। এই অহংকারই মূঢ় হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহাতে তখন পূর্ণ-চৈতন্য না থাকাতে অপরিবর্ত্তনশীল, আদ্যন্তরহিত, একরস ও অখণ্ড আত্মাকে জানিতে পারেন না।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! অহং চ সমতীতানি, বর্ত্তমানানি, চ ভবিষ্যাণি ভূতানি বেদ; মাং তু কশ্চন ন বেদ। ২৬

অর্থ। হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূতগণকে জানি: আমাকে কিন্তু কেহই জানে না। ২৬

আভাস। পূর্ণ অংশসকলকে ধারণ করে, কিন্তু অংশ পূর্ণকে ধারণ করিতে পারে না। পূর্ণ "আমি" বিভক্তবুদ্ধিতে দৃষ্ট হইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; ভূতগণ সকলেই আমার এক এক অংশে উৎপন্ন। অতএব ভূতগণকে আমি জানি, যেহেতু আমি পূর্ণ এবং ভূতগণ আমাকে জানিতে পারেনা, যেহেতু তাহারা অংশ।, বালকত্ব যৌবন নহে, যৌবনও বার্দ্ধক্য নহে; ইহারা পরস্পরে সকলেই পৃথক্ এবং কেহ কাহাকেও জানে না। কিন্তু আমার মধ্যে এই সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে; আমি এই সকলেরই ধারক বলিয়া, আমি ইহাদের সকলকে জানি, বিভাগহেতু ইহারা আমাকে জানিতে পারে না। ইহাই অধিভূত বা ক্ষরভাব।

বুদ্ধি কলুষিত বা মোহিত হইলে, এই সকল বিভাগের উৎপত্তি হয় এবং অহংকার জন্মমৃত্যু এবং ভাবাদির পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়েন; সমাধিবুদ্ধি বা একবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পূর্ণত্বে অবস্থান হইয়া থাকে।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ। হে ভারত! হে পরন্তপ! সর্ব্বভূতানি সর্গে (সৃষ্টি-কালে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সম্মোহং যান্তি। ২৭

অর্থ। হে ভারত! হে শত্রুসন্তাপকারী! ভূতসকল সৃষ্টিকালে রাগদ্বেষসমুৎপন্ন (সুখদুঃখাদি) দ্বন্দ্বমোহের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া থাকে। ২৭

আভাস। দ্বন্দ্ব না থাকিলে আমার অহংকার জন্মেনা। মায়া বা ফলকামনা দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইলে, এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়।

মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণেই এই কামনার অধিষ্ঠান। ইহারা যদ্যপি সকামভাবে বিষয় সংযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অহংকাররূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হইয়া, এই ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখাদি বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অহংকারই মোহিত হইয়া সুখী ও দুঃখী হইয়া থাকেন। ইহাই বৈকারিক সৃষ্টি।

"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥" ১৩ অঃ, ৬ শ্লোক।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ। যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ তে মাং ভজন্তে। ২৮

অর্থ। কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মা-জনগণের পাপ নষ্ট হইয়াছে, দ্বন্দ্বমোহবিনির্মুক্ত, দৃঢ়ব্রত, অর্থাৎ সংশয়রহিত তাঁহারা আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৮

আভাস। কাম বা ফলকামনাকে এখানে পাপ শব্দে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। এই কাম নাশপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ফলকামনা না থাকিলে, মনবুদ্ধিঅহংকারনামক জনগণ (কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা জনক বলিয়া ইহাঁরা জন শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) রাগদ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয়েন এবং সংশয়হীন হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়েন।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্‌॥ ২৯

অন্বয়ঃ। জরামরণমোক্ষায় মাম্‌ আশ্রিত্য যে যতন্তি তে তৎ ব্রহ্ম (বিদুঃ) কৃৎস্নম্‌ অধ্যাত্মং (বিদুঃ) অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ২৯

অর্থ। জরামরণ হইতে মুক্তিলাভহেতু আমাকে বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা যত্নশীল হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে বা আমিরূপ বাক্যকে বা শব্দকে জানেন, সমগ্র অধ্যাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন এবং অখিল কর্ম্মকে জানিতে পারেন। ২৯

আভাস; ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং কর্ম্ম এই তিনটিকে যথাক্রমে অধিযজ্ঞ, অধিদৈবত এবং অধিভূতভাব বলিয়া পরে উল্লেখ করিয়াছেন। মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মাসক্তি এবং ফলাসক্তি না থাকিলে, কর্ম্মে অহংকারের উৎপত্তি হয় না এবং নিষ্কাম হইয়া তাহারা তখন আত্মস্থ হয় এবং জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করে; অহংকারেরই জন্ম-মৃত্যু-জরাদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; সুতরাং অহংকার না থাকিলে জন্মমৃত্যু হইবে কাহার? অতএব তখন সকলেই মুক্ত এবং সকলেরই তখন ব্রহ্মত্ব হইয়া থাকে। ফলকামনা-বর্জ্জিত কর্ম্মসকল নির্দ্দোষ এবং স্বভাবজাত; সুতরাং তখন যে ইন্দ্রিয়ে যে কর্ম্ম হয়, তাহাতে পূর্ণজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেহেতু তাহারা সকলেই আমিরূপ বাক্যে বা শব্দে যাইয়া লয় হয়। অতএব আত্মস্থিতি বা চৈতন্যে অবস্থিত হইলে কর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মের যোগ এবং "আমি"তে বা আত্মাতে কর্ম্মের সমাপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থাই জানিতে পারা যায়।

"অখিল কর্ম্ম" অর্থে কর্ম্মের ত্যাগ, চলন, ও ভোগ বা স্থিতি বোদ্ধব্য; কর্ম্ম বা গুণ আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, ভোগ হইতেছে, এক কর্ম্ম বা গুণ ত্যাগ হইয়া অপর কর্ম্ম বা গুণ উপস্থিত হইতেছে, এই সকল জানিতে পারাই, অখিল কর্ম্ম জানিতে পারেন, ইহা বলার তাৎপর্য্য। কর্ম্মে মোহিত হইলে এ সকল জানা যায় না।

ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহারা যে বিষয়ে যখন সংযুক্ত হয়, তাহাতে তখন বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং আমিরূপ শব্দে বা পূর্ণ "আমি"কে আশ্রয় করে। ইহাই কর্ম্মের যোগ এবং কর্ম্মের সমাপ্তি বা আত্মযোগ প্রাপ্তি। ইহাই জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ।

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥" ১৫অঃ, ১০-১১ শ্লোক।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥৩০

অন্বয়ঃ। যে সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং বিদুঃ যুক্তচেতসঃ তে প্রয়াণকালেঽপি চ মাং বিদুঃ। ৩০

অর্থ। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে (আত্মাকে) জানেন, সমাহিত-চিত্ত তাঁহারা প্রয়াণকালেও আমাকে (আত্মাকে) জানিতে পারেন। ৩০

আভাস। আত্মস্থিত হইয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মের বা বিষয়ের ক্ষরত্ব প্রাপ্তিতেও, আত্মার ক্ষরত্ব প্রাপ্তি হয় না; ইন্দ্রিয়ে কর্ম্মের বা বিষয়ের স্থিতি বা ভোগ হইলেও, আত্মাতে কোন বিকার উৎপন্ন হয় না এবং আত্মা সর্ব্বদাই প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া পূর্ণত্বে অবস্থান করেন।

মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণকে চিত্ত বলা হয়; আত্মস্থিত হইলে এই চিত্ত আত্মাতে বা পূর্ণ "আমি"তে সর্ব্বাবস্থাতেই সংলগ্ন থাকে বলিয়া "যুক্তচেতসঃ" শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। এই প্রকারে যুক্তচিত্ত ব্যক্তি প্রয়াণকালেও বা মৃত্যুকালেও আমাকে বা আত্মাকে জানিতে পারেন। এই প্রয়াণ বা মৃত্যু তিন প্রকার যথা—কায়িক মৃত্যু, মানসিক মৃত্যু এবং বাচনিক মৃত্যু; ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে গমন কায়িক মৃত্যু, শব্দাদি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন মানসিক মৃত্যু এবং ভাব হইতে ভাবান্তরে গমন বাচনিক মৃত্যু বলিয়া কথিত।

"অপি"শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, প্রত্যেক কর্ম্মেই (এই অধিযজ্ঞাদি অবস্থাত্রয় মধ্যে) আত্মাকে বা পূর্ণ "আমি"কে তো জানা যাইবেই, পরন্তু কর্ম্মান্তর বা বিষয়ান্তর, ইন্দ্রিয়ান্তর এবং ভাবান্তর গমনকালেও আত্মস্থিতির বিচ্যুতি হইবে না। ইহাই জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগোনাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।



অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।



অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভুতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিম? অধ্যাত্মং কিং? কর্ম্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং? কিংচ অধিদৈবম্ উচ্যতে। ১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈব বা কাহাকে বলে? ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২

অন্বয়ঃ। হে মধুসূদন! অত্র অধিযজ্ঞঃ কঃ? কথম্ অস্মিন্ দেহে (স্থিতঃ); প্রয়াণকালে চ কথং নিয়তাত্মভিঃ জ্ঞেয়ঃ অসি? ২

অর্থ। হে মধুসূদন! অত্রকথিত অধিযজ্ঞ কে? কি প্রকারে এই দেহে আছেন? প্রয়াণকালে কি প্রকারে সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক জ্ঞেয় হও? ২

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভুতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ! অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম (উচ্যতে); স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ)। ৩

অর্থঃ অক্ষরকে পরম ব্রহ্ম বলে, আত্মার ভাবে বা পথে স্থিতিকে অধ্যাত্ম বলে, ভূতভাবের বা বাসনার উৎপত্তি এবং লয়কে কর্ম্ম বলিয়া থাকে। ৩

ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরঃ (৩ অঃ, ১৪-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ; স্বস্য আত্মনঃ ভাব ইতি স্বভাবঃ ; আত্মনি অধিষ্ঠিতম্ ইতি অধ্যাত্মম্ ; বিসর্গঃ = লয়ঃ, বাসনানাম্ উৎপত্তিঃ তাসাং লয়ঃ কর্ম্মশব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ।

আভাস। শব্দের পূর্ণত্বই অক্ষর বা ব্রহ্ম। আমিরূপ পূর্ণ শব্দে অবস্থান করিলে অক্ষরস্থিতি হয়। এই অক্ষর স্থিতি হইলে ইন্দ্রিয়গণ আত্মার ভাবে বা স্বভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপার হইয়াও আত্মাতে কোন বিকার উৎপন্ন হয় না এবং প্রত্যেক বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে ; ইহা অধ্যাত্মভাব ; এই স্বভাবস্থিত ইন্দ্রিয়ে বিষয় সংযোগ করিবার বাসনার বা অহংকারের উৎপত্তি এবং বিষয়ের সংযোগান্তে ঐ বাসনার বা অহংকারের পুনঃ লয়, কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪

অন্বয়ঃ। হে দেহভৃতাংবর ! ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতং, পুরুষশ্চ অধিদৈবতম্, অত্র (অস্মিন্ দেহে) অহম্ এব অধিযজ্ঞঃ। ৪

অর্থ। হে দেহিশ্রেষ্ঠ ! বিনাশশীল ভাবকে অধিভূত বলে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত দর্শন-শ্রবণকারী পুরুষ অধিদৈবত এবং এই দেহে সমষ্টি আমিই অধিযজ্ঞ। ৪

আভাস। চক্ষুর সহিত রূপের সংযোগে অহংকার উৎপন্ন হইয়া, যখন রূপের সুন্দর-কুৎসিতাদি বিভাগ পূর্ব্বক সুখী বা দুঃখী হয়েন, তখন তাঁহার ক্ষরভাব বা অধিভূতভাব হইয়া থাকে ; যখন চক্ষুর সহিত রূপের যোগে অহংকার উৎপন্ন হইয়া, রূপ মাত্র দর্শন করিয়াই অবস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার অধিদৈবত ভাব হইয়া থাকে ; যখন চক্ষুরাদি

ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদি বিষয়ের সংযোগে পুরুষ বা অহংকার ঐ রূপাদির জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া পূর্ণ অহংএ অবস্থান করেন, তখন তাঁহার অধিযজ্ঞ ভাব হইয়া থাকে। এই অধিযজ্ঞভাব প্রকাশময়, অধিদৈবত বা অধ্যাত্মভাব প্রবৃত্তিময় এবং অধিভূত বা ক্ষরভাবই মোহ বলিয়া কথিত। একটি সত্ত্ব, একটি রজ এবং একটি তম বলিয়া জানিবে।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫

অন্বয়ঃ। যঃ অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা প্রযাতি, সঃ মদ্ভাবং যাতি; অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। ৫

অর্থ। যিনি প্রয়াণকালে আমাকে বা আত্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করেন, তিনি আমার ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ৫

আভাস। প্রয়াণ শব্দের অর্থ ৭ অঃ, ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। "স্মরন্" শব্দে, আত্মাতে একবুদ্ধি বা যুক্তচিত্ত হইয়া, ইহা বুঝিতে হইবে। আত্মাতে একবুদ্ধি প্রাপ্ত বা যুক্তচিত্ত, প্রবৃত্তিময় ও অধিদৈবত পুরুষ বা অহংকার আত্মাতে তন্ময় হইয়া, যখন কায়মনবাক্যাত্মক দেহ পরিবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর বা ভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়েন, তখন সেই পুরুষ পূর্ণ আত্মভাবেই অবস্থিত থাকেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! অন্তে যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তং তম্ এব এতি। ৬

অর্থ। হে কৌন্তেয়! অন্তে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া (পুরুষ বা অহংকার) দেহ (কায়মনবাক্যাত্মক দেহ) ত্যাগ করেন, সদা সেইভাবে

ভাবিত থাকায় অর্থাৎ সেই সেই ভাবে অহংকারের তন্ময়ত্বহেতু সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়েন। ৬

আভাস। এই শ্লোকের দ্বারা পুরুষের ক্ষরত্ব এবং অক্ষরত্ব উভয়বিধ গতির বিষয়ই বলিতেছেন। ঐ প্রবৃত্তিময় পুরুষের বা অহংকারের বিষয়-ভাবে লয় হইলে, বিষয়েরই প্রাপ্তি হয় এবং আত্মভাবে লয় হইলে আত্মলাভ হইয়া থাকে। "কলেবর" (শরীর বা দেহ) শব্দের অর্থ ১৫ অঃ, ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ; ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি। ৭

অর্থ। সেই হেতু সর্ব্বকালে আমাতে বা আত্মাতে যুক্তচিত্ত অর্থাৎ একবুদ্ধি হও এবং (পুরুষত্বের দ্বারা বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া) আমাতে বা আত্মাতে অবস্থান কর; আমাতে বা আত্মাতে মনবুদ্ধি অর্পিত হইলে নিঃসন্দেহে আমাকে বা আত্মাকেই প্রাপ্ত হইবে। মনবুদ্ধি বা চিত্ত আত্মাতে সর্ব্বদা যুক্ত বা সংলগ্ন থাকিলে কায়মনবাক্যে যত কর্ম্ম হইবে, সকলেই আত্মযোগ প্রাপ্ত হইবে। এই আত্মযোগ বা আত্মস্থিতি লাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহার নাম যুদ্ধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা অনুচিন্তয়ন্ দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি। ৮

অর্থ হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্ত ও আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতে গমন করে না, এমন চিত্ত দ্বারা (আমাকে বা আত্মাকে) ধারণা করিয়া দিব্য পরম পুরুষকে (আমাকে বা আত্মাকে) লাভ করা যায়। ৮

আভাস। পূর্ব্ব ৫।৬ শ্লোকে কায়ের এবং ৭ শ্লোকে মনের আত্ম-যোগ দেখাইয়া এই শ্লোকে বাক্যের দ্বারা আত্মস্থিত হইতে উপদেশ করিতেছেন।

ইন্দ্রিয়ে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত হইলে, সেই প্রশান্ত চিত্ত আর বাক্যের দ্বারা মোহিত হয় না; সুতরাং তাহার ফলাসক্তি থাকে না, অতএব আত্মাতে যুক্ত হইয়া দিব্য প্রকাশময় ভাবের উৎপত্তি করিয়া থাকে। ৬ অঃ, ৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০

অন্বয়ঃ। কবিং, পুরাণম্ অনুশাসিতারম্, অণোরণীয়াংসং সর্ব্বস্য ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপং, তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণং যঃ প্রয়াণকালে অচলেন মনসা, ভক্ত্যা যুক্তঃ, যোগবলেন চ এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য অনুস্মরেৎ সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি। ৯-১০

অর্থ। কবিম্ = কং শব্দং বেত্তি ইতি কবিস্তম্; ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গত অহংকারকে বলা হইতেছে। যে ইন্দ্রিয়ে যখন যে অহংকার থাকেন, তখন সেই অহংকারই সেই ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক হয়েন; এই জন্য এক বচনান্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

পুরাণম্ = পুরা স্থিত্বা নবৈব ভাতি ইতি পুরাণস্তম্। ইহাদ্বারা মনস্থিত অহংকারকে বলা হইতেছে। এই অহংকারই প্রবৃত্তিরূপে গুণ-বিচারক এবং চিরকাল থাকিয়াও নিত্য নূতন। এই প্রবৃত্তিময় পুরুষই "পুরাণ-পুরুষ" নামে অভিহিত।

অনুশাসিতারম্ = বাগ্‌রূপা প্রকৃতিঃ প্রাগুক্তম্ দ্বিবিধাহংকারং শাস্তি নিযচ্ছতি চ; বাক্যের বৈখরিত্ব হইলে ইন্দ্রিয়স্থিত অহংকার এবং মনস্থিত অহংকার মোহিত হইয়া ক্ষরভাব প্রাপ্ত হয়েন, এবং বাক্য পূর্ণত্বে অবস্থান করিলে তাঁহারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ পূর্ণ হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়েন। সমতাকারণ এই বিধি পূর্ব্বক যে শাসন, তাহাকেই অনুশাসন বলে; সুতরাং ইহাদ্বারা বাক্যে স্থিত চৈতন্যরূপ যে অহংকার, তাঁহাকে বলা হইতেছে।

অণোরণীয়াংসম্। সূক্ষ্মাদপি অতিসূক্ষ্মম্; ইহাদ্বারা বাক্যের অণুত্ব বা বাক্যাংশকে বুঝাইতেছে। বাক্যের বা ভাবের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম যে কোন অংশেই অহংকার থাকেন, তাহাই তাঁহার পূর্ণভাব। প্রত্যেক ভাবেরই ক্ষর, অক্ষর এবং উত্তম এই তিনটি বিভাগ আছে; এবং প্রত্যেকেরই উত্তমটি "আমি"। সুতরাং এই সকল অংশই আমাতে ধৃত আছে, অতএব ইহাদ্বারা পূর্ণ "আমি"কেই বুঝাইতেছে।

উদাহরণ যথা—"সর্ব্ব" এই শব্দ বলিলে, সমস্ত সৃষ্টিসম্বন্ধে ধারণা আমি করি; তন্মধ্যে "প্রাণী" এই শব্দ বলিলে, কেবল জীবগণের সম্বন্ধে আমার ধারণা হইয়া থাকে; পুনশ্চ তন্মধ্যে "মনুষ্য" এই শব্দে নরাকৃতি জীবমাত্রের ধারণা হয়; "স্ত্রী" এই শব্দ করিলে মনুষ্যের মধ্যে কেবল স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই ধারণা হয় এবং "কন্যা" এই শব্দে তন্মধ্যে কেবল কন্যাটির ধারণাই আমি করিয়া থাকি; অতএব ভাবের বা বাক্যের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অংশে আমার পূর্ণভাবই প্রকাশ হইতেছে, ইহা বোদ্ধব্য।

সর্ব্বস্য ধাতারম্ = ইন্দ্রিয়গত অহংকার, মনস্থিত অহংকার, বাক্যস্থিত চৈতন্যময় অহংকার এবং বাক্যের বাক্যাংশে স্থিত অহংকার, এই সকলের ধারক সমগ্র "আমি" বা পূর্ণ আত্মাকে বুঝাইতেছে।

অচিন্ত্যরূপম্ = কোন একটি বিষয়ের চিন্তা করা যায়, কিন্তু সমষ্টির চিন্তা হয় না ; সুতরাং অচিন্ত্য বলা হইয়াছে ; ইহাদ্বারা সমগ্র "আমি" বা আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণম্ = মোহান্ধকারাৎ অজ্ঞানলক্ষণাৎ পরং বর্ত্তমানং সর্ব্বপ্রকাশকং যৎ অক্ষরং তৎ ; অন্ধকারের পর আদিত্য যেমন সকলকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানের পর জ্ঞানের যে প্রকাশ, তাহাই অত্র বোদ্ধব্য। সুখদুঃখাদি মোহের ভাব অতিক্রম করিয়া যে আত্মা অবস্থিত আছেন, ইহা দ্বারা সেই প্রকাশময় আত্মাকেই বলা হইতেছে।

প্রয়াণকালে = ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয়ান্তর এবং ভাবান্তর গমন কালে। (৭ অঃ, ৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অচলেন মনসা = একাগ্রেন চিত্তেন ; যুক্তচেতসা ইত্যর্থঃ। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধের দ্বারা অর্থাৎ আত্মগত চিত্তে।

ভক্ত্যা যুক্তঃ = প্রকৃতির একত্রীকরণই "ভক্তিযুক্ত" শব্দে বুঝিতে হইবে। ভক্তিযুক্ত হইলে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন।

যোগবলেন = পুরুষত্বের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া।

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারো বিধীয়তে॥" ইতি তন্ত্রম্॥

ভ্রুবোঃ মধ্যে = মনোবুদ্ধ্যহংকাররূপেঽন্তরাত্মনি বিষয়স্থিতং মনো নিরুধ্য ; অর্থাৎ আত্মগত মনে বিষয়গত মনকে লয় করিয়া।

প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য = প্রাণঃ বাক্যমিত্যর্থঃ। প্রাণের বা বাক্যের সম্যকত্ব অর্থে বাক্যকে বাক্যে রক্ষা করা বুঝিতে হইবে ; প্রাণ বা বাক্য বিভাগীকৃত হইয়া ইষ্টানিষ্ট বা প্রাণাপানরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাণ সম্যক্ হইলে ইষ্টানিষ্টের সমানত্ব প্রাপ্তি হয় ; ইহাই প্রাণায়াম। ৪ অঃ, ২৯ শ্লোকে যে "প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ" বলা হইয়াছে, তাহা এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে।

ইন্দ্রিয়গত অহংকার ও মনস্থিত অহংকার, এতদুভয়ের শাসক চৈতন্যরূপ বাঙ্ময় অহংকার, বাক্যের বা ভাবের সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর অংশে স্থিত অহংকার, এই সকলের ধারক সমষ্টিরূপ প্রকাশময় পূর্ণ "আমি"কে বা আত্মাকে যিনি ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয়ান্তর এবং ভাবান্তর গমনকালে একাগ্র-চিত্তে ভক্তিযুক্ত হইয়া (সর্ব্বপ্রকার প্রকৃতির একত্রীকরণ করিয়া) যোগ বলের দ্বারা আত্মগত মনে বিষয়গত মনকে লয় পূর্ব্বক, তাহাতে বাক্যের পূর্ণত্ব রক্ষা করিয়া, ধারণা করিতে পারেন, তিনি সেই প্রকাশময় পরম পুরুষ বা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৯-১০

আভাস। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এবং অবিচলিতচিত্তে কায়মনবাক্যাত্মক দেহে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে চৈতন্যময় সর্ব্বধারক পূর্ণ এবং অপরিচ্ছিন্ন আত্মাতে (আমিতে) ধারণা দৃঢ় রাখিতে পারেন, তিনি সর্ব্বদাই প্রকাশময় অবস্থায় অবস্থান করেন, অর্থাৎ কখনও মোহিত হয়েন না, ইহাই তাৎপর্য্য।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১

অন্বয়ঃ। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ (অক্ষরং) বিশন্তি, যৎ (অক্ষরম্) ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১

অর্থ। বেদবিদঃ = ইন্দ্রিয়াদয়ঃ; বদন্তি বাক্যেন প্রকাশয়ন্তি; ইন্দ্রিয়গণ বেদবিৎ হইয়া থাকে, যখন তাহারা চক্ষুকর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বগাদিরূপে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া আমিরূপ বাক্যে বা শব্দে সঙ্গত হইয়া তাঁহাকে (অক্ষর আমিকে) প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বাক্যের পূর্ণত্বে অবস্থিতি দেখাইতেছেন।

বীতরাগাঃ যতয়ঃ বিশন্তি=নিস্পৃহাঃ মনোবুদ্ধ্যহংকারাদয়ঃ বিজ্ঞানৈকরসং সম্যক্দর্শনং প্রাপ্তা নিবৃত্তিং যান্তি। অনুরাগ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে মনবুদ্ধিঅহংকাররূপে অবস্থান করে: ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপস্থান লাভ হইলে, তদন্তর্বর্ত্তী মনবুদ্ধিঅহংকারের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ অনুরাগশূন্য হইয়া তাহারা পূর্ণত্ব লাভ করে এবং অখণ্ড, একরসও অক্ষর আমিতে বা আত্মাতে প্রবেশ করে (তন্ময় বা লয় হয়)। পূর্ণ এবং সমত্বপ্রাপ্ত মনবুদ্ধিঅহংকার "যতি" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের মনবৃত্তির পূর্ণত্ব দেখাইতেছেন।

ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি=ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ব্রহ্মৈব আচরণং কুর্ব্বন্তি। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়ের কায়বৃত্তির পূর্ণত্ব দেখাইতেছেন, অর্থাৎ পূর্ণ আমিতে বা অক্ষরে লক্ষ্য থাকিলে, বহির্বৃত্তি সকল নির্লেপত্ব লাভ করিয়া থাকে, তাহা অত্র বলিতেছেন।

ইন্দ্রিয়গণ চক্ষুকর্ণাদিরূপে বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করিয়া যে অক্ষরে বা আমিরূপ বাক্যে সঙ্গত হইয়া তাঁহাকে প্রকাশ করে, যে অক্ষরে বা আমিতে (তাহারা) নিস্পৃহ এবং সংযত হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকাররূপে প্রবেশ করে, যে অক্ষর বা আমিকে লক্ষ্য করিয়া কায়বৃত্তির দ্বারা (তাহারা) নির্লেপত্ব লাভ করে (ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্ম্মই তখন ব্রহ্মযোগ প্রাপ্ত হয়), সেই অক্ষরপদ তোমাকে সংক্ষেপে আমি বলিব। ১১

আভাস। পূর্ব্বশ্লোক লিখিত প্রকাশময় ভাব প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা এই শ্লোকে দেখাইতেছেন। যে আত্মা বা অক্ষর লক্ষ্য হইলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের ভাব এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলেই আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই আত্মার বা অক্ষরের বিষয় বলা হইতেছে।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং সযাতিপরমাংগতিম্॥১৩

অন্বয়ঃ। সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য, মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ, মূর্দ্ধ্নি প্রাণম্ আধায় আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ যঃ দেহং ত্যজন্ প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং যাতি। ১২--১৩

অর্থ। সর্ব্বদ্বারাণি = আত্মবিনাশের মূল কামক্রোধলোভরূপ তিনটি নরকের দ্বার কায়মনবাক্যে আচরিত হয় বলিয়া, এখানে "দ্বার" শব্দে কায়মনবাক্যকে বুঝিতে হইবে।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥" ১৬অঃ, ২১।২২শ্লোক।

"ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে" ইহাদ্বারাও কায়মনবাক্যই যে দ্বারস্বরূপ, তাহা বুঝা যাইবে।

মনো হৃদি নিরুধ্য = বৈষয়িক মনকে আত্মগত মনে নিরোধ পূর্ব্বক; মনের আত্মস্থিতি হইলে তাহাতে আর বিষয়চিন্তা স্থান পায় না।

মূর্দ্ধ্নি প্রাণমাধায় = বুদ্ধিতত্ত্বে বা আমিরূপ বাক্যে প্রাণকে বা বাক্যকে রক্ষাপূর্ব্বক; ভাবসকলের আত্মভাবে পরিণতি করিয়া, ইহাই তাৎপর্য্য।

আত্মনঃ = কায়মনবাক্যাত্মক আত্মার।

যোগধারণামাস্থিতঃ = কায়ে কায়, মনে মন এবং বাক্যে বাক্য রক্ষিত হইলে যোগধারণা হইয়া থাকে; তাহাতে অবস্থিত হইয়া।

ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম = "হংসো হংসাক্ষরঞ্চৈতৎ কূটস্থ যৎ তদক্ষরম্"; হংস = উৎপত্তি, বিসর্গ বা কর্ম্ম; সোঽহং = লয় বা বিন্দু: "আমি"

শব্দে স্থিতিশীলত্বহেতু উৎপত্তি এবং লয় উভয়ে যখন ঐ "আমি" শব্দে বা বাক্যে লয় হইয়া থাকে, তখনই ওঁ এই পদ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ হংস এবং সোঽহং উভয় ভাবের লয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই আগমময় পূর্ণা প্রকৃতি বা অক্ষর ব্রহ্মই একাক্ষর ওঁকার।

"পুংপ্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ।
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দুসর্গাবসানকৌ॥
হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হংপুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ।
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে॥
পুরুষং ত্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাত্মনঃ।
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহমিদং ভবেৎ॥
সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃপরম্।
সন্ধিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বরূপং তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ॥" ইতি তন্ত্রম্।

ব্যাহরন্=সম্যক্ প্রকারে আহরণ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি সকল বিষয়ের সংযোগে অবিকৃত থাকিয়া, তাহাদের ব্রহ্মত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ণাপ্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া।

মাং=উত্তম পুরুষ যে আমি, তাহাকে বুঝিতে হইবে। ইহা পরম ব্রহ্ম। বিবেক হইতে যে প্রকৃতি উঠে, তাহাই এই উত্তম পুরুষ বা "আমি"।

দেহং ত্যজন্ প্রযাতি=ইন্দ্রিয় ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ান্তরে, বিষয় ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে বা ভাব ত্যাগ করিয়া ভাবান্তরে গমন করেন।

স পরমাং গতিং যাতি অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে বা পরব্রহ্মে অবস্থান করেন।

কায়মনবাক্যরূপ দ্বার সংযত করিয়া অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করিয়াও অনাসক্ত থাকিয়া, বৈষয়িক মনকে আত্মগত মনে নিরোধ করিয়া, বাক্যকে আমিরূপ বাক্যে রক্ষা পূর্ব্বক, (এই) কায়মনবাক্যের একত্রীকরণে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ কায়ে কায়, মনে মন এবং বাক্যে বাক্য রক্ষা

করিয়া ওঁকার রূপ পূর্ণা প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া, আমাকে বা উত্তম পুরুষ পরমব্রহ্ম আত্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক, যিনি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর এবং ভাব হইতে ভাবান্তরাদি গমনরূপ কর্ম্ম সকল করিতে পারেন, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থান করেন। ১২-১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

অন্বয়ঃ। অনন্যচেতাঃ (সন্) যঃ নিত্যশঃ সততং মাং স্মরতি, হে পার্থ, নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ (ভবামি)। ১৪

অর্থ। অনন্যচিত্ত হইয়া অর্থাৎ চিত্তে (মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণে চিত্ত হইয়া থাকে) আত্মা ব্যতীত অপর আশ্রয় না করিয়া, যিনি বিবিধবিষয়বৃত্তি ত্যাগ পূর্বক প্রতিকর্ম্মে সতত (সমগ্র) "আমি"কে বা আত্মাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! নিত্যযুক্ত সেই যোগীর আমি অনায়াস-লভ্য হইয়া থাকি। ১৪

আভাস। কায়মনবাক্যের আচরণ যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ চিত্ত সর্ব্বদাই সেই অখণ্ড আত্মাতে সংলগ্ন থাকে এবং সেই যোগী নিত্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই আনন্দে অবস্থান করেন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ। মহাত্মানঃ মাম্ উপেত্য পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি। ১৫

অর্থ। মহাত্মাগণ আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক, দুঃখময় অনিত্য (অহংকারের উৎপত্তিরূপ) পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫

আভাস। সেই নিত্যযুক্ত মহাত্মাগণের আর কোন বিষয়ে, ভাবে বা কর্ম্মে অহংকাররূপ বাসনার উৎপত্তি হয় না এবং তাঁহারা দুঃখও প্রাপ্ত হয়েন না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অহংকারেরই জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে, "আমি" অজ, অব্যয় এবং শাশ্বত। অহংকার বা বাসনা পরিবর্ত্তনশীল এবং বিবিধ বৃত্তিযুক্ত বলিয়া অশাশ্বত এবং দুঃখময় শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (ভবন্তি); তু হে কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ১৬

অর্থ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম হইতে জগৎ পর্য্যন্ত সকলেই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

আভাস। অহংকারের পূর্ণত্ব ব্রহ্ম এবং অহংকারের খণ্ডত্ব জগৎ। পূর্ণ অহংকার হইতেই খণ্ড অহংকার প্রভবিত হয়। এই উভয়বিধ অহংকারই ক্ষরাক্ষরভাবে কায়মনবাক্যাত্মক লোক সকলের প্রকাশ করিয়া থাকে।

চক্ষুতে রূপ দর্শন করিয়া যখন চক্ষুর অহংকার অবিকৃত থাকে, তখন সেই অহংকার রূপবিষয়ে জ্ঞানী হইয়া অবস্থান করেন এবং এই রূপ-বিষয়ে পূর্ণত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন; আবার যখন রূপ দর্শন করিয়া রূপে যাইয়া সুন্দর-কুৎসিতাদি বিভাগ পূর্ব্বক তাহাতে মোহিত হয়েন, তখন অহংকার ব্যষ্টিভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবত্ব লাভ করেন। যখন শব্দাদি প্রত্যেক বিষয়ের অহংকার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সকলের ধারক "আমি"তে বা আত্মাতে একত্রীকৃত হয়েন, তখন পুনর্জন্ম হয় না। অহংকারেরই জন্মমৃত্যু হয়; সুতরাং কর্ম্মে বা বিষয়ে যদি অহংকার উৎপন্ন না হয়, তবে আর জন্মাইবে বা মরিবে কে?

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" ৩অঃ, ১৫ শ্লোক।

এই অহংকাররূপ বাসনার পূর্ণত্ব ব্রহ্ম এবং ক্ষরত্ব জীব অর্থাৎ ভুবন বা জগৎ, এবং "আমি" এই উভয়ের ধারক। ইহাদ্বারা ক্ষর, অক্ষর এবং উত্তম এই তিনটি বিভাগ দেখাইতেছেন; ক্ষর=জীব; অক্ষর=ব্রহ্ম; উত্তম="আমি" বা পুরুষোত্তম। এই ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েই অহংকারের বাচক, অতএব উৎপত্তিশীল; সুতরাং ক্ষরাক্ষরে (অহংকারে) অবস্থান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় এবং পুরুষোত্তমে (সমষ্টি আমিতে) অবস্থিত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

"ভূতবস্তৃত্যশোচিহ্নে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" উত্তরগীতা।

এই অক্ষরব্রহ্ম বা আগমময় পূর্ণাপ্রকৃতি (জীবভূতা পরাপ্রকৃতি) হইতেও যে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে সাংখ্য বলিতেছেন, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা, মগ্নবদুত্থানাৎ।" বেদান্ত এই "আমি"কে তুরীয় আখ্যা দিয়াছেন যথা—

"অজ্ঞানতদবচ্ছিন্নাভাসয়োরুভয়োরপি।
আধারঃ শুদ্ধচৈতন্যং যত্তৎ তুর্য্যমিতীর্য্যতে॥" সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥১৭

অন্বয়ঃ। সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ, যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং চ (যে) বিদুঃ, তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ। ১৭

অর্থ। সহস্রযুগপর্য্যন্ত ব্রহ্মের যে দিন এবং সহস্রযুগের অন্তে যে রাত্রি, এই যাঁহারা জানেন, সেই ব্যক্তিগণ অহোরাত্রবেত্তা। ১৭

আভাস। যুগ অর্থে সদসদাদি দ্বন্দ্ব; বাসনার বহুত্ব নিবন্ধন সহস্র শব্দে বহুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যুগমধ্যেই বাসনার বা অহংকারের উৎপত্তি হয়, যথা—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" "অহঃ" শব্দে দিন বা প্রকাশ, এবং "রাত্রি" শব্দে লয় বুঝিতে হইবে। সহস্র দ্বন্দ্বের মধ্যে আমার

অহংকারের প্রকাশ এবং সহস্র দ্বন্দ্বের অন্তে তাহার লয়, অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তি এবং লয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জ্ঞানী বা কূটস্থ চৈতন্যে অবস্থিত। কর্ম্মের আদিতে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি এবং কর্ম্মান্তে এই দ্বন্দ্বের লয় হইয়া থাকে। জনাঃ মনোবুদ্ধ্যহংকারা ইত্যর্থঃ।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮

অন্বয়ঃ। অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি রাত্র্যাগমে তত্র (তস্মিন্নেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে। ১৮

অর্থ। সর্ব্বাঃ=সদসদাদয়ঃ। দিবাগমে অব্যক্ত হইতে সদসদাদি ভূতভাব সকল উদ্ভূত হয়; রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তেই (তাহারা) লয় হইয়া থাকে। ১৮

আভাস। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে গমন ব্যক্ততা এবং বিষয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বভাবে অবস্থান অব্যক্ততা। ব্যক্তভাবই দিবা এবং অব্যক্তভাবই রাত্রি বা লয় বলিয়া কথিত।

বাসনার উৎপত্তি এবং বাসনার লয় অর্থাৎ অধিভূত এবং অধিদৈবত্ব এই দুই ভাব এই শ্লোকে দেখাইতেছেন।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অয়ং স এব ভূতগ্রামঃ অবশঃ (সন্) ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে; অহঃ আগমে প্রভবতি। ১৯

অর্থ। হে পার্থ! এই সেই ভূত সমূহই অবশ হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হইয়া (অবশং প্রকৃতের্বশাৎ), পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া, রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়, (এবং) দিবাগমে প্রাদুর্ভূত হয়। ১৯

আভাস। এই শ্লোকে বাসনা বা ভূতভাবের প্রাকৃতিক নিয়ম হেতু পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি এবং লয় দেখাইতেছেন। আহার করিবার বাসনার পূরণ হইলে আবার যে আহারবাসনা উঠিবে না, তাহা নহে; প্রাকৃতিক ক্রিয়াবশে পুনঃ পুনঃ বাসনার উৎপত্তি এবং লয় হইয়া থাকে। এই সকল বাসনার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার অহংকারের প্রকাশ এবং কর্ম্মান্তে বাসনার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার অহংকারের লয় হইতেছে; ইহাকে প্রাকৃতিক অভাবের উৎপত্তি এবং তাহার পূরণ অর্থাৎ সমতা বা লয় বলিয়া জানিবে।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ (অস্তি) সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু অপি ন বিনশ্যতি। ২০

অর্থ। সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য সনাতন অব্যক্ত যে ভাব আছে, তাহা সমস্ত ভূতের নাশেও নাশ প্রাপ্ত হয় না। ২০

আভাস। পূর্ব্ব শ্লোক কথিত ব্যক্ত (ক্ষর) এবং অব্যক্ত (অক্ষর) এই উভয় ভাবের অতীত আর একটি অধিযজ্ঞ বা অব্যক্ত অক্ষরভাব আছে, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। এই অব্যক্তই (অক্ষরই) সমষ্টি-আমি বা পুরুষোত্তম।

ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে কর্ম্মান্তে (অহংকার বা বাসনার লয়ে) স্বভাবে অবস্থান করিলে, এক অব্যক্ততা হইয়া থাকে এবং সকল ইন্দ্রিয়ের ঐ অব্যক্ততা বা স্বভাবে অবস্থান হইলে, এক "আমি"তে যাইয়া তাহারা সমাপ্ত হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ অব্যক্তভাব। ভূতসকল (বাসনাসমূহ) লয় বা নাশ প্রাপ্ত হইলেও, আমি সদাই পূর্ণভাবে বিরাজমান থাকি।

বাসনার বা অহংকারের উৎপত্তিকে ক্ষর বা ভূত ভাব, কর্ম্মান্তে তাহার পূরণ অর্থাৎ পূর্ণত্ব বা লয়কে অব্যক্ত অক্ষরভাব বা ব্রহ্ম বলে এবং এই ক্ষরাক্ষর উভয়ের ধারক কূটস্থ "আমি" শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত, অক্ষর বা পুরুষোত্তম বলিয়া কথিত।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

অন্বয়ঃ। অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ; তৎ পরমাং গতিম্ আহুঃ; যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ২১

অর্থ। অক্ষরকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে; সেই অক্ষরকেই পরম গতি বলে; যে অক্ষরকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আমার পরমধাম বা আবাস স্থান। ২১

আভাস। অক্ষর "আমি" যে এই অব্যক্ত, তাহা এই শ্লোকে দেখাইতেছেন; এই অক্ষর "আমি"তে অবস্থান করিতে পারিলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, যেহেতু স্বভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গণকে এই অক্ষর "আমি" ধারণ করিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয়ান্তর বা বিষয়ান্তর গমনকালে কিছুতেই কোন অহংকারের উৎপত্তি হয় না।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ। ২২

অর্থ। হে পার্থ! যাঁহার অন্তরে ভূতগণ অবস্থিত আছে, যাঁহা কর্ত্তৃক এই সকল ব্যাপ্ত আছে, সেই কারণস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য। ২২

আভাস। প্রকৃতির একত্রীকরণে ভক্তি হইয়া থাকে এবং এই অভেদত্ব বা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হইলে চিত্তের নির্ম্মলতা হয় এবং আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন। কর্ম্মান্তে সদসদাদি দ্বন্দ্বের লয়ে অহংকারের বা বাসনার লয় হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ তখন স্বভাবে অর্থাৎ অবিকৃত ভাবে অবস্থান করে; এই অব্যক্তে অহংকারের অবস্থিতি হইলে ভক্তিযোগ হয় এবং আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন।

সেই পরব্রহ্ম পরম পুরুষ আত্মা বা "আমি" ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং এই "আমি"ই সমগ্র দেহ বা জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলিতেছেন—

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"
"ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ।"

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! যত্রকালে প্রযাতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি। ২৩

অর্থ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে যে কালে বা মার্গে গমন করিয়া প্রকৃষ্টরূপ গমন প্রাপ্ত যোগীগণ মোক্ষ এবং পুনর্জন্ম লাভ করেন, সে কাল বা মার্গ আমি বলিব। ২৩

আভাস। যোগিনঃ=ইন্দ্রিয়াদয়ঃ; অব্যক্ত ব্রহ্মভাবের দুই প্রকার গতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সংযোগে যখন বিষয় প্রকাশ করে, তখন আবৃত্তি বা ব্যক্ততা হয় অর্থাৎ তদ্দারা জগৎ প্রকাশ হয়, এবং যখন তাহারা ঐ বিষয়সংযোগে স্বভাবে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাদের অনাবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মভাবপ্রাপ্ত গতির প্রকৃষ্টতা হেতু "প্রযাতা" এই শব্দে ইন্দ্রিয়দিগকে বিশেষিত করা হইয়াছে।

পরের শ্লোকে এই গতিদ্বয়ের বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ। অগ্নির্জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণং; তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ২৪

অর্থ। অগ্নির্জ্যোতিঃ=অগ্নিরেব জ্যোতিঃ ; ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যোগে উৎপন্ন যে জ্ঞান, প্রাণ এবং অপান (ইড়া এবং পিঙ্গলা বা চন্দ্র এবং সূর্য্য) এই উভয়ের ধারক (প্রকাশময় সুষুম্নারূপ) যে জ্ঞানময় শুদ্ধ অহংচৈতন্য, তাহারই নাম অগ্নি। "জ্যোতি" শব্দে প্রকাশক ইতি বোদ্ধব্য ; অতএব এই "অগ্নির্জ্যোতি" শব্দে জ্ঞানের বা আত্মার বিকাশ বুঝিতে হইবে।

"এতজ্জ্ঞানং মহেশানি সুষুম্না বিবরে স্থিতম্।" ইতি তন্ত্রম্।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" ১৫অঃ, ১৪ শ্লোক।

শুক্লঃ অহঃ=কৃষ্ণ বা ধূমরহিত প্রকাশক ভাব ; ইহাই শুদ্ধ সত্ত্ব অহংকার।

ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্=যৎ অয়নং স্থানং যাং গতিং বা প্রাপ্য জীবাঃ সংসারসাগরাৎ উত্তীর্ণাঃ ভবন্তি তৎ উত্তরায়ণম্ ; ইহারই ক্রম বিকাশ "ষণ্মাস" শব্দে বুঝাইতেছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং মন এই ষট্‌চক্রে বা ষণ্মাসে সোহংরূপ বায়ুর অবস্থিতি হইলে, যে আত্মার ক্রমবিকাশ হইয়া নিবৃত্তি আসে, তাহাই অত্র বোদ্ধব্য। ইহাই অগ্নি-র্জ্যোতি শুক্লপক্ষ। ইহাকেই প্রাণশব্দে নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

প্রযাতাঃ=প্রকৃষ্টং যাতাঃ ; আত্মভাব প্রাপ্ত হইলে গমন প্রকৃষ্ট হইয়া থাকে ; ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ=ব্রহ্মত্ব বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত মনবুদ্ধিঅহংকার ; ব্রহ্ম গচ্ছন্তি=পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(একটি মার্গ বা গতি) জ্ঞানময়, প্রকাশময়, ক্ষিত্যপ্‌তেজাদিক্রমে ক্রমবিকাশযুক্ত হইয়া আত্মমুখীন্ (হয়) ; তাহাতে প্রকৃষ্টভাবে গত হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪

অপর মার্গ বা গতি পরশ্লোকে বলিতেছেন।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

অন্বয়ঃ। ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্; তত্র যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)। ২৫

অর্থ। তমোময়ত্বাৎ ধূমাদি গতিঃ; ইহা পূর্ব্বশ্লোকের অগ্নির্জ্যোতির বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক; ইহাদ্বারা আত্মার আবরণ এবং বিষয়ের প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

ধূমঃ রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ="অহঃ শুক্ল" শব্দের বিপরীত অর্থজ্ঞাপক; আত্মভাবের আবরক বিষয় ভাব ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে। ইহা তা ি ক অহংকার;

চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ = ইন্দ্রিয়; শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ে বিষয় বিকাশ হইয়া থাকে। রাত্রিই চন্দ্রের জ্যোতি;

ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্=ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম এবং মন, এই ষণ্মাসে বা ষট্‌চক্রে হংসরূপে বায়ুর অবস্থিতি হইয়া ক্রমে অবতরণ পূর্ব্বক যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা। ইহাই ধূমগতি কৃষ্ণপক্ষ। ইহাকে অপান শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

(অপর মার্গ বা গতি) অজ্ঞানময়, আত্মার আবরণশীল, ক্ষিত্যপ্‌-তেজাদি ষণ্মাসক্রমে বিষয়াভিমুখীন্ (হয়); তাহাতে অবস্থিত যোগী (ইন্দ্রিয়গত অহংকার) ইন্দ্রিয়ার্থ বা সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৫

আভাস। পূর্ব্বশ্লোকে কথিত শুক্লগতি বা ব্রহ্মমার্গ এবং এই শ্লোকের কথিত কৃষ্ণগতি বা বিষয়মার্গ যথাক্রমে দেবযান্ বা পিতৃযান্ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

উত্তরগীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা—

দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডল গোচরা।
দেবযানমিতিজ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী॥ ২ অঃ, ১১ শ্লোক।
ঈড়া চ বামনিশ্বাসসোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥ ২ অঃ, ১২ শ্লোক।

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিনী।
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখম্॥
২অঃ, ১৫ শ্লোক, উত্তরগীতা।

একটি সৎ বা প্রাণ এবং অপরটি অসৎ বা অপান; একটি আত্মার, অপরটি বিষয়ের প্রকাশক্ষেত্র; এই উভয়ের যোগে একাক্ষর ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। ইহাই বিন্দুবিসর্গের যোগ এবং ইহাই "হংস" ও "সোঽহং"এর একত্রীকরণ।

তন্ত্র এই ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোম এবং মন, এই ছয়টিকে ষট্‌চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এবং আজ্ঞা; যে স্থানে বা চক্রে অবস্থিতি হইলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মূলাধার=চতুর্দ্দলপদ্ম; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ এবং দুঃখ ইহার চারিটি দল; ইহা পৃথীতত্ব। ব, শ, ষ, স এই চতুর্ব্বর্ণ (মাতৃকারূপে) অত্র অবস্থিত।

স্বাধিষ্ঠান=ষড়দলপদ্ম; কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টি ইহার দল; ইহা রসতত্ব; ব হইতে ল পর্য্যন্ত ছয়টি মাতৃকাবর্ণ অত্র অবস্থিত।

মণিপুর=দশদলপদ্ম; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই দশ ইন্দ্রিয় ইহার দশটি দল। ইহা তেজতত্ব বা তেজক্ষেত্র এবং সমস্ত রূপের ধারক সর্ব্বক্ষেত্র। ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশটি মাতৃকা বর্ণ অত্র অবস্থিত।

অনাহত=দ্বাদশদল পদ্ম; এখানে নিম্নলিখিত দ্বাদশটি ভাব ইহার দ্বাদশটি দলরূপে বিকাশিত আছে। যথা—সংশয়, নিশ্চয়, আরোপ, ভীতি, অভিমান, অভিমানের আরোপ, অভিমানের লয়, ইচ্ছা বা দ্বেষ, গুণের উৎপত্তি ও লয়, গুণের দোষ দর্শন, গুণের বা দোষের স্থিতি এবং গুণের বা দোষের ক্রমে লয়। ইহাই দ্বাদশ রাশি; আত্মা বা সূর্য্য এই দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করেন। অত্র ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশটি মাতৃকা বর্ণ অবস্থিত।

বিশুদ্ধাখ্য = ষোড়শদলপদ্ম ; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অহং—এই ষোড়শটি ইহার দল। ইহা প্রতিপদাদি ষোড়শ তিথি ; মনরূপ চন্দ্র এই ষোড়শ তিথিতে পরিভ্রমণ করেন এবং যখন যে দলে থাকেন, তখন সেই ভাব প্রাপ্ত হয়েন। অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ মাতৃকাবর্ণ অত্র বিরাজমান।

আজ্ঞা = দ্বিদলপদ্ম ; শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষদ্বয় ইহার দুইটি দল ; ইহা মনস্থান বা হৃদয়। ইহাকে পুরুষ-প্রকৃতি, সংকল্প-বিকল্প, হংস-সোঽহং ইত্যাদি বলিয়া থাকে। অত্র "হ" এবং "ক্ষ" এই দুই বর্ণ বিরাজমান।

এই প্রত্যেক ক্ষেত্রে (চক্রে) ভাবের প্রকাশক একটি একটি শক্তি এবং তাহার ভোক্তা এক একটি ভৈরব (পুরুষ বা অহংকার) অবস্থান করিতেছেন। বাহুল্য হেতু তাহা লিখিত হইল না। সঃ = প্রকৃতি ; হং = জ্ঞান ; যখন প্রকৃতিকে অগ্রে করিয়া প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথে অহংচৈতন্য ("হং" বা পুরুষ) গমন করেন, তখন "হংস" এই পদ সিদ্ধ হয় ; এবং ইহাদ্বারা বিষয় বা জগৎ বিকাশ হয় ; যখন অহংচৈতন্যকে অগ্রে করিয়া "সঃ" বা প্রকৃতি জ্ঞানপথে গমন করেন, তখন "সোঽহং" এই পদ সিদ্ধ হয়, একটির লক্ষ্য আত্মা এবং অপরটির লক্ষ্য বিষয় ; এই "হংস" ও "সোঽহং"এর একত্রীকরণই সর্ব্বময় ও সর্ব্বপ্রকাশক "সহস্রার" বলিয়া কথিত হয়। অত্র অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ প্রকাশ আছে।

সোঽহং বা প্রাণ বা "উত্তরায়ণের" ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ক্রমে ছয়মাস, এবং "হংস" বা অপান বা "দক্ষিণায়নের" উক্তক্রমে ছয় মাস—এই দ্বাদশ মাসে আত্মা পূর্ণ হয়েন।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ। হি শুক্লকৃষ্ণে এতে গতী (মার্গৌ) জগতঃ শাশ্বতে মতে ; একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে। ২৬

অর্থ। আত্মপ্রকাশক জ্ঞানময় শুক্ল এবং আত্মার আবরক অজ্ঞানময় (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে) বিষয় প্রকাশক কৃষ্ণ, এই উভয়বিধ মার্গ জগতের বা দেহের নিত্য পরিচালন করিয়া থাকে। একটি দ্বারা অনাবৃত্তি এবং অপরটি দ্বারা পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। ২৬

আভাস। একটি জ্ঞান এবং অপরটি কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" ৩অঃ, ৩ শ্লোক।
এই উভয়ের একত্রীকরণে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! এতে সৃতী (মোক্ষসংসার-প্রাপকৌ মার্গৌ) জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি; তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব। ২৭

অর্থ হে পার্থ! মোক্ষ এবং সংসারপ্রাপক এই দুই প্রকার গতি অবগত হইতে পারিলে, কোন যোগীই মুগ্ধ হন না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ তখন স্বভাবে অবস্থান করায়, বিষয় সংযোগে আর ভ্রান্তির উৎপত্তি হয় না; সেই হেতু হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও অর্থাৎ আত্মসংযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। ২৭

আভাস। সর্ব্বদা পূর্ণচৈতন্যে বা আত্মায় অবস্থিত হইয়া সংসার-প্রাপক ও বিষয়বিকাশক্ষেত্র কায়মনবাক্যের এবং মোক্ষপ্রাপক ও আত্মপ্রকাশক্ষেত্র মনবুদ্ধিঅহংকারের সামঞ্জস্য বা পূর্ণত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই যোগযুক্ত, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই অমোহিত, অতএব মুক্ত।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম॥ ২৮

অন্বয়ঃ। ইদং বিদিত্বা যোগী বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি; আদ্যং পরং স্থানম্ উপৈতি চ। ২৮

অর্থ। ইহা জানিয়া যোগী বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হন; এবং আদি ও শ্রেষ্ঠস্থান বা পরমপদ প্রাপ্ত হন। ২৮

আভাস। "বেদ" শব্দের অর্থ বিভিন্ন জ্ঞান; "যজ্ঞ" শব্দে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গতকরণ, "তপঃ" বলিতে শরীরতিতিক্ষা অর্থাৎ কায়মনবাক্যে আচরণ পূর্ব্বক ঐ সকল যজ্ঞের পূর্ণত্বকরণ এবং "দান" শব্দে অর্পণদ্বারা কায়মনবাক্যের পূর্ণত্ব সম্পাদন বোদ্ধব্য। "পুণ্যফল" শব্দের অর্থ দুঃখাভাব।

ক্ষর-বিষয়, অক্ষর-ব্রহ্ম এবং এই ক্ষরাক্ষর উভয়ের ধারক পরমব্রহ্ম অক্ষর, আত্মাকে বা "আমি"কে একত্রে জানিলে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে বিভিন্ন জ্ঞানের একত্রীকরণ হয়, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গতকরণরূপ যজ্ঞ হয় ও কায়মনবাক্যের আচরণ সকল ঐ যজ্ঞ সকলের পূর্ণত্ব সম্পাদন করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়েই পূর্ণ হইয়া যায় এবং অর্পণ বিধিপূর্ব্বক (কামক্রোধলোভ বর্জ্জিত) হওয়াতে তাহা কায়মনবাক্যের পূর্ণত্ব সম্পাদন করে; এই কয়টি একত্র হইলে পুণ্যফলপ্রাপ্তি বা দুঃখাভাব হয়, অর্থাৎ আত্মযোগযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ আত্মা হইতে উৎপন্ন অহংকার যদ্যপি বিষয় প্রকাশ করিয়া তাহাতে উপগত না হয়েন, অর্থাৎ পূর্ণত্বে অবস্থান পূর্ব্বক বিষয়সংযোগে অবিকৃত থাকেন, তাহা হইলে ঐ পূর্ণ অহংকার (আগমময় পূর্ণাপ্রকৃতি বা ব্রহ্ম) আত্মযোগযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ কর্ম্মান্তে পুনঃ আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন। ইহাদ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়, বিষয়, ভাব এবং কর্ম্ম সকলেই পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাই অক্ষরব্রহ্মযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগোনাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোনাম।

নবমোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ
১॥

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ১

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। এই অতিগুহ্য বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান, অসূয়াশূন্য তোমাকে বলিব, যাহা জানিয়া অশুভ (দুঃখ) হইতে তুমি মুক্ত হইবে। ১

আভাস। সপ্তম অধ্যায়ের ব্রহ্মবিজ্ঞান যোগ এবং অষ্টম অধ্যায়ের ব্রহ্মজ্ঞান যোগ এই উভয়ের প্রকাশক জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ বা রাজযোগ এই অধ্যায়ে বলা হইতেছে। ইহাকে গুহ্যতম বা অতিগুহ্য বলা হইয়াছে, কারণ, ইহা অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত।

চক্ষুতে রূপজ্ঞান, জিহ্বাতে রসজ্ঞান ইত্যাদি অনুভূতি এক প্রকার অব্যক্ত এবং এই সকল বিভিন্ন জ্ঞানের যাহাতে একত্রীকরণ হয়, সেই শুদ্ধ অহং চৈতন্য বা "আমি" উক্ত অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ (বিষয়) এবং ইহাদের পূর্ণত্ব, এই সকলের অপেক্ষা "আমি" বা আত্মা অব্যক্ত বলিয়া গুহ্যতম বলা হইয়াছে। প্রকৃতির অধীন বা বিষয়ে অবস্থিত কেহই ইহাঁকে জানিতে পারে না।

জ্ঞান বা পরোক্ষজ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিজ্ঞান এতদুভয়ের একত্রীকরণে যে আত্মতৃপ্তি জন্মে এবং সংশয়রাহিত্য আসিয়া থাকে, তাহাই রাজযোগ ; ইহা প্রাপ্ত হইলে অশুভ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ সকল দুঃখের নাশ হয়।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়ঃ। ইদং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুম্ অব্যয়ম্। ২

অর্থ। ইহা সকল বিদ্যা বা ব্যক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গোপনীয় বিষয় বা অব্যক্ত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উত্তম, পবিত্র, প্রত্যক্ষপ্রদ, ধর্ম্মের বা স্থিতির ভাবযুক্ত, সুখময় এবং অপরিবর্ত্তনীয় ও একরূপ। ২

আভাস। ধর্ম্মের বা স্থিতির ভাবকে ধর্ম্ম্য বলে, প্রত্যক্ষতাহেতু সংশয়হীন হইলে পবিত্র হইয়া থাকে এবং আনন্দদায়ক বলিয়া ইহা উত্তম ; অপ্রত্যক্ষতা দুঃখের উৎপত্তি করে এবং প্রত্যক্ষে সুখ হয়, সেই হেতু "সুসুখ" শব্দে ইহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অব্যয় (ন ব্যয়তি বিবিধরূপং যাতি) অর্থাৎ আমি সেই একই "আমি" চিরকালই আছি। রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্য শব্দের দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ অহংকারের বা "আমি"র ব্যক্ত এবং অব্যক্ত অবস্থার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্য শব্দের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ নিম্নে লিখিত হইল।

যত কিছু প্রভবিত হয় বা লয় হয়, সকলই আমি প্রত্যক্ষদ্বারা উপলব্ধি করি ; মনের কল্পনা যখন ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ হয়, তখন জ্ঞান এবং বিজ্ঞান যথাক্রমে সিদ্ধ হয় ; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত কর্ম্ম যখন নিষ্পন্ন হয়, মনই তাহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারে ; এই প্রকারে ইন্দ্রিয়ের লয় ও মনের প্রভব, এবং মনের লয় ও ইন্দ্রিয়ের প্রভব, এই উভয়বিধ প্রকাশ-

অপ্রকাশস্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান, সাত্ত্বিকাদি অহংকাররূপে আমি উপলব্ধি করিয়া থাকি।

উদাহরণ যথা—মনের ভাব লইয়া হাতে চিত্র করি, আবার চিত্র কীদৃশ হইল, মনই বিচার করিয়া নিশ্চয় করে এবং চিত্রকে মনমত পূর্ণ করিয়া তুলে। এই উভয় ভাবে উভয়ের প্রকাশ-অপ্রকাশ হয় এবং ইহার ধারণা এক "আমি"তে বা আত্মাতেই হইয়া থাকে; অতএব মনের এবং ইন্দ্রিয়ের এইরূপে লয় ও প্রকাশ হইতেছে, কিন্তু যাহাতে বা যে "আমি"তে (আত্মাতে) এই সকল ধৃত আছে, তাহা অব্যয় অর্থাৎ সদাই একরূপ।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে। ৩

অর্থ। হে পরন্তপ! এই আত্মধর্ম্মের অশ্রদ্ধাকারী জনগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুযুক্ত সংসারমার্গে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। ৩

আভাস। এক আত্মাই স্থির থাকিয়া প্রভবলয়াদি ব্যক্তাব্যক্তভাব লক্ষ্য করেন; পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ ও লয় মৃত্যুসংসারমার্গ নামে উক্ত।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
কর্ম্মণঃ কার্য্যমেবৈষা জন্মমৃত্যুপরম্পরা॥"

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

যাঁহারা স্থির আত্মায় না থাকিয়া পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়াদির বিকারে অবস্থিত থাকেন, তাঁহারা সংসার প্রাপ্ত হন, নচেৎ আত্মস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাবান্ এবং সুখী হয়েন এবং ধর্ম্মভাব লাভ করেন।

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥" ৬অঃ, ৮ শ্লোক।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ; সর্ব্ব-ভূতানি মৎস্থানি ; অহং তেষু ন চ অবস্থিতঃ। ৪

অর্থ। অব্যক্তমূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃক এই সকল জগৎ বিস্তৃত আছে ; সকল ভূতগণ আমাতে অবস্থিত ; আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। ৪

আভাস। অক্ষররূপে আমি অব্যক্ত (অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্) ; এই অবস্থায় আমাতে (আত্মাতে) কোন ভাব উঠে না, অথচ আমি তখন সকল ভাবের ধারক হইয়া থাকি। ইহাই তুরীয় বা শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া বেদান্তাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

এই জগৎ বা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহ আমার অস্তিত্বেই বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়ার্থসকল ইন্দ্রিয়ের সহিত আমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। সে সকল খণ্ড বলিয়া, পূর্ণ "আমি' (আত্মা) সে সকলকে ধারণ করিয়া থাকেন ; তাহারা কিন্তু খণ্ডত্ব হেতু পূর্ণ "আমি"কে (আত্মাকে) ধারণ বা প্রকাশ করিতে পারে না। ততম্=তন্ ধাতু বিস্তারে। আমার বা আত্মার বিস্তৃতিই যে এই জগৎ, তাহা অত্র দেখাইয়াছেন, সেই হেতু অব্যক্ত (অমূর্ত্ত) হইয়াও মূর্ত্তিযুক্ত হয়েন, এই আভাস দিয়াছেন। এই মূর্ত্তি কিন্তু পূর্ণ ব্যক্ততা, খণ্ড বা অংশবিকাশ নহে, ইহা বুঝিতে হইবে ; যেহেতু খণ্ড বা অংশ উৎপত্তি-বিনাশশীল। পূর্ণভাবে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত একই অর্থের জ্ঞাপক। "সর্ব্ব"শব্দ যোগে ভূতগণের একত্রীকরণ বা সমন্বয় এবং "তেষু" শব্দে তাহাদের পৃথকত্ব দেখাইতেছেন। আমির বা আত্মার খণ্ডভাবে ব্যক্তিত্ব যথা—যখন চক্ষের দ্বারা রূপ দেখি, তখন চক্ষের আমি হইয়া থাকি ; তখন মাত্র রূপবিষয়ে আমি ব্যক্ত হই ; ইহা ইন্দ্রিয়াতীত অখণ্ড, পূর্ণ বা সমগ্র "আমি" নহে, যেহেতু চক্ষুকর্ণজিহ্বাদি ইন্দ্রিয় সকল বা ইন্দ্রিয়াত্মা ও শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল, দর্শন-শ্রবণ-আস্বাদনাদি

ক্রিয়ার সহিত যাহাতে বা যে আমিতে (আত্মাতে) পরিসমাপ্ত হয়, তাহাই আমার বা আত্মার স্বরূপ।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ। ভূতানি ন চ মৎস্থানি; মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য; মম আত্মা ভূতভৃৎ, ভূতভাবনঃ; ন চ ভূতস্থঃ। ৫

অর্থ। ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নহে; আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ; আমার আত্মা ভূতধারক, ভূতগণের উৎপত্তির কারণ, কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে। ৫

আভাস। পূর্ব্বশ্লোকে "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" এবং এই শ্লোকে "ন চ মৎস্থানি ভূতানি" এই দুইটি বিরোধভাবের শব্দ করিয়াছেন। ইহার অর্থ অত্র লিখিত হইতেছে। প্রথমটি দ্বারা "আমি"র বা আত্মার সমগ্রত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব দেখাইয়া দ্বিতীয়টিতে আত্মার নির্লেপত্ব দেখাইতেছেন। "ন চ মৎস্থানি ভূতানি" ইহাদ্বারা অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, নিঃসঙ্গ, নির্লেপ, কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বের অতীত, পুরুষোত্তম এবং তূরীয় "আমি" বা আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন; এই মূলভূত অব্যক্ত পরমাত্মা হইতে ভূতগণের স্রষ্টা, ধারক এবং পালক দ্বিতীয় আত্মারূপ পূর্ণ ও অব্যক্ত অহংকার অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা "ভূতভৃৎ," "ভূতভাবনঃ," "মমাত্মা" এই সকল শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহাই ঐশ্বরিক যোগ। পূর্ব্বে ইহাকে আগমময় পূর্ণা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বর বা আত্মা হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইয়া থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ে, "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া," "তদাত্মানং সৃজাম্যহম্," "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই সকল পদে এই আত্মারই উৎপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে। পরমাত্মা "আমি"র নির্লেপত্ব নিম্নলিখিত শ্লোকে উত্তমরূপ দেখাইয়াছেন—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" ৫ অঃ, ১৪ শ্লোক

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬

অন্বয়ঃ। যথা সর্ব্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যম্ আকাশস্থিতঃ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়। ৬

অর্থ। যেরূপ সর্ব্বত্র গমনশীল মহান্ বায়ু নিত্য আকাশে স্থিত আছে, সেইরূপ সমস্ত ভূতগ্রাম আমাতে অবস্থিতি করিতেছে জানিবে। ৬

আভাস। চতুর্থ শ্লোকে "ময়া ততমিদং সর্ব্বং," "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি শব্দে আত্মার সালম্বত্ব অতএব অনিত্যত্ব এবং পঞ্চম শ্লোকে "ন চ মৎস্থানি ভূতানি," "মমাত্মা ভূতভাবনঃ" ইত্যাদি শব্দে আত্মার নিরালম্বত্ব অতএব শূন্যত্ব বোধের আশঙ্কা করিয়া, উদাহরণ দ্বারা আত্মার আত্যন্তিক সর্ব্বধারকত্ব এবং নির্লেপত্ব দেখাইয়া, তাঁহার পূর্ণত্বের আভাস এই শ্লোকে দিতেছেন।

বায়ু যেমন আকাশে থাকে, কিন্তু আকাশের সহিত মিশ্রিত হয় না বা আকাশ তাহার রোধক হয় না, সেইরূপ ভূতগণ আমাকে অবলম্বন করিয়া আছে বটে, কিন্তু আমার সহিত তাহাদের কোন সঙ্গ নাই, অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তিতে আমি বিকৃত হই না এবং তাহাদের লয়ে আমি ব্যথিত বা লীন হই না। অতএব পরমাত্মা আমি সর্ব্বধারক হইয়াও সদাই নিঃসঙ্গ, নির্লেপ এবং নিষ্ক্রিয়।

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥" ১৩অঃ, ১২ শ্লোক।
"অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥" ১৩অঃ, ১৪ শ্লোক।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥৭

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি; পুনঃ কল্পাদৌ তানি বিসৃজামি। ৭

অর্থ। হে কৌন্তেয়! কল্পনার লয়ে সকল ভূতগণ আমার প্রকৃতিতে লীন হয়, পুনর্ব্বার কল্পনার আদিতে সে সকলকে আমি সৃজন করি। ৭

আভাস। পূর্ণ অহংকার বা আত্মারূপা পূর্ণা প্রকৃতি হইতে বাসনা সকল উৎপন্ন এবং তাহাতেই পুনঃ লয় হয়; এই রূপে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং লয় প্রকৃতিবশে হইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য। নির্লিপ্ত আমি এই প্রভব-লয়াদি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

অন্বয়ঃ। স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠায়) প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশম্ ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। ৮

অর্থ। স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির বশতাপন্নতা হেতু (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়মিত অতএব) অবশ এই ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৮

আভাস। পরমাত্মা "আমি" হইতে আত্মার অর্থাৎ প্রকৃতির বা পূর্ণ অহংকারের উৎপত্তি দেখাইতেছেন, যথা—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" ৪ অঃ, ৬ শ্লোক।

এবং সেই প্রকৃতি হইতে ভূতগণের বা বাসনার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও লয় দেখাইতেছেন।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥" ১৩অঃ, ২১ শ্লোক।

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥" ৮ অঃ, ১৯ শ্লোক।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৯

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্মে (ভূতের উৎপত্তি এবং লয়ে "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ") অনাসক্ত উদাসীনবৎ (নির্লিপ্ত ভাবে) অবস্থিত আমাকে, সেই সকল কর্ম্ম বদ্ধ করিতে পারে না। ৯

আভাস। পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, আকাশবৎ আমি নিঃসঙ্গ, নির্লেপ এবং অবিকৃত অর্থাৎ সদাই একরূপ। লয়-প্রভবাদি পরিবর্ত্তন আকাশবৎ "আমি"তেই হইতেছে, কিন্তু আকাশবৎ "আমি" নির্লিপ্তভাবে সদাই একরূপে প্রকাশ আছি।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

অন্বয়ঃ। ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সচরাচরং সূয়তে (জনয়তি); হে কৌন্তেয়! অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ জায়তে)। ১০

অর্থ। আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে; হে কৌন্তেয়! প্রকৃতিই জগতের হেতু বলিয়া এই জগতের বারংবার উৎপত্তি ও লয় হয়। ১০

আভাস। অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্ অধিকৃত্য যস্তিষ্ঠতি স অধ্যক্ষঃ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক "আমি" দর্শনাদি করিয়া থাকি বলিয়া "আমি" বা আত্মা অধ্যক্ষ, ইহা বলিতেছেন। বস্তুতঃ পূর্ণ-আমি সাক্ষীস্বরূপ আছি মাত্র, কিন্তু পূর্ব্বলিখিত আকাশের ন্যায় নির্গুণ ও নির্লেপ।

আমার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রকৃতিতেই গুণ উঠে, প্রকৃতিতেই গুণ অবস্থান করে এবং প্রকৃতিতেই গুণের লয় হয়। এই সকলই আমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই গুণকর্ম্মের প্রকাশই ভূতগণের বা জগতের উৎপত্তি; এবং ইহার বারংবার বিনাশ ও উৎপত্তি বা লয় এবং প্রভব জগতের বিপরিবর্ত্তন।

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।" ৮অঃ, ১৯ শ্লোক।
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। ১৩ অঃ, ২০ শ্লোক।

ইহাদ্বারা প্রকৃতিই যে এই সকলের কারণ, তাহা বুঝা যাইবে।—

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিতেছেন:—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপা'ন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈবপ্রকৃতিংমোহিনীংশ্রিতাঃ॥১২

অন্বয়ঃ। মোহিনীং রাক্ষসীম্ আসুরীং চ এব প্রকৃতিং শ্রিতাঃ মোঘাশাঃ, মোঘকর্ম্মাণঃ, মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ মূঢ়াঃ ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মাং মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্ অবজানন্তি। ১১-১২

অর্থ। বুদ্ধিভ্রংশকরী, কামক্রোধলোভযুক্তা তামসী রাক্ষসী এবং দম্ভদর্প অভিমানক্রোধপরুষতাযুক্তা রাজসী আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অনিশ্চিত আশাযুক্ত, অনিশ্চিৎ কর্ম্মফলযুক্ত, বৃথাজ্ঞানযুক্ত ও অপরিমেয় চিন্তাশীল মোহিত ব্যক্তিগণ ভূতগণের কারণ যে পূর্ণ অহংকার বা ঈশ্বর, তাঁহারও কারণস্বরূপ যে পরমাত্মা "আমি," সেই আমার পরমভাব বা স্বরূপ না জানিয়া, মানুষী অর্থাৎ ভাবময় দেহকে আশ্রয় করিয়া আছি, ইহা নিশ্চয় পূর্ব্বক আমাকে অযথা জানিয়া থাকে; অর্থাৎ মোহবশতঃ খণ্ডে পূর্ণত্বের আরোপ করে। ১১-১২

আভাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মা এবং তাঁহার বিস্তৃতি দেখাইয়া, এই শ্লোকে সেই সকল বিস্তৃতির অংশে অবস্থিত জীবরূপী ক্ষুদ্র অহংকার কিরূপে মোহিত হইয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন।

মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্=স্পর্শরূপরসগন্ধ এই চারিটি মনুর (চত্বারো মনবস্তথা ১০ অঃ, ৬ শ্লোক) সংযোগে ইন্দ্রিয়ে যে ভাব বা অহংকার উৎপন্ন হয়, তাহা "মানুষী তনু" শব্দে বোদ্ধব্য। যখন রজোগুণাক্রান্ত হইয়া অনুরাগবশে কামক্রোধলোভাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া বিষয়ে অহংকার বদ্ধ হয় এবং তাহাতে দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি মোহ উৎপন্ন করে, তখন তামসিক শ্রদ্ধাহেতু ঐ ইন্দ্রিয়ে বা বিষয়ে আমার বা আত্মার আরোপ পূর্ব্বক্ আমার বা আত্মার পরমভাব (তুরীয় পুরুষোত্তম আত্মাকে) বিস্মৃত হইয়া যায় এবং বৃথা আশা, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা জ্ঞান এবং অপরিমেয় চিন্তাসমন্বিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

বিষয়ে অনুরাগহেতু তৃষ্ণা এবং কাম উৎপন্ন হইয়া চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের পূর্ণস্বরূপ আমাকে পৃথক্ করিয়া বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ করে এবং তন্নিবন্ধন সকল কর্ম্ম ও সকল জ্ঞান বৃথা হইয়া থাকে।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭ অঃ, ২৪ শ্লোক।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ মহাত্মানস্তু ভূতাদিম্ অব্যয়ং মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি। ১৩

অর্থ। হে পার্থ! দৈবী অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুনতা, দয়া, ক্ষমা,

শৌচ, অদ্রোহ, নাভিমানিতা, অচাপল্য, অলোলুপত্ব ইত্যাদি প্রকৃতিযুক্ত হইয়া, আত্মাব্যতীত অন্য বিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন না করিয়া, মহাত্মাগণ ভূতগণের আদি অর্থাৎ কারণস্বরূপ অপরিবর্ত্তনশীল (শুদ্ধ সত্ব) আমাকে জানিয়া (আমাকেই) প্রাপ্ত হন। ১৩

আভাস। ১৬ অধ্যায়ে. ৬ শ্লোকে "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ" বলিয়াছেন; এই শরীরে দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার সম্পদ অবস্থিত থাকিয়া ভূতসৃষ্টির প্রচলন করিতেছে। পূর্ব্বে ১২ শ্লোকে আসুর সম্পদ দেখাইয়া, এই ১৩ শ্লোকে তাহার দৈবী বিভাগ দেখাইতেছেন।

পৃথকত্বহেতু যে অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তন্নিবন্ধন আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত হইলে, আত্মাকে অপ্রাপ্ত হইয়া জীব বা ইন্দ্রিয়াবস্থিত অহংকার পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান হয় এবং দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং চৈতন্যে অবস্থিত হইলে, একত্ব হেতু দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে বা আত্মাকে লাভ করে ও শান্তি প্রাপ্ত হয়।

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥" ৬ অঃ, ৩১ শ্লোক।

দৈবী এবং আসুর সম্পদের লক্ষণ ১৬ অঃ, ১।২।৩।৪ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

অন্বয়ঃ। মাং সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ চ দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তঃ, নমস্যন্তঃ চ, ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ মাম্ উপাসতে। ১৪

অর্থ। আমাকে সর্ব্বদা (আপ্তবাক্যের দ্বারা) কীর্ত্তনশীল, এবং একনিষ্ঠ (মনের দ্বারা) যত্নশীল বা সংযমপরায়ণ, (কায় দ্বারা) প্রণিপাতকারিগণ ভক্তিদ্বারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করেন। ১৪

আভাস। উপ সমীপে আসনং যৎ তৎ উপাসনম্। উপাসনা বলিতে সমীপস্থ হওয়া বুঝায়। কীর্ত্তন বাক্যদ্বারা হয়, একনিষ্ঠত্ব এবং সংযম মনেরই হইয়া থাকে এবং নমস্কার বা প্রণিপাত কায়ে হইয়া থাকে, যেহেতু কায়ের বা ইন্দ্রিয়ের আচরণ দ্বারা মনের অর্থাৎ অন্তঃকরণের প্রকৃষ্টরূপ পতন বা নিশ্চয়ত্ব প্রাপ্তি হয়। ৪র্থ অঃ, ৩৫ শ্লোকে "প্রণিপাত" শব্দ দ্রষ্টব্য। কায়মনবাক্যাত্মক প্রকৃতির একত্রীকরণে "ভক্তি" হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা অন্তর্বৃত্তি (মনবুদ্ধিঅহংকার) আত্মাতে সংলগ্ন হইলে "নিত্যযুক্ত" হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব শ্লোকে লিখিত দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া আত্মা লক্ষ্য হইলে কায়মনবাক্য একত্র হইয়া যায় অর্থাৎ বাক্য বা ভাবসকলই আত্মপথ প্রাপ্ত হয়, মন আত্মানুখীন্ হয় এবং কায় বা ইন্দ্রিয়গণ যত কিছু আচরণ বা কর্ম্ম করে, সকলই আত্মার তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে।

এই কায়মনবাক্যের একত্রীকরণে মনবুদ্ধিঅহংকার সমতা প্রাপ্ত হইয়া আমার উপাসনা করে অর্থাৎ আত্মার সমীপস্থ হয়।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" ১০ অঃ, ৯ শ্লোক।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫

অন্বয়ঃ। অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে; একত্বেন, পৃথক্ত্বেন, বহুধা বিশ্বতোমুখং (মাম্ উপাসতে)। ১৫

অর্থ। অন্যে অর্থাৎ তৎপরে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া আমাকে উপাসনা করে; একত্বের দ্বারা, পৃথকত্বের দ্বারা এবং বহুধা বিশ্বতোমুখ যে আমি, সেই আমাকে উপাসনা করে অর্থাৎ আমার সমীপস্থ হয়। ১৫

আভাস। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিতপ্রকারে কায়মনবাক্যের একত্রীকরণ হইলে, তাহাতে অবস্থিত মনবুদ্ধিঅহংকার বা অন্তঃকরণ তৎপরে জ্ঞানময়

বা প্রকাশময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয়। কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (বহির্বৃত্তি) এবং মন (অন্তঃকরণবৃত্তি) একত্রে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়, ইহাই বোদ্ধব্য।

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে একত্বে অর্থাৎ কায়ে, পৃথকত্বে অর্থাৎ মনে এবং বহুধা অর্থাৎ বাক্যে যত কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই বিশ্বের বা চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুখ বা আদিকারণস্বরূপ যে "আমি" বা আত্মা, তাঁহাতে অবস্থান করে।

কায়ে বা ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষ হইয়া একবস্তুই নিশ্চয় হয় বলিয়া সংশয়ের অবসান হয়, সুতরাং একত্ব শব্দে ইন্দ্রিয় বা কায় বুঝিতে হইবে। মন সংকল্পবিকল্প ও রাগদ্বেষের উৎপত্তি করে বলিয়া পৃথকত্বের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং পৃথকত্ব শব্দে মনকে বুঝিতে হইবে। বাক্যে বহুভাবের প্রকাশ হয় বলিয়া বহুধা শব্দে বাক্যকেই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান যজ্ঞেন = আত্মা (আত্মস্থিতি) দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত বা প্রকাশময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণভেদে জ্ঞান ত্রিবিধ; যখন যে জ্ঞানে আত্মা অবস্থিত হয়েন, তখন সেই সত্ত্বানুরূপ জ্ঞানই তাঁহাতে প্রকাশ হয় এবং তাহাতেই তাঁহার আত্মযোগ বা শ্রদ্ধা হইয়া থাকে।

৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, জিজ্ঞাসু, আর্ত্ত এবং অর্থার্থী (কায়, মন এবং বাক্য) এই তিনজন এবং তাহাদের অতীত চেতন আত্মা (জ্ঞানী) এই চারিজন আমাকে বা আত্মাকে উপাসনা করে, তাহাই এই শ্লোকের সমানার্থজ্ঞাপক।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭ অঃ, ১৬ শ্লোক।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ। অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহম্ স্বধা, অহম্ ঔষধম্; অহং মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ, অহং হুতম্। ১৬

অর্থ। আমি কায়, আমি মন, আমি বাক্য, আমি কায়মন-বাক্যের বিষয়; আমি মন, আমি বুদ্ধি, আমি অহংকার, আমি এই সকলের সমতারূপ ক্রিয়াতে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ এই সকলের সমতা হইলে "আমি" প্রকাশ হইয়া থাকি। ১৬

আভাস। ক্রতুঃ অর্থাৎ কায় বা ইন্দ্রিয়; ইহাদ্বারা সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। যজ্ঞঃ অর্থাৎ বৈষয়িক মন (সংকল্প মাত্র); স্বধা অর্থাৎ ত্যাগের মন্ত্র, ইহা বাক্যস্বরূপ; ঔষধ অর্থাৎ ওষধিপ্রভব অন্ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়; মন্ত্রঃ অর্থাৎ (মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ); বৈষয়িকমন আত্মগত হইলে মন্ত্র হইয়া থাকে। আজ্যম্ অর্থাৎ হবি বা বুদ্ধি। অগ্নিঃ অর্থাৎ অহংকার বা শব্দ। হুতম্ অর্থাৎ যাহাতে প্রক্ষেপ ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমতা হইলে যাহা প্রকাশ হয় তাহা অর্থাৎ আত্মা। আত্মা প্রকাশ হইলে ইহারা সকলেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪র্থ অঃ, ২৪-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥ ১৭

অন্বয়ঃ। অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং, পবিত্রং ওঙ্কারঃ, ঋক্‌সামযজুঃ এব চ। ১৭

অর্থ। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধারণকর্ত্তা, পিতামহ, জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র ওঙ্কার, ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদ। ১৭

আভাস। পিতা=জন্মদাতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, অহংকারস্বরূপ। অহংরূপ বীজ শব্দে প্রবেশ করিয়া সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে। "অহং বীজপ্রদ পিতা"। ১৪ অঃ, ৪ শ্লোক।

মাতা=পরিমাপক। ইহা আধারস্বরূপ শব্দকে বুঝাইতেছে; এই শব্দে অহং বীজ প্রদত্ত হইলে সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহাকে মহৎব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্॥" ১৪ অঃ, ৩ শ্লোক।

ধাতা = ধারক ; কূটস্থ আমি এই রাগদ্বেষাদি সমন্বিত জগৎকে ধারণ করিয়া আছি। "সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্"। ৮ অঃ, ৯ শ্লোক।

পিতামহ = পিতার পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ অর্থাৎ সকলের পিতা বা জনকরূপ অহংকার যাহাতে লয় হয় এবং যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই অক্ষর পুরুষ এই শব্দে বোদ্ধব্য।

বেদ্যং = জ্ঞেয় বস্তু ; "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো॥" ১৫ অঃ, ১৫ শ্লোক।

পবিত্রম্ = প্রত্যক্ষতা হেতু সংশয়হীন ; ওঙ্কার = একাক্ষর ব্রহ্ম। হংস এবং সোঽহং এই উভয়েরই অহংকার আছে ; এই উভয়ের লয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থাই ওঙ্কার বা অক্ষর ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক মনবুদ্ধিঅহংকারস্বরূপ।

ঋক্সামযজুঃ = "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥" ২ অঃ, ৪৫ শ্লোক। সত্ত্বরজস্তম এই গুণবিভাগত্রয় আমাতে অবস্থিত। এই বিভাগই প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; যথা—জিহ্বাতে রসসংযোগ হইলে যে রসজ্ঞান হয়, তাহা প্রকাশময় ভাব অর্থাৎ সাত্ত্বিক বা ঋক্, সংযোগের যে প্রবৃত্তি, তাহা রাজসিক বা সাম এবং ঐ রসবিষয়ে স্থিতি বা বদ্ধতাই মোহ অর্থাৎ তামসিক বা যজু বলিয়া উক্ত হয়।

অহংকার যখন যে ভাবে থাকেন, তখন তাহাতেই সত্ত্বানুরূপ শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই আত্মযোগ বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া এই সকলই "আমি" এই প্রকার বলিয়াছেন।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ। (অহং) গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী, নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানম্ অব্যয়ং বীজম্। ১৮

অর্থ। আমি গতি অর্থাৎ গমনশীলতা, ভর্ত্তা অর্থাৎ ভরণপোষণ-কারী, প্রভু অর্থাৎ প্রভবকারী, সাক্ষী অর্থাৎ দ্বন্দ্বের দ্রষ্টা, নিবাস অর্থাৎ ভূতনিবাস, শরণ অর্থাৎ আশ্রয়, সুহৃৎ অর্থাৎ বন্ধু, প্রভব, প্রলয়, স্থান অর্থাৎ ভূতের উৎপত্তি-লয় স্থান, নিধান অর্থাৎ আদি কারণ এবং অপরিবর্ত্তনীয় বীজস্বরূপ। ১৮

আভাস। আত্মাই ক্রিয়ামাত্রের স্বরূপ, আত্মাই পোষণকর্ত্তা, আত্মার অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব, আত্মাই শুভাশুভ দ্বন্দ্বের দ্রষ্টা, আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া সব আছে, আত্মাই সুহৃৎ, আত্মা হইতে সকল উৎপন্ন এবং আত্মাতেই সকল লয় হয়, আত্মাই সর্ব্বকারণের কারণ এবং সদা (সর্ব্বকালে) একরূপ। এই অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা বা "আমি" বীজরূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন। ১৯

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! অহং তপামি, অহং বর্ষম্ উৎসৃজামি চ নিগৃহ্ণামি, (অহং) অমৃতং মৃত্যুঃ চ, অহং সৎ চ অসৎ এব চ। ১৯

অর্থ। হে অর্জ্জুন! আমাতে বা আত্মাতে কায়মনবাক্য সমতা প্রাপ্ত হয়, উত্তরায়ণের ষণ্মাস এবং দক্ষিণায়নের ষণ্মাস এই উভয়ে আকর্ষণ-বিকর্ষণরূপে দ্বাদশমাসে আমি পূর্ণ আছি, অমৃত এবং মৃত্যু উভয়ের আমিই ধারক, সৎ এবং অসৎ আমাতেই ধৃত আছে। ১৯

আভাস। বর্ষ-শব্দে বিষয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বুঝাইতেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রাণাপান, ইষ্টানিষ্ট, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন, শুক্লকৃষ্ণ, অনাবৃত্তি-আবৃত্তি, অমৃতত্ব এবং মৃত্যু, আত্মপথ এবং বিষয়-পথ (সদসৎ), এই সকল দ্বন্দ্বের ধারক "আমি" বা আত্মা ইহা সিদ্ধান্ত। এই সকলই আমাতে অবস্থিত। ৮ অঃ, ২৪-২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

অন্বয়ঃ। (এবম্বিধং) মাং যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা ত্রৈবিদ্যাঃ সোমপাঃ পূতপাপাঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে; তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। ২০

অর্থ। ত্রৈবিদ্যাঃ = আর্ত্তজিজ্ঞাসুরর্থার্থীমনোবুদ্ধ্যহংকারাঃ। বিষয়-লালসায় ইন্দ্রিয়ে কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী অসংযত মনবুদ্ধিঅহংকার অত্র বোদ্ধব্য; ইহারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের কামনায় বাচিক অহংকারের বিষয়ীভূত দেবতাদিগের যজন করিয়া স্বর্গ অর্থাৎ সুখাদিলাভ আশা করে। সোমপাঃ = সোমং সোমরসং পিবন্তি ইতি সোমপাঃ; বিষয়গ্রাহিনঃ ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ইত্যর্থঃ; বিষয়সেবীগণ।

পূতপাপাঃ = বিগতসংশয়াঃ; বিষয়ে একাগ্রতাহেতু তাহাতে তৎকালিন খণ্ডভাবে অবস্থানকারীগণ; যে কালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে, সেই কাল পর্য্যন্তই ইষ্টজ্ঞান হয়, অবশিষ্ট সময় জগৎ মোহে ঘুরিয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ণতে অধিকার হয় নাই, অথচ ক্ষণকালের জন্য খণ্ডভাবে সতে অবস্থিতদিগকে ইহাদ্বারা বুঝাইতেছে।

স্বর্গতিং = সুখং গতিং; সেই মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থানহেতু উত্তম সুখ সকল, যাহা তৎকালীন ভোগ করিয়া থাকে, তাহাই এই শব্দে বোদ্ধব্য।

এই প্রকার আমাকে বা আত্মাকে বাক্যের সঙ্গতকরণ দ্বারা অর্থাৎ ইনি সর্ব্বময় ঈশ্বর, এই জ্ঞানে মনবুদ্ধিঅহংকারের সেবা করিয়া ঈশ্বররূপ বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক বিগত-সংশয় হইয়া সুখ কামনা করে। তাহারা পুণ্য দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ঐ প্রকার মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় দিব্য দেবভোগ লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তৎকালীন

খণ্ডসুখ সকল অনুভব করে। অল্পবুদ্ধিদিগের ইহাই অল্প বা খণ্ডভাবের সাধনা। ২০

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" ৭অঃ, ২৩ শ্লোক।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

অন্বয়ঃ। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি; এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে। ২১

অর্থ। তাহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে; এবম্বিধ ত্রয়ীধর্ম্ম প্রাপ্ত (মনবুদ্ধিঅহংকারের ধর্ম্ম বলিয়া ইহাকে ত্রয়ীধর্ম্ম বলা হইতেছে) ভোগকামীগণ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। ২১

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করায় বহুবচনান্ত "তে" শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আত্মাকে মনের বিষয় করিয়া সাধন করিলে, তাহাতে কাম আছে এবং যতক্ষণ ঐ প্রকার বিষয়ে থাকা যায়, ততক্ষণ শান্তি আসে; কিন্তু ঐ বিষয় ছাড়িয়া গেলেই যে জগৎ সেই জগৎ। বিষয়ের এই প্রকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ হেতু যাতায়াত বা জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। এই প্রকার স্থিতি ক্ষণিক এবং অল্পফলদায়ক।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২

অন্বয়ঃ। অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ মাং পর্য্যুপাসতে নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমম্ অহং বহামি। ২২

অর্থ। একবুদ্ধি হইয়া চিন্তা করতঃ যে জনগণ (মনবুদ্ধিঅহংকার) আমাকে উপাসনা করে, অর্থাৎ আমার বা আত্মার সমীপস্থ হয়, আমাতে বা আত্মাতে সর্ব্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত, তাহাদের যোগমঙ্গল আমি বহন বা ধারণ করিয়া থাকি। ২২

আভাস। জ্ঞানী সর্ব্বকালেই অখণ্ড সুখ ভোগ করেন। কায়মন-বাক্যের একত্রীকরণে মনবুদ্ধিঅহংকার জ্ঞানী হইয়া যখন আত্মসংলগ্ন হয়েন, তখন আত্মার সহিত তাঁহাদের অভেদত্ব সম্পাদিত হয়; তখন তাঁহাদিগকে নিত্যযুক্ত বলা হয়; এই অবস্থায় শারীরকর্ম্মসকল প্রকৃতি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি আমাতে অবস্থিত এবং আমারই বিস্তৃতি বলিয়া প্রকৃতিরূপে আমিই ঐ সকল বহন করি, ইহা বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় আমার প্রকৃতি এবং সাধকের প্রকৃতি এক হইয়া যায়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" ৪ অঃ, ১১ শ্লোক।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ভক্তাঃ যে অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে, তে অপি মামেব অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তি। ২৩

অর্থ। হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধান্বিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া যাহারা অন্যদেবতাদিগকে উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করে। ২৩

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার দেবতা বলিয়া কথিত। ইহাদের বিষয়কে অন্যদেবতা বলে। আত্মা ভিন্ন প্রতিমাদি সকলই আত্মার বিষয়; যখন প্রতিমাদিতে বা শব্দস্পর্শরূপরসাদি কোন বিষয়ে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক তাহাতে আত্মার (পূর্ণ আমির) আরোপ করতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া থাকেন, তখন তাহার দ্বারা আত্মযোগপ্রাপ্তি (তন্ময়ত্ব) হয় বটে, কিন্তু সেই সকলে কাম বা আসক্তি থাকে বলিয়া তাহা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন।

অপ্রাপ্তির প্রাপকের নাম বিধি অর্থাৎ অভাব হইলে তাহার যে পূরণ, তাহাই বিধি; এতদতিরিক্ত প্রতিগ্রহ বা অবলম্বনকে কাম বলে। অতএব আত্মার যখন বিষয়ে আরোপ হয় অর্থাৎ যখন আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে রাখিয়া মনবুদ্ধিঅহংকার তাহার সমীপস্থ হয়, তখন তাহাতে তন্ময়ত্ব হেতু তদ্দারা আত্মযোগ প্রাপ্তি হইলেও মুলে আসক্তি বা কাম থাকাতে অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, ইহা বলা হইয়াছে।

কামহেতু গুণত্রয়ের সংমিশ্রণে (সত্বপূর্ণ রজ, রজপূর্ণ সত্ব, তমপূর্ণ রজ, রজোপূর্ণ তম ইত্যাদির প্রাপ্তিতে) অন্যদেবতা বা বিষয় এবং গুণের সমতায় বা নিস্ত্রৈগুণ্যে আত্মদেবতা বা "আমি" প্রকাশ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্তটি অবিধি এবং শেষোক্তটি বিধি বলিয়া বোদ্ধব্য।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥" ৭অঃ, ২০ শ্লোক।

অন্যদেবতা ভজনা সম্বন্ধে তন্ত্র বলিতেছেন—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ॥ ইতি তন্ত্রম্।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪

অন্বয়ঃ। হি অহম্ এব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুঃ চ; তে তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে)। ২৪

অর্থ। যেহেতু আমিই সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; তাহারা কিন্তু আমাকে তত্ত্বের দ্বারা জানিতে পারে না, এই জন্য সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে। ২৪

আভাস। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে যত যজ্ঞ হয়, সে সকলেরই ভোক্তা আমি, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে রূপাদি দর্শন করিয়া তৃপ্তি আমারই হইয়া থাকে। ক্ষরাক্ষর সকলই আমাতে বা আত্মাতে অবস্থিত; আমি সে সকলের প্রভু অর্থাৎ আমি হইতেই তাহারা প্রভবিত হইতেছে অর্থাৎ

আমার অস্তিত্বেই তাহাদিগের বিদ্যমানতা। এই তত্ত্ব, বিষয়ে বা অংশে অবস্থিত হইলে জানা যায় না; কেবল পূর্ণ "আমি"তে অবস্থিত হইলেই জানা যায়; নচেৎ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ বিষয়ে যাতায়াত হইয়া থাকে।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌॥ ২৫

অন্বয়ঃ। দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি; পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি; ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি; মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি। ২৫

অর্থ। দেবতানিষ্ঠগণ দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পিতৃনিষ্ঠগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; ভূতনিষ্ঠগণ ভূতসকলকে প্রাপ্ত হন; আমাতে নিষ্ঠাবান্ বা আত্মনিষ্ঠগণ আমাকে প্রাপ্ত হন। ২৫

আভাস। যখন যাহাতে শ্রদ্ধা হয়, তখন তদ্রূপই সিদ্ধি হইয়া থাকে। কখনও প্রকাশময়, কখনও প্রবৃত্তিময় এবং কখনও মোহিতাবস্থা মনবুদ্ধিঅহংকারের হইয়া থাকে। যখন এই সকল খণ্ডত্ব প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহারা এই সকলের ধারকস্বরূপে অর্থাৎ পূর্ণত্বে অবস্থান করেন, তখন পূর্ণ "আমি"কে বা আত্মাকেই প্রাপ্ত হন।

আমি বিষয় নহি, বিষয়দ্বার বা ক্রিয়াক্ষেত্র ইন্দ্রিয়ও নহি এবং জ্ঞানও নহি; এই তিনটিকে লইয়া সমষ্টিভাবে "আমি" বিরাজমান। যে আমাকে আশ্রয় করিবে, সে এই তিনটিকেই পাইবে, কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া ইহাদের কোন একটিকে যে আশ্রয় করিবে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। পৃথকত্বে বিষয়ের এবং সমষ্টিতে "আমির" (আত্মার) উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ। যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যা উপহৃতং তৎ অশ্নামি (গৃহ্নামি)। ২৬

অর্থ। যিনি আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত (তাঁহার) ভক্তি দ্বারা সমর্পিত সেই সকল গ্রহণ করিয়া থাকি। ২৬

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার বা অন্তরাত্মা সংযত হইলে তাহাতে উৎপন্ন বিষয়গুলিও আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।

পত্র অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র; পত্র যেমন বৃক্ষের শাখাগুলিকে আবরণ করে, তদ্রূপ এই দেহরূপ মহাবৃক্ষের ইন্দ্রিয়রূপ শাখাগুলিকে পত্ররূপে শব্দস্পর্শরূপরসাদি মন-গ্রাহ্য-বিষয়সকল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। ১৫ অধ্যায়, ১ শ্লোকে "ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

পুষ্প—ইহা বুদ্ধির বিষয়; বিষয় সকল বুদ্ধির দ্বারাই পুষ্পিত বা সুন্দরীকৃত হয়। এই বিষয় আত্মার প্রীতির জন্য অর্পিত হইলে বুদ্ধি তন্ময় হয় এবং বিষয় পূর্ণ হয়। এই বুদ্ধি বা পুষ্পকে তন্ত্র "ধর্ম্মাধর্ম্ম" বলিয়া গিয়াছেন, নিম্নে দ্রষ্টব্য।

"অর্চ্চয়ন বিষয়ৈঃ পুষ্পৈস্তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ।
ত্যাসন্তন্ময়তা বুদ্ধিঃ সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ॥
তন্ময়েতি তদেকত্বজ্ঞানম্ সোঽহমিতি॥" ইতি তন্ত্রম্।

তন্ত্র দশোপচার এবং পঞ্চোপচারের পুষ্প সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা—

"অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অনিন্দা ক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চকম্॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবৈরর্চ্চয়েৎ ভাবগোচরাম্॥" ইতি তন্ত্রম্।
ভাবগোচরাং পূর্ণাপ্রকৃতিমিত্যর্থঃ।

ফল=সুখদুঃখরূপ ফল; ইহা অহংকারের বিষয়। এই ফল অহংকারই ভোগ করিয়া থাকেন।

"মহাভূত বিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়॥" ইতি তন্ত্রম্।

তোয়=জল; ইহা মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই তিনেরই ধারক অন্তরাত্মা। ইহাই রসস্বরূপ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ পঞ্চতন্মাত্রা (পত্র),

ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুষ্প এবং সুখদুঃখরূপ ফল, এই তিনটির কারণ জল অর্থাৎ রস; এই রস বা অনুরাগ না থাকিলে ইহারা কেহই প্রকাশ পায় না। "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ৭ অঃ, ৮ শ্লোক। শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ আত্মা"। তন্ত্র বলিতেছেন—

'ইড়াসুষুম্নে শিবতীর্থকে দ্বে জ্ঞানাম্বুপূর্ণে বহতঃ শরীরে।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ কিং তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্ব্বা॥"
"স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়স্থিতে।
বিন্দুতীর্থেঽথবা স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

এই মানসিক উপকরণগুলি যখন আত্মাতে অর্পিত হয়, তখন সকলেই আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এই সকল আমি (আত্মা) গ্রহণ করিয়া থাকি বলা হইয়াছে; ইহাই আত্মপূজা ও আত্মপুষ্টি, ইহাই আত্মতুষ্টি এবং ইহাই শান্তি।

এই প্রকারে সূক্ষ্ম অন্তর্বৃত্তি সকলের ধারণাপূর্ব্বক আত্মসমীপস্থ হইতে অসমর্থ হইলে, এই শ্লোকের অর্থাৎ পত্রপুষ্পাদির স্থূল অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন।

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥"
"অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥" ১২ অঃ, ৯-১০ শ্লোক।

তবে এই সাধনা উত্তম সাধনা নহে বলিয়া এবং সংস্পর্শজ (বাহ্যস্পর্শ) দোষযুক্ত হেতু স্থূলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা॥ ইতি তন্ত্রম্।

এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্মভাবের তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েই পূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

অন্বয়ঃ। যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, হে কৌন্তেয়! তৎ মদর্পণং কুরুষ। ২৭

অর্থ। যাহা কিছু করিতেছ, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু ত্যাগ কর, যাহা কিছু দান বা অর্পণ কর, যাহা কিছু তপস্যা বা শরীর-তিতিক্ষা কর, হে কৌন্তেয়! সেই সকল আমাতে (আত্মাতে) অর্পণ কর। ২৭

আভাস। পূর্ব্বশ্লোকে মানসিক অর্থাৎ অন্তরাত্মার বৃত্তিগুলির এবং এই শ্লোকে কায়িক অর্থাৎ বহির্বৃত্তিগুলির আত্মাতে অর্পণ দেখাইতেছেন। অত্র কায়িক, বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ ভোজন, ত্রিবিধ ত্যাগ, ত্রিবিধ দান এবং ত্রিবিধ তপস্যা আত্মাতে অর্পণ করিতে বলিতেছেন; অর্থাৎ এই সকলের দ্বারা আত্মার যাহাতে পুষ্টি বা তৃপ্তি হয়, সেই উপদেশ করিতেছেন।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

অন্বয়ঃ। এবং কর্ম্মবন্ধনৈঃ শুভাশুভফলৈঃ মোক্ষ্যসে; সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ (সন্) মাম্ উপৈষ্যসি। ২৮

অর্থ। এই প্রকার করিলে কর্ম্মবন্ধনরূপ শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম্মফল এবং কর্ম্ম সকল আত্মাতে সংন্যস্ত এবং আত্মাতে যুক্ত হইলে সুখদুঃখের অতীত হইয়া আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। ২৮

আভাস। মন সংযত হইয়া আত্মসংলগ্ন হইলে শুভাশুভ ফলের সন্ন্যাস হয় এবং ইন্দ্রিয় সংযত হইয়া আত্মসংলগ্ন হইলে ইন্দ্রিয়কর্ম্মসকল আত্মাতে যুক্ত হয়। তখন আর ফলাসক্তি বা কর্ম্মাসক্তি কিছুই থাকে না এবং মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ে আত্মাতেই সঙ্গত হয়।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯

অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ, মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ চ ন অস্তি; যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি অহম্ অপি চ তেষু (বর্ত্তে ইত্যর্থঃ)। ২৯

অর্থ। আমি সর্ব্বভূতেই সমানভাবে বিরাজিত, অতএব আমার শত্রু বা মিত্র নাই; যাঁহারা কিন্তু আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমি সে সকলে অবস্থান করি। ২৯

আভাস। ৬ অঃ, ৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

"আমি"র পূর্ণত্ব হেতু অংশে এবং পূর্ণে সর্ব্বত্রই "আমি" বিকাশ থাকি; পূর্ণে প্রিয়াপ্রিয় বিভাগ নাই। প্রকৃতির একত্রীকরণই ভক্তি; এই ভক্তি হইলে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন এবং তখন ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি সকলই পূর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় আমি বা আত্মা পূর্ণ, ইন্দ্রিয়ও পূর্ণ এবং বিষয়ও পূর্ণ; সুতরাং এই অভেদত্ব হেতু "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে। উত্তর গীতাতে বলিয়াছেন।—

"যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিচ্ছেদো ভবেত্তদ্বৎ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥"

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০

অন্বয়ঃ। সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্ মাং ভজতে সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ সঃ হি সম্যক্ ব্যবসিতঃ। ৩০

অর্থ। সুদুরাচার কেহও যদি অনন্যশরণ হইয়া আমাকে ভজনা করে অর্থাৎ ফলকামী হইয়াও কেহ যদি আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, (তাহা হইলে) সেও সাধু হয় এবং তাহাকে একবুদ্ধি বলা যায়। ৩০

আভাস। সুদুরাচারঃ=ফলদ্বারা ব্যবধানীকৃত যে আচার, তাহার অনুষ্ঠানকে দুরাচার বলে; কিন্তু ঐ আচার আত্মাভিমুখী হইলে "সু" হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ যে ফলকামী ব্যক্তি ফল লাভের জন্য আমাকে অর্থাৎ আত্মাকে আশ্রয় করে এবং আমার অর্থাৎ আত্মার শরণাপন্ন হয়, তাহাকে সুদুরাচারী বলা হয়। ৭ অঃ, ১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আত্মতুষ্টি বা আত্মাতে শান্তিলাভ করাই যদি কর্ম্মের ফল বা উদ্দেশ্য হয়, তবে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীকে সাধু বলা যায়, যেহেতু সেই কর্ম্ম সৎ বা প্রশস্ত এবং সেই বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হইয়া থাকে।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৩১

অন্বয়ঃ। ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি, হে কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি প্রতিজানীহি। ৩১

অর্থ। (আত্মতুষ্টি মাত্র উদ্দেশ্য হইলে) শীঘ্র এবং নিশ্চিৎভাবে আত্মস্থিতি লাভ হইয়া থাকে; বিষয়ভোগনিবৃত্তিরূপ নিত্যশান্তি তিনি প্রাপ্ত হন, হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত (অর্থাৎ প্রকৃতির পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাতে অবস্থিত হইলে) বিনাশ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ বিষয়াসক্ত হইয়া জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হন না, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে। ৩১

আভাস। ধর্ম্মাত্মা = ধর্ম্ম অর্থাৎ স্থিতি; আত্মাতে স্থিতি হইলে ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকেন। আত্মা ব্যতীত অপর কাহারও জন্য যদি কর্ম্ম কৃত না হয়, তবে ঐ কর্ম্ম প্রবৃত্তিমত সম্পন্ন হইলে কর্ম্মের ক্ষিপ্রতা, শান্তি ইত্যাদি সকলই আপনি আসিয়া থাকে।

আপনার জন্য পাক করিয়া খাইব স্থির করিয়া নানাবিধ উপকরণাদি গ্রহণের সংকল্প করিলাম, কিন্তু কার্য্যকালে সামান্যভাবেও যদি সম্পন্ন করি, তাহাতে অশান্তি হয় না বরং আত্মতৃপ্তিই হইয়া থাকে।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥৩২

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য হি পরাং গতিং যান্তি। ৩২

অর্থ। হে পার্থ! যাহারা পাপযোনিরূপে অবস্থিত, স্ত্রীলোক, বৈশ্য অথবা শূদ্র, তাহারাও আমাকে বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া পরম গতি লাভ করেন। ৩২

আভাস। ইন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি ইহারাই পাপযোনি, কারণ, গুণের সহিত যুক্ত হইয়া ইহারা বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক পাপ বা দুঃখের উৎপত্তি করে। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। ৩ অঃ, ৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্ত্রিয়ঃ = অপরা (ভিন্না) প্রকৃতি সকল; ইহারা জগৎ প্রকাশক। যেহেতু একত্বে আত্মা এবং পৃথকত্বে জগৎ প্রকাশ হইয়া থাকে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭ অঃ ৪ শ্লোক।

বৈশ্যাঃ = চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্; ইহারা বিষয়ের সহিত বাণিজ্য অর্থাৎ আদান প্রদান করে। শূদ্রাঃ = মন; সকলের পরিচর্য্যা করে বলিয়া মন শূদ্র; বিষয়ের বহুত্ব নিবন্ধন মনও বহু; সুতরাং ইহা বহুবচনান্ত হইয়াছে। আমাতে বা আত্মাতে সংলগ্ন হইলে ইহারা সকলেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৩৩

অন্বয়ঃ। পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ কিং পুনঃ? অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। ৩৩

অর্থ। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অনিত্য (এবং) সুখলেশশূন্য এই শরীর প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর বা আমার সমীপস্থ হও।৩৩

আভাস। শমদমতপশৌচাদি আচারপরায়ণ হইয়া আত্মস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে; দুঃখের নিবৃত্তিহেতু ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষি অর্থাৎ প্রকাশক; জ্ঞানেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত দ্রষ্টা-শ্রোতাদি অহংকারসকল যখন একত্রীকৃত হইয়া পূর্ণ অংহকারে বা

ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে, তখন ভক্ত রাজর্ষি হইয়া থাকেন। প্রকৃতির একত্রীকরণই ভক্তি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাঁদের বা এই অবস্থা প্রাপ্তিতে যে পরম গতি লাভ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব দেহের বা দেহবৃত্তি সকলের এই অনিত্যতা এবং আত্যন্তিক সুখশূন্যতা বুঝিয়া আমার বা আত্মার সমীপস্থ হইতে উপদেশ করিতেছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ। মন্মনাঃ, মদ্‌ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব; মাং নমস্কুরু; এবং মৎপরায়ণঃ (সন্) আত্মানং যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি। ৩৪

অর্থ। মদেকচিত্ত, অভেদবুদ্ধিদ্বারা আত্মপ্রীতিযুক্ত এবং আত্মা বা "আমি"ই ইষ্ট এই জ্ঞানযুক্ত হও; আত্মাকে বা আমাকে নমস্কার কর; এইরূপে মৎপরায়ণ (আত্মপরায়ণ) হইয়া আত্মাকে অর্থাৎ অহংকারকে (আমার বা আত্মার সহিত) যুক্ত করিয়া আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৪

আভাস। এই শ্লোকে মন, বুদ্ধি এবং অহংকারের প্রত্যেকের দ্বারা এবং তাহাদের একত্রীকরণে নিশ্চয়ান্তঃকরণ হইতে অর্থাৎ আত্মাকে নিশ্চয় করিতে উপদেশ করিতেছেন; এই প্রকারে অন্তঃকরণে আত্মনিশ্চয় হইলে, কায়মনবাক্যাত্মক আত্মাও যোগপ্রাপ্ত হইবে এবং উভয়ে আত্মস্থ হইয়া যাইবে; অর্থাৎ মনবৃত্তি এবং কায়বৃত্তি উভয়ের সংযোগে সচ্চিদানন্দ আত্মা প্রকাশ হইবেন এবং শান্তিলাভ হইবে; ইহাই তাৎপর্য্য

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥" ১২ অঃ, ৮ শ্লোক।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোনাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতিযোগোনাম

দশমোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু; যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি। ১

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরমতত্ত্ববিষয়ক বাক্য শ্রবণ কর; যে পরম বাক্য প্রীতিমান্ তোমাকে আমি হিতেচ্ছাপূর্ব্বক বলিব। ১

আভাস। আপ্তবাক্য সকল শ্রবণে অর্জ্জুন প্রীতি অনুভব করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহার শ্রদ্ধা এবং আত্মযোগ প্রাপ্তির ইচ্ছায় পুনশ্চ সেই প্রকারের বাক্য বলিবেন, ইহা বলিতেছেন।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২

অন্বয়ঃ। সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ মহর্ষয়ঃ (চ) ন; হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদিঃ। ২

অর্থ। দেবগণ কিম্বা মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি পরিজ্ঞাত নহেন; যেহেতু আমি দেবতাদিগের এবং মহর্ষিদিগের সর্ব্বপ্রকারে সকলের আদি। ২

আভাস। দেবগণ অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকার, মহর্ষি অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকাশক ইন্দ্রিয়গণ আমার তত্ত্ব অবগত নহে, কারণ, আত্মা বা "আমি" হইতে এই সকলের উৎপত্তি হওয়াতে তাহারা সকলেই আত্মার বা আমার পরে ; সুতরাং আমিই সকলের পূর্ব্বে, ইহা সিদ্ধান্ত। ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেকের ক্রিয়ার বিভিন্নত্বহেতু "সর্ব্বশঃ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের একত্রীকরণ দেখাইয়াছেন।

মনবুদ্ধিঅহংকার ও চক্ষুকর্ণজিহ্বানাসিকাত্বগাদি কেহই পূর্ণ "আমি"কে প্রকাশ করিতে পারে না ; আমিই পরন্তু সকলের প্রকাশক এবং আদি ; "আমি"র বা আত্মার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই নাই। এই সকলেই যে আত্মার বিভূতি বা বিস্তৃতি, তাহা অত্র দেখাইতেছেন। ৪র্থ অঃ, ১ হইতে ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়ঃ। যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি, সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ (সন্) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩

অর্থ। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত এবং সর্ব্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মরণশীলগণের মধ্যে মোহশূন্য হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। ৩

আভাস। উৎপত্তিবিনাশশীল পদার্থই আদ্যন্তযুক্ত। "আমি" বা আত্মা সর্ব্বময়, সুতরাং আদ্যন্ত রহিত ; ইনি লোকমহেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরেরও আদি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণ অহংকারও এই আত্মা বা আমি হইতে উৎপন্ন। এই জ্ঞান বা ধারণা যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই অমোহিত এবং সর্ব্বপাপ হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্তিরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥৫

অন্বয়ঃ। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্‌, অসংমোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ং চ অভয়ম্‌ এব চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, ভূতানাং পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি। ৪–৫

অর্থ। সদসদাদি বিষয়ের নিশ্চয়কারকবৃত্তি, বিষয় সকলের অংশ ও পূর্ণ জ্ঞান, মোহশূন্যতা, আদর ও তাড়না উভয়েই অবিকৃতচিত্তে অবস্থান, আত্মবাক্য প্রতিপালন, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, অন্তরিন্দ্রিয় সংযম, আত্মপ্রসাদরূপ সুখ এবং আত্মার অবসাদরূপ দুঃখ, নূতনে প্রবৃত্তি এবং তাহার লয় বা নিবৃত্তি, আশঙ্কা বা সংশয় এবং নির্ভয় অর্থাৎ সংশয়হীনতা, অহিংসা অর্থাৎ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক যাতনাহীনতা অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের নাশ সম্পাদন না করা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, কায়িক, বাচিক এবং মানসিক তপস্যা বা সংযম, প্রাকৃতিক অভাবের পূরণরূপ দান, যশ অর্থাৎ কীর্ত্তিকুশলতা এবং অযশ অর্থাৎ তাহার অভাব, ভূতগণের অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বগাদিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ের পৃথক্‌বিধ চেষ্টা বা বৃত্তি অর্থাৎ যাহা খাইয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, সেই সকলের সংস্কারযুক্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব ও চেষ্টা, (এই সমস্ত) আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ এই সকলকেই আমি প্রকাশ করিয়া থাকি। ৪–৫

আভাস। এই দেহের ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে "আমি"র বা আত্মার যে সকল বিভূতি বা বিস্তৃতি ভাবক্রিয়াদিরূপে প্রকাশ হয়, তাহাই অত্র ব্যক্ত করিতেছেন।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ। পূর্ব্বে মহর্ষয়ঃ সপ্ত তথা চত্বারঃ মনবঃ মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ (ভবন্তি)। ৬

অর্থ। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সকলে অন্তর্ভাবের উৎপত্তির ক্রম এই শ্লোকে বলিতেছেন। পূর্ব্বে অর্থাৎ আদিতে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্ত মহর্ষি এবং স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই চারিটি মনু, মদ্ভাব অর্থাৎ আত্মভাবযুক্ত হইয়া (আত্মার অহংকাররূপে) অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়, কায়মনবাক্যাত্মক দেহে যাহাদিগের এই সকল (বুদ্ধি-জ্ঞানাদি ভাব সকলে) প্রজা হইয়া থাকে। ৬

আভাস। প্রকৃষ্টং জায়তে ইতি প্রজাঃ; এই শব্দে পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত পৃথক্ ভাবসকলকে বুঝাইতেছে। চক্ষুকর্ণাদি মহর্ষির সহিত বাক্যরূপে স্পর্শরূপাদি গুণসকল যোজিত হইয়া বুদ্ধি-জ্ঞান-অসংমোহ-ক্ষমাদি অন্তর্ভাব সকল কায়মনবাক্যাত্মক দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারাই প্রজা বলিয়া কথিত।

শব্দ হইতে এই চারিটি স্পর্শরূপাদি গুণের উৎপত্তি হয় এবং শব্দেই লয় হয় বলিয়া শব্দকে মনুর মধ্যে ধরা হয় নাই। এই শব্দই বাক্যরূপী অহংকার এবং এই শব্দই স্পর্শরূপাদি চারিটিকে বিভাগ করে এবং প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত। ৪র্থ অঃ, ১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ে তাহার বিষয় (রূপ) যোগ হইবা মাত্রেই ঐ ইন্দ্রিয়ান্তর্গত মনে বা অন্তরিন্দ্রিয়ে একটি ভাবের উৎপত্তি হয়; আমি স্বভাবে স্থিত হইয়া ঐ ভাব প্রত্যক্ষ করি এবং ঐ ভাবই প্রজা রূপে কথিত। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সঙ্গত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবের প্রকাশ অন্তরিন্দ্রিয়ে করিয়া থাকে, এই সকলই মদ্ভাবাপন্ন অর্থাৎ সকলেরই মূলে এক "আমি"ই বীজরূপে বর্ত্তমান আছি।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ। যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ; অত্র ন সংশয়ঃ। ৭

অর্থ। যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগ তত্ত্বের দ্বারা জানিতে পারেন, তিনি সংশয়শূন্যযোগের দ্বারা যুক্ত হয়েন অর্থাৎ স্থিরভাবে আত্মাতে অবস্থান করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৭

আভাস। একত্বে যোগ এবং বহুত্বে বিভূতি বা বিস্তৃতি, এই উভয় তত্ত্ব যিনি জানেন, অর্থাৎ আত্মা এবং তাঁহার বিস্তৃতির ভিন্নত্ব অবলোকন না করিয়া তাহাদিগকে একত্র দেখেন, তিনি কখনও গুণের দ্বারা বিচলিত হয়েন না এবং স্থিরভাবে ও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সকল কর্ম্ম করিয়া চিরশান্তিতে অবস্থান করেন।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ; ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ বুধাঃ মাং ভজন্তে। ৮

অর্থ। আমি সকলের একত্রীকরণ, অর্থাৎ যতকিছু বিভূতি দেখা যাইতেছে, সকলেরই সমষ্টি "আমি" বা আত্মা ; "আমি" (আত্মা) হইতে সকলেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে ; ইহা জানিয়া ভাবসমন্বিত (যাহাতে সকল ভাবের সমন্বয় হইতেছে এমন) পণ্ডিতগণ আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮

আভাস। ইন্দ্রিয়-বিষয় সংযোগে যত ভাব উঠিতেছে, সকলেরই মূলে আমি (আত্মা) আছি এবং তাহারা সকলেই আমিতে (আত্মাতে) যাইয়া সমাপ্ত হইতেছে ; সুতরাং ভাবের বিস্তৃতি এবং একত্ব সকলই "আমি"তে অবস্থিত। ইহা জানিলে ভাববিকার উৎপন্ন হয় না এবং সর্ব্বদাই আত্মস্থিতি হইয়া থাকে।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

অন্বয়ঃ। মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ পরস্পরং বোধয়ন্তঃ চ কথয়ন্তঃ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ৯

অর্থ। মচ্চিত্ত, মদ্‌গতপ্রাণ, পরস্পর পরস্পরের বোধ সম্পাদন এবং কথনাদিদ্বারা আমাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট এবং রমণ করিয়া থাকেন। ৯

আভাস। মচ্চিত্ত'ঃ=ইন্দ্রিয়াদয়ঃ, ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে মনবুদ্ধি-অহংকার প্রকাশ হয় না; মদ্‌গতপ্রাণাঃ=মনোবুদ্ধ্যহংকারাদয়ঃ; মনবুদ্ধিঅহংকার ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশীলতা হয় না; বোধয়ন্তঃ= প্রবোধয়ন্তঃ; মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা মন পরস্পর প্রবোধিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মানসিক বুদ্ধি এবং কায়িক বুদ্ধি দুইএ প্রবোধিত হইয়া একত্র হইলে যথার্থ বুদ্ধি বা জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ হইয়া থাকে। কথয়ন্তঃ = আত্মাতে আত্মার যে কথন অর্থাৎ কার্য্যকালে কার্য্য করি, কি না করি, ইত্যাকার আপনাকে আপনি যে জিজ্ঞাসা করা যায়, অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির পরামর্শরূপ যে বিবেক বুদ্ধির চালনা, তাহাই এই "কথয়ন্তঃ" শব্দে বুঝিতে হইবে।

মনের ভাব লইয়া হাতে পুত্তলিকা গঠন করি এবং গঠন কীদৃশ হইল, মনই বিচার করিয়া নিশ্চয় করে এবং এই প্রকারে পরস্পর পুত্তলিকাকে পূর্ণ করিয়া তুলে; ইহাই "বোধয়ন্তঃ" এবং "কথয়ন্তঃ" শব্দের উদাহরণ।• "তুষ্যন্তি" অর্থে এবম্প্রকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সমাপ্তিতে যে আত্মার সন্তোষ (প্রকৃতির পূর্ণত্ব) হয় এবং "রমন্তি" অর্থে তদ্বারা আত্মাতে যে রমণ অর্থাৎ সুখ বা আনন্দ (আত্ম প্রকাশ) হয়, তাহা বোদ্ধব্য। নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায়; ফলতঃ মন এবং ইন্দ্রিয় ইহারা যদি পরস্পরে একত্র হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে আত্মার তুষ্টি হয় এবং পুরুষ আত্মারাম হইয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

অন্বয়ঃ। সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি। ১০

অর্থ। সর্ব্বদা আমাতে বা আত্মাতে যুক্ত, প্রীতি পূর্ব্বক আমার বা আত্মার সমীপস্থ, তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ১০

আভাস। মনগত বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি একত্র হইলে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি বা বিশুদ্ধ বুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মস্থিতি লাভ হয় ও আনন্দই অনুভূত হইয়া থাকে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

অন্বয়ঃ। তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব আত্মভাবস্থঃ অহং ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি। ১১

অর্থ। তাঁহাদিগের অনুগ্রহার্থ আত্মভাবে বা স্বভাবে অবস্থিত আমি উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অহংকার বিনষ্ট করিয়া থাকি। ১১

আভাস। অহংকার স্বভাবে অবস্থিত থাকিলে আমি সুখী বা আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞানজ অহংভাব থাকে না। অনুকম্পা অর্থে অনুগ্রহ; আত্মায় গৃহীত বা চালিত হইলে সকল বিষয়ের স্থিরত্ব বা সংশয়রাহিত্য হয়; সুতরাং "অনুকম্পার্থ" শব্দে "সংশয়রহিতকরণার্থ" অর্থ হইতেছে। এই সংশয়রাহিত্যই জ্ঞান এবং অজ্ঞানের নাশ বলিয়া জানিবে।

পূর্ব্বশ্লোক কথিত মন ও বুদ্ধির যোগ হইলে অহংকারের স্বভাবস্থিতি হয় ও তদ্দ্বারা পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হয় এবং জ্ঞান প্রকাশ হইয়া সংশয় নাশপ্রাপ্ত হয়; এই শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥১৩

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম, পরমং পবিত্রং চ; সর্ব্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ, তথা অসিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসঃ চ ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং দিব্যম্ আদিদেবম্, অজং, বিভুং চ আহুঃ; স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি। ১২-১৩

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। তুমি পরব্রহ্ম, পরম আবাসস্থান, এবং পরম পবিত্র; সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস তোমাকে নিত্য, পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, অজ এবং বিভু বলেন; স্বয়ং (তুমি) ও আমাকে এই বলিতেছ। ১২-১৩

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ॥১৪

অন্বয়ঃ। হে কেশব! যৎ মাং বদসি এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং মন্যে; হি হে ভগবন্, তে ব্যক্তিং (প্রভাবং প্রকাশং বা) দেবাঃ ন বিদুঃ দানবাঃ ন (বিদুঃ)। ১৪

অর্থ। হে কেশব! যাহা আমাকে বলিতেছ, সে সকলই সত্য মানি; যেহেতু হে ভগবন্, তোমার প্রভাব বা প্রকাশ কি দেব, কি দানব কেহই জানেন না। ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম॥
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

অন্বয়ঃ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন্! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ। ১৫

অর্থ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন্! হে ভূতেশ! হে দেবদেব—হে জগৎপতে! তুমি আপনিই আপনার দ্বারা আপনাকে অর্থাৎ আপন স্বরূপ জান। ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বংব্যাপ্যতিষ্ঠসি॥১৬

অন্বয়ঃ। ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, হি (তাঃ) দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি। ১৬

অর্থ। তুমি যে সকল বিভূতি বা বিস্তৃতির দ্বারা এই লোকসকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই দিব্য বিভূতি সকল বিস্তৃতরূপে বলিতে (তুমিই) সমর্থ। ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭

অন্বয়ঃ। হে যোগিন্! অহং ত্বাং কথং সদা পরিচিন্তয়ন্ বিদ্যাং (বিজানীয়াম্); কেষু কেষু চ ভাবেষু, হে ভগবন্! ময়া চিন্ত্যোঽসি। ১৭

অর্থ। হে যোগিন্! আমি তোমাকে কিরূপে সর্ব্বদা ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব; হে ভগবন্! কোন্ কোন্ ভাবে আমা কর্ত্তৃক (তুমি) ধ্যেয় হইবে। ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ। হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়; হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ নাস্তি। ১৮

অর্থ। হে জনার্দ্দন! আত্মার যোগ (একত্রীকরণ) এবং বিভূতি (বিস্তৃতি) বিস্তার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বল; যেহেতু অমৃত (আপ্তবাক্য) শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অর্থাৎ শ্রবণ-পিপাসা মিটিতেছে না। ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ আত্ম-বিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি ; হি বিস্তরস্য মে অন্তঃ নাস্তি। ১৯

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্য আত্মবিভূতি প্রধানতঃ তোমাকে বলিব ; যেহেতু বিস্তারময় আমার অন্ত নাই। ১৯

আভাস। স্থূলসূক্ষ্মকারণাদি সম্বলিত বিশ্বমধ্যে যতকিছু দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হয়, সে সকলই আমার (আত্মার) বিভূতি ; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি অত্র বর্ণিত হইবে, কারণ, বিভূতির সীমা নাই এবং তন্নিবন্ধন বিভূতিময় আমিও অসীম ও অনন্ত ; সুতরাং বর্ণনার অতীত।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

অন্বয়ঃ। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা অহম্ ; অহম্ এব ভূতানাম্ আদিঃ চ মধ্যং চ অন্তঃ চ। ২০

অর্থ। হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের আবাসে অবস্থিত আত্মা ; আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত। ২০

আভাস। "সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা" ইহা দ্বারা "আমি"র (আত্মার) যোগ বুঝাইতেছেন এবং আদি, অন্ত এবং মধ্য এই বিভাগের দ্বারা "আমি"র (আত্মার) বিভূতি অর্থাৎ বিস্তৃতি বা অনন্তত্ব দেখাইতেছেন। সর্ব্বভূত আমাতে (আত্মাতে) ধৃত আছে এবং আমি (আত্মা) হইতেই এই ভূতগণ উৎপন্ন, আমাতেই (আত্মাতেই) স্থিত এবং আমাতেই (আত্মাতেই) লয় হয়।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥" ১৩ অঃ, ১৬ শ্লোক।
"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" ৬ অঃ, ২৯ শ্লোক।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১

অন্বয়ঃ। অহম্ আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী অস্মি। ২১

অর্থ। আমি আদিত্যদিগের মধ্যে বিষ্ণু (কশ্যপপুত্র দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও প্রভাবে সর্ব্বপ্রধান), জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণ মধ্যে আমি চন্দ্র। ২১

আভাস। ১৭ শ্লোকে "কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া" অর্থাৎ কোন্ কোন্ ভাবে আমা কর্ত্তৃক ধ্যেয় হইবে, এই প্রশ্ন হইয়াছিল; তাহারই উত্তরে এই বিভূতি সকল বর্ণিত হইতেছে। যে বিভূতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ভাবের উপলব্ধি হয়, সেই বিষয়ের আত্মা সেই শ্রেষ্ঠ ভাবেই তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া থাকে; সেই হেতু অনন্ত বিভূতির মধ্যে কতকগুলি বলিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাকে অবলম্বন করিবার উপদেশ করিতেছেন।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥২২

অন্বয়ঃ। অহং বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি। ২২

অর্থ। বেদমধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণমধ্যে আমি মন, ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা। ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩

অন্বয়ঃ। অহং রুদ্রাণাং চ শঙ্করঃ অস্মি; যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ (অস্মি), বসূনাং চ পাবকঃ অস্মি; শিখরিণাং মেরুঃ (অস্মি)। ২৩

অর্থ। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসগণমধ্যে (আমি) কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু। ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি; অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি। ২৪

অর্থ। হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও; আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয় সকলের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥২৫

অন্বয়ঃ। অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ অস্মি; স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি। ২৫

অর্থ। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে আমি একাক্ষর প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥২৬

অন্বয়ঃ। (অহং) সর্ব্ববৃক্ষাণাম অশ্বত্থঃ (অস্মি) দেবর্ষীণাং চ

নারদঃ (অস্মি), গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ (তথা) সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ (অস্মি) ২৬

অর্থ আমি বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণমধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি। ২৬

আভাস জন্মাবধি যাঁহারা বিনাপ্রযত্নে জ্ঞানবৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যাতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলে।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥২৭

অন্বয়ঃ। অশ্বানাং (মধ্যে) মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং, নরাণাং চ নরাধিপং বিদ্ধি। ২৭

অর্থ। অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃতোদ্ভব অর্থাৎ অমৃতনিমিত্ত সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিও। ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮

অন্বয়ঃ। অহম্ আয়ুধানাং বজ্রং, ধেনূনাম্ (অহং) কামধুক্ অস্মি; অহং চ প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি, সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি। ২৮

অর্থ। আমি আয়ুধসমূহ মধ্যে বজ্র, ধেনুগণ মধ্যে আমি কামধুক্ অর্থাৎ কামধেনু, আমি প্রজোৎপত্তিহেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে আমি সর্পরাজ বাসুকি। ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

অন্বয়ঃ। অহং নাগানাম্ অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং (জলদেবতানাং) বরুণঃ অস্মি, পিতৃণাম্ অর্য্যমা অস্মি চ সংযমতাং যমঃ অহম্ (অস্মি)। ২৯

অর্থ। আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলদেবতাগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং দুষ্টনিগ্রহকারিগণের মধ্যে যমরাজ। ২৯

আভাস। "সংযমতাং" শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ যথা—ধর্ম্মাধর্ম্মফল-প্রদানেন অনুগ্রহং নিগ্রহং চ কুর্ব্বতাম্ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলদানের নিয়ন্তা মধ্যে—ইতি।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০

অন্বয়ঃ। দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ চ অস্মি, কলয়তাম্ অহং কালঃ, মৃগাণাং চ অহং মৃগেন্দ্রঃ পক্ষিণাং চ বৈনতেয়ঃ অস্মি। ৩০

অর্থ। দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, কলনশীলগণের মধ্যে আমি কাল অর্থাৎ কালপুরুষ, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে (আমি) গরুড়। ৩০

কালই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, শুভাশুভ ফল, অয়ন, বৎসর, মাস, দণ্ড, পল, দিবা, রাত্রি এবং উদয়-অস্তাদি বিভাগসকলের ধারক; ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহারা কলনশীল এবং সমষ্টিভাবে কাল বলিয়া উক্ত।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥৩১

অন্বয়ঃ। অহং পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাম্ অহং রামঃ (অস্মি), ঝষাণাং (মৎস্যানাং) মকরঃ অস্মি স্রোতসাম্ (অহং) জাহ্নবী অস্মি। ৩১

অর্থ। বেগবানদিগের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধরগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, স্রোতস্বতীগণের মধ্যে আমি জাহ্নবী।৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যং চ অহম্ এব; বিদ্যানাম্ অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাম্ অহং বাদঃ অস্মি। ৩২

অর্থ। হে অর্জ্জুন! সৃষ্ট পদার্থদিগের আমি আদি, অন্ত এবং মধ্য অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সকলেরই ধারক "আমি"; বিদ্যাসকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা; অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা মুক্তির হেতু বলিয়া তাহা আমি এবং অপরাবিদ্যাসকল বন্ধনের হেতু, সুতরাং তাহা আমি নই; বিতণ্ডাকারী বাক্যসকলের মধ্যে আমি বাদ বা তত্ত্বনির্ণয়াত্মক বিচারস্বরূপ। ৩২

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥৩৩

অন্বয়ঃ। অক্ষরাণাম্ (অহং) অকারঃ অস্মি; সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ, অহম্ অক্ষয়ঃ কালঃ এব, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (অস্মি)। ৩৩

অর্থ। অক্ষর অর্থাৎ অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ মধ্যে আমি অকার; অকারই মাতৃস্বর; অকার ভিন্ন কোন অক্ষরই প্রকাশ হয় না; পুনশ্চ অক্ষরের মধ্যে "ক্ষর" অংশ, যাহা আমি নহি, তাহা বাদে অকারই অবশিষ্ট থাকে এবং অকাররূপী "আমি" "ক্ষর"কে ধারণ করিয়া অক্ষররূপে প্রকাশ হইতেছে; অতএব অক্ষরের মধ্যে অকার "আমি"; সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব; সমাস অর্থাৎ সংক্ষেপকারক শব্দ; দ্বন্দ্ব সমাস সংক্ষেপেরও সংক্ষেপ; সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা সংক্ষেপে বহুবাক্য একত্রীকৃত হইয়া দ্বন্দ্ব সমাস প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমি অক্ষয় নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহরূপ কাল; দণ্ড-নিমেষাদি কাল বিভাগ লয় বা ক্ষয় হয়, কিন্তু তাহাদের ধারক কালের ক্ষয় নাই; সুতরাং কাল অক্ষয় ইহা বলিয়াছেন। অনন্ত বিশ্বের মুখস্বরূপ ধাতা বা ধারণকর্ত্তা আমি। অনন্ত সৃষ্টি আমি বা আত্মা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, যেহেতু আমিই বা আত্মাই সকলের মুখস্বরূপ অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। ৩৩

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥৩৪

অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং চ উদ্ভবঃ, নারীণাং কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ। ৩৪

অর্থ। আমি সংহারকদিগের মধ্যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভাবী কল্যাণ এবং উৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যদিগের যে অভ্যুদয়, তাহা আমি, নারী অর্থাৎ স্ত্রীশক্তি বা প্রকৃতিগণের মধ্যে আমি ধর্ম্মের সপ্তসহচরীস্বরূপ; যথা—কীর্ত্তি অর্থাৎ কর্ম্মকুশলতা; শ্রী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামসম্পৎ কান্তি; সত্য এবং অনুদ্বেগকর বাক্য; স্মৃতি অর্থাৎ আত্মস্মৃতি (স্মরণশক্তি); ধৃতি অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতদ্বারা উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিহেতু চাপল্য হইতে নিবর্ত্তনপূর্ব্বক আত্মস্থিতি; মেধা অর্থাৎ ধারণাশক্তি; ক্ষমা অর্থাৎ আদরে বা তাড়নায় একভাবে স্থিতি বা সমত্ববুদ্ধি; এই সকল আমারই বিভূতি।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ। অহং সাম্নাং বৃহৎসাম, ছন্দসাম্ অহং গায়ত্রী, অহং মাসানাং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ)। ৩৫

অর্থ। আমি সামবেদোক্ত মন্ত্র সকলের মধ্যে বৃহৎসাম অর্থাৎ মোক্ষপ্রতিপাদক মন্ত্রবিশেষ, ছন্দ সকলের মধ্যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মবাদীনি গায়ত্রীস্বরূপ, মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস) ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত। ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

অন্বয়ঃ। ছলয়তাম্ (অহং) দ্যূতম্ অস্মি, তেজস্বিনাম্ অহং তেজঃ, জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্ববতাম্ অহং সত্ত্বং (অস্মি)। ৩৬

অর্থ। ছলনাকারিগণের সম্বন্ধে আমি দ্যূত বা অক্ষক্রীড়াস্বরূপ প্রভাববিশিষ্টগণের মধ্যে আমি প্রভাবস্বরূপ, বিজয়ীপুরুষ সম্বন্ধে

আমি জয়স্বরূপ, উদ্যমযুক্ত ব্যক্তিমধ্যে আমি উদ্যম এবং সত্ত্ববান্‌গণের আমি সত্ত্বস্বরূপ। ৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ। অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ অস্মি, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ (অস্মি), মুনীনাম্ অপি অহং ব্যাসঃ (অস্মি), কবীনাম্ উশনাঃ কবিঃ (অস্মি)। ৩৭

অর্থ। আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, (এবং) কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্য্য। ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥৩৮

অন্বয়ঃ। অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং মৌনম্ এব চ অস্মি, জ্ঞানবতাম্ অহং জ্ঞানম্ (অস্মি)। ৩৮

অর্থ। আমি শাসনকারিগণের মধ্যে দণ্ড, আমি জয়েচ্ছুগণের সামদানাদি নীতি, গুহ্য বা গোপনীয়গণের মধ্যে মৌন, (এবং) জ্ঞানবানগণের জ্ঞান আমি। ৩৮

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! যৎ চ সর্ব্বভূতানাং বীজং তৎ অহম্; ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি। ৩৯

অর্থ। হে অর্জ্জুন! যাহা সর্ব্বভূতের বীজ, তাহা আমি; আমি ব্যতীত যাহা থাকিতে পারে, তাদৃশ কিছু চরাচরে উৎপন্ন হয় নাই। ৩৯

আভাস। এই দেহে বা চরাচর জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই আত্মার বিভূতি বা আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং তাহারা সকলেই

আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে। আত্মাই সকলের মূল এবং আত্মাই সর্ব্বধারক।

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" ৭ অঃ, ১০ শ্লোক।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ! মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি; এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ। ৪০

অর্থ। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই; এই সকল বিভূতির বিস্তৃতি আমা কর্ত্তৃক সংক্ষেপে উক্ত হইল। ৪০

আভাস। আত্মা হইতে উৎপন্ন গুণসকলের দ্বারা গুণিত হইয়া আত্মা নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; এই সকলের প্রত্যেকটিই এক একটি বিভূতি। দিব্য অর্থাৎ প্রকাশময়; গুণের অনন্তত্বহেতু গুণিত আত্মার অনন্তত্ব হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কতকগুলি মাত্র এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ। বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, উর্জ্জিতং যৎ যৎ সত্ত্বং তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ অবগচ্ছ। ৪১

অর্থ। বুদ্ধিজ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত, ধর্ম্মার্থকামসম্পৎ হেতু কান্তিযুক্ত বা রূপমন্ত ও বলশালী বা প্রাণমন্ত যাহা যাহা প্রকাশিত আছে, তাহা তাহা আমার তেজংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে। ৪১

আভাস। ব্যষ্টিভাবে সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া থাকিলে ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ, রূপগুণাদি বিভূতির পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ হইয়া থাকে; এই সকলের মধ্যে "আমি"র বা আত্মার প্রকাশ আছে বলিয়া তাহারা আমার (আত্মার) তেজংশসম্ভব বলা হইয়াছে; পৃথক্ত্বহেতু "অংশ" এবং প্রকাশত্বহেতু

"তেজ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই প্রকাশের অল্পাধিক্যহেতু ঐশ্বর্য্যাদির (বিভূতির) বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥৪২

অন্বয়ঃ। অথবা হে ধনঞ্জয়! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ। ৪২

অর্থ। অথবা হে ধনঞ্জয়, এই প্রকারের বহুজ্ঞানে কি আবশ্যক? আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া আছি। ৪২

আভাস। বহুজ্ঞান এবং বহুবুদ্ধিযুক্ত এই জগৎ অনন্ত; সুতরাং অব্যবসায়ীদিগেরই ইহা সেব্য। ব্যবসায়াত্মিকা সমাধিবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, বহুবুদ্ধি এবং বহুজ্ঞানের আবশ্যক হয় না।

যখন চক্ষুদ্বারে থাকিয়া আমি রূপজগতে বিচরণ করি, তখন অন্য অন্য দ্বারে আমি অপ্রকাশ থাকি; অতএব প্রকাশমান যত কিছু সকলই আমার একাংশে বিকাশ; তদ্রূপ পঞ্চভূতও ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিকাশ থাকায়, সকলে আমার (আত্মার) একাংশতুল্য।

অতএব এই পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি, যাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল, সেই সকলের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান আমার অংশজ্ঞান মাত্রের প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা চক্ষুতে অবস্থিত হইয়া যখন আমি রূপ দর্শন করি, তখন আমি অংশরূপে অবস্থিত এবং মাত্র রূপবিষয়ে তখন আমি জ্ঞানী; সুতরাং সমস্ত রূপ জগৎকে আমার একাংশ মাত্র দ্বারা তখন আমি ধারণ করিয়া আছি, ইহা বলা হইয়াছে; অতএব অংশত্বহেতু তাহা শ্রেয়ঃ নহে, ইহা বলিতেছেন। জগৎকে আশ্রয় করিলে আমার অংশের জ্ঞান হইবে এবং জগতের আশ্রয়ভূত এবং আধারস্বরূপ আমাকে বা আত্মাকে অবলম্বন করিলে জ্ঞানের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইবে এবং পূর্ণ শান্তি লাভ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ২ অঃ, ৪৫ শ্লোক।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বরূপদর্শনযোগোনাম

একাদশোঽধ্যায়ঃ।



অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতং যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন (বচসা) মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ। ১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ পরম গুহ্য স্বভাবজাত যে বাক্যসকল তোমা কর্ত্তৃক কথিত হইল, তাহা দ্বারা আমার এই মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। ১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়ঃ। হে কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ (ভবৎসকাশাৎ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (সৃষ্টি-প্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ; অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ (শ্রুতম্)। ২

অর্থ। হে পদ্মপলাশলোচন! তোমা হইতে ভূতগণের সৃষ্টি এবং লয় বিস্তারভাবে (কর্ণে শব্দরূপে) আমা কর্ত্তৃক শ্রুত হইল; অক্ষয় মাহাত্ম্যও (কর্ণে) শ্রুত হইল। ২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩

অন্বয়ঃ। হে পরমেশ্বর! যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ এতৎ এবম্; হে পুরুষোত্তম! তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ৩

অর্থ। হে পরমেশ্বর! তুমি আত্মবিষয়ে যে প্রকার বলিয়াছ, ইহা এইরূপই বটে, অর্থাৎ ইহাতে আমার সন্দেহ নাই; (তথাপি) হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

আভাস। পূর্ব্বে শব্দের দ্বারা যাহা জানিয়াছেন, সেই সকল বিভূতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ। হে প্রভো! হে যোগেশ্বর! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে; ততঃ ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়। ৪

অর্থ। হে প্রভো! হে যোগেশ্বর! যদি সেইরূপ আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ আমি দর্শন করিতে সমর্থ ইহা মনে কর, তবে আমাকে সেই অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করাও। ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! মে দিব্যানি নানা-বিধানি, নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য। ৫

অর্থ। হে পার্থ! আমার দিব্য অর্থাৎ তেজোময় নানাবিধ, নানাবর্ণ এবং বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর। ৫

আভাস। আমি গুণযুক্ত হইয়া বা প্রকৃতিগত হইয়া নানারূপে, নানাবর্ণে এবং নানা আকৃতিযুক্ত হইয়া ব্যক্ত হইয়া থাকি; গুণে গুণিত হইলে অনন্ত সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬

অন্বয়ঃ। হে ভারত! আদিত্যান্, বসূন্, রুদ্রান্, অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য; বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য। ৬

অর্থ। হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য (ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু), অষ্ট বসু (ধর, ধ্রুব, সোম, আপ, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস), একাদশ রুদ্র (অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক্, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং বহুবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব (পূর্ব্বে যাহা দেখা হয় নাই) আশ্চর্য্য-জনক বস্তু দর্শন কর। ৬

আভাস। আমি বা আত্মা পূর্ণ বলিয়া আমিতে বা আত্মাতে সকলই অবস্থান করিতেছে। এই পূর্ণত্বে অবস্থিত হইলে, খণ্ডভাবে অবস্থান-কালে যাহা দেখা যায় নাই, সে সকলও প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই জন্য "অদৃষ্টপূর্ব্ব" এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

অন্বয়ঃ। হে গুড়াকেশ! ইহ মম দেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ অন্যৎ চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি (তৎ) অদ্য পশ্য। ৭

অর্থ। হে অর্জ্জুন! এই আমার দেহে একত্র অবস্থিত সমগ্র জগৎ এবং আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তৎসমুদয় অধুনা অবলোকন কর। ৭

আভাস। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এবং মনবুদ্ধিঅহংকার এই সকলের সমাবেশে সমগ্র জগৎ এবং মনে আরও যাহা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সংস্কারাদি, এই সকলের একত্রীকরণ দেখাইতেছেন। আত্মার

বিস্তৃতিই আত্মার বা আমার দেহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আত্মযোগ প্রাপ্তি হইলে এই বিস্তৃতির পূর্ণত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮

অন্বয়ঃ। অনেনৈব স্বচক্ষুষা তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে; তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি; মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ৮

অর্থ এই স্বকীয় চর্ম্মচক্ষুদ্বারা কিন্তু আমাকে দেখিতে পারিবে না; তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি; আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর। ৮

আভাস। কোন একটি ইন্দ্রিয়বিশেষে না থাকিয়া পূর্ণভাবে আত্মাতে অবস্থান করিলে ঐশ্বরিক যোগ সম্পাদিত হয়। এই ঐশ্বরিক যোগ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায়। "ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।" ৬ অঃ, ২৯ শ্লোকঃ। এই চক্ষুকে শাস্ত্রে তৃতীয় নেত্র, জ্ঞান নেত্র, দিব্য নেত্র, অন্তর নেত্র ইত্যাদি বলিয়াছেন; জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা শ্রীগুরু কর্ত্তৃক উন্মীলিত চক্ষুই এই চক্ষু। প্রকাশময় বলিয়া এই চক্ষুকে দিব্যচক্ষু বলা হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

অন্বয়ঃ। সঞ্জয়ঃ উবাচ। হে রাজন্! মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমং ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস। ৯

অর্থ। সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তৎপরে অর্জ্জুনকে ঐশ্বরিক অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করাইলেন। ৯

আভাস। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া স্বপ্নকালে প্রত্যক্ষের ন্যায় আত্মবিভূতি সকল আত্মাতে যে যে প্রকারে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

অন্বয়ঃ। অনেকবক্ত্রনয়নম্, অনেকাদ্ভুতদর্শনম্, অনেকদিব্যাভরণং, দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং, দিব্যমাল্যাম্বরধরং, দিব্যগন্ধানুলেপনং, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ম্, অনন্তং বিশ্বতোমুখং দেবম্ (অপশ্যৎ ইত্যর্থ)। ১০-১১

অর্থ। অসংখ্য মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট, অসংখ্য অদ্ভুত বিষয়বিশিষ্ট, অসংখ্য দিব্য আভরণবিশিষ্ট, অসংখ্য উদ্যত দিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্য মাল্য এবং বস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধানুলেপনে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, অনন্ত এবং অনন্তের মুখস্বরূপ দেবতাকে দেখিয়াছিলেন। ১০-১১

আভাস। অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণতা হেতু, জাগ্রতাবস্থায় যাহা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, স্বপ্নে এক আত্মাতে সে সকলই ভাসিয়া থাকে, সুতরাং বাহ্যকল্পিত মাল্যগন্ধানুলেপনাদি জ্ঞাননেত্রে বা অন্তরে অর্জ্জুনের এই কালে প্রত্যক্ষ হইতেছে।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ। দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যদি যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ। ১২

অর্থ। যদি আকাশে এককালে সহস্রসূর্য্যের প্রভা উত্থিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার প্রভার কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে। ১২

আভাস। এক সূর্য্য এই সৌরজগৎ মাত্র প্রকাশ করিতেছেন; অনন্ত সৌরজগৎ এই সৃষ্টিতে বিদ্যমান। আত্মা সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া, আত্মযোগ প্রাপ্তি হইলে অনন্ত সূর্য্য এবং জগৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে।

তন্ত্র বলিয়াছেন—

"সূর্য্যকোটী সমপ্রভং চন্দ্রকোটী সুশীতলম্।"

"প্রকাশত্বাৎ প্রভা চ সৌম্যত্বাৎ শীতলংবিদ্ধি।"

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

অন্বয়ঃ। তদা পাণ্ডবঃ অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ তত্র দেবদেবস্য শরীরে একস্থম্ অপশ্যৎ। ১৩

অর্থ। তৎকালে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন নানাভাগে বিভক্ত সমগ্র জগৎ দেবদেবের শরীরে একত্র ব্যবস্থিত দেখিলেন। ১৩

আভাস। যত বিভূতি, তত বিভাগ; এই সকল বিভূতি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সমগ্র বিভূতিকে একাধারে দেখা হইয়া থাকে। এই বিভূতির একত্র সমাবেশকে আত্মার শরীর বলা হইয়াছে। যেমন আমাকে দেখা মাত্রেই আমার সকল অবয়বাদি দেখা যায়,সেইরূপ এক আত্মদর্শন হইলে, আত্মার সমগ্র বিভূতিও দেখা হইয়া থাকে।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অন্বয়ঃ। ততঃ স ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা (সন্) দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত। ১৪

অর্থ। অনন্তর সেই অর্জ্জুন বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া সেই প্রকাশময় দেবতাকে মস্তকদ্বারা প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। ১৪

আভাস। তাঁহাতেই এই আত্মা অবস্থান করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক অর্জ্জুন বিস্ময়ান্বিত এবং আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবর

হইয়াছিলেন; সচ্চিদানন্দের স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ দিব্যান্ ঋষীন্, সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ, ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি। ১৫

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতাগণ, ভূতগণের সমাবেশ, দিব্যঋষিগণ, সমুদয় নাগগণ, কমলাসনস্থ ঈশ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

অন্বয়ঃ। হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি; তব পুনঃ ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি। ১৬

অর্থ। হে বিশ্বরূপ! হে বিশ্বেশ্বর! অনন্ত বাহু, উদর, মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট, অনন্তরূপ তোমাকে আমি সর্ব্বপ্রকারে দর্শন করিতেছি; তোমার কিন্তু অন্ত, মধ্য এবং আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ১৬

আভাস। পূর্ণের আদি, অন্ত ও মধ্য নাই; খণ্ডেরই আদি, অন্ত এবং মধ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ। কিরীটিনং, গদিনং, চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দীপ্তানলার্কদ্যুতিং দুর্নিরীক্ষ্যং অপ্রমেয়ং ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি। ১৭

অর্থ কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি। ১৭

আভাস। ক্রিয়াবান্ বিদ্বানগণ আত্মার এই চিন্ময় রূপ অন্তরনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

অন্বয়ঃ। ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং; ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং; ত্বম্ অব্যয়ঃ, ত্বং শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ। ১৮

অর্থ। তুমি অক্ষর, পরমজ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতনধর্ম্মের রক্ষক সনাতন পুরুষ বলিয়া আমি মনে করি। ১৮

আভাস। আত্মাই অক্ষর ; এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় এই আত্মাতেই হইতেছে ; আত্মা বিকাররহিত বলিয়া সদাই একরূপ ; আত্মাই স্বভাবস্থিতি বা আত্মস্থিতিরূপ ধর্ম্মের ধারক বা রক্ষক। (পুরে শয়নাৎ পুরুষঃ আত্মা বা); দেহপুরে অবস্থিত আত্মাই সেই সনাতন পুরুষ ইহা বলিতেছেন।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

অন্বয়ঃ। অনাদিমধ্যান্তম্, অনন্তবীর্য্যম্ অনন্তবাহুং, শশিসূর্য্যনেত্রং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি। ১৯

অর্থ। আদি, অন্ত এবং মধ্যরহিত অর্থাৎ পূর্ণ, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্যবাহুযুক্ত, চন্দ্রসূর্য্যনয়নযুক্ত, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখযুক্ত, আত্মতেজদ্বারা এই বিশ্বকে উদ্ভাসিতকারী তোমাকে আমি দর্শন করিতেছি। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

অন্বয়ঃ। হে মহাত্মন্ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরং সর্ব্বাঃ দিশশ্চ একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তম্ ; তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং (পশ্যামি)। ২০

অর্থ। হে মহাত্মন্! স্বর্লোক এবং পৃথিবীর এই অন্তর অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং দিক সকল এক তোমাকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া আছে ;

তোমার অদ্ভুত এই উগ্ররূপ দর্শন করিয়া লোকত্রয়কে ক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল দেখিতেছি। ২০

আভাস। আত্মা সর্ব্বব্যাপী; (আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা); অদ্ভুত অর্থাৎ আশ্চর্য্য বা আচরিবং; অর্জ্জুনের সংস্কারানুরূপ অনুভূতি হইতেছিল, সেইহেতু রূপকে অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য বলা হইয়াছে। রূপকে উগ্র বলা হইয়াছে, যেহেতু সেই রূপ দর্শনে অর্জ্জুন অভ্যস্ত ছিলেন না।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ। অমী সুরসঙ্ঘাঃ হি ত্বাং বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ (বদ্ধাঞ্জলয়ঃ) গৃণন্তি (জয় জয় রক্ষরক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে); মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। ২১

অর্থ। ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন, কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয় জয় রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন, মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধগণ সস্তিবাচন করিয়া উৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ অর্থবিশিষ্ট স্তুতিসমূহ দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন। ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২

অন্বয়ঃ। রুদ্রাদিত্যাঃ, বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতশ্চ, উষ্মপাশ্চ (পিতরঃ) গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষ্যন্তে। ২২

অর্থ। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যনামক দেবগণ, বিশ্বদেবতাগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎবায়ু, উষ্মপাদি পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধগণ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! তে বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং বহূদরং, বহুদংষ্ট্রাকরালং, মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহং (প্রব্যথিতঃ অপি)। ২৩

অর্থ। হে মহাবাহো! তোমার বহুমুখনেত্রযুক্ত, বহুবাহুউরু-পাদবিশিষ্ট, বহু উদরযুক্ত, বহুদংষ্ট্রাহেতু ভীষণ ও মহৎ রূপ দেখিয়া লোক-সকল ব্যথিত হইয়াছে, আমিও বিচলিত হইতেছি। ২৩

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

অন্বয়ঃ। হে বিষ্ণো! নভস্পৃশং, দীপ্তম্, অনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং, দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অহং) ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি। ২৪

অর্থ। হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী, তেজোময়, নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিবৃতমুখবিশিষ্ট, দীপ্তবিশালনেত্রবিশিষ্ট তোমাকে দেখিয়া ব্যথিতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ২৪

আভাস। কূপস্থিত মণ্ডুক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ অধীর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ অল্পসুখভোগী ব্যষ্টিঅহংকারযুক্ত জীব বিরাট আত্ম-স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে লয় হইবার পূর্ব্বে সেইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

অন্বয়ঃ। হে দেবেশ! দংষ্ট্রাকরালানি, কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব (অহং) দিশঃ ন জানে শর্ম্ম চ ন লভে, হে জগন্নিবাস! প্রসীদ। ২৫

অর্থ। হে দেবেশ! ভীষণদন্তযুক্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য তোমার মুখ সকল দর্শন করিয়া আমি দিশাহারা হইয়াছি; সুখও পাইতেছি না; হে জগদাধার! প্রসন্ন হও। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ। অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (পশ্যামি)। ২৬

অর্থ। রাজগণের সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্রই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, অসৌ, সূতপুত্র, কর্ণ এবং আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ সহ তোমাকে দেখিতেছি। ২৬

আভাস। আত্মা পূর্ণ বলিয়া পক্ষাপক্ষ ও সদসদাদি নির্বিশেষে সকলেই তাহাতে বর্ত্তমান। আত্মা সকলেরই ধারক।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ। তে (পূর্ব্ববর্ণিতাঃরাজানঃ যোদ্ধৃসংঙ্ঘাশ্চ) ত্বরমাণাঃ (তে) দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি ; কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (তে) দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে। ২৭

অর্থ পূর্ব্ব শ্লোকবর্ণিত রাজন্যবর্গ এবং যোদ্ধৃগণ দ্রুতবেগে তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখসমূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ; কেহ কেহ চূর্ণীকৃত মস্তকাদি দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন দৃশ্যমান হইতেছেন। ২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ। যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ অভিমুখাঃ (সন্তঃ) সমুদ্রমেব দ্রবন্তি তথা অমী, নরলোকবীরাঃ, অভিবিজ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৮

অর্থ। যেমন নদীসকলের অসংখ্য জলপ্রবাহ সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই ভূমণ্ডলস্থ বীরগণ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান্ তোমার বদনসমূহে বা কালমুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

অন্বয়ঃ। যথা সমৃদ্ধবেগাঃ পতঙ্গাঃ নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথা সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৯

অর্থ। যেমন বেগবান্ পতঙ্গগণ মরণের জন্যই প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বেগবান্ লোকসকলও লয় হইবার জন্যই তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৯

আভাস। সৃষ্টপদার্থ মাত্রেই কালে প্রকাশ এবং কালে লয় হয়। এই অনন্ত কালই অব্যক্ত আত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" ৮ অঃ, ১৮ শ্লোক।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০

অন্বয়ঃ। জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে; হে বিষ্ণো! তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য তব উগ্রাঃ ভাসঃ প্রতপন্তি। ৩০

অর্থ। জ্বলন্ত মুখসমূহ দ্বারা সমগ্র লোক সকলকে গ্রাস করিতে করিতে চারিদিকে (ভূয়োভূয়) লেহন করিতেছ; হে ব্যাপনশীল দেব

বা হে বিশ্বব্যাপিন্! তেজ দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া তোমার উগ্র প্রভা সকল (জগৎকে) সন্তাপিত করিতেছে। ৩০

আভাস। এই সমস্ত শ্লোকে আত্মার সর্ব্বগ্রাসিকা এবং সংহারময়ী পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাই পূর্ণা আত্মশক্তি বা কালশক্তি। এই শক্তির বিকাশ হইলে খণ্ডশক্তি সকল সূর্য্যোদয়ে তারকাগণের বা দীপ সকলের ন্যায় আবৃত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

অন্বয়ঃ। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ (ইতি) মে আখ্যাহি; তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু; হে দেববর! প্রসীদ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি; হি (যতঃ) তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি। ৩১

অর্থ। উগ্ররূপধারী আপনি কে, আমায় বলুন; আপনাকে নমস্কার করি; হে দেবশ্রেষ্ঠ প্রসন্ন হউন; আদি পুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, যেহেতু আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য আমি অবগত নহি। ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥৩২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি; লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ (অস্মি); ত্বাম্ ঋতেঽপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে (তে) ন ভবিষ্যন্তি। ৩২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। লোকক্ষয়কারী মহাবল (ভীষণ) কাল আমি; লোকসংহারার্থ অত্র প্রবৃত্ত হইয়াছি; তুমি বধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যমধ্যে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা সকলে জীবিত থাকিবে না, অর্থাৎ সকলেই নাশ প্রাপ্ত হইবে। ৩২

আভাস। সৃষ্টিস্থিতিলয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; এই প্রকৃতিতেই সৃষ্টিস্থিতিলয় হইয়া থাকে; প্রকৃতি প্রবৃত্তিময়ী; যখন সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মধ্যে কোন একটিতে প্রবৃত্তি উঠে, তখন সেইটিরই বিকাশ হয়; কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বের হেতুস্বরূপ এই প্রকৃতিকেই "কালরূপী আমি" বলা হইতেছে। এই সকল শ্লোকবর্ণিত রূপদ্বারা প্রকৃতির বা কালশক্তির সংহারমূর্ত্তির বিকাশ দেখাইতেছেন।

অর্জ্জুন যুদ্ধদ্বারা বিপক্ষ ভীষ্ম দ্রোণাদির বিনাশসাধন না করিলেও, তাঁহারা যখন সৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত, তখন প্রকৃতিবশে বা কালপ্রভাবে তাঁহারা লয় বা নাশপ্রাপ্ত হইবেনই হইবেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যথা।—স্বপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ এই উভয়বিধ পক্ষ; স্বপক্ষ অর্থাৎ আত্মপক্ষ বা আত্মসেবী, এবং প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পক্ষ বা বিষয়সেবী; অহংকার ইন্দ্রিয়গত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিলে, আপাতসুখকর বিষয় সকল ভোগ হয় এবং মনে হয় ইহাই শান্তি, ইহাই সুখ; কিন্তু পরিণামে ইহা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, যেহেতু ঐ সকল অনিত্য বলিয়া কালপ্রভাবে নাশপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। অতএব যাহার নাশ বা লয় অবশ্যম্ভাবী, সেই সকল বৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক পুরুষার্থ দ্বারা নিত্য, শাশ্বত ও অক্ষয় সুখস্বরূপ যে আত্মস্থিতি, তাঁহারই আশ্রয় লইতে উপদেশ করাই ইহার মর্ম্ম। পরের শ্লোকে ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, শত্রূন্ জিত্বা যশঃ লভস্ব; সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, ময়া এব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ; হে সব্যসাচিন্ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। ৩৩

অর্থ। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, অর্থাৎ পুরুষত্ব অবলম্বন কর; শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর; আমাকর্ত্তৃক ইহারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়া আছে; হে সব্যসাচিন্! তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

আভাস। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির নাশ করিয়া আত্মস্থিত হইবার জন্য পুরুষত্ব অবলম্বন করিতে বলিতেছেন; ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ প্রতিপক্ষের নাশে যশ বা কর্ম্মকুশলতার প্রকাশ হইবে এবং সমৃদ্ধিশালী অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বকর্ম্মময় এবং সর্ব্ববিষয়ময় এই দেহরাজ্য ভোগ হইবে। সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী প্রকৃতিকর্ত্তৃক উৎপন্নশীল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির নাশ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ তাহারা যখন জন্মিয়াছে, তাহাদের নাশ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছে। অতএব নিমিত্তমাত্র হইয়া অর্থাৎ কালশক্তির দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পুরুষার্থ প্রয়োগে তাহাদিগের নাশ বা লয় সম্পাদন পূর্ব্বক সুখী হইবার উপদেশ করিতেছেন।

জীবশক্তি মহাবল কালশক্তি প্রভাবে অবশ হইয়া বিফল বা নাশপ্রাপ্ত হইবেই হইবে, কেহই রাখিতে পারিবে না; সেই কারণ উপদেশ করিতেছেন যে, সময় থাকিতে থাকিতে এবং ইন্দ্রিয়গণ সক্ষম থাকিতে থাকিতে ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মস্থিত হইবার জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ পূর্ব্বক (নিমিত্তমাত্র হইয়া) এই দেহরাজ্য শান্তিতে ভোগ কর।

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥" ৬অঃ,৬।৭।৮শ্লোক।

এই নিমিত্তমাত্র হইবার বুদ্ধিকে বিশুদ্ধবুদ্ধি বলা যায়। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি অনেক পুণ্যফলে জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; স্থূল জগতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যাহার যখন যে বিষয় বা ধনাদি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ আছে, সে তখন তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যে হাতে করিয়া দেয়, সেই নিমিত্তমাত্র। যেখানকার ধন সেই খানেই থাকিল, যেখানকার বিষয় সেই স্থানেই রহিল, নিমিত্তরূপী দাতার কেবল পুণ্য বা আনন্দ মাত্র লাভ। এই নিমিত্তমাত্র হইতে হইলে পুরুষার্থ প্রয়োগ বা যুদ্ধ আবশ্যক; সুতরাং তাহারই উপদেশ করিতেছেন। এখানে "ময়া" শব্দে প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু আত্মার কোন কর্তৃত্ব নাই।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" ৫ অঃ, ১৪ শ্লোক।

প্রকৃতিই কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বের হেতু, যথা—

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" ১৩অঃ, ২৯ শ্লোক।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

অন্বয়ঃ। ময়া হতান্ দ্রোণঞ্চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং চ তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি; মা ব্যথিষ্ঠাঃ; রণে সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতাসি (অতঃ) যুধস্ব। ৩৪

অর্থ। আমাকর্ত্তৃক হত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অপরাপর বীরগণকে তুমি জয় কর; ভয় করিও না; যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চিত পরাস্ত করিতে পারিবে; (অতএব) যুদ্ধ কর। ৩৪

আভাস। জয়লাভ বা আত্মপ্রতিষ্ঠারূপ ফলবিষয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি বা

আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত হইয়া পুরুষত্ব প্রয়োগরূপ যুদ্ধের অনুষ্ঠান কর। চিত্তে সংশয় করিও না। ভয় বা সংশয় যোগের বা সিদ্ধির একটি মহাবিঘ্ন। অতএব সংশয়রহিত হইয়া কর্ম্ম বা যুদ্ধ করিতে উপদেশ করিতেছেন।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫

অন্বয়ঃ। সঞ্জয়ঃ উবাচ। কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ (অতিভীতঃ) [সন্] প্রণম্য ভূয়ঃ এব সগদ্গদম্ আহ। ৩৫

অর্থ। সঞ্জয় বলিলেন। কেশবের এই সকল কথা শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণাম করিয়া পুনঃ গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন। ৩৫

আভাস। সকলের বীজস্বরূপ আত্মাই "কৃষ্ণ"।

"কৃষশ্চ" সর্ব্ববচনো "ণ"কারো বীজ সংজ্ঞকঃ।
সর্ব্ববীজ স্বরূপত্বাৎ "কৃষ্ণ" ইত্যভীধিয়তে॥"

হস্তপদাদি কায়, মন এবং বাক্য দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম হইয়া থাকে।

"পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং উরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥"

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ (অনুরাগমুপৈতি চ); রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি; সর্ব্বে চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ নমস্যন্তি চ স্থানে (যুক্তমেব)। ৩৬

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ অতিশয় হৃষ্ট এবং অনুরাগযুক্ত হইয়া থাকে। রক্ষগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে; এবং সিদ্ধগণ সকলে নমস্কার করিয়া থাকেন; ইহা যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ৩৬

হৃষীকেশঃ = হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশো। হৃষীকেশঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপকত্বাৎ পরমাত্মস্বাবা। ইন্দ্রিয়াণি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা। সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক বা ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে চ তে কস্মাৎ ন নমেরন্? সৎ অসৎ তৎপরং যৎ অক্ষরং (তৎ) ত্বম্ (এব)। ৩৭

অর্থ। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ আদিকর্ত্তা তোমাকে কে না নমস্কার করিবে? সৎ, অসৎ এবং এতদুভয়ের পরে যে (কুটস্থ) অক্ষর, তাহা তুমি। ৩৭

আভাস। স্বপ্নকালে যেমন জগৎ তোমাতেই দেখ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া অর্জ্জুন আপনাতেই এই সকল দেখিয়াছিলেন।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ। ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ (পুরা স্থিত্বা নবৈব ভাতি ইতি পুরাণঃ প্রবৃত্তিময়ঃ) পুরুষঃ, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (আশ্রয় কারণং লয়স্থানং), বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্যং (জ্ঞাতব্যং) পরঞ্চ ধাম (বেত্তৃবেদ্যাভ্যাং লয়স্থানং যৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপমাত্মপদং তৎ); হে অনন্তরূপ ! ত্বয়া বিশ্বং ততম্। ৩৮

অর্থ। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ ; তুমি এই বিশ্বের আধার এবং স্থান, জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য এবং এতদুভয়ের কারণস্বরূপ আত্মপদ বলিয়া যাহা কথিত, তাহা তুমি, অর্থাৎ বেদান্তস্বরূপ তোমাতেই সকল জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তু অন্ত হয়। হে অনন্তরূপধারী, তোমাকর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯

অন্বয়ঃ। ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিঃ, প্রপিতামহশ্চ। তে সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রশঃ) নমঃ অস্তু ; পুনশ্চ নমঃ ; ভূয়ঃ অপি নমঃ নমঃ। ৩৯

অর্থ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ব্রহ্মা, পিতামহ ব্রহ্মারও জনক, সুতরাং প্রপিতামহ অর্থাৎ আদি ; তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, নমস্কার ; পুনরায় নমস্কার ; আবারও সহস্র নমস্কার। ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ৪০

অন্বয়ঃ। হে সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মন্)! তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ; তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু; অনন্তবীর্য্যঃ অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি; ততঃ সর্ব্বঃ অসি। ৪০

অর্থ। হে সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মন্)! তোমাকে সম্মুখে এবং পৃষ্ঠভাগে নমস্কার; তোমার সকলদিকেই নমস্কার; অনন্তবীর্য্য এবং অমিতবিক্রম তুমি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; সেইহেতু তুমিই সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ। ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
　　হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
　　ময়া প্রমদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
　　বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
　　তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২

অন্বয়ঃ। তব ইদং মহিমানম্ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা, ইতি প্রসভং যৎ উক্তং, হে অচ্যুত! বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষম্ অপি অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অপ্রমেয়ং ত্বাম্ অহং তৎ ক্ষাময়ে। ৪১-৪২

অর্থ। তোমার এই মহিমাবিষয়ে অজ্ঞান আমাকর্ত্তৃক মোহবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ সখা অর্থাৎ আমার সমতুল্য, ইহা ভাবিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইত্যাদি তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবে যাহা উক্ত হইয়াছে, হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন এবং ভোজনকালে একান্তে অথবা

জনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যে সকল অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছ, অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ৪১-৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ। হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি, পূজ্যশ্চ, গুরুশ্চ, গরীয়াংশ্চ (অসি), (অতঃ) লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি, অন্যঃ অভ্যধিকঃ কুতঃ। ৪৩

অর্থ। হে অমিতপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গুরু হইতেও গুরু, ত্রিভুবনে তোমার সমান অপর কেহ নাই; অন্য তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোথায় আছে? ৪৩

আভাস। আত্মাই সমস্ত; আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ হে দেব! অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে; পুত্রস্য পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায় প্রিয়ঃ (ইব) সোঢ়ুম্ অর্হসি। ৪৪

অর্থ। সেই হেতু হে দেব! আমি দেহকে অবনতপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্তুত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, অর্থাৎ কায়মনবাক্যে তোমার প্রসন্নতা করিতেছি; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ সহ্য করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ সহ্য কর। ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫

অন্বয়ঃ হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং (তব রূপং) দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ (রোমাঞ্চিতঃ) অস্মি ; ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতম্ ; হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ তদেব রূপং মে দর্শয়। ৪৫

অর্থ। হে দেব, তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি রোমাঞ্চিত হইতেছি। ভয়ে আমার মন বিহ্বল হইয়াছে ; হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও ; তোমার প্রাকৃতিক রূপ আমাকে দেখাও।৪৫

আভাস। অর্জ্জুন যে রূপ দেখিতে অভ্যস্ত, অর্থাৎ যে রূপ দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন, আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ ও সংস্কারমূলক সেই রূপ দেখিতে এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছেন। সেই রূপ কি, তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

অন্বয়ঃ। অহং ত্বাং তথা এব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব। ৪৬

অর্থ। আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীটিধারী, গদাধারী, চক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও। ৪৬

আভাস। অর্জ্জুন তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ, চির অভ্যস্ত সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপটি দেখিতে প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

মযা প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন মযা আত্মযোগাৎ ইদং তেজোময়ম্ বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যং চ মে পরং রূপং তব দর্শিতং যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্। ৪৭

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগদ্বারা এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত এবং আদ্য আমার পরমরূপ তোমাকে দেখাইলাম, যে রূপ তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। ৪৭

আভাস। কায়, মন এবং বাক্যের প্রত্যেকটিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অহংকার অবস্থিত থাকিলে আত্মযোগ হয় না; তাহাদের একত্রীকরণে অহংকারের যে পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়, তাহাই আত্মযোগ; অর্জ্জুনের তখন তন্ময়ত্বহেতু এই অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে আত্মার পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছিলেন। অহংকারের পৃথকত্বই "অন্য" শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অহংকারের অন্যত্বে বা পৃথকত্বে আত্মা প্রকাশ হয়েন না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

অন্বয়ঃ। হে কুরুপ্রবীর! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন চ উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৪৮

অর্থ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া অথবা কায়েন্দ্রিয়শোষক দুষ্কর তপস্যাদ্বারা, আমার এই রূপ, তোমা ভিন্ন নরলোকে আর কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না। ৪৮

আভাস। বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান এবং ক্রিয়াদি ইহারা সকলেই অংশের প্রকাশক; অংশহেতু ইহারা কেহই সর্ব্বধারক আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। নৃলোকে = বিক্ষেপাত্মক দেহে (নৃ বিক্ষেপে); বিক্ষেপ শব্দের অর্থ যথা—

"অদ্বিতীয়বস্তুনবলম্বনেন চিত্তস্য অন্যাবলম্বনম্।" ইতি বেদান্তসারঃ।

অদ্বিতীয় আত্মবস্তুকে ত্যাগ করিয়া চিত্তে বিষয়াদি অনাত্মবস্তুর গ্রহণকে বিক্ষেপ বলে। ইহাই "নৃলোক" শব্দে বুঝিতে হইবে। এই বিভাগ অজ্ঞান বা মায়াদ্বারা হইয়া থাকে। এই কারণ মায়াময় জগৎকে নরলোক বলিয়া থাকে। অতএব বুদ্ধি, মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা বিভক্ত বা নাশপ্রাপ্ত হইলে নরলোকে অবস্থিতি হয় এবং তদবস্থায় আত্মদর্শন হইতে পারে না। বিক্ষেপের কারণ পুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

"শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাসুতা।
ঈর্ষ্যামানো বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা।
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশ হেতবো মানসা মলাঃ॥" কালিকা পুরাণ, ১৮অঃ।

বেদ-যজ্ঞাদি পূর্ণ আত্মাকে যে প্রকাশ করিতে পারে না, সে সম্বন্ধে তন্ত্র বলিতেছেন—

"ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়াম শতেন বা।
ন মুক্তির্জপনাৎ হোমাৎ উপবাস শতৈরপি॥
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে।
দর্শয়াত্মসদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্ব্বিনেতি॥" ইতি তন্ত্রসারঃ।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ। ঈদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা (অস্তু) ; চ বিমূঢ়ভাবঃ মা (অস্তু) ; ত্বং ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাশ্চ পুনঃ মে ইদং তদেব রূপং প্রপশ্য। ৪৯

অর্থ। আমার এই ভীষণ রূপ দর্শন করিয়া তোমার ক্লেশ বা চিত্তবিভ্রম বা মোহ না হউক্ ; তুমি নির্ভীক এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় আমার এই সেই (প্রাকৃতিক বা চতুর্ভুজ) রূপই অবলোকন কর। ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অন্বয়ঃ। সঞ্জয়ঃ উবাচ। বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা স্বকং (স্বীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস ; সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা ভীতম্ এনম্ (অর্জ্জুনং) পুনঃ আশ্বাসয়ামাস (অভয়ং চকার)। ৫০

অর্থ। সঞ্জয় বলিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই স্বীয় (প্রাকৃতিক) মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। প্রসন্নমূর্ত্তি হইয়া মহাত্মা, ভীত অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে জনার্দ্দন! তব ইদং সৌমং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ (জাতঃ) অস্মি; প্রকৃতিং গতঃ (অস্মি)। ৫১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখিয়া অধুনা আমি চেতনাযুক্ত (এবং) প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১

আভাস। অর্জ্জুন অভ্যাসমত আত্মপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হইলেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥৫২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ! মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (ভবন্তি)।৫২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। আমার এই দুর্ল্লভদর্শন যে রূপ তুমি দেখিয়াছ, দেবতাগণও এই রূপের নিত্য দর্শনাভিলাষী আছেন। ৫২

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকাররূপ দেবতাগণ চঞ্চলত্বহেতু কখনই বিষয়ে পূর্ণরূপে তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়েন না, সেই হেতু পূর্ণ আত্মাকেই সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

অন্বয়ঃ। মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৫৩

অর্থ। আমাকে তুমি যেরূপ দেখিলে, সেইরূপে আমি বেদ সকল, তপস্যা, দান এবং যজ্ঞের দ্বারা দৃশ্যমান হই না। ৫৩

আভাস। বেদ অর্থাৎ বিভিন্ন জ্ঞান; তপস্যা অর্থাৎ শরীর তিতিক্ষা বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; দান অর্থাৎ অর্পণাদি এবং যজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয় সঙ্গতকরণ; ইহাদের কোনটিই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু ইহারা অংশের প্রকাশক। এই সকলের একত্রীকরণে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন, কারণ, আত্মা স্বপ্রকাশ এবং নিজবোধস্বরূপ। এই সকলের একত্রীকরণে যে ভক্তি হয় ও তাহাতে যেরূপে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ। ৫৪

অর্থ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্য অর্থাৎ অভেদ ভক্তি প্রাপ্ত হইলে কেবল এই প্রকার আমি বা আত্মাকে তত্ত্বের দ্বারা জানিতে এবং তাঁহাতে বিলীন হইতে পারা যায়। ৫৪

আভাস। তত্ত্বম্ অর্থাৎ তদ্বস্তুনি তদ্ভাবস্তত্ত্বম্; তত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন যথা—

"অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন।
তত্ত্বমিদৃক্ তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্।
তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়াঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যন্তি।"
"তন্ময়েতি তদেকত্বজ্ঞানং সোঽহমিতি॥"

অর্জ্জুন তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় আত্মাতেই আত্মার পূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃতির একত্রীকরণেই তন্ময়ত্ব বা তদেকত্ব জ্ঞান হয়; ইহাকেই তত্ত্বজ্ঞান বা অনন্যভক্তি বলে। ভক্তি এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে ১৮ অঃ, ৫১ হইতে ৫৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমঃ, মদ্ভক্তঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ, চ সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ সঃ মাম্ এতি। ৫৫

অর্থ। হে পাণ্ডব! যিনি আমার উদ্দেশেই কর্ম্ম করেন, যাঁহার আমিই একমাত্র পুরুষার্থ বা লক্ষ্য, যিনি আমার সহিত অভিন্ন জ্ঞান-সম্পন্ন বা অভেদভক্ত, যিনি বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষবর্জ্জিত, অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়াদি সকলে স্বভাবে অবস্থিত হইয়া আপন আপন প্রকৃতি-নিয়ত কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আত্মাতে লীন হয়েন। ৫৫

আভাস। ফলে কামনা না করিয়া আত্মার প্রীতি মাত্র উদ্দেশ করিয়া কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বকর্ম্মে একমাত্র আত্মাই লক্ষ্য থাকে, বিষয়ে আসক্তি থাকে না এবং ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় কোন কর্ম্মে অহংকার উৎপন্ন হয় না এবং প্রকৃতিসকল বিভিন্নমুখীন্ না হওয়াতে তাহারা একত্রীকৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই

পরাভক্তি বলে। এই পরাভক্তির উদয়ে বিষয়সকল, ইন্দ্রিয়সকল, বৃত্তি-সকল ও জ্ঞানসকল পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ হইলেও সকলেই এক আত্মাতে একত্রীকৃত হয় এবং চিরশান্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার উপলব্ধি এবং পূর্ণ শান্তি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগোনাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিযোগোনাম

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।



অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ, এবং সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে যে চাপি অব্যক্তম্ অক্ষরং (ত্বাং পর্য্যুপাসতে), তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ। ১

অর্থ। অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে সততযুক্ত যে সকল ভক্ত তোমাকে উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর (তোমাকে) উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে ? ১

আভাস। সততযুক্তঃ=মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥" ১১ অঃ, ৫৫ শ্লোক। অব্যক্তমক্ষরম্=অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮ অঃ, ২১ শ্লোক। একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে "সততযুক্ত ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন" এবং অষ্টম অধ্যায়ে "অক্ষরস্থিতিই পরমগতি" এই প্রকার শব্দ করাতে অর্জ্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, এই উভয় প্রকার উপাসনার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ; এবং সেই হেতু এই প্রশ্ন হইয়াছে। অক্ষরস্থিতি এবং ভক্তিযোগ যে পৃথক্ নহে, তাহা এই অধ্যায়ে উপদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের সংশয় দূর করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। ময়ি মনঃ আবেশ্য যে মাং নিত্যযুক্তাঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ উপাসতে তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ। ২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্তভাবে পরম শ্রদ্ধাসহকারে যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম। ২

আভাস। বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে কর্ম্মে কোন অহংকারও উৎপন্ন হয় না; কায়মনবাক্যে কেবল স্বভাবজাত কর্ম্ম সকলই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা আত্মার প্রীতি এবং আত্মার পুষ্টি হইয়া থাকে; ইহাই নিত্যযুক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় মন (অন্তরাত্মা) পরমাত্মায় নিরোধপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্মগত হয়। বহির্বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তির এই প্রকার একত্রীকরণ হইলে পরাশ্রদ্ধা বা পরাভক্তি হইয়া থাকে; এই একত্রীকরণই আত্মার প্রকাশক্ষেত্র বা রমন স্থান। এই প্রকার ক্ষেত্রে আত্মা প্রকাশ হইলে অক্ষরস্থিতি বা ভক্তিযোগ হইয়া থাকে। ইহাই যুক্ততম অবস্থা।

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" ॥ ৬অঃ, ৪৭ শ্লোক।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ। যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বভূতেহিতেরতাঃ (সন্তঃ) অব্যক্তম্ অনির্দ্দেশ্যং সর্ব্বত্রগং অচিন্ত্যং কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ অক্ষরং পর্য্যুপাসতে তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি। ৩-৪

অর্থ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্ব্বভূতহিতেরত হইয়া অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, ধ্রুব ও অচল অক্ষরকে উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ৩-৪

আভাস। ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মমাত্র সম্পন্ন করিলে অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থিত হইলে কেহ কাহাকেও দ্বেষ করে না; সুতরাং অহংকারের উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ ক্ষরবিষয়ভাব ত্যাগ করিয়া অক্ষর আত্মভাবে অবস্থান করে এবং আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি শব্দার্থ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

অব্যক্তম্ = বাঙ্‌মনসোঽগোচরম্; যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ অবিষয় এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশ হয় না। সর্ব্বত্রগম্ = সর্ব্বত্র গমনশীল অর্থাৎ ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী। অচিন্ত্যম্ = মনদ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; বিষয়ের চিন্তা হয়, আত্মা অবিষয় বলিয়া অচিন্ত্য। অনির্দ্দেশ্যম্ = চিতির বিষয় হইলে নির্দ্দেশযুক্ত হয়, অচিন্ত্য বলিয়া অনির্দ্দেশ্য; সুতরাং অসীম এবং অপরিমেয়। কূটস্থম্ = উভয়োরন্তরম্ কূটম্; সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে উভয়ের ধারকরূপে অবস্থিত, কিন্তু সুখও নহে এবং দুঃখও নহে; "কূটস্থোঽক্ষরমুচ্যতে"। ধ্রুবম্ = নিশ্চিৎ; ঈশ্বর আছেন বা নাই, ইহা সংশয় হইতে পারে, কিন্তু আমার অস্তিত্ব অসংশয়িত। অচলম্ = স্বভাবান্নচলতীতি অচলম্; মন, বুদ্ধি, অহংকার, ভাব, অভাব সকলেই চলে "আমি" চলি না; নিষ্কম্প এবং নির্ব্বিকার। অক্ষরম = ন ক্ষরন্তি অশ্নুতে চ; "যৎ কথঞ্চিৎ ন ক্ষরতে তদক্ষরং বিজানীয়াৎ"।

অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরমতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং স্বরমুষ্মবর্জ্জিতং নতেঽক্ষরং যৎ ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥ উত্তর গীতা

বিষয় সকল ক্ষর, "আমি" অক্ষর। প্রকৃতির একত্রীকরণেই "আমি" বা অক্ষর আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

অন্বয়ঃ। অব্যক্তাসক্তচেতসাং তেষাং ক্লেশঃ অধিকতরঃ (ভবতি); হি অব্যক্তা গতিঃ দেহবদ্ভিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে। ৫

অর্থ। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের ক্লেশ অধিকতর হইয়া থাকে; যেহেতু দেহাভিমানিগণ (অহংকারগণ) কর্ত্তৃক অব্যক্তগতি দুঃখে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫

আভাস। অব্যক্ত অর্থাৎ কর্ম্মফল; ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু তাহার ফল নির্দ্দেশে অসমর্থ অর্থাৎ ইষ্টানিষ্টরূপ কি ফল হইবে, জানিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের নিকট কর্ম্মফলের অব্যক্ততা থাকে। অতএব "অব্যক্ত" বলিতে এখানে কর্ম্মফলই বুঝিতে হইবে। "অব্যক্ত" পূর্ব্বশ্লোকে "অক্ষর" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যোগাভাবপ্রযুক্ত এই শ্লোকে "আসক্তচেতসাং" শব্দযোগে চিতির বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া অপরিমেয় আত্মাকে না বুঝাইয়া পরিমেয় কর্ম্মফলকে বুঝাইতেছে। ইহা বাচিক অহংকারের বিষয়মাত্র বলিয়া জানিবে। এই অব্যক্তে বা কর্ম্মফলে চিত্ত আসক্ত হইলে ক্লেশ বা দুঃখ হইয়া থাকে; পূর্ব্বশ্লোকের লিখিত অক্ষরের উপাসনা করিতেহইলে বা আত্মসমীপস্থ হইতে হইলে (উপ সমীপে আসনং যৎ তৎ উপাসনম্) ইন্দ্রিয়সংযমাদি করিতে হয় এবং তাহাতে আপাততঃ দুঃখানুভব হয় এবং এই শ্লোকে লিখিত ফলাসক্তি বিষয়ে দুঃখের আতিশর্য্য হেতু অধিকতর ক্লেশ হয় ইহা বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ অক্ষরের সাধনায় সুখই হয়, (প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥" ৯ অঃ, ২ শ্লোক।) এবং ফলাসক্তিতে দুঃখই হইয়া থাকে ("রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥" ১৪ অঃ, ১৬ শ্লোক) ইহা বলা এই দুই শ্লোকের উদ্দেশ্য। দেহবদ্ভিঃ=কর্ত্তৃভিঃ অহংকারৈঃ; ফলাসক্তি বশতঃ বহুবিষয়ে অহংকারের বহুত্ব নিবন্ধন এই শব্দ বহুবচনান্ত

প্রয়োগ করিয়াছেন; সংকল্প হেতু দেহবৎ অর্থাৎ অহংকার দেহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইত্যাকার প্রতীয়মান্ হয় এবং সংকল্পের লয়ে তাহার সত্তামাত্রও থাকে না বলিয়া "দেহবদ্ভি" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সংকল্পযুক্ত অহংকারগণই ফলাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখ বোধ করে, ইহা সিদ্ধান্ত। অব্যক্তা গতিঃ=ফল কি হইবে তাহার নিশ্চয় নাই, তথাপি সেই অনিশ্চিত ফললালসায় ধাবমান হয় বলিয়া তাহাদের গতি অব্যক্তা হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষে সুখ এবং অপ্রত্যক্ষে দুঃখ উৎপন্ন হয়; গতি বা কর্ম্ম জ্ঞানে বা জ্ঞানাত্মাতে সমাপ্ত হইলে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে নচেৎ বাচিক অহংকারপ্রযুক্ত (ফলকামী হওয়াতে) কর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অর্থাৎ কি দিয়া কি করিল তাহা জানিতে না পারায় দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাই গতির অব্যক্ততা।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥৭

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যে তু অনন্যেন এব যোগেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ (ভূত্বা) ধ্যায়ন্তঃ মাম্ উপাসতে, ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ অহং ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি। ৬—৭

অর্থ। হে পার্থ। যাঁহারা অনন্যযোগ সহকারে সকলকর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া বিষয়বাসনাশূন্যচিত্তে আমার সমীপস্থ হয়েন, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকলের মৃত্যুসংসারসাগর হইতে অচিরাৎ আমি উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া থাকি। ৬-৭

আভাস। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে বিষয় প্রকাশ না হইয়া যদি আত্মপ্রকাশ হয়, তবে অনন্যযোগ হইয়া থাকে; ইহাতে

কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হয়; এই প্রকারে নিত্যযুক্ত থাকিয়া যাঁহারা কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন ও ফলাসক্তিবর্জ্জিত হয়েন, তাঁহারা জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। ৩ এবং ৪ শ্লোকে কথিত অব্যক্ত অক্ষরের সাধনার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা হইয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য। মৃত্যুরেব সংসারঃ স এব সাগরস্তস্মাৎ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ; বিষয়ের বহুত্ব নিবন্ধন অহংকারের বহুত্ব হইয়া থাকে। অতএব অহংকারের বিষয়প্রাপ্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে, ইহাই সংসার; ইহা অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্ত বলিয়া সাগরের সহিত ইহাকে তুলনা করিয়াছেন।

"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ২ অঃ, ৪১ শ্লোক।

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" ইতি সাংখ্যদর্শনম্; "ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানংশূন্যগতং:মনঃ" ইতি তন্ত্রম; আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ৬ অঃ, ২৬ শ্লোক। বিষয় বাসনা শূন্য হইলে বা মনে বিষয়চিন্তা না থাকিলে, মন আত্মগত বা শূন্যগত হয়, ইহাই ধ্যান। উপ সমীপে আসনং যৎ তৎ উপাসনম্; ধ্যান সম্পন্ন হইলে আমার (আত্মার) উপাসনা হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মার সমীপস্থ হওয়া যায়। "ধ্যায়ন্তঃ মামুপাসতে" বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ। ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব (স্থিরীকুরু); ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, অত ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি; (অত্র) সংশয়ঃ ন (অস্তি)। ৮

অর্থ। আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, অর্থাৎ বিষয়ের চিন্তা এবং বিষয়ে নিশ্চয়করণ ত্যাগ করিয়া মনবুদ্ধি দ্বারা আমাতে বা আত্মাতে অবস্থিত হও; (এইরূপ করিলে কি হইবে তাহা বলিতেছেন), ইহার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মনবুদ্ধির পরে যে অহংকার আছে,

(তোমার) সেই অহংকার আমাতেই লীন হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অর্থাৎ মনবুদ্ধি আমাতে বা আত্মাতে লয় হইলে কামরূপ অহংকারও আমাতে বা আত্মাতে লয় হইবে।

আভাস। অহংকারই জন্মায় এবং অহংকারই মরে; অতএব অহংকারের লয় হইলে জন্মমৃত্যুযুক্ত যে সংসার, তাহার আর প্রাপ্তি হইবে না।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" ৯ অঃ, ৩৪ শ্লোক।
"ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥" ৮ অঃ, ৭ শ্লোক।

**অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥৯**

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ। ৯

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে বা আত্মাতে চিত্ত দৃঢ়রূপে সমাহিত করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগদ্বারা আমাকে বা আত্মাকে পাইতে চেষ্টা কর। ৯

আভাস। আমাতে বা আত্মাতে সর্ব্বদা চিত্ত স্থির রাখিয়া কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইলে, অর্থাৎ যদ্যপি সততযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে না পারা যায়, তবে অভ্যাসের দ্বারা আত্মস্থিত হইতে উপদেশ করিতেছেন।

অভ্যাস যথা—অভ্যাসঃ পৌনঃপুণ্যেনানুষ্ঠানম্; অভি+অস্‌ধাতু+ঘঙ্, অভিমুখেন আস্যতে ক্ষিপ্যতে অনেন ইতি অভ্যাসঃ; কোন এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পুনঃ পুনঃ ক্ষেপণের নাম অভ্যাস। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" পাতঞ্জলদর্শনম্ সমাধিপাদঃ ১৩। তৎবস্তুতে স্থিত হইবার জন্য যে যত্ন, তাহাই অভ্যাস। ফল কথা, আত্মস্থিত হইবার জন্য বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ সংযমাদি দ্বারা যে আকর্ষণ, তাহা অভ্যাস শব্দে অত্র বুঝাইতেছে। ব্রহ্মসদ্ভাব বা আত্মার তন্ময়ত্ব সাধন, ধ্যান এবং জপ এই তিনটিকে তন্ত্র অভ্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতএব কায়মনবাক্যের সংযম পূর্ব্বক অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহার-পরায়ণ হইয়া জপধ্যানাদি দ্বারা আত্মাতে লয় হইবার বা তন্ময়ত্ব লাভ করিবার উপদেশ করিতেছেন, তাহা হইলে আমাতে বা আত্মাতে স্থিতি হইবে। ইহা মনের ব্যাপার। এই চিত্ত বা মনস্থির সম্বন্ধে ৬ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০

অন্বয়ঃ। (চেৎ) অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি, মৎকর্ম্মপরমঃ ভব; মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি। ১০

অর্থ। যদি তুমি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও; মদর্থ কর্ম্মসকল করিলেও, তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে। ১০

আভাস। মৎকর্ম্ম কি তাহা বলা হইতেছে। আমাতে যে শ্রেষ্ঠ বাসনার উৎপত্তি হয়, তাহা বহিস্থ কোন প্রতিবিম্বে স্থাপন পূর্ব্বক আত্মার অভিলষিত দ্রব্যাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ভাবাদি যত কিছু আছে, সে সমস্ত ঐ প্রতিবিম্বে সমর্পণ করতঃ যেরূপ ভাবে আত্মা হইতে তাহাকে বাহিরে লইয়াছিলে, সেইরূপ ভাবে আত্মাতে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া মৎকর্ম্মপরম অর্থাৎ তন্ময় হইয়া মদর্থে অর্থাৎ আমার বা আত্মার জন্য কর্ম্ম সকল করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে অর্থাৎ আত্মস্থ হইবে। এই প্রকার সাধন সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন যথা—

"গবাং সর্পিঃশরীরস্থঃ ন করোত্যঙ্গ পোষণম্।
স্বকর্ম্মরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েৎ॥"

গরুর শরীরস্থ ঘৃত যেমন তাহার অঙ্গপোষন করেনা অর্থাৎ তাহার অঙ্গের পুষ্টিসাধন করেনা, তদ্রূপ আমাতে চৈতন্যরূপ যে পরমেশ্বর

আছেন, তিনি আমার অঙ্গাদিকে পূর্ণ করেন না; যেরূপ দোহন, মন্থন ও উত্তাপনাদি দ্বারা গোশরীরস্থ ঘৃতকে ঘৃতত্বে পরিণত করিয়া পুনরায় গরুকে খাওয়াইলে তাহার পুষ্টি হয়, তদ্রূপ আমাদের দেহস্থ চৈতন্যরূপী পরমেশ্বরকে ধ্যানবলে দক্ষিণ নাসাপুটে নিঃসারিত করিয়া বহিস্থ প্রতিমাদিতে স্থাপন পূর্ব্বক আত্মার অভিলষিত বিষয় দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তেজরূপ জপ যোগ করতঃ মনবুদ্ধিঅহংকারাদির তন্ময়ত্ব সম্পাদন করিয়া সেই তন্ময়ত্ব পুনরায় আত্মাতে অবস্থান করাইলে আত্মার স্বরূপস্থিতি হইয়া থাকে। এইটি বুদ্ধির ব্যাপার। ইহাতেও অসমর্থপক্ষে পরশ্লোকে পুনঃ বলিতেছেন।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

অন্বয়ঃ। অথ এতদপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ (সন্) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু। ১১

অর্থ। যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তবে আত্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া সকল কর্ম্মফল ত্যাগ কর। ১১

আভাস। পূর্ব্বশ্লোককথিত "মৎকর্ম্মপরম" হইতে অসমর্থ হইলে, মদ্‌যোগ আশ্রয় পূর্ব্বক যতাত্মা হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে উপদেশ করিতেছেন।

মদ্‌যোগ যথা—সর্ব্ব কর্ম্ম যদি আমার জন্য করি অর্থাৎ লোকপ্রবৃত্তির জন্য না করি, তবে ফলত্যাগ আপনিই হইয়া থাকে। নিজের আহার-বিহারাদি যদি নিজের সন্তোষের জন্য নিজে অনুষ্ঠান করি, তাহাতে কোন রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইবে না, বরং শান্তিই হইবে। স্ত্রীকে ভালবাসি নিজের জন্য; স্ত্রী ভালবাসে কি না তাহা জানিবার আবশ্যক নাই; ইহাতে অশান্তির উৎপত্তি হইতে পারে না; অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত নিজে করিয়া লইতেছি, সুতরাং তাহা যে কোন প্রকারেই সমাধা হউক না কেন,

ভোজন শান্তি পূর্ব্বকই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে কোন বিক্ষেপ উৎপন্ন হয় না। এই প্রকার কর্ম্মে আত্মা সংযত হইবে এবং অহংকারের বা কর্ম্মফলের নাশ ক্রমে আপনা আপনিই হইয়া যাইবে এবং ইহাদ্বারা মদ্‌যোগ বা আত্মযোগ সম্পন্ন হইবে।

"অপি চেৎ স্বদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ৯অঃ, ৩০।৩১শ্লোক।

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানংবিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

অন্বয়ঃ। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ। ১২

অর্থ। অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যানের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ হয়, ত্যাগের পর শান্তিলাভ হইয়া থাকে। ১২

আভাস। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে বিষয়ের স্বরূপের উপলব্ধি হয়; স্বরূপের উপলব্ধি হইলে মন নিশ্চিন্ত হয়, মন নিশ্চিন্ত হইলে মনের ফলাসক্তি থাকেনা এবং ফলত্যাগ হইলে শান্তি লাভ হয়।

অভ্যাস শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে পুনর্ব্বার বলা যাইতেছে। কায়, মন ও বাক্য অর্থাৎ জ্ঞান, ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়কর্ম্ম), এবং ভাবের সংযমই অভ্যাস বলিয়া উক্ত। কায় বা জ্ঞানসংযম যথা।—

"দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥"৪অঃ, ২৫।২৬।২৭ শ্লোক।

মন বা ইন্দ্রিয়সংযম যথা।—

"তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥" ৩ অঃ, ৪১ শ্লোক।

বাক্য বা ভাবসংযম যথা।—

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥" ২ অঃ, ৫২।৫৩ শ্লোক।

ইন্দ্রিয়াদি সকলে সংযত হইয়া স্বভাবে অবস্থান করিলে তাহাতে সঙ্গত বিষয় সকলের স্বরূপজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তাহারা সকলেই এক আমিতে যাইয়া একত্রীকৃত হয়। এই স্বরূপ উপলব্ধির নামই জ্ঞান।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"১৮অঃ, ২০ শ্লোক।

এই স্বরূপ জ্ঞান হইলে মন নিশ্চিন্ত হয়। তখন ধ্যান হইয়া থাকে, যথা—

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" ইতি সাংখ্যদর্শনম্।
ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।" ইতি তন্ত্রম্।
"ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্।
ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যাতা তল্লয়তাং গতঃ।
পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥" গারুড়ে ২৪ অধ্যায়।
"বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥" ১৮অঃ ৫২ শ্লোক।
"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥" ৬ অঃ, ২৫ শ্লোক।

আত্মগত মনের নাম ধ্যান অর্থাৎ মনের বিষয়াসক্তি ত্যাগ হইয়া আত্মস্থিতি হইলেই মনের শূন্যতা হইয়া থাকে এবং ইহাই ধ্যান। এই

অবস্থায় সর্ব্বভূতে এক ভাব হইয়া থাকে। ইহার পর ত্যাগ আসিয়া থাকে। ত্যাগ যথা।—

"ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥" ১৮ অঃ, ১০।১১ শ্লোক।

কর্ম্মফল ত্যাগ হইলে কামরূপী অহংকার নাশ প্রাপ্ত হয় এবং শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৪

অন্বয়ঃ। সঃ যোগী সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণঃ এব, নির্ম্মমঃ, নিরহংকারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৩-১৪

অর্থ। যে যোগী সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র, করুণ, নির্ম্মম (অহং, মম ইতি ভেদবর্জ্জিত), নিরহংকার (অহং অভিমানশূন্য) সুখদুঃখে-সমভাবযুক্ত, ক্ষমাগুণসম্পন্ন, সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বভাবে সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, সংশয়শূন্য, মন এবং বুদ্ধি আমাতে বা আত্মাতে অর্পণযুক্ত, মদ্ভক্ত অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি একত্রীকৃত হইয়া আমাতে বা আত্মাতে অবস্থিত, তিনি আমার প্রিয়। ১৩-১৪

আভাস। কর্ম্মফলের আত্যন্তিক ত্যাগ হইলে অর্থাৎ যখন কিছু ত্যাগ করিবার জন্য মনে ত্যাগসঙ্কল্পও থাকিবে না, তখন ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান করিবে; সুতরাং কেহ কাহারও দ্বেষ করিবে না। তাহাদের মিত্রতা স্থাপিত হইবে অর্থাৎ সকলেই সমকর্ম্মী হইবে;

করুণগুণ সম্পন্ন হইবে অর্থাৎ তাহারা অনুকূলাচরণ করিবে অর্থাৎ আত্মস্থিতিহেতু সকলেই আত্মাভিমুখী হইয়া আত্মাতেই রমণ করিবে, (কৃ ধাতু উনন্ করোতি মনঃ আনুকূল্যায় ইতি শব্দবাচস্পত্ত) ; বিষয়ে নির্ম্মম হইবে অর্থাৎ মমত্বাদি আসক্তি থাকিবে না ; বিষয়ের ভেদজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত অহং অভিমানের শূন্যত্ব হইবে ; চিত্তে সর্ব্বদাই সন্তোষ বিরাজ করিবে ; সমচিত্তত্বহেতু সুখদুঃখরূপ বিভাগ না থাকাতে অক্ষয় সুখে অবস্থিতি হইবে ; বৃত্তিশূন্যতাহেতু চিত্ত আদরে এবং তাড়নায় অবিকারী থাকিবে ; চিত্ত বিষয় গ্রহণ করিবে না এবং সংশয়রহিত হইবে ; মন আত্মাকেই সংকল্প করিবে এবং বুদ্ধি সদসৎ বিচারবর্জ্জিত হইয়া আত্মাকেই নিশ্চয় করিবে।

এই প্রকারের একভক্তিবিশিষ্ট যোগী আত্মার সমীপস্থ হইয়া থাকেন এবং আত্মার প্রকাশক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া আত্মাতে রমন করেন বলিয়া আমার বা আত্মার প্রিয় হইয়া থাকেন, ইহা বলা হইয়াছে, নচেৎ পূর্ণে প্রিয়াপ্রিয় বিভাগ নাই।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" ৯অঃ,২৯ শ্লোক

এই সকলই পরাভক্তির লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮অঃ, ৫৪ শ্লোক।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ। যস্মাৎ (লোকাৎ) লোকঃ ন উদ্বিজতে, যঃ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫

অর্থ। "লোক" অর্থে যথাক্রমে কায় এবং মনকে বুঝাইতেছে॥ এই শ্লোকে কায়ক্ষেত্রে মনের ক্রিয়া এবং মনক্ষেত্রে কায়ের বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দেখাইতেছেন।

লোক হইতে লোক (যখন) উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ কায় (ইন্দ্রিয়) যোগে যখন মন উদ্বিগ্ন হয় না. এবং মনের সংযোগে অর্থাৎ মনের ক্রিয়াদ্বারা (যখন) ইন্দ্রিয় উদ্বিগ্ন হয় না, যখন ইন্দ্রিয়ক্রিয়া দ্বারা মন এবং মনের ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয় (পরস্পরে) আনন্দ, বিষাদ এবং ভীতির উদ্বেগশূন্য হয়, (এমন অবস্থাপ্রাপ্ত) ব্যক্তি আমার বা আত্মার প্রিয়। ১৫

আভাস। নিরভিমানী হইলে আগমময় পূর্ণাপ্রকৃতি বা পূর্ণঅহংকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকেন; তখন ইন্দ্রিয়সকল পরস্পর চালিত হয় না অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়কর্ম্মে অপর ইন্দ্রিয় বিচলিত হয় না অর্থাৎ সকলে স্বভাবে অবস্থান করে। কেহ কাহারও কর্ম্মে আনন্দিত, বিষণ্ণ, বা ভীত হয় না। ইহাই আগমময় পূর্ণপ্রকৃতিতে বা বাক্যের পূর্ণত্বে অবস্থান। ইহা আত্মার প্রকাশক্ষেত্র অতএব আত্মার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬

অন্বয়ঃ। অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ, গতব্যথঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। ১৬

অর্থ। সর্ব্বকামনানির্ম্মুক্ত, কামসংকল্পশূন্য, অনলস, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতে অবিচলিত চিত্ত বা দুঃখরহিত, কামাদিবিকাররহিত হইয়া যিনি আমাতে বা আত্মাতে যুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।১৬

আভাস। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত ভক্তি হয় এবং তাহাতে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন। আত্মভাব বিহীন হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহাকেই "সর্ব্বারম্ভ" বলে; ইহা সর্ব্বদাই দোষযুক্ত, যেহেতু ইহা আত্মার আবরক অহংকার মাত্র।

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥" ১৮ অঃ ৪৮ শ্লোক।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ। যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী স ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ। ১৭

অর্থ। যিনি প্রিয়বস্তু লাভে হর্ষপ্রাপ্ত হয়েন না, অপ্রিয় সংযোগে যিনি দ্বেষপ্রাপ্ত হয়েন না, যিনি ইষ্টনাশে শোক করেন না, যিনি অনাগত বস্তুর ইচ্ছা করেন না, যিনি অনপেক্ষতাহেতু মঙ্গলামঙ্গল বা পাপপুণ্য উভয়ে অনাসক্ত, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় অর্থাৎ তাঁহাতে আমি প্রকাশ হইয়া থাকি। ১৭

আভাস। এই শ্লোকে বাক্যের ক্রিয়া দেখাইতেছেন। ২য় অধ্যায়ে কথিত স্থিতপ্রজ্ঞা এবং ব্রাহ্মীস্থিতি ইহাদ্বারা লক্ষিত হইতেছে। ভক্তিমান্, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ব্রাহ্মীস্থিতিপ্রাপ্ত বা বাক্যের পূর্ণত্বে অবস্থিত, এই সকল একই অর্থের জ্ঞাপক।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯

অন্বয়ঃ। শত্রৌ মিত্রে চ সমঃ, মানাপমানয়োঃ তথা চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ।১৮-১৯

অর্থ। শত্রুমিত্রে একরূপ, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখরূপ দ্বন্দ্বে সমান বোধযুক্ত, সর্ব্বত্র আসক্তিবর্জ্জিত, স্তুতি বা নিন্দা উভয়ে তুল্যবুদ্ধি, সংযতবাক্, মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী যথালব্ধ বস্তু-প্রাপ্তেই সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট নিকেতনশূণ্য, পরমার্থেই বা আত্মাতেই স্থিরচিত্ত,

এরূপ ভক্তিমান্ যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয় অর্থাৎ আমার (আত্মার) প্রকাশক্ষেত্র। ১৮-১৯

আভাস। এই শ্লোকে কায়, মন এবং বাক্য এই তিনের ক্রিয়ার পূর্ণত্ব দেখাইতেছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকসকলে জ্ঞানী এবং ভক্ত উভয়েরই লক্ষণ যে একরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেখাইয়াছেন।

"অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥" ১৩অঃ, ৯।১০।১১ শ্লোক

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ। যে তু ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ। ২০

অর্থ। ধর্ম্ম্যং স্থিতিশীলং অতএব অমৃতং শাশ্বতং অবিনাশী ইত্যর্থঃ; যাঁহারা এই স্থিতিশীল অমৃতময় (আত্মাকে) যথাকথিতরূপে উপাসনা করেন অর্থাৎ প্রযত্নের সহিত তৎসমীপস্থ হয়েন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তগণ আমার (আত্মার) অতীব প্রিয়। ২০

আভাস। শ্রদ্দধানাঃ অর্থাৎ যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহাতেই অবস্থিত, ইহা বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির বাহ্যাভ্যন্তরে সমতাই শ্রদ্ধা বা ভক্তি বলিয়া কথিত।

"সত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ১৭অঃ, ৩ শ্লোক।

এই শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রাপ্ত হইলে পুরুষ আত্মনিষ্ঠ হয়েন এবং আত্মার সহিত একত্রীকৃত হইয়া আত্মস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাই ভক্তিযোগ।

"অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যৎ ততকারণ কার্য্যজাতং।
ঈদৃং মনো যস্য ম তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বযোগা ভবন্তি॥"

শান্তিঃ!　　শান্তিঃ!　　শান্তিঃ!

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগোনাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগোনাম

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ, এতদ্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে কেশব! প্রকৃতি এবং পুরুষ, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই সকল আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥১

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে, যঃ এতৎ বেত্তি তং তদ্‌বিদঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। ১

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে কৌন্তেয়! এই দেহকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকে; যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তাঁহাকে সেই সেই ক্ষেত্রবিৎগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। ১

আভাস। এই দেহকে ক্ষেত্র বলিতেছেন; চক্ষুকর্ণাদি সকলেই এক একটি ক্ষেত্র; আমার অহংকার ব্যষ্টিসমষ্টিরূপে এই এক একটি ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া দর্শনশ্রবণাদি করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রগুলি বহু বলিয়া অহংকারেরও বহুত্ব হইয়া থাকে। চক্ষুকর্ণাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে

এই অহংকার এক একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (অধিদৈবত:পুরুষ) রূপে অবস্থিত। চক্ষুকর্ণাদি ক্ষেত্র এবং ঐ অহংকাররূপ ক্ষেত্রবিৎগণ, এই উভয়কে যিনি জানেন, সেই "আমি" বা আত্মা সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ (অধিযজ্ঞ অহং) বলিয়া কথিত।

"অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর।" ৮ অঃ, ৪ শ্লোক।

এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে ক্ষেত্রজ্ঞের সেই সেই ক্ষেত্রের বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ যখন চক্ষুক্ষেত্রে অহংকার থাকেন, তখন রূপজ্ঞান হয় এবং যখন কর্ণক্ষেত্রে অহংকার থাকেন, তখন শব্দজ্ঞান হয়, ইত্যাদি।

"তদ্বিদঃ" (সেই সেই ক্ষেত্রবিৎগণ) শব্দে বহুক্ষেত্রের বহু অহংকারকে বুঝাইতেছে। "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দ সমষ্টিরূপে সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজমান্ অধিযজ্ঞ "আমি" বা আত্মাকে বুঝাইতেছে। এই অধিযজ্ঞ আমিতে অধিদৈবত পুরুষরূপ অহংকারগুলি সমাপ্ত বা লীন হইয়া থাকে।

ফলতঃ দর্শন বা শ্রবণকালে আমি এবং চক্ষুকর্ণাদি এক হইয়া যায়, সুতরাং রূপজ্ঞ ও শব্দজ্ঞ চক্ষুকর্ণাদি আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে। জ্ঞান বহুপ্রকারের, জ্ঞানী কিন্তু একটি।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥২

অন্বয়ঃ। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং মম মতম্। ২

অর্থ। হে ভারত! সমুদয় ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদের যোগে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত। ২

আভাস। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অর্থাৎ শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি, সকলেই এক আমিতে আসিয়া সমাপ্ত হয় বলিয়া, আমি সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ; চক্ষুরাদি ক্ষেত্র এবং তদবস্থিত

অহংকার এই উভয়ের যোগেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য। পূর্ব্বশ্লোকের আভাসে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

অন্বয়ঃ। তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ, যাদৃক্ চ, যদ্বিকারি, যতশ্চ (সার্ব্ববিভক্তিভ্যস্তস্ ছান্দসত্বাৎ তকারো লোপঃ) যৎ, স (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) চ যঃ, চ যৎপ্রভাবঃ তৎ সমাসেন মে শৃণু। ৩

অর্থ। সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যাদৃক অর্থাৎ যে যে ভাবাপন্ন, যৎবিকারি অর্থাৎ যে যে প্রকারে বিকারযুক্ত, সংযত হইলে যাহা হয়, সেই (ক্ষেত্রজ্ঞ) স্বরূপতঃ যাহা এবং যৎপ্রভাব, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

আভাস। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই প্রকারের একটি প্রসঙ্গ আছে যথা—

"ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥"

ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বস্তুতঃ কি, ক্রিয়া ভেদে কি কি ভাবে অবস্থিত, বিকার প্রাপ্ত হইলে কি কি লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ হয়, সংযত হইয়া স্বভাবে অবস্থান করিলেই বা কি কি লক্ষণযুক্ত হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞেরই বা স্বরূপ কি এবং প্রভাব কি, সেই সকল পরে পরে শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইতেছে।

"যৎপ্রভাব" শব্দে স্বভাবস্থিত প্রকৃতি এবং স্বভাবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এতদুভয়ের যোগে প্রকৃষ্টভাবে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহাকে বুঝিতে হইবে। ইহাও পরে (১১ শ্লোকে) বলিয়াছেন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ। বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ ঋষিভিঃ পৃথক্ বহুধা গীতং; বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব (গীতম্)। ৪

অর্থ। এই শ্লোকে ক্ষেত্র স্বরূপতঃ কি, তাহা বলিতেছেন। বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ="ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে" ইতি তন্ত্রম্; ইন্দ্রিয়াচ্ছাদনাচ্ছন্দঃ; ছন্দোভিঃ শব্দস্পর্শাদিতন্মাত্রৈরিত্যর্থঃ; শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই বিবিধ তন্মাত্রসকল ইন্দ্রিয়গণের বিষয় এবং ইহাদিগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ আচ্ছাদিত হয়, সুতরাং ইহাদিগকে বিবিধ ছন্দ বলা হইয়াছে।

ঋষ্যতে প্রকাশ্যতে অনেন ইতি ঋষিঃ; ঋষিভিঃ ইন্দ্রিয়াদিভিরিত্যর্থঃ; চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণই ঋষিনামে কথিত, যেহেতু এই সকল ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে (কায়ে) জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে; ৪অঃ, ২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মন সংকল্পবিকল্প বা রাগদ্বেষের উৎপত্তি করে বলিয়া পৃথক্ত্বের দ্বারস্বরূপ হয়, সুতরাং "পৃথক্" শব্দে মনকে বলা হইতেছে। বাক্যে বহুভাবের প্রকাশ হয় বলিয়া "বহুধা" শব্দে বাক্যকেই বুঝিতে হইবে।

"জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥" ৯ অঃ, ১৫ শ্লোক।

বিনিশ্চিতৈর্নিসন্দিগ্ধৈঃ সংশয়রহিতৈরিত্যর্থঃ; জ্ঞান প্রকাশ হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার সংশয়রহিত হয়, অতএব সংশয়রহিত মনবুদ্ধি-অহংকার অত্র বোদ্ধব্য। হেতুমদ্ভিঃ=হেতু বিদ্যতে যেষাং তে হেতুমন্তস্তৈর্মনোবুদ্ধ্যহংকারৈরিত্যর্থঃ; মনবুদ্ধিঅহংকার সংশয়শূন্য হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ মনবুদ্ধিঅহংকারই এই শব্দের অর্থ। ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ=ব্রহ্ম সূচ্যতে পদ্যতে চ, সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিঃ মনোবুদ্ধ্যহংকারৈরিত্যর্থঃ; মনবুদ্ধি-অহংকার বলিয়া ইহা বোদ্ধব্য।

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই বিবিধ ছন্দের (বিষয়ের) সংযোগে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় (কায়), মন এবং বাক্য (ইহারা) ক্ষেত্র (জ্ঞান-প্রকাশক্ষেত্র) বলিয়া গীত বা উক্ত হয়; (স্বভাবস্থিত কায়মনবাক্যে অধিষ্ঠিত) সংশয়শূন্য, জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ মনবুদ্ধিঅহংকার ক্ষেত্র (জ্ঞানপ্রাপ্তিক্ষেত্র) বলিয়া গীত বা উক্ত হয়। ৪

আভাস। স্বরূপতঃ অর্থাৎ কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার একত্রে ক্ষেত্র অর্থাৎ জ্ঞানের বা আত্মার প্রকাশক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ। মহাভূতানি (ক্ষিত্যপতেজমরুতাদি পঞ্চ), অহংকারঃ, বুদ্ধিঃ অব্যক্তং চ এব, ইন্দ্রিয়াণি দশ, একং (মনঃ) চ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ (শব্দাদয়ঃ) পঞ্চ [এতৎ ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রভাবং) ইতি অভিপ্রেতং বর্ণিতমিত্যর্থঃ]। ৫

অর্থ। এই শ্লোকে ঐ ক্ষেত্র যাদৃক্ অর্থাৎ যে যে ভাবাপন্ন, তাহা বলিতেছেন।

ক্ষিত্যপতেজমরুতাদি পঞ্চ মহাভূত, (তাহা হইতে) অহংকার, (অহংকার হইতে) বুদ্ধি, (এতৎ ত্রিতয় সমষ্টি) প্রকৃতি, (এই প্রকৃতি হইতে) ইন্দ্রিয়দশ, (ইহাদের প্রত্যেকে স্থিত এক একটি) মন এবং মনের বিষয় বা ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্বে ক্ষেত্রভাব সকল বর্ণিত হইতেছে। ৫

আভাস। কায়, মন ও বাক্য তিন ক্ষেত্রে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব উদয় হইতেছে, ইহা বলাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ক্ষিত্যপ্-তেজাদি স্থূলভূতকে মহাভূত বলা হইয়াছে, যেহেতু ভূতগণ অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়ভোগবৃত্তি এই ক্ষিত্যপতেজাদি স্থূলভূতের সংযোগে প্রকাশ হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত এই পঞ্চ স্থূলভূতের সংযোগ

হইলে অহংকাররূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগবৃত্তি সকল প্রকাশ হয় এবং পুনঃ লয়প্রাপ্ত হয়। ব্যক্ত জগৎ হইতে উপলব্ধি আরম্ভ হয় বলিয়া, প্রথমেই স্থূল পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করিয়া, তাহা হইতে অহংকারাদির ক্রমবিকাশ দেখাইতেছেন।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ। ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ, চেতনা, ধৃতিঃ, এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্। ৬

অর্থ। ৪ শ্লোকের বর্ণিত স্বরূপে অবস্থিত ক্ষেত্র, ৫ শ্লোকে বর্ণিত ক্ষেত্রভাবের সহিত যোগে যে বিকারপ্রাপ্ত (যৎবিকারি) হয়, তাহা অত্র বলিতেছেন।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, লয়, সৃষ্টি (এবং) স্থিতি এই সাতটি সবিকার ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল। ৬

আভাস। বৈকারিক জগৎ সৃষ্টির মূলে এই কয়টি বিকারযুক্ত ভাব অবস্থিত। ইহা হইতেই ভূতগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

"ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥" ৭ অঃ, ২৭ শ্লোক।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

অন্বয়ঃ। অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্, (ইতি সংযোগাৎ এতৎ সপ্তবিকারক্ষেত্রং সংযতং সৎ যথা প্রকাশতে, ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষশ্চ স্বরূপতো যৎ ভবতি, অনয়োরুভয়োঃ সংযোগাচ্চ যৎজ্ঞানং প্রভবতি, তদেব অহিংসাদিক্রমেন আহ), অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবম্, আচার্য্যোপাসনং, শৌচং, স্থৈর্য্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং, পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ, অনভিষ্বঙ্গঃ চ, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বম্, অনন্যযোগেন ময়ি চ অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং, জনসংসদি অরতিঃ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্, এতৎ জ্ঞানম্ ইতি; অতঃ অন্যথা যৎ (তৎ) অজ্ঞানং প্রোক্তম্। ৭-৮-৯-১০-১১

অর্থ। বিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র সংযত হইলে যাহা হয়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ এবং সংযতক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের যোগে যে জ্ঞান প্রভবিত হয়, সেই সকল বিষয় এই পাঁচটি শ্লোকে যথাক্রমে বলিতেছেন। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত ইচ্ছাদ্বেষাদি সাতটি বিকারক্ষেত্রে যদি অমানিত্ব (কায়িক অহংকারশূন্যতা (এবং) অদম্ভিত্ব (মানসিক অহংকারশূন্যতা) যোগ দেয়, তবে অহিংসা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি পরস্পরে কেহ কাহারও দ্বেষ করে না, যেহেতু সকলেই স্বভাবে অবস্থান করে; তদ্দ্বারা ক্ষান্তি অর্থাৎ আদর এবং তাড়না উভয়েতেই সমভাব, বা বিকারশূন্যত্ব আসিয়া থাকে; তদ্দ্বারা আর্জ্জব অর্থাৎ অবক্রতা বা সরলতা, অর্থাৎ মনেও যাহা কর্ম্মেও তাহা এই প্রকার আচারযুক্ত হয়; তদ্দ্বারা আচার্য্যোপাসনা হয়, অর্থাৎ এই প্রকার আচরণশীল ইন্দ্রিয়গণ আত্মার

নিকটস্থ বা সমীপস্থ হয়; তদ্বারা শৌচ অর্থাৎ মনের কামসংকল্পরাহিত্য হয়; তদ্বারা স্থৈর্য্য অর্থাৎ স্থিরচিত্তত্ব হয়; তদ্বারা আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ আত্মসংযম (ইন্দ্রিয় স্বীয় স্বীয় বিষয়ে নিগৃহীত) হয়; তদ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে অনুরাগহীনত্ব হয়; তাহা হইতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি বিষয়ে দুঃখ এবং দোষ দর্শন হয়, অর্থাৎ ভৌতিক বিকারের অনিত্যতা উপলব্ধি বশতঃ উদ্বেগশূন্যত্ব হইয়া থাকে; তাহা হইতে পুত্র, স্ত্রী এবং গৃহাদিতে চিত্তের অনাসক্তি আসে; এবং অনভিষ্বঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাহাদের সুখে, দুঃখে ও উন্নতিতে বা অবনতিতে, তৎ-ভাবাপন্ন হয় না; তখন ইষ্ট অথবা অনিষ্টসংযোগে, সর্ব্বদা চিত্তের সাম্যভাব অর্থাৎ হর্ষবিষাদশূন্যতা থাকে; (প্রকৃতির এই প্রকার সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হইলে তখন) আমাতে বা আত্মাতে অনন্যযোগের দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি উৎপন্ন হয়, (আত্মা ভিন্ন অপর অবলম্বন না করিয়া অবস্থান করিলে অনন্যযোগ হয় এবং স্বভাব ত্যাগ করিয়া পরভাব আশ্রয় না করিলে অব্যভিচারী হয়, ১২ অঃ, ১৩।১৪ শ্লোক এবং ১৪ অঃ, ২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য); [(তখন ক্ষেত্রজ্ঞ কাদৃশ হয়েন, তাহা বলিতেছেন;) সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ স্বভাবে অবস্থিত হয়েন বলিয়া, তখন তাঁহার] বিবিক্তদেশসেবিত্ব হয় অর্থাৎ যখন যে ইন্দ্রিয়ে যে বিষয় সঙ্গত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়গত অহং তদ্ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করেন না; জনক মনবুদ্ধিঅহংকারের প্রকৃতিতে (বহুভাবের প্রকাশই মনবুদ্ধিঅহংকারের প্রকৃতি) তখন তিনি (অহংরূপী পুরুষ) অনাসক্ত হন অর্থাৎ বাক্যে রমন করেন না; তখন স্বভাবের নিত্যতা হইয়া থাকে [স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে, অধ্যাত্ম অর্থে স্বভাব, (চক্ষুর রূপদর্শন, কর্ণের শব্দগ্রহণ ইহাই স্বভাবের নিত্যতা এবং তৎ তৎ বিষয়ে স্বরূপ বা পূর্ণজ্ঞানই অধ্যাত্মজ্ঞান)] অর্থাৎ তখন ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান পূর্ব্বক আপন আপন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং তখন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থদর্শন বা কারণ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে (তদ্বস্তুনি তত্ত্বাবস্তুত্বম্) অর্থাৎ রূপাদিভেদে আমার (আত্মার)

বিভিন্নরূপে যে অবস্থিতি, সেই সকলের কারণরূপী যে "আমি" (আত্মা) তাহার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে; ইহার (এই আত্মস্বরূপ নির্দ্দেশের) নাম জ্ঞান এবং তদ্ব্যতীত যাহা কিছু, তাহা অজ্ঞান বলিয়া উক্ত অর্থাৎ সংসারপ্রাপক অতএব দুঃখময় হইয়া থাকে। ৭-৮-৯-১০-১১

আভাস। ভিন্না-প্রকৃতি-গুণযোগে প্রকৃতিতে ইচ্ছাদ্বেষাদি বিকারের উৎপত্তি অপরিহরণীয় হইয়া থাকে। যখন পুরুষ, ঐ সকলে, কায়িক এবং মানসিক এই উভয়বিধ ভাবেই, অহংকারশূন্য হয়েন তখন তাহারা কর্ম্মমাত্র সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকৃতির সমতা করিয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণ এই অবস্থায় স্বভাবে অবস্থান করে বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয় সকল স্বরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা পুরুষে কদাচ মোহ উৎপন্ন করিতে পারে না এবং তদ্বারা আত্মযোগ প্রাপ্তি মাত্রই হইয়া থাকে; ইহাই জ্ঞান। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ যদ্যপি ঐ সকল বিকার ক্ষেত্রে পুরুষ অহংকারপূর্ব্বক সঙ্গত হয়েন তবে বিষয় বাসনা প্রবল হয় এবং তদ্বারা সংসারপ্রাপ্তি হইয়া অজ্ঞান বা দুঃখের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২

অন্বয়ঃ। যৎ জ্ঞেয়ং, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে, তৎ প্রবক্ষ্যামি; অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম তৎ ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। ১২

অর্থ। যাহা জ্ঞেয় (বেদ্য) (এবং) যাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ বিদূরিত হয়, তাহা বলিতেছি। অনাদিমৎ পরব্রহ্ম, সৎ নহেন, অসৎ (ও) নহেন, (ইহা) কথিত হয়। ১২

আভাস। অনাদিমৎ ন বিদ্যতে আদিমতো যস্মাৎ অর্থাৎ সকলের আদি বা বিবেকজাত; আদি-অন্ত বিশিষ্ট পদার্থের বিচার করা যায়, কিন্তু আদ্যন্তরহিত পদার্থের নির্দ্দেশ বা বিচার হয় না; এই বিচারের উৎপত্তি স্থান বা পূর্ণত্ব "অনাদিমৎ" শব্দে নির্দ্দিষ্ট।

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরংব্রহ্ম বিবেকজম্॥" ইতি তন্ত্রম্।

আগমময় যে পূর্ণাপ্রকৃতি বা ব্রহ্ম, তাহারও কারণস্বরূপ আমি বা আত্মা "পরংব্রহ্ম" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; ইনি সৎও নহেন এবং অসৎও নহেন, অথচ সদসতের ধারকরূপে অবস্থিত। এই সদসৎ দ্বন্দ্ব বা ভেদের অন্তরে কূটস্থ যে অহংচৈতন্য, তাহাই পরংব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম এবং তাহাকেই জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য বলিতেছেন। এই জ্ঞেয় পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা, কারণেরও কারণ এবং অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, এবং সৎ ও অসৎ এই উভয়ের অন্তরে স্থিত; ইহাই সিদ্ধান্ত।

"উভয়োরন্তরং কূটং", "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ", "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ", "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো", এই সকল শব্দে জ্ঞেয় পরংব্রহ্ম "আমি" বা আত্মাকে বুঝাইয়াছেন। এই আমিকে বা আত্মাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ থাকে না।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩

অন্বয়ঃ। তৎ (জ্ঞেয়ং পরংব্রহ্ম) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ, লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৩

অর্থ। সেই (জ্ঞেয় পরব্রহ্ম অহংচৈতন্য) সর্ব্বত্রহস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক এবং মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রুতি বা শব্দের দ্বারা বিকাশ, (এবং) এই লোকে (সর্ব্বকায়ে, সর্ব্বমনে এবং সর্ব্বপ্রকার বাক্যে) সকল আবরণ করিয়া বা ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৩

আভাস। সেই অহংচৈতন্য বা "আমি" হইতেই সকল কর্ম্ম (গমনাগমন, দর্শন, শ্রবণ, ধারণ, গ্রহণ ইত্যাদি) হইয়া থাকে অর্থাৎ

আমিই সকল কর্ম্ম করি, সর্ব্বত্র যাই আসি, দর্শনাদি সকল আমিই করি, আমিই সকল ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই সকল গ্রহণ করিয়া থাকি; "আমি" সর্ব্বত্র শব্দের দ্বারা বিকাশ এবং "আমি" এই কায়মনবাক্যাত্মক সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া অবস্থান করিতেছি।

আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আছে এবং গৃহকে আবরণ করিয়াও আছে, তদ্রূপ "আমি" দেহের মধ্যে থাকিয়া দেহকে আবরণ করিয়া আছি।

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রুয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪

অন্বয়ঃ। সর্বেবন্দ্রিয়গুণাভাসং, সর্বেবন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্, অসক্তং (নিঃসঙ্গং) সর্ব্বভৃৎ নির্গুণং চ গুণভোক্তৃ চ এব। ১৪

অর্থ। সেই জ্ঞেয় পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণে আভাসিত, সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বধারক, নির্গুণ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট গুণশূন্য অথবা সকলগুণের লয় স্থান এবং গুণসমূহের ভোক্তা। ১৪

আভাস। সকল ইন্দ্রিয়ে গুণসংযোগ দ্বারা আত্মা বা আমি হইতে উৎপন্ন অহংকাররূপ আভাস (চিদাভাস) সমস্তই প্রকাশ করিতেছে, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়সংযোগে চক্ষুকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ে আমার (আত্মার) অহংকার উৎপন্ন হইয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সেই আত্মা (আমি) গুণাতীত; আত্মা (আমি) ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, যেহেতু বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ে আসিয়া সঙ্গত হইয়া আত্মার (আমার) পুষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মা (আমি) ইন্দ্রিয় নহেন, নিঃসঙ্গ যেহেতু কোনটিতেই তিনি সংসর্গ করেন না; তিনি সর্ব্বধারক অর্থাৎ সকলের আধারভূত, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ

সকল গুণের লয় স্থান এবং তিনি গুণ সকলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়সকল ভোগরূপে আত্মাতে (আমাতে) আসিয়া লয় হইয়া স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভোজনান্তে অন্নাদি জিহ্বা অতিক্রমপূর্ব্বক অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে প্রাণ এবং অপানের দ্বারা সমানত্বে পরিচালিত হইয়া গন্ধরসরূপাদি ক্রমে শরীরস্থ অংশে অংশরূপী হইয়া স্বরূপ লাভ করতঃ শরীরাকারে পরিণত হয় এবং একমাত্র "আমি" শব্দবাচ্য হইয়া থাকে; তখন অন্নাদির রূপ আর থাকেনা, ইহাই আমার বা আত্মার ভোক্তৃত্ব। "মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।" ৭ অঃ, ১২ শ্লোক।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥১৫

অন্বয়ঃ। ভূতানাং বহিশ্চ অন্তশ্চ অচরং চরম্ এব চ; সূক্ষ্মত্বাৎ (ইন্দ্রিয়াদিনামিত্যর্থঃ) তৎ অবিজ্ঞেয়ং, দূরস্থম্ অন্তিকে চ। ১৫

অর্থ। আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে অর্থাৎ বাহ্যাত্মা এবং অন্তরাত্মা এই উভয়রূপেই অবস্থিত; বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ কায় এবং মন এই উভয়েতেই আত্মা ব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয় স্বভাবে অবস্থান করিলে অচরত্ব এবং গুণযোগে বিষয়ে গমন করিলে চরত্ব প্রাপ্ত হয়, এই উভয়েতেই আত্মা আভাসিত হইয়া থাকেন; সদসৎ এই উভয়ের অতীত কূটস্থ অহংচৈতন্য মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিজ্ঞেয় বা অপ্রত্যক্ষ, যেহেতু তাহারা সূক্ষ্ম অর্থাৎ অংশমাত্রের প্রকাশক। দূরস্থ অর্থাৎ ফলব্যবধানহেতু আত্মা অতি দূরে, ইহা বলা হইতেছে এবং সর্ব্বকর্ম্মের অন্তে প্রাপ্তব্য আমিরূপে এই দেহে অবস্থিত বলিয়া, অন্তিকে সেই আত্মা, ইহা বলিতেছেন। ১৫

আভাস। ফলতঃ যখন ফলব্যবধান উপস্থিত হয়, তখন "আমি" (আত্মা) দূরস্থ এবং ফলব্যবধান না থাকিলে "আমি" (আত্মা) অতি

নিকটে থাকি, ইহাই সিদ্ধান্ত। পরমাত্মাকে সূক্ষ্ম বলিলে তাঁহার সর্ব্ব-ধারকত্বের ত্রুটী হয়; সেই হেতু ইন্দ্রিয়গণের প্রতি ইহার আরোপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

"যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" ১৮ অঃ, ২২ শ্লোক।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬

অন্বয়ঃ। ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্তম্ ইব চ স্থিতং, জ্ঞেয়ং তৎ চ ভূতভর্ত্তৃ, গ্রসিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু চ। ১৬

অর্থ। ভূতগণে অভিন্ন এবং ভিন্নবৎ প্রতীয়মান্ অর্থাৎ সমষ্টি-ভাবে আত্মা (আমি) ভূতগণে অভিন্ন এবং ব্যষ্টিভাবে (অহংকার) ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান্, জ্ঞেয় সেই আত্মা (জ্ঞান বহু কিন্তু জ্ঞেয় সেই এক "আমি" বা আত্মা), ভূতগণের ধারক বা পালক, ভূতগণের গ্রাস বা নাশকারী এবং ভূতগণের প্রভবকারী বা সৃষ্টিকারক; অর্থাৎ ভূতগণ আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়, আত্মাতেই অবস্থান করে এবং আত্মাতেই লয় হয়। ১৬

আভাস। সর্ব্বভূতে অবিভক্ত বা একভাব সাত্ত্বিক এবং পৃথক বা বিভক্তভাব রাজসিক স্থিতি হইয়া থাকে, যথা—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥"

১৮ অঃ, ২০।২১ শ্লোক।

অতএব সাত্ত্বিক স্থিতি, রাজসিক স্থিতি, সৃষ্টি এবং লয় ভাবসম্বন্ধে পৃথক্ প্রতীয়মান্ হইলেও, সকলেরই সত্ত্বা সেই এক আত্মা।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্থ বিষ্ঠিতম্॥১৭

অন্বয়ঃ। তৎ (জ্ঞেয়মাত্মা) জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ পরম্ উচ্যতে; জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং চ সর্ব্বস্থ হৃদি বিষ্ঠিতম্। ১৭

অর্থ। সেই জ্ঞেয় আত্মা, সকল প্রকাশময় বস্তু হইতেও প্রকাশ এবং মোহান্ধকারের পর সর্ব্বপ্রকাশক অক্ষরস্বরূপ, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। ১৭

আভাস। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় একত্র হইলে যে সর্ব্বময় জ্ঞান হয়, তাহাদ্বারাই সেই পরমধামে গমন করা যায়, সেই হেতু জ্ঞানগম্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "তন্ময়েতি তদেকত্বজ্ঞানং সোঽহমিতি" ইতি তন্ত্রম্। এই সোঽহম্ জ্ঞান হইতেই আত্মদর্শন হয়। "অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখী॥" উত্তরগীতা। ইহাই সর্ব্বময় জ্ঞান এবং ইহাই সকলের অন্তরাত্মাতে সুখস্বরূপ আত্মার প্রকাশক।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮

অন্বয়ঃ। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ সমাসতঃ উক্তম্; এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভক্তঃ মদ্ভাবায় উপপদ্যতে। ১৮

অর্থ। এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম; ইহা জানিয়া আমার ভক্ত আমার ভাবপ্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। ১৮

আভাস। শরীর, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়-বিষয় এই ত্রিতয়ের একত্রীকরণ হইলে একমাত্র আমি বা আত্মা অবশিষ্ট থাকে। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি বা ভক্তি বলিয়া উক্ত হয় এবং ইহাতে একভক্তিবিশিষ্ট অন্তরাত্মার আনন্দময় আত্মভাবে স্থিতি হইয়া থাকে।

"ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ন তস্য পাপপুণ্যানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌॥"
"তয়োরৈক্যে সমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে।"
"আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্‌॥" ইতি তন্ত্রম্‌।

**প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্‌॥১৯**

অন্বয়ঃ। প্রকৃতিং পুরুষং চ উভৌ এব অনাদী বিদ্ধি; বিকারান্‌ চ গুণান্‌ চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্‌ বিদ্ধি। ১৯

অর্থ। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ উভয়েই আদিশূন্য বা সর্ব্বাদি; বিকার এবং গুণ সকলকে প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া জানিবে (ইহারা আদ্যন্তবন্ত)। ১৯

আভাস। এই শ্লোকে স্বভাবস্থিত পুরুষ-প্রকৃতির অনাদিত্ব অর্থাৎ আদিশূন্যত্ব বা সর্ব্বাদিত্ব দেখাইয়া, বিকার এবং গুণ সকল যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছেন।

পুরুষ এবং প্রকৃতি স্বভাবে অবস্থান করিলে (অর্থাৎ পুরুষে যখন অহংকার উৎপত্তি হয় না এবং প্রকৃতি যখন পূর্ণা বা অব্যাকৃতা থাকেন, তখন) উভয়ের একত্ব অবস্থিতি হয় এবং নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয়েন। পুরুষের বিস্তৃতিই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সমষ্টিই পুরুষ।

মণি এবং তাহার প্রভা স্বরূপতঃ এক পদার্থ অর্থাৎ ব্যষ্টিসমষ্টিরূপে উভয়েই অব্যাকৃত বা যুক্ত, কিন্তু প্রভাদর্শনে যেমন মণির নিশ্চয়ত্ব হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি অবলম্বনে পুরুষের নিশ্চয়ত্ব হইয়া থাকে। প্রভা হইতে যেরূপ উজ্জ্বলতা-সৌন্দর্য্যাদি গুণবিকার বিকাশ হয়, তদ্রূপ ভিন্নাপ্রকৃতি-গুণযোগে প্রকৃতি হইতে সত্বরজস্তম গুণ এবং ইচ্ছাদ্বেষাদি বিকার

উৎপন্ন হইয়া থাকে। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।" ১৪ অঃ, ৫ শ্লোক। ফলকথা, চক্ষুকর্ণাদি ভিন্নাপ্রকৃতিতে শব্দাদি বিষয় সংযোগ হইলে সেই সকল ভিন্নাপ্রকৃতিতে সত্ত্বরজস্তম গুণ এবং ইচ্ছা-দ্বেষাদি বিকারের স্থষ্টি হইয়া থাকে; অতএব এই বিকার এবং গুণ প্রকৃতিক্ষেত্রেই উৎপন্ন, ইহা বলা হইতেছে। যখন চক্ষুরাদি প্রকৃতি স্বভাবে অবস্থানপূর্ব্বক দর্শনশ্রবণাদি ক্রিয়ামাত্র বিকাশ করিয়া থাকে, তখন পুরুষ বা আমি এবং চক্ষুরাদি প্রকৃতি এক হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতিপুরুষের একত্রে অবস্থান এবং অনাদিত্ব।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০

অন্বয়ঃ। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে; পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে। ২০

অর্থ। অনাদি প্রকৃতিপুরুষ একত্রে অবস্থান করিয়া কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের এবং ভোক্তৃত্বের হেতু হইতেছেন। এই অব্যাকৃত অবস্থা এই সকলের হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ২০

আভাস। অব্যাকৃত অবস্থায় প্রকৃতি এবং পুরুষ একত্রে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহারা নির্গুণ, নিঃসঙ্গ এবং নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ভিন্নাপ্রকৃতির গুণসংযোগে পুরুষে অহংকারের উৎপত্তি করিয়া প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান্ হয়েন এবং যথাক্রমে কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের এবং ভোক্তৃত্বের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকেন। স্বভাবে অবস্থান হেতু ইহাঁরা কারণস্বরূপ বলিয়া উক্ত। ইহাদ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের বিভাগের এবং স্থষ্টির সূচনা দেখাইতেছেন।

"মূলভূতাত্তদব্যক্তাদ্বিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ।
আসীৎ কিলং মহত্তত্ত্বং বিকারময়সম্ভবম্॥" ইতি তন্ত্রম্।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

অন্বয়ঃ। হি প্রকৃতিস্থঃ পুরুষঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে ; অস্য চ সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ কারণম্। ২১

অর্থ। যেহেতু প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ প্রকৃতিজাত গুণ সকল ভোগ করিয়া থাকেন ; এই পুরুষের (অহংকারের) সদসৎ যোনিতে উৎপত্তির গুণসঙ্গই কারণ। ২১

আভাস। শব্দদ্বারা প্রকৃতির ভিন্নত্বে সত্ত্বরজস্তমাদি ত্রিগুণের বিকাশ হয়, এই গুণযোগে পুরুষের অহংকার সৎ বা অসৎ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুণবিভাগই যে সদসদাত্মক সৃষ্টির কারণ, তাহা ৩ অঃ, ৩৬।৩৭ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যথা—"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং............বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিয়াছেন।—"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গযজুষাং নিধানমুদ্গীত-রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্। দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥"

সদসৎযোনিজন্মসু বহুবচনাস্ত, কারণ, কায়মনবাক্যাত্মক দেহ এবং তাহাতে উৎপন্ন বিষয় সকলের প্রত্যেকটিতেই সৎ বা ব্রহ্মভাব এবং অসৎ বা জগৎভাব প্রস্ফূরিত হইয়া থাকে ; সুতরাং এই সকলের বহুত্ব-নিবন্ধন জন্মেরও বহুত্ব হয়।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ২২

অন্বয়ঃ। অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ, ইতি অপি উক্তঃ। ২২

অর্থ। এই দেহে পরপুরুষ (পুরুষের বা অহংকারের আদিকারণ পুরুষোত্তম আত্মা বা "আমি") উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞানময় ক্ষরাক্ষর চৈতন্য, অনুমন্তা অর্থাৎ উপদেষ্টা মনবুদ্ধিঅহংকার, ভর্ত্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মা, এবং ভোক্তা অর্থাৎ বিষয়ভোগকারী ভূতাত্মা, এই চতুর্ব্বিধ ক্রমে থাকিয়া মহেশ্বর এবং পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। ২২

আভাস। এই শ্লোকে সদসতের মধ্যেস্থিত, সদসৎকে ধারণ করিয়া আছে, অথচ সৎও নহে এবং অসৎও নহে, এরূপ কূটস্থ অক্ষরের বিষয় বলিতেছেন। ইহাদ্বারা এই দেহে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা এবং ভোক্তা এই চারিপ্রকার আত্মার বা পুরুষের ক্রম দেখাইতেছেন; তন্মধ্যে প্রথমটি উপদ্রষ্টা-আত্মা অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞানময় পুরুষোত্তম পরমাত্মা; অপর তিনটি তাঁহার জীবাত্মারূপের বিভাগ; অনুমন্তা-আত্মা মনবুদ্ধিঅহংকারে জ্ঞানাত্মারূপে অবস্থিত; ভর্ত্তা-আত্মা ইন্দ্রিয়সকলে ইন্দ্রিয়াত্মারূপে অবস্থিত; এবং ভোক্তা-আত্মা ভূতাত্মারূপে বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন।

প্রথমটি স্বরূপ-"আমি" বা আত্মা, যাঁহাকে মহেশ্বর, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম, পরংব্রহ্ম ইত্যাদি বলা হয় এবং অবশিষ্ট তিনটি ঐ "আমি" বা আত্মা হইতে উৎপন্ন অহংকাররূপে ক্রমে আভাসিত হইয়া থাকে।

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ১৫ অঃ, ১৭ শ্লোক।

তন্ত্রও আত্মার চারিটি ক্রম বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা এবং পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আত্মান্তরাত্মাপরমজ্ঞানাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ইতি তন্ত্রম্।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩

অন্বয়ঃ। যঃ এবং (এবম্প্রকারেণ) পুরুষং তথা গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে। ২৩

অর্থ। যিনি এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকলিখিত ক্রমে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে প্রবৃত্ত থাকিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ২৩

আভাস। উপদ্রষ্টা-আত্মাতে অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ, পরমাত্মা ও স্বভাব-আমিতে অবস্থিত হইলে অনুমন্তা, ভর্ত্তা এবং ভোক্তারূপে আভাসিত পুরুষকে এবং গুণযুক্ত তদীয় প্রকৃতিকে দর্শন করা যায়, অর্থাৎ আত্ম-চৈতন্যে অবস্থিত হইলে, প্রকৃতির গুণের সহিত যুক্ত হইলেও তাঁহার কোন মোহ উৎপন্ন হয় না; সুতরাং গুণসঙ্গবর্জ্জনহেতু তিনি সদসদাদি কোন যোনিতেই উৎপন্ন হন না। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও তিনি মুক্ত।

"সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥" ৬ অঃ, ৩১ শ্লোক।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥২৪

অন্বয়ঃ। কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি; অন্যে সাংখ্যেন যোগেন চ (আত্মানং পশ্যন্তি) অপরে চ কর্ম্মযোগেন (আত্মানং পশ্যন্তি)। ২৪

অর্থ। কেহ (অনুমন্তা পুরুষ) ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ মনকে আত্মগত করিয়া আত্মাদ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন; অর্থাৎ কায়মনবাক্যাত্মক ক্ষেত্র সংযত করিয়া তদধিষ্ঠিত মনবুদ্ধি-অহংকারের একত্রীকরণ পূর্ব্বক তাহাতে আনন্দানুভবরূপ আত্মদর্শন করিয়া থাকেন (ইহা ধ্যানযোগ); কেহ (ভর্ত্তা পুরুষ) মনবুদ্ধি-অহংকারের দ্বারা অনাত্মবস্তু ত্যাগপূর্ব্বক আত্মবস্তু নিশ্চয় করিয়া তাহাতে সংলগ্ন থাকেন (ইহা সাংখ্যযোগ); কেহ (ভোক্তা পুরুষ) কর্ম্মযোগী হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়সংযোগরূপ কর্ম্মদ্বারা বাসনার উৎপত্তি এবং বাসনার লয় পূর্ব্বক আত্মাতে যোগসম্পন্ন হইয়া আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। ২৪

আভাস। "কেহ" শব্দে বাহিরের ব্যক্তি বিশেষকে না বুঝাইয়া ২২ শ্লোক লিখিত অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা এই ত্রিবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষকে বুঝাইতেছে। এই শ্লোকে পরমার্থপ্রাপ্তির বা আত্মস্থিতি লাভ করিবার ক্রিয়ার প্রকার কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ এবং ধ্যানযোগের দ্বারা দেখাইতেছেন।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ। অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে; শ্রুতিপরায়ণাঃ তেঽপি মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব। ২৫

অর্থ। অপরে এইপ্রকার সাধন না জানায়, অপরের নিকট যাইয়া শ্রবণপূর্ব্বক আত্মার সমীপস্থ হয়েন; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণনিরত অর্থাৎ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। ২৫

আভাস। ইহা দ্বারা গুণযুক্ত বা বাহ্যিক অহংকারকে নির্দ্দেশ করিতেছেন; শব্দ দ্বারা স্পর্শরূপরসাদি ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া ভ্রান্তি বা বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন শব্দ শব্দেই অবস্থান করে, তখন ইন্দ্রিয় এবং বিষয়াদি সকলেই আপন আপন স্বভাবে অবস্থিত হয়; তখনই আত্মযোগ হয়; সুতরাং জন্ম-মৃত্যু থাকে না।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥" ২ অঃ ৫৩ শ্লোক।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সঞ্জায়তে তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি। ২৬

অর্থ। হে ভরতবংশাবতংস! যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতিপুরুষ এই উভয়ের সংযোগে হইয়া থাকে জানিবে। ২৬

আভাস। ক্ষেত্রজ্ঞ আমি প্রকৃতির গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই চরাচর জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকি, যথা আমি চক্ষুক্ষেত্রে যাইয়া রূপ উৎপত্তিপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকি এবং গুণযোগে ঐ রূপাদি বিষয় বিভাগপূর্ব্বক অনন্তসৃষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকি। এখানে চক্ষু ক্ষেত্র এবং আমি বা আমার অহংকার ক্ষেত্রজ্ঞ; এই উভয়ের সংযোগে রূপের এবং তদ্বিভাগের সৃষ্টি হইতেছে। এইপ্রকার এই সদসদাত্মক জাগতিক সমস্ত পদার্থই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং প্রকৃতি (ভিন্নাপ্রকৃতি) সংযোগে হইয়াছে, ইহা জানিবে।

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতাঃ ॥"

১৪ অঃ, ৩।৪ শ্লোক।

এই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক যুগলভাব তন্ত্রপুরাণাদিতে সাধনপথরূপে আভাসিত হইয়া লিখিত হইয়াছে।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭

অন্বয়ঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি। ২৭

অর্থ। সর্ব্বভূতে সমভাবে (এবং) নাশপ্রাপ্তবস্তুতে অবিনাশী ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্ দ্রষ্টা। ২৭

আভাস। এক "আমি" বা আত্মা সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া সমষ্টিতে অবস্থান করিতেছেন ; এই আমিতে বা আত্মাতে যোগযুক্ত হইলে চক্ষুঃকর্ণাদি সকল ক্ষেত্রে শব্দস্পর্শরূপরসাদি সকল ভূত সমভাবে বা একত্রে অবস্থিত হয় ; ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ (অহংকার) এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূতের ক্রমে নাশ হয়, কিন্তু "আমি" বা আত্মা সকলের ধারক এবং অবিনাশী। স্থূলে উদাহরণ যথা—ঘট ভাঙ্গিলে যেমন মৃত্তিকা থাকে, অর্থাৎ ঘটরূপের আত্যন্তিক নাশ না হইয়া কারণস্বরূপ মৃত্তিকাতে লয় মাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ উৎপন্নশীল পদার্থ মাত্রেই নাশপ্রাপ্ত হইলেও, কারণে অবস্থান করে অর্থাৎ তাহাদের আত্যন্তিক নাশ হয় না, যেহেতু পুনঃপুনঃ সেই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনঃপুনঃ তাহাতেই লয় হয়। ইহাই বিনাশপ্রাপ্ত বস্তুতে অবিনাশীভাব। কারণকে জানিলে এই ভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং যিনি তাহা জানেন, তিনিই সম্যক্দর্শী। "যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।" ৮ অঃ, ২০ শ্লোক।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥২৮

অন্বয়ঃ। সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং (পূর্ণাহংকারং) পশ্যন্ আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি ততঃ পরাং গতিং যাতি (প্রাপ্নোতি)। ২৮

অর্থ। সর্ব্বত্র সমভাবে সম্যক্প্রকারে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিলে আত্মা দ্বারা আত্মা হিংসিত হয়েন না ; তজ্জন্য পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৮

আভাস। পূর্ণ আমিতে বা কারণস্বরূপ আত্মাতে অবস্থিত হইলে সকল ক্ষেত্রে, সকল উৎপন্ন পদার্থে একভাব হয় এবং তাহারা সকলেই স্বভাবে অবস্থান করে বলিয়া পরস্পর পরস্পরে দ্বেষ করে না এবং কোনরূপ বিকারের উৎপত্তি হয় না। ইহাই পরমগতি, পরমানন্দ বা মুক্তি।

অহিংসা অর্থাৎ দ্বেষশূন্যত্ব ; কায়ক্ষেত্রে কর্ম্ম হইলে মন উদ্বিগ্ন যদি না হয় ;এবং মনক্ষেত্রে কর্ম্ম হইলে যদি কায়ক্ষেত্র উদ্বিগ্ন না হয়, অর্থাৎ কায় কায়ে এবং মন মনে যদি অবস্থান করে, তবে অহিংসা হইয়া থাকে ; পুনশ্চ, সকলের একত্রীকরণ হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অহংএ অবস্থিত হইলে হিংসা হয় না ; রাগদ্বেষের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা অহংকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া পরস্পর নাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভিন্নত্বহেতু রসের আত্মা ও রূপের আত্মা যুগপৎ অবস্থান করিতে না পারিয়া একটি অপরটিকে নাশ করিয়া উদয় হইয়া থাকে ; ইহা হিংসা বলিয়া উক্ত। যখন পূর্ণ অহংএ স্থিতি হয়, তখন এই সকল ক্ষুদ্র আত্মার উৎপত্তি হইতে না পারায় সর্ব্বদাই পূর্ণে অবস্থান হইয়া থাকে। ইহাই অহিংসা। ফলকথা, নিরহংকার হইলেই এই অহিংসা সম্পদ লাভ হইয়া থাকে।

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥" ৬ অঃ, ৩১ শ্লোক।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥" ১২ অঃ, ১৩ শ্লোক।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯

অন্বয়ঃ। যঃ চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং পশ্যতি সঃ পশ্যতি। ২৯

অর্থ। যিনি কর্ম্মসকল প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হইতেছে এবং আত্মা নিষ্ক্রিয় ইহা দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। ২৯

আভাস। ব্যষ্টি অহংঅভিমান নিরাকরণ জন্য, প্রকৃতির সর্ব্বকর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়া পূর্ণের অকর্ত্তৃত্ব দেখাইতেছেন।—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" ৩ অঃ, ২৭ শ্লোক।

ভিন্নাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত গুণভেদ সকলই সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ পূর্ণ অহং বা আগমময় পূর্ণাপ্রকৃতি হইতে উৎপন্না ভিন্নাপ্রকৃতি বা সত্বরজস্তমাদি গুণবিভাগ হইতেই সকল কর্ম্ম বা সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সকল গুণের ধারক যে পূর্ণ অহং বা আগমময় পূর্ণাপ্রকৃতি, তাহা নিষ্ক্রিয়; সুতরাং গুণই কর্ত্তা, আমি দ্রষ্টাস্বরূপ এবং অকর্ত্তা।

"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥" ১৪ অঃ, ১৯ শ্লোক।

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" ৫ অঃ, ১৪ শ্লোক।

"ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্ব স্ব কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥"

মহানির্ব্বাণ, অষ্টমোল্লাস ২৭৮।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥৩০

অন্বয়ঃ। যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ একস্থং তত এব চ বিস্তারং অনুপশ্যতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ৩০

অর্থ। বিস্তারম্ ভাবাদিগুণসৃষ্টিমিত্যর্থঃ। অব্যক্তাদিস্তম্বপর্য্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চরূপেণ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপেণ চ সর্ব্বাত্মনা স্থিতম্ একত্বেঽপি নানাবিধত্বাৎ পৃথক্ত্বং যৎ তৎ বিস্তারম্। সম্পদ্যতে = সম্যক্ পদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে ইতি।

যখন ভূত সকলের পৃথক্ভাব এক আত্মাতেই অবস্থিত এবং এক আত্মা হইতেই তাহাদের বিস্তৃতি দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন অর্থাৎ পূর্ণত্বে অবস্থান করেন। ৩০

আভাস। "আমি" বা আত্মা সাক্ষীস্বরূপ, প্রকৃতি গুণকর্ম্মে বিভক্ত হইয়া লীলা করিতেছেন, কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই, কিন্তু আত্মা তাহার ধারক

এবং কারণ বলিয়া আত্মাতেই সে সকল অবস্থিত ; "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" ৯ অঃ, ১০ শ্লোক ; অতএব আত্মা এবং তাঁহার বিস্তৃতি যিনি জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও মুক্ত। উদাহরণ যথা—একই পৃথিবী যেমন বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, পর্ব্বত, নদ্যাদি বহু বিষয় ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এক "আমি" ভাবাদি গুণবিষয়সমস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশ-অপ্রকাশ করিয়া থাকি।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥৩১

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, ন লিপ্যতে। ৩১

অর্থ। হে কৌন্তেয়! অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত এবং নিত্য (সর্ব্বাদি) এবং বিশিষ্টগুণরহিত এই অবিকারী পরমাত্মা শরীরে থাকিয়াও নিষ্ক্রিয় এবং নির্লেপ। ৩১

আভাস। আমি বা আত্মা সর্ব্বাদি বলিয়া অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তি-লয়শূন্য, নিত্য এবং সকল গুণের ধারক বলিয়া কোন বিশিষ্ট গুণযুক্ত নহেন এবং সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও অর্থাৎ চক্ষুক্ষেত্রে চক্ষুর অহং, কর্ণক্ষেত্রে কর্ণের অহং ইত্যাদি ভাবে থাকিয়া দর্শন-শ্রবণাদি করিয়াও নিষ্ক্রিয় এবং নির্লেপ। একত্বহেতু নিষ্ক্রিয় এবং অসক্ত বলিয়া নির্লেপ। অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বময় কর্ত্তা একই অর্থের বোধক। তন্ত্র বলিয়াছেন—

"মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ॥"
"কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নি পুষ্পে গন্ধঃ পয়োমৃতং।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ॥" জ্ঞানসঙ্কলিনী।

শ্রীভগবান্ ৪র্থ অধ্যায়ে, ১৪ শ্লোকে আত্মার নির্লেপত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥"

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥৩২

অন্বয়ঃ। যথা সর্ব্বগতম্ আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে। ৩২

অর্থ। যেমন সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্বহেতু (কাহারও সহিত) লিপ্ত হয় না, সেইরূপ দেহে সর্ব্ববিধভাবে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা কাহারও সহিত লিপ্ত হয়েন না। ৩২

আভাস। আত্মা ব্যোমবৎ নিত্য, আদ্যন্তরহিত, নির্গুণ এবং নির্লেপ। অবকাশং জনয়তি ইতি আকাশঃ; আকাশ সকলকে বিভাগ করিয়া থাকে, কিন্তু আকাশকে কেহ বিভাগ করিতে পারে না। ঘট-মঠাদির দ্বারা আকাশ বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান্ হয় বটে, কিন্তু তত্ত্বতঃ দেখিলে এই ঘট-মঠাদি বিভাগই ইহার কারণ, যেহেতু এই ঘটমঠাদির নাশে আকাশের কোন রূপান্তর হয় না অর্থাৎ আকাশ যে স্থানে আছে, সেই স্থানেই থাকে; সুতরাং ঘটমঠাদিবৎ চক্ষুকর্ণাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মার ভিন্নত্ব প্রতীয়মান্ হইলেও আত্মা আকাশবৎ অব্যয় (একরূপ), অচল এবং নির্লেপ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥৩৩

অন্বয়ঃ। হে ভারত! যথা একঃ (এব) রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রজ্ঞ অহং বা আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি। ৩৩

অর্থ। হে ভারত! যেমন এক সূর্য্য এই লোকসমুদয়কে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ আত্মা এই ক্ষেত্র সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৩৩

আভাস। ক্ষেত্রী শব্দে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমি বা আত্মাকে বুঝাইতেছে। সূর্য্য যেরূপ জগৎ নহেন বা জীব নহেন, কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশে যেরূপ তৎসংলগ্ন জগৎ প্রকাশ হয় এবং জীবগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মা দেহ বা ক্ষেত্র নহেন বা জীবও নহেন, কিন্তু আত্মার সত্বাতেই সকলে সত্ববান এবং ক্রিয়াবান্; বস্তুতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্লেপ, অকর্ত্তা, স্বপ্রকাশ এবং সাক্ষীমাত্র।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ। যে এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ তে পরং যান্তি। ৩৪

অর্থ। যিনি এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য বা ভেদ, এবং ভূতগণের প্রকৃতি এবং মুক্তি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জানেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। ৩৪

আভাস। কায়ক্ষেত্রে কায়, মনক্ষেত্রে মন এবং বাক্যক্ষেত্রে বাক্য অবস্থান করিলে "আমি" বা আত্মা আমাতে বা আত্মাতে স্থিত হয়েন; এতদ্বারা কোন বিকারের উৎপত্তি হয় না; সকলেই স্বভাবে অবস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আমি বা আত্মা সাক্ষীমাত্র থাকিয়া ভূতগণের প্রকৃতি অর্থাৎ তাহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এবং তদন্তে তাহাদের মোক্ষ অর্থাৎ আত্মযোগপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া থাকেন এবং আনন্দে অবস্থান করেন। এই প্রকার স্থিতিই পরম পদ বলিয়া উক্ত হইতেছে। ইহাই পরাশান্তি; ইহাই পরানন্দ।

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥" ১৫ অঃ, ১০ শ্লোক।
"ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্ব স্ব কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥" ইতি তন্ত্রম্।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-নির্দ্দেশযোগোনাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।



গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ॥ ১

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। জ্ঞানানাম্ উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ। ১

অর্থ শ্রীভগবান্ বলিলেন। সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম অর্থাৎ আনন্দদায়ক পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান পুনরায় বলিতেছি, যাহা জানিয়া মুনিগণ দেহ বন্ধন হইতে আত্মস্থিতিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ১

আভাস। "জ্ঞানানাং" বহুবচনান্ত হইয়াছে, কারণ, বিষয়ও যত প্রকার, জ্ঞানও তত প্রকারের হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিয়াছেন, যথা—

"জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্॥"

চক্ষুতে রূপজ্ঞান, কর্ণে শব্দজ্ঞান, জিহ্বাতে রসজ্ঞান, নাসিকায় ঘ্রাণজ্ঞান ও ত্বকে স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। "পরং জ্ঞানং" শব্দে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি যে এক অহংজ্ঞানে হয়, তাহার উপদেশ করিতেছেন। জ্ঞান বহু, জ্ঞানী কিন্তু একটি। সকল জ্ঞানের মূলে বা অন্তে এক "আমি"-জ্ঞান বর্ত্তমান, ইহাই বোদ্ধব্য।

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্।"

১৫ অঃ, ১৫ শ্লোক।

এই জ্ঞান হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার সংযত হয় বলিয়া "মুনি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই জ্ঞান বা আত্মস্থিতি লাভ হইলে, সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকেই পরাসিদ্ধি বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহা প্রাপ্ত হইলে আর অপর সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং পরমানন্দে অবস্থান হয়।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" ৬ অঃ, ২২ শ্লোক।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥২

অন্বয়ঃ। ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ, সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। ২

অর্থ। এই জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) অবলম্বন পূর্ব্বক আমার (আত্মার) সাধর্ম্ম্য (স্বরূপ বা আত্মস্থিতি) প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালে (তাঁহারা) উৎপন্ন হয়েন না এবং প্রলয়কালে ব্যথিত হয়েন না, অর্থাৎ স্বরূপচ্যুত হয়েন না বলিয়া তাঁহারা স্বপ্রকাশ এবং সদানন্দময় হইয়া থাকেন। ২

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারে এই পূর্ণ অহংজ্ঞান প্রকাশ হইলে তাহারা (ঐ মনবুদ্ধিঅহংকার) আত্মার সহিত সমধর্ম্মী অর্থাৎ আত্মাতে যুক্ত হইয়া অবস্থান করে এবং আত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ অব্যয়ত্ব, আনন্দময়ত্ব, আকাশবৎ নির্লেপত্ব ইত্যাদি, প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উভয়ে এক হইয়া যায়।

"মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ। ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী।

এই অবস্থায় সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি প্রাকৃতিক কর্ম্ম প্রকৃতি দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং "আমি" পূর্ণে অবস্থান করিয়া থাকি; ইহাই সিদ্ধান্ত।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥৩

অন্বয়ঃ। হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনিঃ তস্মিন্‌ গর্ভং অহং দধামি, ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি। ৩

অর্থ। হে ভারত। শব্দ আমার গর্ভাধানস্থান, তাহাতে আমি গর্ভাধান করি; তাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হয়। ৩

আভাস। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সংমিশ্রণে শব্দের উৎপত্তি হয়; এই শব্দে যখন আমার (আত্মার) অহংকার উৎপন্ন হয়, তখন তদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে এবং রূপাদি তন্মাত্রার সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে সেই অহংকার ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে পরিণত হয়।

শব্দময়ী প্রকৃতি এবং তাহাতে বীজরূপে প্রবিষ্ট অহংকার (অহংচৈতন্য) এই উভয়ে জগৎ বিকাশ করিতেছে। যথা—মনে "সুন্দর" এই শব্দ উপস্থিত হইবামাত্র আমি বা আত্মা হইতে অহংকার উৎপন্ন হইয়া ঐ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া, উভয়ে একত্রে চক্ষুক্ষেত্রে যাইয়া, কি প্রকার সুন্দর ইত্যাদি, দর্শন করিয়া থাকে এবং তাহাতে রূপতত্ত্বের উৎপত্তি হয় এবং ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখাদি বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাই ভূতসৃষ্টি; ইহাদ্বারা প্রাকৃতিক উৎপত্তি প্রকরণ বলিয়াছেন।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি মহদ্‌ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ (উৎপত্তিস্থানং মাতৃরূপা বা); অহং বীজপ্রদঃ পিতা। ৪

অর্থ। হে কৌন্তেয়! সমস্ত সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, শব্দব্রহ্মই তাহাদিগের উৎপত্তি স্থান; আমি বীজপ্রদ পিতা। ৪

আভাস। প্রকৃতি-পুরুষকে শাস্ত্রে যে মাতা-পিতা শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এই শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে দেখাইতেছেন; শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য হরগৌর্য্যাষ্টক নামক স্তোত্রে বলিয়াছেন, যথা—"জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি। অহংকার বীজস্বরূপ এবং শব্দময়ী প্রকৃতি ক্ষেত্রস্বরূপ; এই উভয়ের সংযোগে নাদসদাত্মক জগৎ বিকাশ হইয়েছে। এই জগতে বা দেহে যতকিছু ব্যাপার হইতেছে, সকলই অহংকাররূপ বীজ এবং শব্দ, এই উভয়ের যোগে উৎপন্ন। শব্দেই উৎপত্তি, শব্দেই স্থিতি এবং শব্দেই লয় হয়, সেই হেতু শব্দ বা মহৎব্রহ্মকে যোনি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং শব্দই মাতৃরূপা প্রকৃতি। মন্ত্রময় আগমনিগমাদি শাস্ত্র এই শব্দের উপর ভিত্তি রক্ষা করিয়া অবস্থিত আছে। সকল কর্ম্মে আমরাও শব্দ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না; যতকিছু মনে উদয় হয়, যাহা দ্বারা চালিত হইয়া যতকিছু করি, সে সকলই শব্দ; শব্দ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং এই শব্দ বা ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন; সুতরাং অক্ষরই মূল কারণ পিতাস্বরূপ "আমি" বা আত্মা। ১৩ অঃ, ২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" ৩ অঃ, ১৫ শ্লোক।

এই পুরুষরূপী অহংকার শব্দযুক্ত হইয়া গুণসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে কি প্রকার হয়, তাহার বর্ণনা পরে করিতেছেন।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ অব্যয়ং দেহিনং (আত্মানং) দেহে নিবধ্নন্তি। ৫

অর্থ। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ এবং তম ত্রিগুণ, (প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহরূপে) অবিকারী দেহীকে (আত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ৫

আভাস। "দেহী" শব্দ ক্ষেত্রজ্ঞ অহং বা পুরুষকে বুঝাইতেছে। আমিরূপ পূর্ণশব্দে অবস্থান করিলে, এই দেহী, গুণকর্ম্ম বিষয়ে অবিকৃত বা মুক্ত থাকেন; যেই মাত্র তাঁহাতে প্রকাশ-প্রবৃত্তি-মোহাত্মক সত্ত্বরজ-তম গুণসঙ্গ হইয়া থাকে, তখনই ঐ দেহী (আমি বা আমার অহংকার) বদ্ধ হইয়া পড়েন এবং কর্ম্মে বিভাগের উৎপত্তি হয়। ঘট যেরূপ আকাশকে বদ্ধ করে, তদ্রূপ গুণ দেহীকে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই ত্রিগুণের মধ্যে যেটিতে যখন আমার (অহংকারের) অবস্থিতি হয়, তখন সেই গুণোচিত ভাব বা দেহ আমার (অহংকারের) লাভ হইয়া থাকে এবং আমি তদ্বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকি। ইহাই আমার বদ্ধ ভাব।

"ঘ" এবং "ট" ইহারা অক্ষর মাত্র। এই অক্ষর হইতে "ঘট" শব্দের উৎপত্তি হইল; যতক্ষণ এই "ঘট" শব্দের দ্বারা ঘটের রূপাদি বিকারের প্রকাশ না হয় অর্থাৎ পটমঠাদি হইতে ঘট যে পৃথক্ একটি রূপযুক্ত বস্তুবিশেষ, ইহা উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ "ঘট" শব্দ শব্দ-মাত্রেই অবস্থিত থাকে অর্থাৎ তাহার অক্ষরত্ব তখনও বর্ত্তমান থাকে। অহংকারযোগে যখন রূপগুণাদি সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া "ঘটের" পৃথক্ত্ব প্রকাশ হয়, তখন অহংকার ঘটরূপী হইয়া থাকেন এবং ঘটময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিভাগরূপ কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া পড়েন।

এই সত্ত্ব-রজঃ-তম-গুণভেদে আত্মাতে বা আত্মার অহংকারে কি কি লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা পরে বলিতেছেন।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬

অন্বয়ঃ। (সত্ত্বস্য লক্ষণং প্রকারঞ্চাহ)। হে অনঘ! তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে) সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ং (ক্লেশশূন্যং নিরুপদ্রবং শান্তঞ্চ) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি। ৬

অর্থ। হে অনঘ! এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্বহেতু প্রকাশময় অর্থাৎ জ্ঞানময়, ক্লেশশূন্য অর্থাৎ নিরুপদ্রব এবং শান্ত; (দেহীকে) সুখাসক্ত এবং জ্ঞানাসক্ত পূর্ব্বক (বাঙ্ময় দেহে) বদ্ধ করে। ৬

আভাস। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইলে বস্তুর যথার্থজ্ঞান বিকাশিত থাকিয়া পুরুষকে মোহিত করে না অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ হইয়া থাকে; ইহাই প্রকাশময় ভাব; ইহাতে কাম নাই বলিয়া ইহা নির্ম্মল; স্বরূপ জ্ঞানে দুঃখ নাই, সেই জন্য ইহা অনাময় ও সুখসঙ্গী; এবং প্রকাশক বলিয়া জ্ঞানসঙ্গী।

"রস" এই শব্দমাত্রে রসজ্ঞান হইয়া থাকে; যতক্ষণ ইহাতে কটু-তিক্তাদি বিভাগ না হয়, ততক্ষণ রাগদ্বেষের উৎপত্তি হয় না; সুতরাং পুরুষ বা অহংকার ততক্ষণ স্বরূপজ্ঞানে এবং আনন্দে থাকেন। ইহা জ্ঞানাভিমানী অহংকার।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥" ১৮ অঃ, ২০ শ্লোক।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! রজঃ রাগাত্মকং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি। ৭

অর্থ। হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরাগস্বরূপ এবং তৃষ্ণা অর্থাৎ অপ্রাপ্তবস্তুতে অভিলাষ এবং প্রাপ্তবস্তুতে আসক্তি এতদুভয় হইতে উৎপন্ন জানিবে; এই গুণ দেহীকে কর্ম্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। ৭

আভাস। প্রবৃত্তি এই গুণের কার্য্য; অনুরাগহেতু কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বিকাশ পূর্ব্বক পুরুষকে কর্ম্ম করাইয়া থাকে। ইহা মনের ব্যাপার; যে প্রকার বাসনা মনে যখন উৎপন্ন হয় তাহারই সহিত তখন আমার অহংকার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। এই গুণভেদই সৃষ্টির কারণ। ইহা কখনও পুরুষকে আত্মাভিমুখীন ও কখনও বিষয়াভিমুখীন করে। ইহা কর্ম্মাভিমানী কামরূপী অহংকার।

"পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৮ অঃ, ২১ শ্লোক।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

অন্বয়ঃ। হে ভারত! তমস্তু অজ্ঞানজং সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি; তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি। ৮

অর্থ। হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন; দেহিগণের ভ্রান্তিজনক জানিও; ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা (দেহীকে) আবদ্ধ করে। ৮

আভাস। বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে তদ্দ্বারা মোহ উৎপন্ন হয় এবং তাহা নাশের কারণ হইয়া থাকে; যথা মরুভূমিতে মরীচিকা মৃগগণে জলভ্রম উৎপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা তাহারা ধাবমান হইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে নাশপ্রাপ্ত হয়।

নারী স্বরূপতঃ কি তাহা জানিতে না পারিয়া, তাহার অঙ্গভঙ্গি হাবভাবাদিতে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইলে, তাহা দুঃখেরই কারণ হয় এবং তদ্দ্বারা অহংকার বদ্ধ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা চিত্তের অবসাদ ঘটাইয়া স্বকর্ম্মবিমুখ করে বলিয়া ইহারাও তমোগুণের স্বরূপ। কার্য্যে ভীতিকে প্রমাদ; অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে

চেষ্টার অভাবকে আলস্য এবং মোহকে নিদ্রা বলিয়া জানিবে। ইহা কায়ের ব্যাপার এবং অজ্ঞান ইহার কারণ। ইহা বিষয়াভিমানী বা ভোগাভিমানী অহংকার।

"যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" ১৮ অঃ, ২২ শ্লোক।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯

অন্বয়ঃ। হে ভারত! সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্ম্মণি (সঞ্জয়তি), তথা তমঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি উত। ৯

অর্থ। হে ভারত। সত্ত্বগুণ (দেহীকে) সুখাভিমুখ করে, রজোগুণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞান আবরণপূর্ব্বক দেহীকে মোহিত বা ভ্রান্ত করিয়া থাকে। ৯

আভাস। জ্ঞান অর্থে এখানে পদার্থের স্বরূপজ্ঞান বুঝিতে হইবে। এই জ্ঞানে অর্থাৎ সত্ত্বে স্থিতি হইলে পুরুষ (অহংকার) সুখী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার আনন্দে অবস্থান হয়, রজোগুণে স্থিতি হইলে ভেদবুদ্ধিযুক্ত হওয়াতে পুরুষ (অহংকার) কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তমোগুণে স্থিতি হইলে পুরুষ (অহংকার) বিষয়ে বদ্ধ হইয়া থাকেন। কার্য্যে ভীতিকে প্রমাদ বলিয়া থাকে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০

অন্বয়ঃ। হে ভারত! রজস্তমশ্চ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি, সত্ত্বং তমশ্চ (অভিভূয়) এব রজঃ (ভবতি), তথা সত্ত্বং রজশ্চ (অভিভূয়) তমঃ (ভবতি)। ১০

অর্থ। হে ভারত! রজঃ এবং তমোগুণকে আবরণ করিয়া সত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সত্ত্ব এবং তমোগুণকে আবরণ করিয়া রজোগুণ প্রকাশিত হয়, এবং সত্ত্ব এবং রজোগুণকে আবরণপূর্ব্বক তমোগুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১০

আভাস। সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণের প্রত্যেকটিতেই সত্ত্ব রজঃ এবং তম তিনটি করিয়া বিভাগ আছে অর্থাৎ প্রত্যেক গুণেই সত্ত্ব বা জ্ঞান-স্বরূপ প্রকাশময় ভাব আছে; যথা সত্ত্বের সত্ত্ব, রজের সত্ত্ব, তমের সত্ত্ব; সত্ত্বের রজঃ রজের রজঃ, তমের রজঃ; সত্ত্বের তম, রজের তম, তমের তম; ইহা (এই প্রকাশময় ভাব) দেহের সর্ব্বদ্বারে (কায়মনবাক্যে) প্রকাশিত হইয়া থাকে। পুরুষ যখন যে গুণে অবস্থান করেন, তখন সেই গুণের সত্ত্বা তাঁহার কায়মনবাক্যের একত্রীকরণ পূর্ব্বক তাহার প্রকাশক হয়, সুতরাং অপর গুণদ্বয় তাহার নিকট অভিভূত ইহা বলা হইতেছে।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১

অন্বয়ঃ। যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ। ১১

অর্থ। যখন এই দেহে সর্ব্বদ্বারে (কায়মনবাক্যে) জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে তখন সত্ত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহা জানিবে। ১১

আভাস। বিষয়মাত্রেরই স্বরূপ উপলব্ধির নাম জ্ঞান; যখন এই দেহে কায়মনবাক্যদ্বারে সত্ত্বরজস্তম গুণ বিভাগের কোন একটির সত্ত্বা মাত্র উপলব্ধি করিয়া প্রকাশময় ভাব প্রাপ্ত হইয়া কায়মনবাক্য একত্র অবস্থান করে, তখন সত্ত্ব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ইহা জানিবে। ইহাদ্বারা সত্ত্বের সত্ত্ব, রজের সত্ত্ব, এবং তমের সত্ত্ব, এই ত্রিবিধ সত্ত্বগুণের বিষয় বলিতেছেন। পুরুষ স্বভাবে অবস্থান করিলে এই স্বরূপজ্ঞানে স্থিতি হয়।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! রজসি বিবৃদ্ধে কর্ম্মণাং লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা এতানি জায়ন্তে। ১২

অর্থ। হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মের লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, বাহ্যান্তঃকরণের অসমতা ও স্পৃহা এই সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১২

আভাস। এই শ্লোকে রজোগুণের লক্ষণ বলিতেছেন। সত্ত্বের রজঃ, রজের রজ এবং তমের রজঃ, এই ত্রিবিধ রজোগুণই অত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, ইহা বোদ্ধব্য। বাসনার উৎপত্তি এবং লয়ের নাম কর্ম্ম, ("ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ৮ অঃ, ৩ শ্লোক)। বাসনামাত্রেই লোভ নামে উক্ত; অন্তঃকরণ বিষয়ে মোহিত হইলেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৎকর্ম্মকরণেচ্ছা প্রবৃত্তিঃ; কর্ম্মকরণের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তন "আরম্ভ" বলিয়া উক্ত। সমতা না থাকিলেই "অশম" হইয়া থাকে অর্থাৎ মনে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ে তাহার অপ্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইতেছে, কিন্তু মনে তাহার অপ্রবৃত্তি, এবম্প্রকার অসমতাই "অশমঃ" শব্দের অর্থ। এই প্রকার প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তিতে যে ইচ্ছা, তাহাই স্পৃহা শব্দে বোদ্ধব্য।

পৃথকত্ব জ্ঞানহেতু যে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা পুরুষ বিষয়ানুরাগী হয়েন এবং তন্নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গত হইয়া কর্ম্মে আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা করেন, কামসংকল্পপূর্ব্বক কর্ম্ম আরম্ভ করেন এবং ফলের তারতম্য বশতঃ সকল কর্ম্ম সমান ভাবে করিবার স্পৃহা রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই তাৎপর্য্য।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ। হে কুরুনন্দন! তমসি বিবৃদ্ধে অপ্রকাশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ, মোহঃ এব চ এতানি জায়ন্তে। ১৩

অর্থ। হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অপ্রকাশ, অর্থাৎ কি করিব তাহা স্থির করিতে অসমর্থতা, অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব, প্রমাদ অর্থাৎ কর্ম্মে ভয়, এবং মোহ অর্থাৎ কর্ম্মে মোহিত হওয়া, এই সকল উৎপন্ন হয়। ১৩

আভাস। এই শ্লোকে সত্ত্বের তম, রজের তম এবং তমের তম সম্বন্ধে বলিতেছেন। পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা (অজ্ঞান) প্রাপ্ত হইলে এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪

অন্বয়ঃ। যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)। ১৪

অর্থ। যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহী (পুরুষ বা অহংকার) লয় প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাহাতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখন (তিনি) উত্তমজ্ঞানীগণের নির্ম্মল এবং প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয়েন। ১৪

আভাস। দেহভৃৎ অর্থাৎ যিনি দেহকে ধারণ করেন, সেই দেহী বা অহংকার; কায়মনবাক্যাত্মক দেহের যে কোনটিতে যখন সত্ত্বের বৃদ্ধি হয়, তখন সেই সেই দেহের দেহী বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, তাহাতে প্রলয় বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণোচিত নির্ম্মল, প্রকাশময় এবং সুখময় ভাবসকল লাভ করিয়া থাকেন; ("সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি", ৯ শ্লোক)। পুরুষ যখন যে প্রকার দেহে বা ভাবে অবস্থান করেন, তখন

তাঁহার সেই লোক প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বলা হয়। উত্তম শব্দের অর্থ আনন্দময়। ১৩ অঃ, ২১ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণসঙ্গহেতু পুরুষ (অহংকার) কায়মনবাক্যাত্মক দেহে কি কি ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বিশেষ প্রকারে এই কয় শ্লোকে দেখাইয়াছেন।

গৌণার্থ যথা—সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি জীব দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি উত্তম এবং নির্ম্মল দেবলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মৃত্যুকালে দেহে যে গুণের আধিক্য হয়, জীবের সেইরূপ গতি হইয়া থাকে; সুতরাং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি কালে দেহত্যাগ হইলে তদন্তে সাত্ত্বিক দেবলোকাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫

অন্বয়ঃ। রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা তমসি প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে। ১৫

অর্থ। (কায়মনবাক্যাত্মকদেহে) রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে (দেহী বা পুরুষ তাহাতে) লয়প্রাপ্ত বা তন্ময় হইয়া কর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন ("রজঃ কর্ম্মণি ভারত" ৯ শ্লোক); এবং তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে যখন পুরুষ তাহাতে তন্ময় হয়েন, তখন মূঢ়যোনিতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়া থাকে ("জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত" ৯ শ্লোক)। ১৫

আভাস। ফলাসক্তিহেতু কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং আরম্ভ রজোগুণের কার্য্য। অতএব যখন পুরুষ বা অহংকার বা দেহী কায়মনবাক্যাত্মক দেহে রজোগুণসঙ্গহেতু রজোগুণে লয় বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখন

তাঁহাতে রজোগুণোচিত বৃত্তি বা ভাবসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মী হইয়া থাকেন। জ্ঞানাবরণ বা অজ্ঞান তমোগুণের কার্য্য। অতএব যখন পুরুষ বা অহংকার বা দেহী কায়মনবাক্যাত্মক ক্ষেত্রে বা দেহে, তমোগুণের সঙ্গহেতু তাহাতে লয় বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাতে তমোগুণোচিত ভাবসকল প্রকাশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনি অজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মূঢ় হইয়া অবস্থান করেন, (অর্থাৎ তাঁহাতে বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান তখন থাকে না এবং তিনি বদ্ধজীব হইয়া থাকেন)।

গৌণার্থ। রজোগুণ বৃদ্ধিকালে যদি মৃত্যু হয়, তবে জীব মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়েন এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে দেহত্যাগ হইলে, নিরাশ্রয় ভূতযোনি বা বৃক্ষ-তৃণ-লতা-গুল্ম-কীট-পতঙ্গ-গো-মহিষাদি মূঢ়যোনি প্রাপ্ত হয়েন।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলম্ আহুঃ, রজসঃ তু দুঃখং ফলম্ (আহুঃ); তমসঃ অজ্ঞানং ফলম্ (আহুঃ)। ১৬

অর্থ। সুকৃতকর্ম্মের অর্থাৎ সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল নির্ম্মল এবং সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত, রজোগুণাশ্রিত (ভেদবুদ্ধিযুক্ত) কর্ম্মের ফল দুঃখময় এবং তমোগুণাশ্রিত (মোহযুক্ত) কর্ম্মের ফল অজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। ১৬

আভাস। মানসিক "মল" সম্বন্ধে পুরাণে বলিয়াছেন যথা—

"শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাসুতা।
ঈর্ষ্যা মানো বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা।
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মানসা মলাঃ॥" ইতি কালিকাপুরাণম্।

বাচিক, কায়িক এবং মানসিক মলসম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন যথা—

"মায়িকং নামযোষোত্থং পৌরুষং কর্ম্মণো মলম্।

আনব্যং তদ্বয়ং প্রোক্তমিত্যেতৎ ত্রিবিধং মলম্॥" ইতি তন্ত্রম্।

সত্ত্বগুণে এই সকল নাই বলিয়া সাত্ত্বিক কর্ম্মে নির্ম্মল সুখ অনুভূতি হয়; ভোক্তা পুরুষ এই নির্ম্মলসুখ বা আনন্দ ভোগ করেন বলিয়া ইহার ফল নির্ম্মল, ইহা বলা হইয়াছে।

বিষয়চিন্তা পূর্ব্বক তৃষ্ণাযুক্ত যে কর্ম্ম, তাহা রাজসিক; ইহা দুঃখের কারণ, যেহেতু ইহাদ্বারা পুরুষের দুঃখই ভোগ হইয়া থাকে; সুতরাং ইহার ফল দুঃখ, ইহা বলা হইয়াছে।

বিষয়ে মোহিত অতএব তাহাতে বদ্ধ হইয়া, সেই ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই, এই জ্ঞানে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাব ফল অজ্ঞান, যেহেতু পুরুষ তদ্বারা স্বরূপজ্ঞান হারাইয়া তৎকালে অচৈতন্যে অবস্থান করেন।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

অন্বয়ঃ। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে, রজসঃ লোভ এব চ (সঞ্জায়তে), তমসঃ প্রমাদমোহৌ ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব চ (ভবতি)। ১৭

অর্থ। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, তমোগুণ হইতে প্রমাদ এবং মোহ উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। ১৭

আভাস। স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনে তাহা কি পদার্থ এ সম্বন্ধে বিচার এবং সিদ্ধান্ত এবং তদ্বারা তাহার স্বরূপের নির্ণয়রূপ যে জ্ঞান, তাহা সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীকে সুন্দর-কুৎসিদাদি ভেদে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়রূপে না দেখিয়া, তাহা যে রক্ত-মজ্জা-বসা-মাংস-অস্থি-মেদাদি সমন্বয়ে গঠিত সন্তান উৎপাদন ক্ষেত্র মাত্র, এই জ্ঞানে দেখিলে, স্ত্রীসম্বন্ধে স্বরূপজ্ঞান হইয়া থাকে।

ঐ স্ত্রীমূর্ত্তিরূপ বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা এবং ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার যত্ন এবং উদ্যম এবং ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অশান্তি বা অস্থিরতা, এই সকল রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়।

ঐ স্ত্রীমূর্ত্তিরূপ বিষয়ের প্রাপ্তিতে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত এবং তাহাতেই অনন্যচিত্তে আবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ তাহা ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্তব্য নাই, এইরূপ যে মোহ এবং অজ্ঞান, তাহা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ। সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘণ্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি। ১৮

অর্থ। সত্ত্বগুণেস্থিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধে গমন করেন অর্থাৎ আত্ম-পরায়ণ (বাক্যে স্থিত) হয়েন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যে (মনে) অবস্থান করেন, অর্থাৎ কখনও আত্মাতে, কখনও বা ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করেন, যেহেতু রজোগুণ ক্রিয়ামাত্র; জঘণ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রমাদমোহাদি গুণবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধ কিম্বা তাহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে মোহিত হইয়া তাহাতেই অবস্থান করেন এবং বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা অধোগতি। ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ। যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি, (তদা সঃ) মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি। ১৯

অর্থ। যখন দ্রষ্টা (নির্লিপ্ত পুরুষ, দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে থাকিয়া) গুণ ব্যতীত অপর কাহাকে কর্ত্তা না দেখেন অর্থাৎ এই সকল গুণেরই খেলা, ইহা অবলোকন করেন এবং গুণের অতীত বস্তুকে জানেন (জানিতে পারেন), তখন তিনি আমার ভাব (আত্মভাব) প্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ তখন তিনি তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত।১৯

আভাস। যখন পুরুষ সাক্ষীস্বরূপ এবং নির্লেপ থাকিয়া, গুণই কর্ম্ম করে, ইহা দেখেন অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ভাবত্রয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল যে গুণকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে ও "আমি" সদাই একরূপ এবং অবিকারী, ইহার ধারণা রাখিতে পারেন, তখন তিনি গুণের অতীত আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বলিতেছেন।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥" ৩ অঃ, ২৭-২৮ শ্লোক।
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ১৩ অঃ, ২৯ শ্লোক।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অন্বয়ঃ। দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (সন্) অমৃতম্ অশ্নুতে। ২০.

অর্থ। পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ অহং দেহসমুদ্ভব বা ক্ষেত্রজ এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজরারূপদুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। ২০

আভাস। এই গুণবিভাগে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়ে এবং বিষয়াদিতে গমনাগমন এবং তাহাতে সুখী এবং দুঃখী হওয়াকে জন্মমৃত্যু-

জরা বলিতেছেন; দেহের বিকৃতি, অবসাদ বা অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে যিনি অবিকৃত থাকেন অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত অবসন্ন হয় না, তিনি জরারূপ দুঃখের অতীত হয়েন, ইহাই বোদ্ধব্য। সুতরাং গুণের ক্রিয়াসকলে নির্লিপ্ত থাকিয়া অবস্থান করিতে পারিলে, নিত্য ও পূর্ণ আনন্দ উপভোগ হইবে; শাস্ত্র ইহাকেই মুক্তি, চিরশান্তি, পরানন্দ, ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২ অঃ, ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি; কিম্ আচারঃ (অস্য ইতি); কথং চ (স) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে। ২১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে প্রভো! (দেহী) কীদৃশ চিহ্নের দ্বারা অর্থাৎ কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ গুণাতীত হইলে তাঁহাতে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাঁহার আচার বা কিরূপ হইয়া থাকে; কি উপায়ে বা এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন। ২১

এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নের শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পাণ্ডব! প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহম্ এব চ সংপ্রবৃত্তানি (আত্মনি উপস্থিতানি) যঃ ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি (চ) ন কাঙ্ক্ষতি (স গুণাতীতঃ উচ্যতে)। ২২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পাণ্ডব! প্রকাশ (সত্ত্বগুণ), প্রবৃত্তি (রজোগুণ) এবং মোহ (তমোগুণ) আত্মাতে উপস্থিত হইলে, তিনি (গুণাতীত পুরুষ) দ্বেষ করেন না, অর্থাৎ ইহা কেন আসিল, ইত্যাকার মনে করেন না অথবা নিবৃত্তিও ইচ্ছা করেন না, অর্থাৎ ইহা চলিয়া যাউক, ইহাও মনে করেন না। ২২

আভাস। গুণাতীত হইলে, পুরুষ বা "আমি" গুণকর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন অর্থাৎ প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণ বা রজোগুণ বা তমোগুণ যে কোনটিই প্রকাশ হউক না কেন এবং তন্নিবন্ধন সেই সেই গুণোচিত যে কোন কর্ম্মই উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে সদাই নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ কখনও তাহাতে হৃষ্ট বা অবসন্ন হয়েন না। এই অধ্যায়ে ৫ হইতে ১৮ শ্লোকে এবং ২ অঃ, ৫৫ হইতে ৫৯ শ্লোকে এই সকলের ভাব-ক্রিয়াদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাঃ বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

অন্বয়ঃ। যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ (স্থিতঃ সন্) গুণৈঃ (সত্ত্ব-রজস্তমআদিগুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিফলৈরিত্যর্থঃ) ন বিচাল্যতে, গুণাঃ (গুণেষু) বর্ত্তন্তে (এতৈঃ সহ মম সম্বন্ধএব নাস্তি) ইত্যেবং অবতিষ্ঠতি ন চ ইঙ্গতে (চলতি) [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে]। ২৩

অর্থ। যিনি উদাসীনবৎ (অনাসক্তের ন্যায়) অবস্থান পূর্ব্বক সত্ত্বরজস্তমপ্রভৃতি গুণ এবং তন্নিবন্ধন সুখদুঃখাদি ফল দ্বারা বিচলিত হয়েন না, যিনি সত্ত্বাদি গুণ আসিয়াছে জানিয়াও স্থির থাকেন অর্থাৎ প্রকৃতিকর্ম্মে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞানপূর্ব্বক অনাসক্তের ন্যায় অবস্থান করেন এবং চঞ্চলচিত্ত হয়েন না, (তিনিই গুণাতীত)। ২৩

আভাস। মন আত্মগত হইলে কায়মনবাক্যাত্মক দেহে যথাসময়ে সকল প্রকার গুণকর্ম্ম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে রাগদ্বেষের উৎপত্তি হয় না এবং আনন্দেই অবস্থান হইয়া থাকে।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ। (যঃ) সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ (স্বভাবে স্থিতঃ) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ধীরঃ (সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে)। ২৪

অর্থ। যিনি সুখদুঃখে অবিকৃত, স্বভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ সুখদুঃখাদির প্রাপ্তি বা নাশের জন্য বিষয়ে গমন করেন না, লোষ্ট, প্রস্তর ও সুবর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ লোষ্ট প্রাপ্তে যেমন আনন্দ বা বিষাদ হয় না, সেইরূপ মণি বা স্বর্ণপ্রাপ্তে হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধি, নিন্দা এবং প্রশংসা এই উভয়ে তুল্যবোধসম্পন্ন অর্থাৎ অবিকৃতচিত্ত, এমন যে ধীর বা স্থিরবুদ্ধি পুরুষ, তিনি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়েন। ২৪

আভাস। লোষ্টপ্রস্তরাদিতে কাঞ্চনজ্ঞান বা কাঞ্চনে লোষ্টপ্রস্তরাদির জ্ঞান কখনও সম্ভব হয় না, কারণ ইহারা যে যাহা, সে তাহাই চিরদিন আছে ও থাকিবে; তবে তাহাদের গ্রহণ ও ত্যাগ বা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আবশ্যকমত হইলে চিত্ত অবিকৃত থাকে এবং তদ্বিষয়ে সমত্ব হইয়া থাকে।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫

অন্বয়ঃ। (যঃ) মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে। ২৫

অর্থ। যিনি মান এবং অপমান উভয়কে তুল্য জ্ঞান করেন, মিত্র এবং শত্রুপক্ষে সমভাবযুক্ত হয়েন, সর্ব্ববিধকর্ম্মের আরম্ভত্যাগী অর্থাৎ কামসংকল্পবর্জ্জিত, তিনি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়েন। ২৫

আভাস। আত্মা ব্যতীত সকলই "বিষয়" বলিয়া উক্ত। বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের প্রবৃত্তিকে "আরম্ভ" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব বিষয়সংকল্পবর্জ্জিত হইলেই "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥২৬

অন্বয়ঃ। যঃ চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬

অর্থ। যিনি আমাকে (আত্মাকে) অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা সেবা করেন অর্থাৎ একভক্তিবিশিষ্ট হইয়া আত্মাতে যুক্ত হয়েন, তিনি এই গুণসকলকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন। ২৬

আভাস। যাহার যাহা স্বভাব তাহা ত্যাগ করিয়া অপর আশ্রয় করিলে ব্যভিচার হইয়া থাকে; যথা, চক্ষুর স্বভাব দর্শন করা; কিন্তু যদি রূপাদির ভেদ সেখানে হয় অর্থাৎ সুন্দর কুৎসিতাদি বিচার উপস্থিত হয়, তবে তাহা ব্যভিচার বলিয়া জানিবে, যেহেতু প্রকৃতিকর্ম্মে অহংকার কর্ত্তারূপী হইয়া উৎপন্ন হইলেই এই সকল হইয়া থাকে, নচেৎ রূপাদির ভেদ কখনই পরিলক্ষিত হয় না। পুনশ্চ, চক্ষুর প্রকৃতি দর্শন করা, কর্ণের প্রকৃতি শ্রবণ করা, ইত্যাদি; যদি শ্রবণক্রিয়া দ্বারা দর্শনাদি ব্যাপার উদ্বেগযুক্ত হয় বা দর্শনাদিব্যাপারের দ্বারা শ্রবণাদিতে উদ্বেগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়কর্ম্মের দ্বারা অপর ইন্দ্রিয় পরিচালিত

হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়; ১২ অঃ, ১৫ শ্লোকের অর্থ দ্রষ্টব্য; এই ব্যভিচারযুক্ত কর্ম্মে কামক্রোধাদি বিকারের উৎপত্তি হইয়া থাকে; নচেৎ প্রকৃতিও স্বস্থ এবং আত্মাও স্বস্থ থাকেন।

অতএব এই সকল প্রকৃতিকর্ম্মে নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে আত্মযোগ হয়, অর্থাৎ তাহাতে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় পুরুষ একভক্তিবিশিষ্ট বা অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মভাব। ১২ অঃ, ১৩ হইতে ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।"

১৮ অঃ, ৪৭, ৪৮, ৫৪ শ্লোক।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

অন্বয়ঃ। অহং হি অমৃতস্য চ অব্যয়স্য শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা। ২৭

অর্থ। "আমি"ই অমৃতময়, অব্যয়, নিত্য, ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রহ্মের স্থিতি। ২৭

আভাস। গুণরহিত অর্থাৎ গুণবিশেষে নির্লিপ্ত "আমি" সদাই মুক্ত, অবিকারী, নিত্য, সর্ব্বধারক, আনন্দময় এবং পূর্ণের আধারস্বরূপ।

ভাবের বা গুণের পূর্ণত্ব ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত এবং এই প্রকার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে গুণময় "আমি" বা নির্গুণ আত্মা প্রকাশ হয়েন বলিয়া "ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা" এই শব্দ দ্বারা "অহং"কে বা আত্মাকে বিশেষিত করিয়াছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
গুণত্রয়-বিভাগ-যোগোনাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।



পুরুষোত্তমযোগোনাম

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।



শ্রীভগবানুবাচ ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ । ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ম্ অশ্বত্থং প্রাহুঃ, ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি তম্ (অশ্বত্থং) যঃ বেদ সঃ বেদবিৎ । ১

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। ঊর্দ্ধে যাহার মূল, অধোভাগে যাহার শাখা, ছন্দসকল যাহার পল্লব, তাহাকে অব্যয় অশ্বত্থ বলিয়া থাকে ; সেই অশ্বত্থকে যিনি জানেন, তিনি বেদ জানেন । ১

আভাস। ঊর্দ্ধমূলম্ = ঊর্দ্ধ অর্থাৎ আকাশ ; অবকাশং জনয়তীতি আকাশঃ ; যাহা হইতে অবকাশ বা বিভাগ হয়, সেই আকাশরূপী আমি (আত্মা) যাহার মূল ; আকাশসদৃশ "আমি" সর্ব্বব্যাপী এবং সকলকে বিভাগ করি ; সুতরাং ঊর্দ্ধ বা আকাশ শব্দে "আমি" (আত্মা) বলা হইতেছে ।

"আকাশো হ্যবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দ নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥" উত্তর গীতা ।

অধঃশাখম = অধঃ অর্থাৎ পৃথিবী ; এই পৃথিবী অর্থাৎ চক্ষুকর্ণ-নাসিকাজিহ্বাত্বগাদি ইন্দ্রিয়সমন্বিত পঞ্চভূতাত্মক শরীর যাহার শাখা বা বিস্তৃতি, ইহাই অত্র বোদ্ধব্য। পৃথকত্বহেতু পৃথিবী বা অধঃ এই শব্দ করিয়াছেন (পৃথক্ত্বাৎ পৃথিবী জ্ঞেয়া লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে) ।

ছন্দঃ=ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে; ছাদয়তি আচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ; শাখারূপ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে (পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে) পত্রের ন্যায় আচ্ছাদন করে বলিয়া শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় সকলকে ছন্দ বলে।

"মহাভূত বিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখ ফলোদয় ॥" ইতি,তন্ত্রম্ ॥

অব্যয়ঃ অশ্বত্থঃ=ন ব্যয়তি বিবিধরূপং যাতি ইতি অব্যয়ঃ; শ্বস্তিষ্ঠতি ইতি শ্বত্থঃ, ন বিদ্যতে শ্বত্থো যস্মাৎ স অব্যয়ঃ অশ্বত্থঃ ইতি সংজ্ঞা। যাহা হইতে পরক্ষণের উৎপত্তি হইতে পারে না অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষা স্থিতিশীল এবং একরূপে বিরাজমান, তাহাই "অব্যয় অশ্বত্থ" শব্দে বোদ্ধব্য।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপ শাখা, শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়রূপ পল্লব, এবং "আমি" রূপ (অহংরূপ) মূলযুক্ত সদৈকরূপ অশ্বত্থকে যিনি জানেন, তিনি বেদ জানেন অর্থাৎ বেদ্য বিষয়সকলের স্বরূপ অবগত হয়েন। আত্মস্থ হইয়া কায়মনবাক্যে বিষয়াদিসংযোগরূপ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিতে পারিলে সর্ব্বদা অবিকৃত অবস্থায় অবস্থান হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের এবং বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, যেহেতু তাহারা সকলেই স্বভাবে অবস্থান করে এবং জন্মমরণাদি পরিবর্ত্তন বা কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয় না।

অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

অন্বয়ঃ। তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ চ ঊর্দ্ধং (চ) প্রসৃতাঃ, মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ চ অনুসন্ততানি।২

অর্থ। তাহার (ক্ষরাক্ষররূপী অশ্বত্থের) গুণের দ্বারা (সত্ত্ব-রজস্তম গুণভেদে) পরিবর্দ্ধিত ও বিষয়রূপ (শব্দস্পর্শরূপরসাদিরূপ) পল্লবদ্বারা যুক্ত শাখা অধঃ এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অর্থাৎ পৃথিবীতে বা বিষয়ে মনবুদ্ধিঅহংকাররূপে এবং আত্মাতে কায়মনবাক্যরূপে বিস্তৃত; মনুষ্যলোকে (পৃথিবীতে) বা চক্ষুকর্ণজিহ্বানাসিকাত্বক্‌রূপ পঞ্চভূতাত্মক শরীরে, কর্ম্মের অনুবন্ধরূপ মূল অধোভাগে বিস্তৃত। ২

আভাস। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যথাক্রমে অক্ষর এবং ক্ষরাক্ষর এই দুই প্রকার অশ্বত্থের বিষয় বলিতেছেন। শেষোক্তটিকে ক্ষরাক্ষর বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহা কভূ আত্মাতে এবং কভূ বিষয়ে গমন করিয়া থাকে; গুণের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে বা আত্মাতে এবং অধঃ বা পৃথিবীতে অর্থাৎ বিষয়ে ইহা গমনশীল। ইহা বিষয়ের তুলনায় অক্ষর, এবং আত্মার তুলনায় ক্ষর, এইজন্য ইহার মধ্যে স্থিতি। মনুষ্যলোক (নৃলোক) শব্দের অর্থ ১১ অঃ, ৪৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই ক্ষরাক্ষর অশ্বত্থের (অহংকারের) মূল ভেদে অবস্থিত থাকিয়া নানাগুণে মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে পরিবর্দ্ধিত করে এবং তাহাদিগকে শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়সংযুক্ত করিয়া কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই অশ্বত্থকে অনিত্য বলিয়া জানিবে, যেহেতু ইহা পরক্ষণে বিদ্যমান থাকে না; শ্বস্তিষ্ঠতি ইতি শ্বত্থঃ; ন শ্বত্থঃ ইতি অশ্বত্থঃ)।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

অন্বয়ঃ। ইহ অস্য (ক্ষরাক্ষরস্য অশ্বত্থস্য অহংকারস্য ইত্যর্থঃ) তথা রূপম্ (অব্যয়রূপম্) ন উপলভ্যতে, ন অন্তঃ, ন আদিঃ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা; এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং (শ্বস্তিষ্ঠতি ইতি শ্বত্থঃ ন শ্বত্থঃ ইতি অশ্বত্থঃ) দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা, ততঃ (তদনন্তরং) তৎ পদং পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে), যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, তম্ এব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে। ৩-৪

অর্থ। এই দেহে ক্ষরাক্ষররূপী অশ্বত্থের (অহংকারের) অব্যয়রূপের উপলব্ধি হয় না; (যেহেতু) ইহার অন্ত, আদি বা স্থিতি নাই; এই প্রকার অত্যন্তবদ্ধমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গরূপ (অনাসক্তিরূপ) শস্ত্রের দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক অর্থাৎ মনকে নির্ব্বিষয় বা আত্মগত করিয়া তৎপরে সেই পথ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহাতে যাইলে পুনর্ব্বার আবৃত্তি হইবে না; যাহা হইতে এই লয়প্রাপ্তা প্রবৃত্তি পুনরায় বিস্তৃতা হয়, সেই আদি পুরুষকে আমি পাইতে ইচ্ছা করি। ৩-৪

আভাস। এই অশ্বত্থকে অনিত্য বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহার মূল গুণভেদে অবস্থিত বলিয়া নানারূপ ও নানাবর্ণবিশিষ্ট সংসারের প্রবর্ত্তন করিতেছে এবং একরূপে থাকিতে পারে না; তাহার স্থিতি কোনটিতেই স্থির নাই, সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে এবং ভাব হইতে ভাবান্তরে গমন করিতেছে; সুতরাং ইহাকে আদি, অন্ত এবং স্থিতিশূন্য (প্রতিষ্ঠাশূন্য) বলা হইয়াছে; দেহাত্মজ্ঞানরূপ অহংকারে জন্মিয়াছে বলিয়া এই অশ্বত্থের মূল সুবিরূঢ়; বিষয়সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক অহংঅভিমানবর্জ্জিত হইলে, সেই যে আদি, মূলস্বরূপ ও অব্যয়

আত্মা (আমি), যাঁহা হইতে প্রবৃত্তি সকল উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ হয়।

প্রবৃত্তিকে পুরাণী বলা হইয়াছে, কারণ, প্রবৃত্তি পুরাকালে থাকিয়াও নিত্য. নূতনের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে; যেমন যেমন বিষয়ের সংযোগ হয়, তেমন তেমন প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং বিষয়ের বা কর্ম্মের লয়ে প্রবৃত্তির লয় হইয়া থাকে; (পুরা স্থিত্বা নবৈব ভাতি ইতি পুরাণঃ স্ত্রীং পুরাণী)। পুরে শেতে পুরিষু শয়ানং বা ইতি পুরুষঃ; অথবা পুরে বসতি ইতি পুরুষঃ (বস্ স্থানে উষ্ হইয়াছে)। পুরুষ সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যথা।

"কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঽমৃতম্।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥" ইতি তন্ত্রম্।

"তিলমধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে যথা ঘৃতম্।
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ।
তথা সর্ব্বগতো দেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥
মনস্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥
কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশেত আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ ॥" ইতি উত্তরগীতা।

**নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫**

অন্বয়ঃ। নির্ম্মানমোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ, বিনিবৃত্তকামাঃ, সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ, দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ, অমূঢ়াঃ, তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫

অর্থ। যাঁহার অভিমানরূপ মোহ নাই, যিনি সঙ্গদোষকে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তিশূণ্য, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থিত, যাঁহার কামসকল নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ কায়মনবাক্যক্ষেত্রে যিনি আবশ্যকের অতিরিক্ত ত্যাগগ্রহণাদি করেন না, যাঁহার সুখ এবং দুঃখরূপ শাব্দিক দ্বন্দ্ব নাই, এইরূপ মোহহীন ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পথে গমন করেন বা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫

আভাস। এই সকল অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার মোহশূণ্য হইয়া আত্মযোগ লাভ করিয়া থাকে ইহাই সিদ্ধান্ত।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬

অন্বয়ঃ। তৎ (পদং) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকাশয়তি), ন শশাঙ্কঃ, ন চ পাবকঃ ; যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধামঃ। ৬

অর্থ। সেই পদকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না ; চন্দ্র এবং অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে যাইলে আর আগমন করিতে হয় না, সেই পদই আমার (আত্মার) পরম পদ বা স্বরূপ। ৬

আভাস। সূর্য্য=বাচিক অহংকার, শশাঙ্ক=মানসিক অহংকার, পাবক=কায়িক অহংকার ; এই তিনটি যথাক্রমে শব্দ, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান (বিভিন্ন জ্ঞান), সত্ত্ব, রজ, এবং তম, সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ণ অহং (আমি বা আত্মা) বা পূর্ণজ্ঞান এই তিনটির সমষ্টিতে হইয়া থাকে ; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহাদের কোনটিই আমি-রূপ পূর্ণজ্ঞানকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে পারে না।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭

অন্বয়ঃ। মম এব অংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ (সদা আতনোতি বিস্তারং করোতীতি সনাতনঃ), প্রকৃতিস্থানি (প্রতিকৃতিঃ প্রকৃতিঃ প্রতিবিম্বস্বরূপ ইত্যর্থঃ) মনঃষষ্ঠানি (মন এব ষষ্ঠো যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ) ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি। ৭

অর্থ। আমার অংশ বা বিভাগ অর্থাৎ চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্-মনবুদ্ধিঅহংকার এই অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি, চৈতন্যলোকে চৈতন্যভূত সনাতন বা সৃষ্টিকারক ; প্রকৃতিস্থিত গুণসমূহকে মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের সহিত একত্র হইয়া আকর্ষণ করিয়া থাকে। ৭

আভাস। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" ১৫ অঃ, ৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; পূর্ণভাবে "আমি" সকলকে ধারণ করিয়া আছি ; ভিন্নাপ্রকৃতিগুণযোগে আমার অহংকার পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন, অতএব অংশত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগৎ বিকাশ করিতেছে। "আমি" পূর্ণভাবে সকলেতেই ব্যাপ্ত ; অংশত্বে জীবসংজ্ঞা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েই এক একটি পৃথক্‌চৈতন্য আছে, যথা, নাসিকায় ঘ্রাণ-চৈতন্য, ত্বকে স্পর্শ-চৈতন্য, জিহ্বায় স্বাদ-চৈতন্য, ইত্যাদি ; মন (জীবরূপী অহংকার) এই প্রত্যেকটির সহিত মিলিত হইয়া সত্ত্বরজস্তমপ্রভৃতি গুণযোগে প্রকাশ-প্রবৃত্তি-মোহরূপে, শব্দস্পর্শরূপরসাদি তন্মাত্রা প্রাপ্ত হইয়া জগৎসৃষ্টি করিতেছে। এই গুণাদি সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং প্রকৃতিতেই অবস্থিত। ১০ অঃ, ৪২ শ্লোকে এবং ৭ অঃ, ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেবলিয়াছেন, যথা—

"ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

অন্বয়ঃ। ঈশ্বরঃ (জীবরূপী সনাতনঃ কর্ত্তা অহংকার ইত্যর্থঃ) যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি, যৎ চাপি উৎক্রামতি (দেহাৎ দেহান্তরং বিষয়াৎ বিষয়ান্তরং বা গচ্ছতি); আশয়াৎ (যথাস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ) গন্ধান্ বায়ুঃ ইব এতানি (মনঃ পঞ্চেন্দ্রিয়গুণানি চ) গৃহীত্বা সংযাতি। ৮

অর্থ। বায়ু যেরূপ যথাস্থান হইতে গন্ধাদি গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে, তদ্রূপ কর্ম্মের কর্ত্তা ঈশ্বর (জীবরূপী অহংকার) মন এবং ইন্দ্রিয়-গুণযুক্ত হইয়া এক একটি বিষয়রূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েন এবং (এক বিষয়-রূপ) দেহ হইতে অন্য (বিষয়রূপ) দেহে গমন করিয়া থাকেন। ৮

আভাস। মন যখন গীতবাদ্যাদিতে রত থাকে, তখন মন, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তদোপযোগী গুণ, এই কয়টি একত্র থাকিয়া একটি দেহের সৃষ্টি করে, পুনশ্চ যখন এই অবস্থা হইতে উৎক্রান্ত হইয়া রূপদর্শনে রত হয়, তখন মন, চক্ষু, রূপ এবং তদোপযোগী গুণ্ একত্র থাকিয়া অপর একটি দেহের উৎপত্তি করে। ইহাই জীবরূপী অংশাহংকারের শরীর-প্রাপ্তি এবং উৎক্রমন।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥" ১৩ অঃ, ২১ শ্লোক।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯

অন্বয়ঃ। অয়ং মনঃ চ (মনোময়াহংকারস্য প্রতীয়মানায় তদ্বিশেষণস্য পুংস্ত্বম্) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণম্ এব চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে। ৯

অর্থ। এই জীবরূপী মনোময় অহংকারই কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা এবং নাসিকাতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকে। ৯

আভাস। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থিত হইয়াই আছে; রজোগুণে উৎপন্ন মন এই সকলে গুণবিভাগের উৎপত্তি করিয়া ইহাদের পৃথকৃত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে এবং গুণযোগে তাহাদের এক একটিকে লইয়া প্রকাশ-প্রবৃত্তি-মোহরূপে এক একটি দেহের সৃষ্টি করিয়া পুরুষকে জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন করে; ইন্দ্রিয়কর্ম্মে মনের উৎপত্তিই যে পুরুষের পাপপুণ্য বা সুখদুঃখাদি ভোগের মূল কারণ, তাহা এই শ্লোকে দেখাইতেছেন। তন্ত্রও বলিয়াছেন, যথা—

"মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ॥"

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ। উৎক্রামন্তং স্থিতম্ অপি বা ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং (ত্যাগ-স্থিতি-ভোগাদিরূপং গুণভাবং) বিমূঢ়াঃ (গুণমোহিতজনাঃ) ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি। ১০

অর্থ। গুণকর্ত্তৃক মোহিত কর্ত্তা বা অহংকার, গুণের উৎক্রান্তি অর্থাৎ ত্যাগ (এক গুণ ত্যাগ করিয়া অন্য গুণ আশ্রয়করণ), গুণের স্থিতি (সেই গুণেই অবস্থান), গুণের ভোগ (সেই গুণ ভোগকরণ) এবং গুণান্বিত হওন (গুণযুক্ত হইয়া গুণের দ্বারা পরিচালনাদি) কিছুই অনুভব করিতে পারে না; যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে অবস্থিতি হেতু যাঁহারা গুণের দ্বারা মুগ্ধ হয়েন না, তাঁহারাই এই সকল অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ১০

আভাস। জ্ঞান="ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥" ইন্দ্রিয় এবং "আমি" যখন স্বভাবে অবস্থিত থাকে, তখনই পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হয় এবং আমি জ্ঞানী হইয়া থাকি। আমার এবম্বিধ অবস্থাই জ্ঞানচক্ষুপ্রাপ্তির নির্দ্দেশক।

কামক্রোধাদিতে যখন জীবের চিত্ত মোহিত হয়, তখন ঐ কামাদি বিকার তাহাকে কি অবস্থা প্রাপ্ত করাইয়াছে, তাহা বুঝিতে অবসর দেয় না, কিন্তু ঐ কামাদি অপসারিত হইবামাত্রেই সমস্তই অনুভূত হয় এবং পরিতাপ আসে।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥১১

অন্বয়ঃ। যতন্তঃ যোগিনঃ আত্মনি অবস্থিতম্ এনং (গুণানাং ত্যাগ-চলন-ভোগাদিকং) পশ্যন্তি, যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ (অযোগিনঃ) অচেতসঃ (সন্তঃ) এনং ন পশ্যন্তি। ১১

অর্থ। যত্নশীল যোগিগণ আত্মাতে অবস্থিত ইহাকে (পূর্ব্বশ্লোক-বর্ণিত গুণের ত্যাগ-চলন-ভোগাদিকে) দেখিতে সক্ষম হয়েন, যত্ন করিয়াও যোগবিহীন পুরুষ চিত্তপ্রাপ্ত না হওয়ায় তাহাকে দেখিতে সমর্থ হয়েন না অর্থাৎ জানিতে পারেন না। ১১

আভাস। সংযত অন্তঃকরণ গুণসংযোগে মোহিত হয় না এবং এই অবস্থায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়াবস্থিত অহংকার যোগী হইয়া থাকেন; তখন গুণ ও গুণের ত্যাগচলনভোগাদি ক্রিয়া আত্মাতে (স্বভাবে) অবস্থিত থাকে এবং ঐ যোগিগণ কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান্ হয় অর্থাৎ তৎভোক্তা অহংকারকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মের যোগ না হইলে অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয় কর্ম্মে একত্রীকৃত না হইলে কৃতাত্মা হওয়া যায় না; মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণের নাম চিত্ত বা যোগ, ইহার অভাব হইলে অচেতা হইয়া থাকে; স্বভাবস্থিত ইন্দ্রিয়সকলে প্রবর্ত্তিত গুণাদির ত্যাগ-গ্রহণ-ভোগ-পরিচলনাদি ক্রিয়া আত্মাতে আসিয়া পূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু গুণমুগ্ধ জীব ঐ সকলে অবস্থিত থাকিয়া অজ্ঞানপ্রাপ্ত হয় এবং সংসারভোগ করিয়া থাকে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥১২

অন্বয়ঃ। আদিত্যগতং যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি চ যৎ (তেজঃ), অগ্নৌ চ যৎ (তেজঃ), অখিলং জগৎ ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি। ১২

অর্থ। আদিত্যস্থ যে তেজ, চন্দ্রস্থ যে তেজ, অগ্নিস্থ যে তেজ সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, সে তেজ আমারই (আত্মারই) জানিও। ১২

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারে যে শক্তি থাকাতে, এই সমগ্র জগৎ বা দেহ বিকাশিত হইতেছে, সে শক্তি আমারই বা আত্মারই সত্তা বলিয়া জানিবে। বাচিক অহংকার, মানসিক অহংকার এবং কায়িক অহংকার যথাক্রমে শব্দ, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানরূপে এবং তাহাদের একত্রীকরণে কায়মনবাক্যাত্মক বা সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক এই দেহের বা জগতের পূর্ণ-ভাবের প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানে অবস্থিত করাইতেছে। এই সকল "আমি" বা আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আমাতে বা আত্মাতে লয় হইয়া থাকে।

"বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্।" ইতি তন্ত্রসারঃ।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩

অন্বয়ঃ। অহং চ ওজসা গাম্ (শব্দরূপাং প্রকৃতিম্) আবিশ্য ভূতানি (ইন্দ্রিয়াণাং ভোগবিষয়া পূর্ব্ববৃত্তীঃ) ধারয়ামি; রসাত্মকঃ সোমঃ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ (গন্ধস্পর্শরূপরসাদীনি অন্নানি) পুষ্ণামি। ১৩

অর্থ। আমিই বলবীর্য্য এবং তেজের দ্বারা শব্দরূপা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি; (আমি বা আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পূর্ব্বপূর্ব্ব ভোগবিষয়ের বৃত্তি বা সংস্কার শব্দরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে); রসাত্মক (অনুরাগাত্মক) সোমরূপে (ইন্দ্রিয়রূপে) উৎপন্ন হইয়া ওষধিসকলকে অর্থাৎ স্পর্শরূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থদিগকে পুষ্ট করিয়া থাকি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত করিয়া থাকি। ১৩

আভাস। ওষধীঃ = ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ; ফলে (স্বভাবে বা আমি-রূপ শব্দে) পরিণত হইলে যাহা লয় বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই ওষধি শব্দবাচ্য। ইহাদ্বারা অন্ন অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়মুখে অদন বা গ্রহণ করিয়া দেহের অতএব আত্মার পুষ্টি হয়, সেই শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়গুলিকে বুঝাইতেছে। রসাত্মক সোম বা চন্দ্র এই শব্দে ইন্দ্রিয়গুণ-প্রস্ফুরক মনোময় অহংকারমাত্রের প্রতীতি হইয়া থাকে। অন্তরাত্মায় প্রাকৃতিক অভাব হইলে পূর্ব্বসংস্কারবশে তাহাতে শব্দরূপ বাক্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাক্যবলে বিষয় প্রকাশ হইয়া ইন্দ্রিয়যোগে কর্ম্মের নিশ্চয়করণ হইয়া থাকে; এই বাক্য এবং ইন্দ্রিয় উভয়ের যোগে স্পর্শরূপরসাদি অন্নের পুষ্টি বা পূরণ হয়, অতএব আত্মাও পূর্ণ হইয়া থাকেন। আমাতে বল বা শক্তি না থাকিলে এই সকল হয় না বলিয়া আমিই বলের দ্বারা এই সকল করিয়া থাকি, ইহা বলা হইয়াছে।

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥" ১৪ অঃ, ৩-৪ শ্লোক।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥" আত্মোপনিষৎ।

অর্থ যথা—আপনার আত্মাতে অভাব বোধ হইলে তদ্বিষয়ে আত্মাতে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তদ্বারা কর্ম্মের নিশ্চয়করণ হয়, তদ্বারা

চেষ্টার উৎপত্তি হয় এবং চেষ্টার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে আত্মপুষ্টি হইয়া থাকে।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ। অহং প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি। ১৪

অর্থ। আমি প্রাণিগণের দেহে অবস্থিত বৈশ্বানররূপে উৎপন্ন হইয়া প্রাণাপানসমাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ সদসৎসমন্বয় পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি। ১৪

আভাস। আকাশের গুণ শব্দ এবং আমি বা আত্মা হইতে উৎপন্ন অহংকার, উভয়েই এক পদার্থ, যেহেতু এতদ্দ্বারাই স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই চারিটি বিষয়ের বা বিষয়গুণের বিভাগ হইয়া থাকে। আমার (আত্মার) অহংকারে বা আমিরূপ শব্দে এই চারিটি গুণ লয় হয়। প্রাণ এবং অপান অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ, এই উভয়ের ধারকরূপে এই শব্দরূপী অহংকার (আমি) দেহমধ্যে থাকিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে অবস্থান পূর্ব্বক স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই চতুর্ব্বিধ অন্নকে বা বিষয়কে পরিপাক করিতেছেন অর্থাৎ এই সদসৎসমন্বিত বিষয়ের গ্রহণ এবং ত্যাগের দ্বারা আত্মপুষ্টি হইতেছে।

প্রকাশময়, জ্ঞানময় ও শুদ্ধ অহংচৈতন্যই বৈশ্বানর অগ্নি; ৮ অঃ, ২৪ এবং ২৫ "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বিশ্ব অর্থাৎ পৃথিবী এবং নৃ ধাতুর অর্থ নয় অর্থাৎ গ্রহণ বা লয় করা; আকাশের গুণ শব্দ, পৃথিবীকে অর্থাৎ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই চারিটি গুণকে লয় করে বলিয়া "বৈশ্বানর" নামে খ্যাত হইতেছে। গুণসমষ্টি "আমি"ই গুণগুলিকে বিভাগ করি এবং তাহারা সকলে

"আমি"তেই আসিয়া লয় হয়। অতএব "আমি"ই বৈশ্বানর, ইহাই বোদ্ধব্য।

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য আসনম্।
দ্বয়োর্যোগং সমাসাদ্য সৃষ্টিবিতন্যুতে ধ্রুবম্।
পৃথক্‌কৃত্বাৎ পৃথিবীজ্ঞেয়া লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" ইতি তন্ত্রম্।

শব্দ এবং অগ্নি একই পদার্থের বোধক; ৪র্থ অঃ, ২৪ এবং ২৫ শ্লোকে "ব্রহ্মাগ্নি" শব্দের অর্থে দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ এব স্মৃতিঃ, জ্ঞানম্, অপোহনং চ (ভবতি), সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্ এব বেদ্যঃ, অহম্ এব বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ। ১৫

অর্থ। আমি সকলের অন্তরাত্মাতে সম্যক্ প্রবিষ্ট, আমা হইতেই স্মৃতি অর্থাৎ বিষয়সকলের সংস্কার মনমধ্যে জাগিয়া উঠে, জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়যোগে স্বরূপ নির্দ্দেশক জ্ঞান আমা হইতেই হয় এবং আমা হইতেই তাহাদের লয় সম্পাদিত হইয়া থাকে; সকল বেদ্যবিষয়ের মধ্যে আমিই বেদ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়যোগে যত জ্ঞান হয়, সকলই আমাতে পরিসমাপ্ত হয়, আমিই বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ মনের সংযোগে বেদ্যবিষয় সকলের অন্ত (জ্ঞানে লয় বা পূরণ) আমিই করিয়া থাকি এবং বেদবিৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বেদ্যবিষয় সকলের স্বরূপনির্দ্দেশ আমিই করিয়া থাকি। ১৫

আভাস। ইচ্ছা বা সংস্কার মনে আমা হইতে উদয় হয়, তৎপরে তাহা ইন্দ্রিয়ে যাইয়া বিষয়নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান আমাতেই

উৎপাদন করে, এবং জ্ঞানান্তে আমাতেই লয় হয়; আমি সকল জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতব্য, যেহেতু আমিই মনবুদ্ধিঅহংকারে নিশ্চয় করি এবং আমিই ইন্দ্রিয়যোগে সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া থাকি। রস খাইয়াছি, রস চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রসভোক্তা আমি বিদ্যমান আছি, সুতরাং আমাতে বা আত্মাতেই রসের স্মৃতি, আমাতে বা আত্মাতেই রসের জ্ঞান এবং আমাতে বা আত্মাতে রসের লয় হইতেছে, ইহাই বোদ্ধব্য।

"তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" ৩ অঃ, ১৫ শ্লোক।

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।" ৭ অঃ, ১০ শ্লোক।

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।" ১০ অঃ, ৩৯ শ্লোক।

এই সকল শ্লোকে, আমি যে অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি, তাহা দেখাইয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

অন্বয়ঃ। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ দ্বৌ এব ইমৌ (বেদান্তকৃৎ বেদবিচ্চ ইমৌ ক্ষরাক্ষরৌ দ্বৌ) পুরুষৌ লোকে (প্রসিদ্ধৌ), সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ, কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে। ১৬

অর্থ। ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ (বেদান্তকৃৎ এবং বেদবিৎ রূপে) লোকে (এই দেহে) প্রসিদ্ধ আছে; ভূতগণকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলিয়া থাকে। ১৬

আভাস। এই কায়মনবাক্যাত্মক দেহে মনবুদ্ধিঅহংকার ক্ষর এবং ইন্দ্রিয়াদি অক্ষররূপে অবস্থিত; চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রূপ দর্শন হয়; রূপের সুন্দর-কুৎসিৎ বিভাগ মনবুদ্ধিঅহংকারে হইয়া থাকে, অতএব বিভাগহেতু ইহারা ক্ষর; রূপসমষ্টি অক্ষর; ইহা ইন্দ্রিয়ে ভাসমান হয় সুতরাং ইন্দ্রিয় অক্ষর; সমষ্টিহেতু অক্ষরত্ব হইয়া থাকে। এই ক্ষরাক্ষর উভয়েই চক্ষুতে বা চক্ষুস্থিত অহংকারে থাকে, অতএব চক্ষুস্থিত অহংকারই

কূটস্থ। "উভয়োরন্তরং কূটম্।" প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং সেই সেই ইন্দ্রিয়স্থিত অহংকার এইরূপে বোদ্ধব্য। এই সকলের অতীত এবং সমষ্টিরূপে ধারক যে পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম আছেন, তাঁহার বিষয় পরশ্লোকে বলিতেছেন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ। অতঃ অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ অব্যয়ঃ যঃ ঈশ্বরঃ (কর্ত্তারূপী সনাতনঃ অহংকারঃ ইত্যর্থঃ) সন্ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি (পালয়তি)। ১৭

অর্থ। এই ক্ষরাক্ষর হইতে অপর উত্তমপুরুষ (সমষ্টি অহং-রূপে) পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত আছেন, নির্ব্বিকার যিনি, কর্ত্তা-অহংকার-রূপে কায়মনবাক্যাত্মক লোকত্রয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক পালন বা পুষ্টি করিতেছেন। ১৭

আভাস। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে ইন্দ্রিয়গত অহংকার (পুরুষ) কূটস্থ হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয়ে সমষ্টিরূপে কূটস্থ "আমি" বা আত্মা পুরুষোত্তম (পরমাত্মা) বলিয়া উক্ত হয়েন।
"পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।" ১৩অঃ, ২২ শ্লোক।

লোকত্রয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক পালন করিতেছেন অর্থাৎ কায়মনবাক্যের প্রত্যেক বিষয়ে এবং ক্রিয়াতে পুরুষের ক্ষর, অক্ষর এবং উত্তম এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতেছে এবং তদ্বারা দেহরক্ষা অতএব আত্মপুষ্টি হইতেছে।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মিলোকেবেদেচপ্রথিতঃপুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ। যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ, অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ, অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি। ১৮

অর্থ। যেহেতু আমি ক্ষর (বিষয়ের বিভাগ) হইতে অতীত, অক্ষর (ইন্দ্রিয়গত অহংকার) হইতে উত্তম, সেই হেতু এই দেহে (ইন্দ্রিয়ে) এবং বেদে (বেদ্যবিষয়ে) আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত আছি। ১৮

আভাস। "ঘট" এই শব্দ হইবামাত্রে যদি আমাতে ঘটের রূপাদির প্রকাশ না হয় অর্থাৎ শব্দ শব্দেই অবস্থান করে, তাহা হইলে ঘটের অক্ষরত্ব থাকে এবং রূপাদি বিকাশিত হইলে ঘট ক্ষর বা বাক্যরূপী হয়; শরীর এবং বাক্য, এই উভয়কে যিনি বিকাশ এবং ধারণ করেন, তিনিই পুরুষোত্তম; ইন্দ্রিয় বিষয়ের নিকট অক্ষর এবং আত্মার নিকট ক্ষর, এই ক্ষরাক্ষর বা প্রকাশ-অপ্রকাশ উভয়ের ধারক সেই পূর্ণ "আমি" (পরমাত্মা বা) পুরুষোত্তম, ইহাই বোদ্ধব্য।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

অন্বয়ঃ। হে ভারত! এবম্ অসংমূঢ়ঃ যঃ পুরুষোত্তমং মাং জানাতি সর্ব্ববিৎ সঃ সর্ব্বভাবেন মাং ভজতি। ১৯

অর্থ। হে ভারত! এই প্রকারে অমোহিতচিত্ত যিনি পুরুষোত্তম আমাকে (আত্মাকে) জানেন, সর্ব্বজ্ঞ তিনি, সর্ব্বভাবে অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় আমার সমীপস্থ হয়েন। ১৯

আভাস। বিষয়ের বিভাগ না করিলে চিত্ত অমোহিত থাকে এবং বিষয় মাত্রেরই স্বরূপ নিশ্চয় হয় এবং আত্মযোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অহংকারের পূর্ণত্ব প্রযুক্ত সকল ইন্দ্রিয়বিষয়ই এবং ইন্দ্রিয়বিষয়সংযোগে উৎপন্ন সকলভাবই আত্মাতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আত্মতুষ্টি সম্পাদন করে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধি-অহংকার সকলেরই পূর্ণত্ব হয় এবং পুরুষ সর্ব্ববিৎ হইয়া পূর্ণানন্দে অবস্থান করেন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

অন্বয়ঃ। হে অনঘ! ইতি গুহ্যতমম্ ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্; হে ভারত! এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ। ২০

অর্থ। হে অপাপবিদ্ধ অর্জ্জুন! সংক্ষেপে পরমগুহ্য এই শাস্ত্র আমাকর্তৃক উক্ত হইল! হে ভারত! ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ এবং কৃতকৃত্য হইবে। ২০

আভাস। কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যিনি কর্ম্মাকর্ম্মের সমন্বয় করেন এবং তদ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকারের পূর্ণত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক আত্মস্থিত হয়েন, তিনিই বুদ্ধিমান্।

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥" ৪ অঃ, ১৮ শ্লোক।

কৃতং কৃত্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ কর্ম্মযোগী ইত্যর্থঃ। জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয়ের একত্রীকরণে আত্মা দ্বারা যে আত্মার তুষ্টি হয়, তাহাই কৃতকৃত্যতা। এই প্রকারে বুদ্ধিমান্ এবং কৃতকৃত্য হইলে পরমানন্দে অবস্থিতি হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগোনাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।



দৈবাসুরসম্পদ্‌যোগোনাম

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ॥
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ভারত! অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং দমঃ চ, যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জ্জবম্, অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং, ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং, মার্দ্দবং, হ্রীঃ, অচাপলং, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা (এতানি) দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (অভিমুখে সৃজমানস্য অহংকারস্য) ভবন্তি। ১-২-৩

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ভারত! অভয় অর্থাৎ একত্বে স্থিতিহেতু ভয়ের অভাব, চিত্তের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ চিত্তে রাগদ্বেষাদি মলাভাব, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিনপ্রকার জ্ঞানের একত্রীকরণে অবস্থিতি (জ্ঞানানাং যোগস্তস্মিন্ বিশেষেন অবস্থিতিঃ), প্রাকৃতিক অভাব পূরণ মাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কায়মনবাক্যের সংযম, কায়মনবাক্যের সঙ্গতকরণ, আত্মতত্ত্বের অনুশীলন, শরীর তিতিক্ষা, সরলতা, ইন্দ্রিয়গণের স্বভাবে স্থিতিকরণ, আত্মবাক্যপ্রতিপালন, রাগদ্বেষসহন, কুশলে বা

অকুশলে অবিচলিত ভাবে অবস্থান অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনাসক্তি, শান্তি অর্থাৎ পূর্ণত্বে অবস্থান, পরদোষানুসন্ধানরাহিত্য, সর্ব্বভূতে দ্বেষবর্জ্জন (অহংকার পূর্ণত্বে অবস্থিত থাকিলে ভূতগণ কেহ কাহারও দ্বেষ করে না অর্থাৎ অনুকূলে অবস্থান করে), লোভাভাব, মৃদুতা, স্বকর্ম্মের রক্ষা (হ্রী শব্দের অর্থ লজ্জা বা গোপনভাব ; পুরুষ ইন্দ্রিয় বা বিষয়বৃত্তিরূপে প্রকাশ হইলে লজ্জাহীন ও নিন্দনীয় হইয়া থাকেন অতএব আত্মস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় বা বিষয়বৃত্তির আবরণ বা অপ্রকাশ অর্থাৎ তাহা হইতে আত্মাকে ও আপ্তকর্ম্ম সকলকে রক্ষা করাই পুরুষের লজ্জাশীলতার লক্ষণ), স্থিরবুদ্ধি, তেজ অর্থাৎ উৎসাহ, আদরে এবং তাড়নায় সমজ্ঞান, ধারণা, কামসংকল্প-বর্জ্জন, পরশ্রীকাতরতার অভাব, এবং অনভিমান, এই সকল বৃত্তি দৈবী-সম্পদের অভিমুখে জাতব্যক্তির হইয়া থাকে। ১-২-৩

আভাস। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইলে পুরুষে যে সকল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা দৈবীসম্পদ নামে অভিহিত হইতেছে এবং সেগুলি উপরে যথাক্রমে বর্ণিত হইল।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! দম্ভঃ, দর্পঃ অভিমানঃ চ, ক্রোধঃ চ পারুষ্যম্, অজ্ঞানং চ এব, (এতানি) আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (অভিমুখে সৃজ্যমানস্য অহংকারস্য) ভবন্তি। ৪

অর্থ। হে পার্থ! দম্ভ অর্থাৎ মানসিক অহংকার, দর্প অর্থাৎ বাচিক অহংকার, অভিমান অর্থাৎ কায়িক অহংকার, ক্রোধ অর্থাৎ রাগদ্বেষের একত্র অনুভূতি বা অনুরাগ, পারুষ্য অর্থাৎ পরুষভাষণ বা কায়িক, মানসিক এবং বাচিক, এই ত্রিবিধ অহংকার দ্বারা আত্মপ্রশংসা-করণ, এবং অজ্ঞানতা অর্থাৎ এই সকলে উৎপন্ন মোহ, এ সমস্ত আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাতব্যক্তির হইয়া থাকে। ইহা রজোগুণযুক্ত-তমোগুণের কার্য্য। ৪

দৈবীসম্পদ্‌ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫

অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব! দৈবীং সম্পদম্‌ অভিজাতঃ অসি; দৈবী-সম্পৎ বিমোক্ষায় (ভবতি), আসুরী (সম্পৎ) নিবন্ধায় (সংসার-বন্ধনায়) মতা মা শুচঃ। ৫

অর্থ। হে পাণ্ডব! দৈবী সম্পদের উদ্দেশে তুমি জাত হইয়াছ, দৈবীসম্পদসকল মোক্ষের কারণ হয়, এবং আসুরী সম্পদ্‌ সকল বন্ধনের হেতু, ইহা আমার অভিমত; শোক করিও না। ৫

আভাস। পুরুষ দৈবীসম্পদ্‌ সম্পন্ন হইলে ঊর্দ্ধগামী হইয়া আত্মার সমীপস্থ হয়েন এবং আসুরীসম্পদযুক্ত হইলে অধোগামী হইয়া বিষয়ের সহিত বদ্ধ হয়েন এবং জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥" ৭ অঃ, ১৫ শ্লোক।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্‌ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অস্মিন্‌ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ (প্রচলিতৌ); (তত্র) দৈবঃ (ময়া) বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরং মে শৃণু। ৬

অর্থ। হে পার্থ! এই লোকে (শরীরে) দৈব এবং আসুর এই এই দুই প্রকার সম্পদ্‌ (প্রকৃতিগত বিভাগ) প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে দৈবীসম্পদ্‌ সম্বন্ধে আমাকর্ত্তৃক বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে, আসুরীসম্পদ-বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭

অন্বয়ঃ। আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ, তেষু ন শৌচং ন আচারঃ, ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে। ৭

অর্থ। আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, গুণ কখন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে বা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ইহা জানিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা বিষয়ে অনুরক্ত এবং মোহিত হইয়া গুণের বশেই চলিয়া থাকেন; তাঁহাদের শৌচ অর্থাৎ কামসংকল্পশূন্যতা অতএব অন্তঃকরণের পবিত্রতা, আচার অর্থাৎ কায়মনবাক্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সত্য অর্থাৎ আত্মবাক্য প্রতিপালন, এই সকল গুণ নাই। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ। তে (আসুরাঃ জনাঃ) জগৎ অসত্যম্, অপ্রতিষ্ঠম্, অনীশ্বরম্, অপরস্পরসম্ভূতং, কিমন্যৎ কামহেতুকম্ আহুঃ। ৮

অর্থ। তাঁহারা (ঐ আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ) জগৎ মিথ্যা, অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাশূন্য, ঈশ্বরবিহীন, অপরস্পরসম্ভূত, এই জগতের অন্য কিছুই কারণ নাই, কেবল কামই ইহার হেতু, এইপ্রকার বলিয়া থাকেন। ৮

আভাস। জগৎকে মিথ্যা বলিলে আত্মার অপূর্ণত্ব হয়; জগৎ বা বিভূতি লইয়াই আত্মার পূর্ণত্ব; আত্মার পূর্ণত্বের এই অনভিজ্ঞতা "আসুরী" বলিয়া কথিত। "আমি"র (আত্মার) পূর্ণত্বজ্ঞানে জগৎ আমিতে বা আত্মাতে অবস্থান করে বলিয়া জগৎ "আমি"তে বা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অপ্রতিষ্ঠিতজ্ঞান আসুর; আসুরভাবহেতু যে ভ্রান্তি

উৎপন্ন হয়, তন্নিবন্ধন "আমি"র (আত্মার) ঈশ্বরত্বের (সর্ব্বময়কর্ত্তৃত্বের) ধারণা হয় না এবং জগতের অনীশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥" ৯অঃ, ১১-১২ শ্লোক।

মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনবাক্য পরস্পরে সঙ্গত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে, তাহাতে আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" ৩ অঃ, ১১ শ্লোক।
"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" ১০ অঃ, ৯ শ্লোক।

প্রকৃতির গুণে চিত্ত মোহিত হইলে পরস্পর বোধ সম্পাদন বা পরামর্শপূর্ব্বক কর্ম্ম হয় না, সুতরাং জগৎ অপরস্পরসম্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই আসুর ভাব। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জগতের আত্মস্থিতি জীব বিস্মৃত হইয়া যায় এবং একমাত্র কামেই ইহা অবস্থিত, ইত্যাকার উপলব্ধি করে; তাহার নিকট জগতের অংশমাত্র প্রকাশ হয় ও তাহাতেই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে।

"প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।" ৩ অঃ, ২৯ শ্লোক।
"অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥" ৫ অঃ, ১২ শ্লোক।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ। এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য (আশ্রিত্য) নষ্টাত্মানঃ, অল্পবুদ্ধয়ঃ, (তে আসুরাঃ জনাঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (সন্তঃ) জগতঃ অহিতাঃ ক্ষয়ায় (চ) প্রভবন্তি। ৯

অর্থ। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টি (সংকীর্ণ আসুর ভাব) প্রাপ্ত হইয়া (তাহারা) নষ্টাত্মা, অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্ম্মা হইয়া জগতের শত্রুরূপে নাশের জন্য উদ্ভূত হয়। ৯

আভাস। কামহেতু দৃষ্টি সংকীর্ণ হইলে আত্মা নষ্ট হয় অর্থাৎ স্বভাব নষ্ট হইয়া পরভাবে বা ইন্দ্রিয়ভাবে উপগত হওয়াতে বুদ্ধি নাশপ্রাপ্ত হয়। সেই মলিনাত্মা জীব অল্পবুদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ ফলকামনাহেতু বুদ্ধিদ্বারা বিষয়মাত্র নিশ্চয় করিয়া অল্পদর্শী হইয়া থাকে; শরীরশোষক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উগ্রকর্ম্মা হইয়া থাকে অর্থাৎ ফলকামনাবশতঃ শরীরের সমতারক্ষা -বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া কর্ম্মসকল করিয়া থাকে; এইপ্রকারে তাহার আচরণ শত্রুবৎ হয় এবং দুঃখের উৎপত্তি বশতঃ তদ্বারা দেহের নাশ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অহিতাঃ অর্থে শত্রবঃ; আত্মা অনাত্মরূপী হইলে শত্রু হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি মোহযুক্ত হইলে তাহারা অহিতকর কার্য্যসকল করিয়া থাকে এবং অনন্তদুঃখের সৃষ্টি করে।

"অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ" ॥ ৬ অঃ, ৬ শ্লোক।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০

অন্বয়ঃ। দম্ভমানমদান্বিতাঃ দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য, মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে। ১০

অর্থ। দম্ভ, অভিমান এবং মদযুক্ত হইয়া অর্থাৎ মানসিক, কায়িক এবং বাচিক অহংকারযুক্ত হইয়া, অপূরণীয় কামনা অবলম্বনপূর্ব্বক, মোহবশে অসতের উৎপত্তি করতঃ তাহা গ্রহণ করিয়া কামসংকল্পময় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০

আভাস। কামকে ৩য় অধ্যায়ে, ৩৯ শ্লোকে, দুষ্পূর অনলবৎ বলিয়াছেন; "কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥"; শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তক সর্ব্বভূতানাং নাশা মুঞ্চতি সম্পদঃ॥"

অর্থ যথা—অগ্নি যেমন কাষ্ঠে তৃপ্ত হয় না, নদীসকল যেমন সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না, যম যেমন ভূতনাশে তৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ আশা (কাম) কখনও সম্পদ্‌গণকে ত্যাগ করে না অর্থাৎ সম্পদে তৃপ্ত হয় না। সেই হেতু কামকে দুষ্পূর বলা হইয়াছে।

স্বরূপতঃ অসতের উৎপত্তি হয় না ("নাহসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" ২য় অঃ ১৬ শ্লোক), মোহপূর্ব্বক তাহার উৎপত্তি করিয়া জীব অসৎগ্রাহী হইয়া থাকে; মনের কামসংকল্প ত্যাগ হইলে শুচি হয় এবং বিষয়াসক্তি বশতঃ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অশুচিব্রত হইয়া থাকে।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥

অন্বয়ঃ। প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াঞ্চ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ, আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ, অন্যায়েন (অন্যাপ্রবৃত্ত্যা যেন কেন উপায়েন) কামভোগার্থম্ অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে (চেষ্টন্তে)। ১১-১২

অর্থ। আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত বিষয়চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে অর্থাৎ নিরন্তর বিষয়চিন্তাপরায়ণ হইয়া থাকে, কামভোগই পরম পুরুষার্থ, ইহা বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া

থাকে, আশারূপ শত শত রজ্জুদ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণ হয়, কামক্রোধপরায়ণ হয় অর্থাৎ রাগদ্বেষযুক্ত হইয়া অবস্থান করে এবং অপরা প্রবৃত্তি সকলের দ্বারা কামভোগের জন্যই যে কোন উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হয়। ১১-১২

আভাস। আসুর-ভাবপ্রাপ্ত হইলে কি কি লক্ষণ হয়, তাহা এই সকল শ্লোকে বলিতেছেন; তাহারা অহোরাত্র বিষয়েরই চিন্তা করে অর্থাৎ কি করিলে বিষয়প্রাপ্তি হইবে, কিসে বিষয় রক্ষা হইবে, এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকে; ইন্দ্রিয়সন্তোষই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে এবং এই ইন্দ্রিয়সন্তোষের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক হয় বলিয়া যে কোন উপায়ে হীনবৃত্তির দ্বারা অর্থের উপার্জ্জনে সচেষ্ট হয়; ইহাতে ভোগের তৃপ্তি হেতু ক্ষণিক সুখ হয় বটে, কিন্তু ভোগের বিঘ্ন দুঃখ এবং ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং কিসে ভোগাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কিসে মানপ্রতিপত্তি হইবে বা কিসে তাহার রক্ষা হইবে, তন্নিমিত্ত মন সদাই উদ্বিগ্ন থাকে, অতএব কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

অন্বয়ঃ। অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্, ইমং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি; অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ,

অপরান্ চ অপি হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী চ, (অহম্) আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি ; ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি ; (অহং) যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে ; ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ, মোহজালসমাবৃতাঃ (সন্তঃ) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি। ১৩-১৪-১৫-১৬

অর্থ। অদ্য আমার এই লাভ হইল, এই অভিলষিত প্রিয়বস্তু পাইব, আমার এই ধনাদি আছে, পুনর্ব্বার আমার এই ধন হইবে, এই শত্রু আমাকর্ত্তৃক হত হইল, অপর শত্রুগণকেও বিনাশ করিব, আমি ঈশ্বর অর্থাৎ সুখদুঃখাদির দাতা এবং কর্ত্তা, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্ এবং সুখী, আমি ধনী, আমি বহুজনপূর্ণ অর্থাৎ আমার অনেক লোকবল আছে ; আমার সদৃশ অপর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আমোদ করিব, এইরূপে অজ্ঞানবিমোহিত, অনেক বিষয়ে আসক্তি বশতঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত, কামভোগে আসক্ত (অতএব) মোহজালে সম্যক্ আবৃত হইয়া অশুচি নরকে বা দুঃখে নিপতিত হইয়া থাকে। ১৩-১৪-১৫-১৬

আভাস। আসুর ভাবাপন্ন হইলে জীব কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হয় না, অতএব অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ। আত্মসম্ভাবিতাঃ, স্তব্ধাঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ তে দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে। ১৭

অর্থ। আত্মার বিষয়ে ভাবপ্রাপ্ত, উগ্রস্বভাব, ধন এবং মান দ্বারা উন্মত্ত ঐ সকল ব্যক্তি দম্ভপূর্ব্বক (অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী হইয়া সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নহে), স্বনামপ্রসিদ্ধি কামনায় অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকে অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১৭

আভাস। বিষয়ে আত্মা উপগত হইলে প্রকৃতি অতি উগ্র হয়; ধন, মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার এবং প্রাপ্ত হইবার জন্য সদাই ব্যস্ততা আসে এবং আত্মার অভাব পূরণের বিপরীত ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কর্ম্মসকল অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ। অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ, অভ্যসূয়কাঃ (বিদ্বেষকাঃ ভবন্তি)। ১৮

অর্থ। "আত্মপর" শব্দের অর্থ বহির্জগতে প্রয়োগ করিলে স্বদেহ ও পরদেহ ইত্যাকার জীববিভাগমাত্র প্রতীয়মান্ হয়, কিন্তু অন্তর্জগতে বা নিজদেহমাত্রে প্রযুক্ত হইলে মন এবং ইন্দ্রিয়কে বুঝাইয়া থাকে, অতএব আত্মপক্ষের ব্যাখ্যা ধরিলে ইহাদ্বারা মনস্থিত আত্মা ও ইন্দ্রিয়স্থিত আত্মাই বোদ্ধব্য। অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন পূর্ব্বক মনস্থিত আত্মা এবং ইন্দ্রিয়স্থিত আত্মার ভেদ সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ পরস্পর সঙ্গত হইতে না দিয়া আত্মাকে বিদ্বেষ করিয়া থাকে। ১৮

আভাস। মন এবং ইন্দ্রিয় পরস্পরে সঙ্গত হইয়া কর্ম্ম করিলে আত্মার উপলব্ধি হয় এবং বিভিন্ন হইয়া কর্ম্ম করিলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রকাশ হয় এবং দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কামভোগপরায়ণ হওয়াতে, একই আত্মা সর্ব্বত্র অবস্থিত, ইহা জানিতে পারে না এবং কামরাগহেতু অহংকার, বল এবং দর্পযুক্ত হইয়া, বিভক্ত এবং মোহিত-বুদ্ধির দ্বারা আমারই দ্বেষ করে অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মারই হিংসা করিয়া থাকে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

অন্বয়ঃ। অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ তান্ অশুভান্ নরাধমান্ সংসারেষু আসুরীষু যোনিষু এব অজস্রং ক্ষিপামি। ১৯

অর্থ। আমি বিদ্বেষক, ক্রূরকর্ম্মা সেই অশুভানুষ্ঠানকারী নরাধমগণকে সংসারে আসুরী যোনিতে নানাপ্রকারে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৯

আভাস। গুণবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভেদজ্ঞানে অবস্থিত হইলে সংসারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; সমষ্টিজ্ঞানে আত্মা আত্মার বন্ধু হয় এবং ভেদে কামোৎপত্তি পূর্ব্বক রাগদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া অশুভ কর্ম্মসকলের প্রবর্ত্তন করে এবং আত্মাকে অবসন্ন করিয়া দুঃখের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই শ্লোকে "অহং অজস্রং ক্ষিপামি" এই শব্দে আত্মার কর্ত্তৃত্ব আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব বা দ্বেষ্য-প্রিয় বিভাগ নাই; যথা—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" ৫ অঃ, ১৪ শ্লোক।
"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ৩ অঃ, ২৭ শ্লোক।
"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" ১৩ অঃ, ২৯ শ্লোক।
"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯ অঃ, ২৯ শ্লোক।

সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকের সমন্বয়ে বুঝিতে হইবে। যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" ৪ অঃ, ১১ শ্লোক।

ফলতঃ আমি যে ইন্দ্রিয়ে যখন যে ভাবে থাকি, তখন সেই সেই ভাবেরই স্ফূরণ আমাতে হইয়া থাকে। আমি ইন্দ্রিয়গত হইয়া বিষয়-

ভাব প্রাপ্ত হইলে অজস্র অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং নানাপ্রকারে বুদ্ধি মোহিত হওয়াতে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥" ১৩ অঃ, ২১ শ্লোক।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥২০

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং যান্তি। ২০

অর্থ। হে কৌন্তেয়! মোহিতবুদ্ধি (তাহারা) জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতে অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। ২০

আভাস। আমাকে বা আত্মাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ে বা ইন্দ্রিয়ার্থে উপগত হইলে জীব ক্রমশই নিম্নগামী হইয়া অর্থাৎ বিষয়-প্রাপ্তি পূর্ব্বক অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বিষয় হইতে বিষয়ান্তর, ভাব হইতে ভাবান্তর এবং ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর গমনই "জন্মনি জন্মনি" শব্দের তাৎপর্য্য। বহুবুদ্ধি হইলে জীব এই প্রত্যেক অবস্থাতেই বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহাই অধম গতি।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥২১

অন্বয়ঃ। কামঃ, ক্রোধঃ, তথা লোভঃ, ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ আত্মনঃ নাশনং তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১

অর্থ। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার আত্মার নাশ সাধন করে; অতএব এই তিনটি ত্যাগ করিবে। ২১

আভাস। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি বৃত্তি বিষয়প্রাপ্তির এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্ববিধ দুঃখের মূলীভূত কারণ; ইহাদ্বারাই আত্মার

স্বভাব নাশ পূর্ব্বক জীব পরভাবে বা ইন্দ্রিয়ভাবে এবং ইন্দ্রিয়ার্থে উপগত হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সেই হেতু এই তিনটি বৃত্তি ত্যাগ করিতে উপদেশ করিতেছেন।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈঃ এতৈঃ ত্রিভিঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২২

অর্থ। হে কৌন্তেয়! মোহপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি (দোষ) হইতে বিমুক্ত নর আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ কায়মনবাক্যে আত্মারই উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। ২২

আভাস। কামক্রোধাদি বিকার রজোগুণ হইতে উৎপন্ন; বিষয়ে গমন পূর্ব্বক ইহারা এই দেহে আত্মার বৈরীরূপী হইয়া আত্মার নাশ-সাধন করিয়া থাকে, সুতরাং এইগুলি সর্ব্বদাই পরিবর্জ্জনীয়। ইহারা বলপূর্ব্বক জীবকে কুকর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকে; অতএব পুরুষত্বের দ্বারা আত্মাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে দুঃখের অবসান হয় এবং জীব পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥" ৩ অঃ, ৩৭ শ্লোক।

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥" ৩ অঃ, ৪০-৪১ শ্লোক।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ। যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি, ন সুখং, ন পরাং গতিং (প্রাপ্নোতি)। ২৩

অর্থ। যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক কামকামী হইয়া অবস্থান করেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, সুখ এবং আত্মস্থিতি বা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ২৩

আভাস। শাসনের অর্থাৎ অপ্রাপ্তির প্রাপকের নাম বিধি; (শাসনস্য অপ্রাপকস্য প্রাপকো বিধিঃ); প্রাকৃতিক অভাবের পূরণকে শাস্ত্রবিধি বলিয়া থাকে। অভাব নাই অথচ পূরণের বা গ্রহণের যে ইচ্ছা তাহা কাম বলিয়া উক্ত। প্রকৃতির সাম্যাবস্থাই সিদ্ধি; প্রকৃতি পরিপূর্ণা বা অভাবহীনা হইলে এই সাম্যাবস্থা বা সিদ্ধি হইয়া থাকে। দেহের সমতা রক্ষা করিবার জন্য যে সকল প্রাকৃতিক অভাব উৎপন্ন হয়, তাহার পূরণমাত্র কর্ম্ম করিয়া অবস্থান করিতে পারিলে শাস্ত্রবিধি পালন করা হয়; যাহা না হইলে দেহরক্ষার অর্থাৎ দেহের সমতা রক্ষা করিবার কোন প্রত্যবায় হয় না, এরূপ অতিরিক্ত বিষয়ের গ্রহণের ইচ্ছাকে কাম বলে; এই কামই যাহার কামনার বিষয়, তাহার সিদ্ধি সুখ বা শান্তি কিছুরই প্রাপ্তি হয় না।

আহারের আবশ্যক নাই অথচ চক্ষে সুরস-সুখাদ্য দ্রব্য দেখিয়া খাইবার যে ইচ্ছা বা খাওয়া, তাহা কাম বা কামাচার বলিয়া উক্ত; এই কর্ম্ম প্রাকৃতিক অভাব যে ক্ষুধা, তাহার পূরণের জন্য হয় না; পরন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া লোভবশতঃ কামাচরণ-রূপ সমতার অতিরিক্ত একটি ব্যাপার হইয়া থাকে; ইহাতে শান্তি হয় না, বরং দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। শাস্ত্রবিধি বলিতে যে শাস্ত্রে লিখিত নিয়মাবলী মাত্র বুঝিতে হইবে, তাহা নহে; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আবশ্যক বস্তুর নির্ণয় হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শারীরিক অভাবের পূরণ হইলে শাস্ত্রবিধি রক্ষা হইয়া থাকে। পুরুষের সত্ত্বানুরূপ শ্রদ্ধা এবং তৎপূরণার্থ কর্ম্মেরও

বিভিন্নত্ব হইয়া থাকে, সুতরাং পুঁথিগত নিয়মাবলী সত্য হইয়াও সকলের পক্ষে সকল সময়ে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ বিধিনিষেধ গুণকর্ম্মবিভাগপূর্ব্বক যতদূর সম্ভব, শব্দের দ্বারা শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রদ্ধা-সমন্বয়ে প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহা বোদ্ধব্য। সেই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন ;—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে ॥"

গীতাশাস্ত্রেও অনেকস্থলে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥" ৪ অঃ, ১৬ শ্লোক।

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥" ১৮ অঃ, ৪৮ শ্লোক।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩ অঃ, ৩৩ শ্লোক।

"শাস্ত্র" শব্দে শ্রুতিস্মৃত্যাদি ধর্ম্মপুস্তক বা তাহাতে লিখিত নিয়মাবলীকে কেবল শব্দদ্বারা জানিয়া, শরীরের সহিত সমন্বয় না করিয়া কর্ম্ম করিলে আত্মা মোহিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সংশয় নাই ; সে সকল শ্রুতিসুখকর হইলেও গ্রাহ্য নহে, যেহেতু তাহা শব্দ-মোহ মাত্র।

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥" ইত্যাদি। ২ অঃ, ৪২ শ্লোক।

পুনশ্চ, ধর্ম্মপুস্তকসকল জাতিবিভাগ এবং ধর্ম্মবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকলেরই প্রতিপাদ্য বিষয় সেই এক আত্মা ; অতএব আমার শাস্ত্র সর্ব্বোত্তম, অমুকেরটা কিছু নয়, ইত্যাকার বাক্যবিভাগ এবং তন্নিবন্ধন অল্পদেশদর্শনরূপ দোষ ত্যাগ করিয়া শরীরের সহিত সমন্বয় পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আপন আপন প্রকৃতির পূর্ণত্ব সম্পাদন

করতঃ আনন্দে অবস্থান করুন, তাহা হইলেই শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন করা হইবে এবং মতদ্বৈধ, শাব্দিক অনৈক্য, সকলই দুরীভূত হইয়া সর্ব্বভূতে সমবস্থিতি আসিবে এবং শান্তিলাভ হইবে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণম্; ইহ (অস্মিন্ দেহে) শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি। ২৪

অর্থ। সেইহেতু কোনটি কর্ত্তব্য এবং কোনটি অকর্ত্তব্য ইহা স্থির করিতে শাস্ত্র তোমার প্রমাণস্বরূপ; এই দেহে, শাস্ত্রবিধানে (বিধিরূপে) যাহা উক্ত হইতেছে, তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা জানিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। ২৪

আভাস। ইন্দ্রিয়যোগে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের দ্বারাই কর্ম্মের স্বরূপ বা কার্য্যাকার্য্য প্রতক্ষীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাই প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কিছু থাকিতে পারে না। কামই কর্ম্মকে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য, এই বিভাগে বিভক্ত করে; কামের যদি উৎপত্তি না হয়, তবে সকল কর্ম্মই সমতাহেতু সম্পন্ন হওয়াতে এক আত্মযোগ প্রাপ্তি করায় এবং কর্ত্তব্যে পরিণত হয়। অতএব কার্য্যাকার্য্য মিশ্র অর্থাৎ কার্য্য এবং অকার্য্য উভয়কে ধারণ করিতে পারে এমন কামবিহীন "আমির" জ্ঞান উদয়ে সকল কর্ম্মই "আমি" করিতে সমর্থ।

"ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥" ১৫ অঃ, ২০ শ্লোক।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগোনাম

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।



শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।



অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া তু অন্বিতাঃ যজন্তে তেষাং নিষ্ঠা কা? (কিং) সত্ত্বং কিং রজঃ? আহো (অথবা) তমঃ। ১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিষ্ঠা (স্থিতি) কিরূপ? সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? ১

আভাস। আহো ইতি প্রশ্নে; যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধরূপ বাক্য ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধি-অহংকারের সমতা করিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের স্থিতি কোথায় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ বা তম, ইহাদের কোন গুণে তাঁহারা অবস্থান করেন?

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। দেহিনাং শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব ভবতি, সা স্বভাবজা (ভবতি), তাং শৃণু। ২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। দেহিগণের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক, এই তিন প্রকার হইয়া থাকে; ঐ শ্রদ্ধা স্বভাবজাত হয়, তাহা শ্রবণ কর। ২

আভাস। স্বভাবজা=স্বভাবজাত অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ; দেহীর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণের মধ্যে যেটির আধিক্যযুক্ত হয়, তাহার মনবুদ্ধিঅহংকার (অন্তরাত্মা) তদনুরূপই গঠিত হইয়া থাকে; এবং তাহার শ্রদ্ধা সেই গুণযুক্ত তদীয় প্রকৃতির অনুরূপা হইয়া থাকে; অতএব গুণকর্ম্মহেতু জীবমাত্রেরই প্রকৃতি বিভিন্ন এবং শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥৩

অন্বয়ঃ। হে ভারত! সর্ব্বস্য সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা ভবতি, অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। ৩

অর্থ। হে ভারত! সকলেরই সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা হইয়া থাকে (যাহার যেরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি অর্থাৎ যে যেরূপ স্বভাবজ সংস্কারধর্ম্মসম্পন্ন, তাহার শ্রদ্ধা সেই প্রকারই হইয়া থাকে); এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ স্বভাবজা সংস্কারধর্ম্ম দ্বারা গঠিত; যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেইরূপ জীবই হইয়া থাকে অর্থাৎ সেইরূপ দেহ, সেইরূপ সঙ্গ, সেইরূপ ভাব এবং সেইরূপ কর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে। ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥৪

অন্বয়ঃ। সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি (যজন্তে), অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে। ৪

অর্থ। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষগণের উপাসনা করেন এবং তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ প্রেত এবং ভূতগণের উপাসনা করেন। ৪

আভাস। দিব্যন্তি প্রকাশন্তে ইতি দেবাঃ; প্রকাশময় ভাবসকলই দেবতা বলিয়া বোদ্ধব্য; মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণে এই দিব্য বা সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ হইয়া থাকে; অতএব সাত্ত্বিক গুণযুক্ত হইলে পুরুষ সর্ব্বদাই প্রকাশময় ভাবে অবস্থিত থাকেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, দর্প ও অভিমানযুক্ত হইলে যক্ষরক্ষের উপাসনা হইয়া থাকে।

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥" ১৬ অঃ, ৪ শ্লোক।

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥" ১৬ অঃ, ১৮ শ্লোক।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" ১৬অঃ, ২১ শ্লোক।

ইন্দ্রিয়ের সেবা করিলে জীব এই সকল রাজসিক ভাবযুক্ত হইয়া থাকে।

যাহা প্রকৃষ্টভাবে গত হইয়াছে অর্থাৎ অতীতে লয় হইয়াছে, তাহাকে প্রেত (প্র+ই ধাতু+ক্ত) বলে; ইহা অতীতের স্মৃতি মাত্র। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগে যে কামনার উৎপত্তি হয়, তাহা ভূত (ভূ ধাতু+ক্ত) বলিয়া উক্ত; অতীতের স্মৃতিহেতু এবং কামনিবন্ধন মনে মোহ উৎপন্ন হইয়া বিষয়সেবী হইলে পুরুষ তামসিক ভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। আমি এই দেখিয়াছিলাম, এই খাইয়াছিলাম, এখন আর সেরূপ দেখি না, সেরূপ খাই না, সে প্রকার না হইলে চলে না, ইত্যাকার ভাবগ্রস্ত হইলে প্রেতের উপাসনা করা হয়; আমি অতি সুমিষ্ট দ্রব্য খাইতেছি, আবার উহাই খাইব, অতি সুন্দর দেখিতেছি, আবার উহাই দেখিব, এইরূপ কামনায় অবস্থিত হইলে ভূতগণের উপাসনা করা হয়; এই

সকল দুঃখের কারণ হইয়া থাকে; বিষয়ে মোহিত হইলে জীবের এই অবস্থা হয়; ইহাকে তামসিক শ্রদ্ধা বলে।

এই তিনটি ভাবের দ্বারা প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ, এই তিন অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধাবিভাগহেতু পুরুষের প্রকৃতি কি কি প্রকার হয়, তাহা বলিতেছেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ। যে অচেতসঃ জনাঃ দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ, কামরাগবলান্বিতাঃ, শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি। ৫-৬

অর্থ। যে অপ্রাপ্তচিত্ত (যাহার মনবুদ্ধিঅহংকার সমতাপ্রাপ্ত হয় নাই এরূপ) ব্যক্তিগণ, দম্ভ এবং অহংকারসংযুক্ত হইয়া কাম এবং তন্নিবন্ধন বিষয়ে আসক্তিজন্য বলশালী অর্থাৎ ক্লেশসহনশীল হইয়া, দেহস্থ ভূতগণকে এবং অন্তঃকরণস্থিত অন্তরাত্মারূপী আমাকে কৃশ করিয়া অশাস্ত্রবিহিত অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানের অননুমোদিত, ঘোর অর্থাৎ প্রকৃতির বিপর্য্যয়কারী (এবং সেইহেতু দেহশোষণকর) তপস্যাচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আসুরনিষ্ঠায় অবস্থিত জানিও। ৫-৬

আভাস। বিষয়ে কামনা এবং অনুরাগবশতঃ আসুরপ্রকৃতি-জীবগণ বিষয়সকল প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পন করিয়া নানা প্রকার উগ্র কর্ম্মসকল করিয়া থাকে; ইহাদ্বারা তাহারা দেহেরও শোষণ করে এবং অন্তরাত্মাকেও কষ্ট দেয়। মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতায় যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহার অভাব হইলেই এই প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তাহারা দম্ভ এবং অহংকারযুক্তই হইয়া থাকে এবং

আত্মাদ্বারা আত্মাকে অবসন্ন করিয়া দুঃখের উৎপত্তি করিয়া থাকে। ইহাদের বল বা শক্তি কামরাগযুক্ত, সুতরাং তাহা বিষয়ের প্রতি অনুধাবিত হয় এবং দুঃখের বা অনুতাপের কারণ হইয়া থাকে। ইহা নিম্নলিখিত শ্লোকের বিপরীতার্থজ্ঞাপক বিষয় প্রকাশ করিতেছে।

"বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥" ৭ অঃ, ১১ শ্লোক।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

অন্বয়ঃ। সর্ব্বস্য আহারস্তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি; তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ (ত্রিবিধানি ভবন্তি), তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু। ৭

অর্থ। সকলের আহারও (প্রকৃতিভেদে) তিন প্রকারে প্রিয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা, দানও (প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ), তাহাদের যেরূপ প্রভেদ তাহা শ্রবণ কর। ৭

আভাস। আহ্রিয়ন্তে বিষয়াঃ অনেন ইতি আহারঃ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রই আহার এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দান শব্দের অর্থ পরে ২৪-২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

অন্বয়ঃ। আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ, রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ, স্থিরাঃ, হৃদ্যাঃ, আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (ভবন্তি)। ৮

অর্থ। আত্মাতে চিরকালস্থায়িত্ব, স্বভাবে অবস্থিতি, আত্মস্থিত হইবার জন্য পুরুষত্বপ্রয়োগশক্তি, কায়মনবাক্যের সামঞ্জস্যে অবস্থান, আনন্দ এবং আত্মপ্রীতি, এই সকলের বৃদ্ধিকারী, রসযুক্ত অর্থাৎ অন্তরাত্মার পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ অর্থাৎ দেহে দাহাদিবিকারের অনুৎপাদক, স্থিরবুদ্ধিপ্রদ, শ্রদ্ধাবর্দ্ধক অতএব অন্তঃকরণের প্রিয় আহার বা বিষয় সকল সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে। ৮

আভাস। আহার বলিতে এখানে চব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজ্য-মাত্রকে বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, এই সকল, পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা নামক একটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়মাত্র; পঞ্চমুখে অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ পঞ্চ বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষের সত্ত্বরজস্তম গুণভেদে যে ত্রিবিধ অবস্থা হয়, তাহার আলোচনাই এই শ্লোকসকলের উদ্দেশ্য। জীবমাত্রেরই প্রকৃতির চক্ষু-কর্ণাদি এই পঞ্চমুখে শব্দস্পর্শাদি এই পঞ্চবিষয় আহাররূপে গৃহীত হইয়া দেহব্যাপার চলিয়া থাকে।

বহির্জগতে লক্ষ্য করিলেও "আহার" শব্দে ভোজন (অর্থাৎ জিহ্বার বিষয়মাত্র গ্রহণ) এই অর্থের যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ হয় না, কারণ, হবিষ্যাশী ও উদ্ভিদভোজী মনুষ্যগণকে সত্ত্বগুণপ্রধান না হইয়া কুকর্ম্মান্বিত হইতে দেখা যায় এবং পূতিগন্ধময় মৎস্য-মাংসভোজনকারী ব্যক্তিও ভগবৎ-প্রেমাসক্ত হইয়া থাকেন; পুনশ্চ, উদ্ভিদ্‌জীবি ছাগাদির কামপ্রবৃত্তি এবং মাংসাশী সিংহব্যাঘ্রাদির তদ্বিষয়ে সংযম, এই মন্তব্যের বিরোধী হইতেছে।

অতএব চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চমুখে শব্দাদি বিষয় অদনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত হইয়া থাকেন, ইহাই বোদ্ধব্য।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ (ভবন্তি)। ৯

অর্থ। কটু অর্থাৎ উগ্র, অম্ল অর্থাৎ বিকারী, লবণ অর্থাৎ আপাতরুচিকর, অত্যুষ্ণ অর্থাৎ তাপবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মর্ম্মভেদী, রুক্ষ অর্থাৎ রসহীন বা অন্তরাত্মার ক্ষয়কর, বিদাহী অর্থাৎ দেহে জ্বালা উৎপাদক, দুঃখ, অনুতাপ এবং বৈষম্যদায়ক আহার বা বিষয় সকল রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে। ৯

আভাস। কামক্রোধলোভ এবং দম্ভদর্পঅভিমানাদি থাকায়, বিষয়-সংস্পর্শে রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ "উগ্র, বিকারী, আপাতরুচিকর অর্থাৎ পরিণামে দুঃখদায়ক, রুক্ষ, তাপবর্দ্ধক ও জ্বলনশীল গুণকর্ম্মযুক্ত হইয়া দুঃখ, শোক এবং চিত্তবৈষম্যহেতু কষ্টভোগ করিয়া থাকে।

কামের প্রতিবন্ধক সূচিত হইলে, দর্প খর্ব্ব হইলে, অপমান হইলে কি প্রকার কটূক্তি নির্গত হয়, কি প্রকার গাত্রদাহ হয়, কি প্রকার চিত্তবিক্ষেপ এবং চিত্তের রুক্ষতা হয়, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিয়া লইবেন। রাজসিকগুণাবলম্বীদিগের এই প্রকার প্রকৃতি হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥১০

অন্বয়ঃ। যাতযামং, গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ উচ্ছিষ্টং চ অমেধ্যং যৎ ভোজনং (তৎ) তামসপ্রিয়ম্। ১০

অর্থ। যাতযাম অর্থাৎ (যাতো যামং প্রহরং যস্য তৎ যাতযামং, কর্ম্মের উপদেশ হইতে কর্ম্ম আরম্ভ পর্য্যন্ত প্রহর অতীত হইয়া যায় এরূপ) কর্ম্মে অপ্রবৃত্ত, দীর্ঘসূত্রী এবং অলস, গতরস অর্থাৎ আনন্দ-বিহীন, পূতি অর্থাৎ অপবিত্র অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে সংকল্পযুক্ত, পর্য্যুষিত অর্থাৎ অতীতের শোচনাযুক্ত, উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ত্যক্তবস্তুর পুনর্গ্রহণ, অমেধ্য অর্থাৎ বুদ্ধিনাশকর আহার (বিষয়সকল), তামসিকগণের প্রিয়। ১০

আভাস। তমোগুণাধিক ব্যক্তিগণ দীর্ঘসূত্রী, অলস, অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানহেতু ভ্রান্ত এবং তন্নিবন্ধন বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া অসৎ এবং বুদ্ধিনাশকর বিষয়সকলের গ্রহণপূর্ব্বক মোহিত হইয়া অবস্থান করে। ভোজ্যং ভোগ্যং জনয়তীতি ভোজনম্। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মাত্রই ভোজন বা আহার শব্দে বোদ্ধব্য।

"কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥" ১৪ অঃ, ১৬ শ্লোক।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১

অন্বয়ঃ। [সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ] অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ। ১১

অর্থ। ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞ অত্র বলিতেছেন। ফলাসক্তিশূণ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যষ্টব্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যমাত্র ইতি জ্ঞানে অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ ফলকামনা বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থহেতু করণীয় নহে, এই ধারণায় মনের একাগ্রতা সম্পাদন পূর্ব্বক, মাত্র অভাবপূরণহেতু বিহিত (অপ্রাপকস্য প্রাপকো বিধিঃ) বা আবশ্যক, যে যজ্ঞ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সঙ্গতকরণ) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক। ১১

আভাস। প্রাকৃতিক অভাবমাত্র পূরণ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ে শব্দাদি বিষয়ের সঙ্গতকরণরূপ যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সঙ্গতকরণের নাম যজ্ঞ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

অন্বয়ঃ। [রাজসং যজ্ঞমাহ] হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অপি তু ফলম্ অভিসন্ধায় দম্ভার্থম্ অপি চ এব যৎ ইজ্যতে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি।১২

অর্থ। এই শ্লোকে রাজসিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলের উদ্দেশে বা ফলকামনা করিয়া এবং দম্ভ বা মানসিক অহংকার পরিবর্দ্ধিতকারণ যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ১২

আভাস। এই কর্ম্ম করিলে সুখে থাকিব, এই কর্ম্ম করিলে লোকমধ্যে মান্যগণ্য হইব, এই প্রকার গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে যজ্ঞের (কর্ম্মের) অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজসিক।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩

অন্বয়ঃ। [তামসং যজ্ঞমাহ] বিধিহীনম্, অসৃষ্টান্নং, মন্ত্রহীনম্, অদক্ষিণং, শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। ১৩

অর্থ। এই শ্লোকে তামসিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। বিধিশূন্য অর্থাৎ অনাবশ্যক অথচ কামবশতঃ অনুষ্ঠিত, অসৃষ্টান্ন অর্থাৎ অনাবশ্যকত্ব হেতু বিষয়ে রসহীন, মন্ত্রহীন (মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রম্) অর্থাৎ মনের পরিত্রাণপরায়ণ আত্মসংস্থতাশূণ্য, দক্ষিণাহীন অর্থাৎ অসমাপ্ত (মোহ পূর্ব্বক অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত এবং জ্ঞানে অনুষ্ঠিত হইলে সমাপ্ত হইয়া থাকে, "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"), শ্রদ্ধাবিরহিত অর্থাৎ কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের ধারণাশূণ্য যে কর্ম্ম, তাহাকে তামসিক যজ্ঞ বা কর্ম্ম বলে। ১৩

আভাস। আত্মার পূরণার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইয়া থাকে, নচেৎ বিধিহীন হয়; যাহা অন্নের বা রসের সৃষ্টি করে না, তাহা অসৃষ্টান্ন বলিয়া উক্ত, যেমন পিপাসা না পাইলে জলে রস বা আসক্তি থাকে না, তদ্রূপ বিনাপ্রয়োজনে অনুষ্ঠিত ও কামযুক্ত কর্ম্ম রসহীন বলিয়া কথিত হয়; কর্ম্মে মনের পূর্ণত্ব সম্পাদিত না হইলে, তাহা মন্ত্রহীন হইয়া থাকে (বিষয়গত মন কর্ম্মান্তে আত্মগত হইলে কর্ম্ম মন্ত্রযুক্ত হয়), এবং কর্ম্ম জ্ঞানে বা আমিরূপ বাক্যে সমাপ্ত না হইলে দক্ষিণাহীন হইয়া থাকে; এবম্বিধ কর্ম্মমাত্রেই শ্রদ্ধাহীন এবং তামসিক।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ। [শারীরং তপমাহ] দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং, শৌচম্, আর্জ্জবং, ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে। ১৪

অর্থ। তপস্যা ত্রিবিধ, তাহার মধ্যে কায়িক তপস্যা সম্বন্ধে বলিতেছেন। দেবতা, দ্বিজ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ ইহাদের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, শারীর তপস্যা বলিয়া উক্ত। ১৪

আভাস। দিব্যন্তি প্রকাশন্তে ইতি দেবাঃ; বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে বলিয়া বিষয়গত অহংকার দেবশব্দবাচ্য; দ্বয়োর্জাত ইতি দ্বিজঃ; কর্ম্মকালে ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই উভয়ে জাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রকাশক ও বিষয়প্রকাশক, এই উভয়রূপে যথাক্রমে উদ্ভূত হয় বলিয়া অহংকারকে দ্বিজ বলা হইয়াছে; এই উভয়ের সংযোগে বা মিশ্রণে যে জ্ঞান হয়, তাহাই গুরুশব্দবাচ্য, যেহেতু এই জ্ঞানই অহংকারের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সোপানস্বরূপ; ইহাই জ্ঞানচক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; বিষয়গত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান এবং এতদুভয়ের সংমিশ্রণে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অর্থাৎ কায়মনবাক্যাত্মক জ্ঞানকে যিনি ধারণ করেন, তিনি প্রাজ্ঞ; ইনিই পূর্ণ অহংচৈতন্য বা আমিরূপ শব্দ; এইগুলি অব্যভিচারী-রূপে অবস্থান করিলে মন শুচি হয় অর্থাৎ মনে কামসংকল্প থাকে না, সরলতা বা অন্তর্বাহ্যে ঐক্য সম্পাদিত হয়, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয় অর্থাৎ পুরুষ বাহ্যবৃত্তির বা কায়বৃত্তির পূর্ণত্বে লক্ষ্য করিয়া নির্লেপত্বে অবস্থান করেন, অহিংসা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের স্বভাবে অবস্থিতি হয় এবং তন্নিমিত্ত কেহ কাহারও দ্বেষ করে না; ইহাকে শারীর তপস্যা বলে।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

অন্বয়ঃ। [বাচিকং তপ আহ] অনুদ্বেগকরং, সত্যং, প্রিয়হিতঞ্চ বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং যৎ চ এব বাঙ্‌ময়ং তপঃ উচ্যতে। ১৫

অর্থ। এই শ্লোকে বাচিক তপস্যার সম্বন্ধে বলিতেছেন। অনুদ্বেগকর অর্থাৎ যাহা চিত্তচাঞ্চল্য উৎপন্ন করে না এরূপ বাক্য, সত্যবাক্য অর্থাৎ আত্মবাক্য প্রতিপালন, প্রিয় এবং মঙ্গলজনক বাক্য (মৌনী বা সংযতবাক্ হইলে বাক্যসকল প্রিয় এবং হিতজনক হইয়া

থাকে, যেহেতু তাহাতে আত্মপুষ্টিমাত্র সূচিত হয়), স্বাধ্যায়াভ্যসন অর্থাৎ কায়মনবাক্যের সমতা ও তাহাতে আত্মার যে উপলব্ধি হয়, তাহার অভ্যাস বা যত্ন যদ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বাঙ্‌ময় তপস্যা বলে। ১৫

আভাস। মনে কাম না থাকিলে বাক্যদ্বারা চিত্ত চঞ্চল হয় না, আত্মবাক্য প্রতিপালনে কোন বিঘ্ন হয় না, আবশ্যকমত বাক্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বৃথাবাক্যসকলে প্রবৃত্তি হয় না, ঐ সকল বাক্য হিতকারী এবং প্রিয় হয় এবং তদ্বারা কায়মনবাক্যের সমতা ও আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাই বাঙ্‌ময় তপস্যা। এরূপ তপস্যাবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রে মৌনী বলিয়া উক্ত হয়েন।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬

অন্বয়ঃ। [মানসং তপ আহ] মনঃপ্রসাদঃ, সৌম্যত্বং, মৌনম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে। ১৬

অর্থ। মানসিক তপস্যা সম্বন্ধে বলিতেছেন। চিত্তের প্রসন্নতা, মনের সমতা, মৌন, বিষয় হইতে আত্মার প্রত্যাহার, চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে আত্মভাবের প্রস্ফূরণ, এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। ১৬

আভাস। মুনের্ভাবঃ মৌনম্; মুনির ভাব মৌন; মুনি যথা—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" ২ অঃ, ৫৬ শ্লোক।

এই প্রকার মনকে মৌন বলে; এবম্বিধ মন যাঁহার হয় তিনি মৌনী; শব্দপ্রয়োগরাহিত্য বা ভাষণাভাব যথার্থ মৌনীর লক্ষণ নহে।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭

অন্বয়ঃ। [সাত্ত্বিকাদিভেদেন তপসঃ ত্রৈবিধ্যমাহ] অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ, যুক্তৈঃ, নরৈঃ, পরয়া শ্রদ্ধয়া (যৎ) তপ্তং তৎ তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। ১৭

অর্থ। সাত্ত্বিক তপস্যার বিষয় বলিতেছেন। ফলকামনাশূন্য, ইষ্টানিষ্টযোগযুক্ত ব্যক্তিগণকর্তৃক পরম শ্রদ্ধাসহকারে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

আভাস। যাঁহাদের মনে কাম নাই, বাক্যমোহদ্বারা যাঁহারা কর্ম্মের পূর্ব্বেই ইষ্টানিষ্ট বা সুখদুঃখ বিভাগ করেন না, তাঁহাদের মন এবং ইন্দ্রিয় পূর্ণত্বে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রকাশময় অবস্থায় অবস্থিত ; বাক্যে সংশয় উৎপন্ন না হইলে বাক্যে নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা হইয়াছে, ইহা বলা হয় ; ইহার দ্বারা কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকার একত্রীকৃত হইয়া থাকে। ইহাই সাত্ত্বিক তপস্যা।

সৎকার-মান-পূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৮

অন্বয়ঃ। [রাজসং তপ আহ] সৎকারমানপূজার্থং, দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ চলম্ অধ্রুবং তৎ রাজসং প্রোক্তম্। ১৮

অর্থ। রাজসিক তপস্যার বিষয় বলিতেছেন। সৎ ইতি জ্ঞানে কর্ম্মের ভেদ করিয়া, সকলে আমায় সম্মান করিবে, আমি সকলের পূজ্য হইব, এই ধারণাদ্বারা এবং দম্ভ অর্থাৎ মানসিক অহংকার পূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই দেহে চলমান অর্থাৎ ক্ষরভাবাপন্ন এবং অনিশ্চিৎ বা অস্থির সেই সকলকে রাজসিক তপস্যা বলিয়া থাকে। ১৮

আভাস। কর্ম্মে সদসৎ বিভাগ করিলে বুদ্ধি রাজসিক হইয়া থাকে ; কর্ম্মে অহংকারের উৎপত্তি হইলে এই প্রকার হয়। এই অহংকার স্থিতিশীল নহে বলিয়া অহংকার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলও ক্ষরভাবাপন্ন এবং স্থিতিহীন। অহংকার চল এবং অধ্রুব, আত্মা অচল এবং ধ্রুব ; "সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥" ১২ অঃ, ৩ শ্লোক।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।"
অস্য অহংকারস্য-ইত্যর্থঃ। ১৫ অঃ, ৩ শ্লোক।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ। [তামসং তপ আহ] মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ১৯

অর্থ। তামসিক তপস্যা বলিতেছেন। বিষয়ে মোহিতচিত্ত বশতঃ আত্মপীড়নপূর্ব্বক অর্থাৎ আপনাকে কষ্ট দিয়া, পরের উৎসাদনার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের নাশপূর্ব্বক যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে। ১৯

আভাস। চক্ষু রূপ দেখিয়া কামের উৎপত্তি করিতেছে, অতএব চক্ষু উৎপাটন করা যাউক, জিহ্বা আস্বাদনক্রিয়া বা কটু উক্তি দ্বারা অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, অতএব জিহ্বাকে ছেদন করা হউক, এই বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়ের নাশপূর্ব্বক, বা বিষয়গুলিই দুঃখের হেতু অতএব তাহাদের নাশ বা ত্যাগ করা হউক, এই বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক অন্তশরীরস্থ "আমি"কে বা আত্মাকে অবসন্ন করিয়া যে তপস্যার বা কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা তামসিক তপস্যা বলিয়া জানিবে।

"কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥" ১৭ অঃ, ৬ শ্লোক।

এই কর্ম্ম করিলে স্বর্গ হইবে, এই কর্ম্ম করিলে সুখী হইব, ইত্যাকার বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়শোষণকর, ক্লেশপ্রদ এবং আত্মার নিরানন্দকর যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলই তামসিক তপস্যা বলিয়া জানিবে। "পর"শব্দে ইন্দ্রিয় বোদ্ধব্য; ("ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" ৩ অঃ, ৪২ শ্লোক)।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥২০

অন্বয়ঃ। [দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ] দাতব্যম্ ইতি (এবং নিশ্চয়েন) অনুপকারিণে দেশে কালে পাত্রে চ যদ্দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০

অর্থ। দান ত্রিবিধ, তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক দানের বিষয় বলিতেছেন। দান করাই কর্ত্তব্য, এই নিশ্চয়বুদ্ধিদ্বারা অনুপকারীকে অর্থাৎ প্রত্যুপকার-প্রত্যাশারহিত হইয়া, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে অর্পণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

আভাস। কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতাপূর্ব্বক আমার প্রকৃতিতে কি অভাব হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া, সেই অভাবের পূরণের জন্য সুখাদিফলপ্রত্যাশারহিত হইয়া অর্থাৎ কামসংকল্প-বর্জ্জন পূর্ব্বক যথাকালে, যথাস্থানে, এবং যথাপাত্রে, যাহা অর্পণ করা যায়, তাহা সাত্ত্বিক দান। ক্ষুধা পাইয়াছে, ভোজন করাই কর্ত্তব্য, ইহা নিশ্চয় পূর্ব্বক, ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশ্যে (রসনার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে নহে), ক্ষুধাকালে, জিহ্বারূপ স্থানে, জিহ্বার সামর্থ্য বা অধিকার বিচার পূর্ব্বক যে ভোজ্য অর্পিত হয়, তাহাতে সমতামাত্রই হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা স্বভাবে অবস্থানরূপ আনন্দেরই অনুভূতি হয়, ইহাই সাত্ত্বিক দান বা অর্পণ বলিয়া জানিবে।

যথাকালে, যথাদেশে, শরীরের যে পরস্পর আদানপ্রদান, তাহাই সাত্ত্বিক দান বলিয়া বোদ্ধব্য। এ দান বাহিরে হয় না, কারণ, অপর ব্যক্তির অভাবের কাল, স্থান এবং সে যথার্থ অভাবগ্রস্ত কি না, এই সকল ঠিকমত জানিতে না পারায় "দেশ," "কাল" ও "পাত্র," এই তিনটি একত্র প্রযুক্ত হয় না। আমার (আত্মার) দানকাল উপস্থিত হইলে, গ্রহীতার হয়তো গ্রহণ করিবার কাল হইল না; এই প্রকারে আমার (আত্মার) স্থান ও পাত্র নির্দ্দেশও তাহার পক্ষে সঙ্গত হইয়া উঠে না;

অতএব "দেশ-কাল-পাত্র" এই তিনের সামঞ্জস্য রক্ষা একমাত্র আত্মপক্ষেই হইয়া থাকে। আত্মপর ভেদ হেতু বাহিরের দান রাজসিক হইয়া থাকে।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১

অন্বয়ঃ। [রাজসং দানমাহ] যত্তু প্রত্যুপকারার্থং বা ফলম্ উদ্দিশ্য, পুনঃ পরিক্লিষ্টং চ দীয়তে তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্। ২১

অর্থ। রাজসিক দানের বিষয় বলিতেছেন। প্রত্যুপকারের আশায় বা ফলের উদ্দেশ পূর্ব্বক, এবং চিত্তক্লেশ সহকারে যাহা অর্পিত হয়, সেই দানকে রাজস দান বলে। ২১

আভাস। দীয়তে দীয়মানে বস্তুনি পরিণামক্লেশকর ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্ব দান করিলে আমি কি খাইব, বা এই দান করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি, এই সকল চিত্তের ক্লেশকর হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বা স্বর্গাদি কামনায় ইন্দ্রিয়ে যে বিষয়সংযোগাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক ; যেহেতু, এই সকলের প্রবর্ত্তক কামই হইয়া থাকে, প্রাকৃতিক অভাব এই সকলের কারণ নহে। অতএব ইহা দুঃখের উৎপত্তি করিয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বে অবিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥" ১৬ অঃ, ২৩ শ্লোক।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ॥
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ। [তামসং দানমাহ] অদেশকালে অপাত্রেভ্যশ্চ যৎ দানং দীয়তে অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ২২

অর্থ। অস্থানে, অসময়ে এবং অপাত্রে অর্থাৎ পাত্রের সামর্থ্য এবং অধিকার বিচার না করিয়া, যাহা দান বা অর্পণ করা যায়, অসৎকৃত এবং অবজ্ঞাত অর্থাৎ পাত্রের নিকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতাবিষয়ে

অযথার্থ জ্ঞানযুক্ত অতএব অজ্ঞানবিশিষ্ট সেই দান তামসিক বলিয়া উক্ত। ২২

আভাস। বিষয়ে আসক্তিহেতু চিত্ত মোহিত হইলে দেশ, কাল এবং পাত্র বিচার করিতে অবকাশ পাওয়া যায় না; অতএব অযথা স্থানে, অযথা কালে, পাত্রের নিকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানহীন অর্থাৎ মোহিতচিত্ত ব্যক্তি, যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত। নৃত্যগীতাদি দর্শনশ্রবণকালে তদ্বিষয়ে চিত্ত মোহিত হয় বলিয়া ক্ষুধাকাল উপস্থিত হইলেও ভোজনের আবশ্যকত্ব নিশ্চয় হয় না; জিহ্বাতে ভাল লাগিতেছে বলিয়া উদরের পরিপাক করিবার সামর্থ্য বা অধিকার বিচার না করিয়াই ভোজ্যাদি গৃহীত হয়; ইন্দ্রিয়সন্তোষহেতু মোহিতচিত্তে অদেশে, অকালে এবং অপাত্রে এবম্বিধ যে বিষয়াদির অর্পণ, তাহা অজ্ঞানপ্রধান এবং তামসিক; স্ত্রী-পুত্রে চিত্ত মোহিত হয় বলিয়া, আবশ্যক না হইলেও নিজ ইন্দ্রিয়সন্তোষহেতু তাহাদিগকে পান-ভোজন-পরিচ্ছদ-অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া তামসিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন।

কায়বৃত্তির পূর্ণতা সাত্ত্বিক দান, মনোবৃত্তির পূর্ণত্ব সম্পাদন রাজসিক এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থকরণমাত্র তামসিক দান বলিয়া জানিবে। সাত্ত্বিক দান কেবলমাত্র শরীরে এবং রাজসিক ও তামসিক দান অন্তরে এবং বাহিরে উভয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কর্ম্মের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে চিত্ত একভাবে থাকিলে শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ম্ম হইয়া থাকে, নচেৎ কর্ম্ম অসংকৃত ও অবজ্ঞাত হইয়া যায়; ফলতঃ মন এবং ইন্দ্রিয় উভয়ে সঙ্গত হইয়া অর্পণাদি কর্ম্ম করিলে তাহাতে আত্মযোগ হয়, তদভাবে কর্ম্মসকল অজ্ঞান অতএব দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩

অন্বয়ঃ। ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ তেন ব্রাহ্মণাঃ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা বিহিতাঃ। ২৩

অর্থ। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্মের নির্দ্দেশক বলিয়া উক্ত; সেইহেতু ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসকল, পুরাকালে অর্থাৎ ভাবের বা কর্ম্মের আদিকালে বিহিত হইয়াছে। ২৩

আভাস। চৈতন্যময় আত্মা ওঁকার, কায়মনবাক্যাত্মক ক্ষেত্র বা শরীর তৎশব্দবাচ্য এবং এই দুইএর বিকাশক ইন্দ্রিয় সৎ বলিয়া কথিত; ব্রাহ্মণ=যিনি কায়, মন এবং বাক্য এই তিনটি ক্ষেত্রকে ধারণ করেন, তিনিই চৈতন্যময় ওঁকার বা ব্রাহ্মণ। ইহাদ্বারা বাক্যের পূর্ণত্বে অবস্থান বুঝাইতেছেন।

বেদ=জ্ঞানভেদ বা কায়িক, মানসিক এবং বাচিক জ্ঞান; এই ত্রিবিধ জ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ হয়, তাহাই "তৎ"পদ-বাচ্য। ফলাসক্তিশূন্য হইলে এই জ্ঞান প্রভবিত হয়, নচেৎ মোহের উৎপত্তি হইয়া থাকে; যজ্ঞ=আত্মার উদ্দেশে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গতকরণ হয় বলিয়া ইহা সৎশব্দের বোধক হইয়াছে। প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মের প্রশস্ততাই ইহাদ্বারা বোদ্ধব্য।

ওঁ তৎসৎ, এই তিনটির দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে অর্থাৎ কায়, মন এবং বাক্য এই তিনটি ক্ষেত্রের ধারক অহংচৈতন্যের পূর্ণত্ব, কায়মনবাক্যাত্মক ক্ষেত্রের বা শরীরের পূর্ণত্ব, এবং ইন্দ্রিয়ের পূর্ণত্ব, এই তিনটির দ্বারাই ব্রহ্মত্ব বা প্রকৃতির পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়। আগমময়ী পূর্ণা প্রকৃতিই ব্রহ্মশব্দবাচ্য। সেইজন্য ভাবের বা কর্ম্মের আদিতে চৈতন্যময় অহংএ অর্থাৎ আমিরূপ বাক্যে স্থিতি, কায়মন-বাক্যাত্মক দেহের অব্যভিচারিত্বে অবস্থান অর্থাৎ কায়ে কায়, মনে মন এবং বাক্যে বাক্যের রক্ষণপূর্ব্বক কায়িক, মানসিক এবং বাচিক জ্ঞানের পূর্ণত্ব সম্পাদন এবং এতদুভয়ের বিকাশক্ষেত্র ইন্দ্রিয়ের স্বভাবে অবস্থান, এইগুলি বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকলই ব্রহ্মত্বের প্রাপক

এবং তাহাতে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন। ৮ অঃ, ১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ওঁতৎসৎ শব্দের অর্থ পরশ্লোকে (২৪, ২৫, ২৬ শ্লোকে) যথাক্রমে বলিয়াছেন।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥২৪

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে। ২৪

অর্থ। সেই হেতু ওঁ এই শব্দ ঊর্দ্ধে বা আত্মাতে আহরণ বা স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয়। ২৪

আভাস। এই শ্লোকে ওঁ শব্দের নির্দ্দেশ করিতেছেন। বাক্যের পূর্ণত্বে স্থিতি হইলে ব্রাহ্মীস্থিতি হয়; এই ব্রাহ্মীস্থিতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মবাদী হইয়া থাকেন। কায়মনবাক্যের অব্যভিচারিণী ক্রিয়া যদি চৈতন্যময় আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তবে ঊর্দ্ধে আহরণ হইয়া থাকে; এই প্রকার একত্রীকরণ হইলে ইহাঁরা অর্থাৎ কায়মনবাক্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মনির্দ্দেশক হয়েন এবং ক্রিয়াসকলও বিধানোক্ত হইয়া থাকে। ইহাই স্বভাবপ্রভবিত গুণোচিত ব্রাহ্মণত্ব; এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥" ১৮ অঃ, ৪২ শ্লোক।

এই সকল লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ওঁ, অক্ষরব্রহ্ম এবং আগমময় পূর্ণা প্রকৃতি; বিধানোক্ত শব্দের অর্থ ১৬ অঃ, ২৩ শ্লোকে শাস্ত্রবিধি শব্দের অর্থে দ্রষ্টব্য।

ফলতঃ আত্মার উদ্দেশে কর্ম্ম হইলে, সকল কর্ম্মেই গুণের সঙ্গতকরণ (যজ্ঞ), কায়মনবাক্যাত্মক শরীরের অভাবপূরণ (দান), এবং শরীর-তিতিক্ষণ (তপ) অর্থাৎ শরীরের কামক্রোধদম্ভদর্পাদি বিকারশূণ্যত্ব

হইয়া থাকে এবং পুরুষ পূর্ণ চৈতন্যে অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখী হয়েন এবং সকল কর্ম্মের মধ্যেই পূর্ণত্বের অনুভব করেন।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" ৮ অঃ, ১৩ শ্লোক।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চবিবিধাঃক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥২৫

অন্বয়ঃ। তৎ ইতি ফলম্ অনভিসন্ধায় মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে। ২৫

অর্থ। এই শ্লোকে তৎশব্দের নির্দ্দেশ করিতেছেন। তৎ এই শব্দে, ফলকামনারহিত মোক্ষপ্রার্থিগণ কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞ, তপ এবং দানক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য। (গুণবিভাগহেতু বিবিধত্ব এবং ফলকামনা না থাকায় তাহাদের পুনঃ একত্রীকরণ "তৎ" শব্দের অর্থ)। ২৫

আভাস। গুণবিভাগহেতু জ্ঞান, কর্ম্ম, ইত্যাদি বিভিন্ন হইলেও, ফলাসক্তিরহিত চিত্তে তাহারা একত্রীকৃত হওয়াতে "তৎ" শব্দ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক হইয়াছে এবং তাহাতে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন। আত্মা উদ্দেশ্য হইলে সৃষ্টিস্থিতিলয়, সত্ত্বরজস্তম, কায়মনবাক্য ও মনবুদ্ধিঅহংকার বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইলেও সকলেই এক আত্মাতে একত্রীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের বা গুণের সঙ্গতকরণ), দান (প্রাকৃতিক অভাবপূরণ), তপ (শরীরতিতিক্ষণ), এই বিবিধ কর্ম্মসকল বিবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়াও এক আত্মাতে আসিয়া পরিসমাপ্ত হয় এবং পুরুষের কর্ম্মবন্ধন হয় না, ইহাই "তৎ" শব্দের তাৎপর্য্য।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে; তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে। ২৬

অর্থ। হে পার্থ! সদ্ভাবে অর্থাৎ আত্মভাবে এবং সাধুভাবে অর্থাৎ আত্মার সাধনভাবে সৎ এই শব্দ প্রযুক্ত হয়, (এবং) প্রশস্ত কর্ম্মেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ২৬

আভাস। ফলাসক্তি না থাকিলে মনবুদ্ধিঅহংকারে আত্মভাব প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে এবং কায়মনবাক্যে সাধনভাব অর্থাৎ আত্মার পূরণার্থ প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন হইতে থাকে। আত্মার ভাব এবং তৎসাধনের ক্রিয়া একত্রীকৃত হইয়া আত্মসংলগ্ন হইলে কর্ম্মসকল প্রশস্ত হয় এবং সৎশব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই মনবুদ্ধি-অহংকার এবং কায়মনবাক্যের অর্থাৎ ভাবের এবং ক্রিয়ার একত্রীকরণ এবং আত্মার প্রকাশক্ষেত্র।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

অন্বয়ঃ। যজ্ঞে, তপসি, দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে; তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সৎ ইতি এব অভিধীয়তে। ২৭

অর্থ। যজ্ঞে, তপস্যাতে এবং দানে প্রতিষ্ঠা বা শ্রদ্ধাও সৎ বলিয়া উক্ত; তদর্থীয় অর্থাৎ ঐ যজ্ঞের, তপস্যার এবং দানের আনুষঙ্গিক কর্ম্মও সৎ বলিয়া অভিহিত হয়। ২৭

আভাস। গুণের একত্রীকরণ, শরীর তিতিক্ষণ এবং প্রাকৃতিক অভাবপূরণ, এই সকলে যে আত্মস্থিতি হয়, তাহাকে ত সৎ বলা হইয়াই থাকে, পরন্তু যে সকল কর্ম্ম আত্মনিষ্ঠাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া ঐ সকলে অর্থাৎ যজ্ঞ-তপ-দানাদিতে অতএব আত্মস্থিতিতে পৌঁছাইয়া দেয়, সে সকলকেও সৎ বলা যায়। ফলতঃ মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনবাক্যের একত্রীকরণে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহার দ্বারা আত্মা পূর্ণ হয়েন বলিয়া সে সকলই সৎ।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অশ্রদ্ধয়া হুতং, দত্তং, তপ্তং তপঃ, যৎ চ কৃতং (তৎ সর্ব্বং) অসৎ ইতি উচ্যতে তৎ ন ইহ ন প্রেত্য (কর্ম্মান্তে ফলতি)। ২৮

অর্থ। অসৎ কি, তাহা বলিতেছেন। হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ কামমোহিত হইয়া মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনবাক্যের অসমতার দ্বারা যাহা ত্যক্ত, অর্পিত, তপ্ত এবং ইহাদের অন্য আনুষঙ্গিক যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই অসৎ বলিয়া অভিহিত; তাহা এই দেহে বা দেহান্তে অর্থাৎ কর্ম্মকালে বা কর্ম্মান্তে মঙ্গলদায়ক হয় না। ২৮

আভাস। শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে, ঐ কর্ম্ম পরিণামে দুঃখক্লেশপ্রদ হইয়া থাকে, অধিকন্তু কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালেও তাহাতে শান্তি বা সুখলাভ হয় না।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।



মোক্ষসন্ন্যাসযোগোনাম

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! হে মহাবাহো! সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি। ১

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! হে মহাবাহো! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ২

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ (জানন্তি); বিচক্ষণাঃ (নিপুণাঃ পণ্ডিতাঃ) সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ (বদন্তি)। ২

অর্থ। শ্রীভগবান্ বলিলেন। শব্দজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সমুদয় কাম্যকর্ম্মের অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যতীত কেবল কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলমাত্র-ত্যাগকেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। ২

আভাস। সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগী, এই উভয়কে যথাক্রমে শব্দজ্ঞ এবং বিচক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী, এই বিভাগের দ্বারা নির্দ্দেশ

করিতেছেন। মনবুদ্ধিঅহংকারে শব্দজ্ঞানমাত্র থাকে, অতএব তাহারা শব্দজ্ঞ বা কবিনামে অভিহিত (কং শব্দং বেত্তি ইতি কবিঃ); কায়মনবাক্যে (ইন্দ্রিয়ে) কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আত্মযোগ সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহারা বিচক্ষণ, বিজ্ঞানী এবং কর্ম্মযোগী। শাস্ত্রে কর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তক এবং কাম্য এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যাঁহারা কেবলমাত্র মনবুদ্ধিঅহংকারের দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র দেখিয়া শব্দজ্ঞানে কর্ম্মের নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রে কাম্যকর্ম্ম বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনুষ্ঠান না করিলেই সন্ন্যাসী বা নিষ্কাম কর্ম্মী হওয়া যায়, ইহা বলিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কায়মনবাক্যে (ইন্দ্রিয়ে) কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা বলেন যে, কর্ম্মে যাঁহার অহংকার উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ যাঁহারা কামসংকল্প ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া আত্মাতে কর্ম্মের লয় করেন, তাঁহাদের যথার্থ কর্ম্মত্যাগ হয় এবং তাঁহারাই যথার্থ সন্ন্যাসী। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য, কর্ম্মের এই বিভাগত্রয় শব্দমাত্রেই অবস্থিত; কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে এই সকলই এক আত্মাতে পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া, মন বা বাচিক অহংকার আত্মাতে লয় হইয়া থাকে, অতএব শাব্দিক বিভাগ সকলও লোপপ্রাপ্ত হয়।

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥" ৪ অঃ, ১৬ শ্লোক।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" ৪ অঃ, ১৯ শ্লোক।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" ৩ অঃ, ৪ শ্লোক।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

অন্বয়ঃ। একে (একত্বপ্রাপ্তাঃ) মনীষিণঃ (মনোবুদ্ধ্যহংকারাঃ) কর্ম্ম (কর্ম্মাসক্তিঃ কর্ম্মফলং বা) দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং প্রাহুঃ; অপরে (তৎপরে) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি (প্রাহুঃ)। ৩

অর্থ। মনবুদ্ধিঅহংকার একত্বপ্রাপ্তে মনীষি হইয়া থাকেন; মনীষিগণ অর্থাৎ এবম্বিধ মনবুদ্ধিঅহংকারগণ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাসক্তি বা বাক্যের বিভাগ দোষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া থাকেন; তৎপরে (স্বরূপে অবস্থিত কায়মনবাক্য) যজ্ঞদানতপস্যাদি কর্ম্ম (কর্ম্মের অনুষ্ঠান) ত্যাজ্য নহে, ইহা বলিয়া থাকেন। ৩

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকার সমত্ব বা একত্ব প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করে। সুতরাং তাহাতে তখন বাক্যের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মাসক্তি বা কর্ম্মফল ত্যক্ত হয় বা উৎপন্ন হইতে পারে না; এই বাক্যের বিভাগের ত্যাগ হওয়াই যুক্তিযুক্ত যেহেতু তাহা দোষবৎ। মনবুদ্ধিঅহংকারের এবম্বিধ স্থিতি হইলে পরে কায়মনবাক্য (ইন্দ্রিয়াদি) স্বভাবে অবস্থান করে এবং তাহাতে যজ্ঞদানাদি কর্ম্মসকল ত্যাজ্য হয় না, পরন্তু অবশ্যকরণীয়ই হইয়া থাকে, যেহেতু সমতামাত্রই তাহার লক্ষ্য। এবম্প্রকারে কর্ম্ম হইলে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন এবং কর্ম্মসকল ব্রহ্মকর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। একটি সন্ন্যাস এবং অপরটি কর্ম্ম, এই উভয়ের যোগে কর্ম্মযোগ হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কর্ম্মফলের, কর্ম্মাসক্তির বা বাক্যের বিভাগেরই ত্যাগ হইয়া থাকে, কর্ম্মের ত্যাগ হয় না।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" ৩ অঃ, ৫ শ্লোক।
"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" ৩ অঃ, ৮ শ্লোক।
"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥" ৫ অঃ, ২ শ্লোক।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥" ৬ অঃ, ১ শ্লোক।
"নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥" ১৮ অঃ, ১১ শ্লোক।

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা শব্দের অর্থ ১৭ অঃ, ২৪-২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পরশ্লোকে সন্ন্যাসের বা ত্যাগের প্রকার বলিতেছেন।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ। হে ভরতসত্তম! তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু; হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। ৪

অর্থ। হে ভরতর্ষভ! সেই ত্যাগবিষয়ে আমার মত (সিদ্ধান্ত) শ্রবণ কর; হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কথিত। ৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

অন্বয়ঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ কার্য্যম্ এব; যজ্ঞঃ দানং তপশ্চ মনীষিণাং পাবনানি এব। ৫

অর্থ। যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, সে সকল নিশ্চয়ই করণীয়; যজ্ঞ দান এবং তপস্যা মনীষিগণের পবিত্রকারক হইয়া থাকে। ৫

আভাস। কায়মনবাক্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কর্ম্ম এবং মনবুদ্ধিঅহংকার অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্বারা যাহা নিশ্চয় হয়, তাহা কার্য্য; এই কর্ম্ম এবং কার্য্য উভয়ের সমাবেশ এই শ্লোকের লক্ষ্য; বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সমতাপূর্ব্বক শ্রদ্ধাময় হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা

বলিয়া উক্ত এবং তদ্দ্বারা মন অর্থাৎ মনোময় অহংকার আত্মস্থ হইয়া থাকেন বলিয়া, এই সকল পাপনাশক এবং শুচিপ্রদ, ইহা বলা হইয়াছে। কামসংকল্পবিহীন হইলে অর্থাৎ বাক্যের বিভাগ না করিলে চিত্ত শুচি বা পবিত্র হইয়া থাকে, যেহেতু এই প্রকার বিশুদ্ধ চিত্তে সকল কর্ম্মই প্রত্যক্ষ হয়।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥" ৩ অঃ, ১৯ শ্লোক।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! এতানি কর্ম্মাণি অপি সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতং উত্তমং মতম্। ৬

অর্থ। হে পার্থ! এই কর্ম্মসকল, আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য বা করণীয়, ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম মত জানিবে। ৬

আভাস। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের ত্যাগ হইতে পারে না; এই শ্লোকে কর্ম্ম করিবার কৌশল অর্থাৎ যে প্রকারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মে বন্ধন হইবে না, তাহা বলিতেছেন। ফলকামনারহিত হইয়া আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলমাত্র সমতাহেতু অর্থাৎ অন্তরে এবং বাহিরে পূর্ণ হইবার জন্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্ম করাই সর্ব্বোত্তম, ইহা বোদ্ধব্য। ইহাই সদ্ভাব এবং সাধুভাব; কর্ম্মত্যাগ করিতে চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মযোগী হওয়াই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই কর্ম্মের কর্ত্তব্যতার নিশ্চয় হয়, নচেৎ মনের দ্বারা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ শব্দমোহ মাত্র, ইহা জানিবে।

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥" ৪ অঃ, ২০ শ্লোক।

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥" ৪ অঃ, ২১ শ্লোক।
"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ৫ অঃ, ১০ শ্লোক।
"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ৫ অঃ, ১১ শ্লোক।

**নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥৭**

অন্বয়ঃ। নিয়তস্য কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে; মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭

অর্থ। প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মের ত্যাগ হয় না, মোহবশতঃ তাহার পরিত্যাগ তামসিক বলিয়া জানিবে। ৭

আভাস। প্রাকৃতিক কর্ম্মের ত্যাগের কথনও উৎপত্তি হয় না; দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, জিঘ্রন, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সকল প্রাকৃতিক কর্ম্ম হইবেই হইবে; অতএব ইহাদের ত্যাগ করিলে, তাহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত অর্থাৎ অহংকারপূর্ব্বকই হইয়া থাকে; এই সকলে অনাসক্ততাই যথার্থ ত্যাগ বলিয়া জানিবে।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" ৩ অঃ, ৫ শ্লোক।
"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥" ৩ অঃ, ২৪ শ্লোক।

**দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥৮**

অন্বয়ঃ। দুঃখম্ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং ন এব লভেৎ। ৮

অর্থ। দুঃখ পাইব, এই বুদ্ধিতে কায়ক্লেশভয়ে অর্থাৎ কায়মনবাক্যাত্মক শরীরের ক্লেশ হইবে, এই ভয়ে, যে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজসিক ত্যাগ করে বলিয়া ত্যাগফল কখনও প্রাপ্ত হয় না। ৮

আভাস। পরিশ্রম দ্বারা অর্থাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রাদি পালন করা বড়ই কষ্টকর সুতরাং সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকে; তাহাতে উপস্থিত কিছু আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে দুঃখই উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহে প্রাকৃতিক অভাব অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদি উৎপন্ন হইতেছে, চেষ্টা করিলে তাহার পূরণ করা যায়, কিন্তু তাহাতে দেহের কষ্ট আছে, সে কারণ তাহা ত্যাগ করিতেছে; ইহা দুঃখজনকই হইয়া থাকে। বিষ খাইলে মরিব, এই ভয়ে মনবুদ্ধিঅহংকারের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বিষ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু শরীরে রোগাদির জন্য যখন আবশ্যক হইতেছে, তখন সেই বিষই খাইতে হইতেছে, সুতরাং বিষের ত্যাগ হইল না, তৎকালীন ত্যাগ মাত্র হইয়া থাকে। এই ত্যাগবুদ্ধি রাজসিক বলিয়া জানিবে।

"ত্যাগফল" শব্দের অর্থ আত্মস্থিতিরূপ সুখ বা আনন্দ। অহংকারপূর্ব্বক কোন বিষয়ের ত্যাগ করিলে তাহা হইতে এই ত্যাগফল উৎপন্ন হয় না।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥৯

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ এব ইতি যৎ নিয়তং কর্ম্ম ক্রিয়তে সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ। ৯

অর্থ। হে অর্জ্জুন! আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া সঙ্গতকরণ বা যজ্ঞ ইতি বোধে যে সকল প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত। ৯

আভাস। কর্ম্মত্যাগ ত্যাগ নহে, কর্ম্মফলের ত্যাগই ত্যাগ বলিয়া উক্ত। "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥" ১৮ অঃ, ২ শ্লোক। সমতারূপ কর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া আত্মতৃপ্তি মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ করিতেছেন। ইহাই ত্যাগীর লক্ষণ। প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মমাত্রেই ফলাসক্তি থাকেনা, অতএব এই সকলই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। ইহাদ্বারা দেহের সমতা এবং আত্মার পূরণ মাত্রই হইয়া থাকে।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী, ছিন্নসংশয়ঃ, ত্যাগী, অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন অনুষজ্জতে। ১০

অর্থ। সত্ত্বগুণসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূণ্য, ত্যাগী অর্থাৎ কর্ম্মফলে আসক্তিশূণ্য পুরুষ অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ করেন না এবং কুশল অর্থাৎ সুখদায়ক কর্ম্মেও অনুরক্ত হয়েন না। ১০

আভাস। যাঁহার কর্ম্মে সুখদুঃখাদি বিভাগ নাই, যিনি ফলাসক্তি-বর্জ্জিত, সমতামাত্র করাই যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার ত্যাগই বা কি? আসক্তিই বা কি? ত্যাগ, গ্রহণ, কুশল এবং অকুশল, তাঁহার পক্ষে সকলই সমান; সকলই তাঁহার কুশল। বাক্যে নিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ বাক্যের বিভাগ না করিলে চিত্ত সংশয়শূন্য হইয়া থাকে, ইহাই ছিন্নসংশয় শব্দের অর্থ।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" ২ অঃ, ৫৬-৫৭ শ্লোক।
"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥" ৩ অঃ, ১৭ শ্লোক।

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥" শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যধৃতবচন।

"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তিচেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥" বিষ্ণুপুরাণ।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

অন্বয়ঃ। দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যং, যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। ১১

অর্থ। কর্ম্মের অনন্তত্বহেতু দেহধারী কখনও কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন। ১১

আভাস। কায়মনবাক্যাত্মক দেহে প্রাকৃতিক গুণসংযোগে ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর এবং ভাব হইতে ভাবান্তর গমনাদি নানাবিধ কর্ম্ম সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে; ক্ষুৎপিপাসাদি অভাব এবং তাহার পূরণরূপ প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্ম, দেহ থাকিতে হইবেই হইবে। এই সকল কর্ম্ম অনিবার্য্য, যেহেতু ইহা ব্যতীত দেহ রক্ষা হইবে না। যিনি রাগদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিষয়গামী না হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩ অঃ, ৫ শ্লোক।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

অন্বয়ঃ। অনিষ্টম্ ইষ্টম্ মিশ্রং চ কর্ম্মণঃ ত্রিবিধং ফলম্; অত্যাগিনাং প্রেত্য ভবতি, তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন (ভবতি)। ১২

অর্থ। অনিষ্ট, ইষ্ট, এবং ইষ্টানিষ্টমিশ্র, কর্ম্মের তিনপ্রকার ফল; অত্যাগীদিগের অর্থাৎ ফলাসক্তব্যক্তিদিগের কর্ম্মান্তে লাভ হইয়া থাকে, সন্ন্যাসীদিগের অর্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগী অনাসক্তব্যক্তিগণের কখনই ঐ সকল লাভ হয় না। ১২

আভাস। ফলব্যবধানহেতু বিষয়সেবীগণের কর্ম্মে, ইষ্ট বা অনিষ্ট অথবা এই ইষ্টানিষ্টের মিশ্রনরূপ অহংকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর যাঁহারা কর্ম্মকে আত্মায় লয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্ম্মে, এই তিনটির কোনটিই উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাঁহাদের মনবুদ্ধিঅহংকার কর্ম্মের দ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মাতে তন্ময় হইয়া থাকে। প্রেত্য = পরত্র, অর্থাৎ কর্ম্মান্তে; মিশ্র = ইষ্টানিষ্টমিশ্র অহংকার; ৪র্থ অধ্যায়ে, ১৭ শ্লোকে, বিকর্ম্ম শব্দ, এই শ্লোকে "মিশ্র" শব্দের সমানার্থ জ্ঞাপক।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥১৩

অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে সাংখ্যে (মনোবুদ্ধ্যহংকারে) কৃতান্তে (কায়মনোবাক্যে) প্রোক্তানি এতানি পঞ্চকারণানি মে নিবোধ। ১৩

অর্থ। হে মহাবাহো! সকল কর্ম্মের অর্থাৎ ইষ্ট অনিষ্ট এবং মিশ্র সকল প্রকার কর্ম্মের নিষ্পত্তির জন্য, সাংখ্যে অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকারে (শব্দজ্ঞানে) এবং কৃতান্তে অর্থাৎ কায়মনবাক্যে (ইন্দ্রিয়াদিতে বা বিজ্ঞানে) প্রসিদ্ধ, যে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা আমার নিকট অনুভব পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ১৩

আভাস। সংখ্যায়া রূপাদি সংখ্যায়া যজ্জ্ঞানং তৎ সাংখ্যং, মনোবুদ্ধ্যহংকারা ইত্যর্থঃ; কৃতস্য অন্তং পূরণং যৎ তৎ কৃতান্তম্; ইন্দ্রিয়াণি কায়মনোবাক্যাণীত্যর্থঃ; মনবুদ্ধিঅহংকারে যে কৃতি বা কর্ম্মের নিশ্চয় হয়, তাহার অন্ত বা পূরণ, ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে হইয়া

থাকে বলিয়া, কৃতান্ত শব্দে ইন্দ্রিয় বা কায়মনবাক্য বোদ্ধব্য। এই উভয়ের একত্রীকরণে কর্ম্মের সিদ্ধি বা পূর্ণত্ব হইয়া থাকে। মনবুদ্ধি-অহংকার এবং কায়মনবাক্যে সকল কর্ম্মের সিদ্ধির বা পূর্ণত্বের হেতুস্বরূপ যে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়া পরশ্লোকে তাহার বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥১৪

অন্বয়ঃ। অধিষ্ঠানং (পঞ্চভূতাত্মকং শরীরং) তথা কর্ত্তা (চক্ষুরাদিনামিন্দ্রিয়াণামহংকারঃ), পৃথক্‌বিধং করণং (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ (দর্শনাদিব্যাপারাঃ) অত্র (এতেষু) পঞ্চমং দৈবম্ (কর্ম্মফলম্) এব। ১৪

অর্থ। পাঁচটি কারণ যথা—পঞ্চভূতাত্মক দেহ, অহংকার, চক্ষুকর্ণাদি ও মনবুদ্ধি, এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়গণ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিবিধ চেস্টা এবং এই সকলের পঞ্চম, দৈব বা কর্ম্মফল। ১৪

আভাস। কর্ম্মের কারণ বা কর্ম্মের উৎপত্তির হেতু অত্র ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা—প্রথম, পঞ্চভূতাত্মক দেহ, দ্বিতীয়, চক্ষুরাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থিত দর্শনশ্রবণাদিকাত্মক এক একটি অহংকার, তৃতীয়, দর্শনশ্রবণাদি কর্ম্মের দ্বারস্বরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, চতুর্থ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শনশ্রবণাদি পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা এবং পঞ্চম, দৈব বা কর্ম্মফল; কর্ম্মফল সকলও কর্ম্মের কারণ যেহেতু ইহারা কর্ম্মান্তে মনবুদ্ধিঅহংকার-রূপে উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্যৎকর্ম্মের উপদেশ করে; ইহাই সংস্কার-রূপে কথিত হইয়া থাকে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে অদৃষ্ট বলা যায়।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ। নরঃ শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম্ম প্রারভতে এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। ১৫

অর্থ। মনুষ্য কায়, মন এবং বাক্যদ্বারা যে সকল ন্যায় বা অন্যায় অর্থাৎ সৎ বা অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তৎসমস্তের হেতু। ১৫

আভাস। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকলিখিত পঞ্চকারণের হেতুভূত সমস্ত কর্ম্মই কায়মনবাক্যে প্রকাশ হইয়া থাকে; এই কায়মনবাক্যই সদসৎ সকলের আধার স্বরূপ এবং প্রকাশক। আত্মার পূরণার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল ন্যায্য এবং তদ্বিপরীত হইলে অন্যায্য হইয়া থাকে।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ। তত্র এবং সতি যস্তু কেবলম্ আত্মানম্ কর্ত্তারং পশ্যতি অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ স দুর্ম্মতিঃ ন পশ্যতি। ১৬

অর্থ। এরূপ হইলে অর্থাৎ কায়মনবাক্যে সদসৎ যত কর্ম্ম হয় পূর্ব্বশ্লোকলিখিত ঐ পাঁচটিই তাহাদিগের কারণ হইলে, যে ব্যক্তি একমাত্র নিরুপাধি, নিঃসঙ্গ ও নির্লেপ আত্মাকে কর্ত্তৃরূপে অবলোকন করে অকৃতবুদ্ধিহেতু অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়া কেবল শব্দের দ্বারা কর্ম্মের নিশ্চয় করে বলিয়া সেই দুর্ম্মতি দেখিতে পায় না অর্থাৎ ফলব্যবধানহেতু সম্যক দর্শন করিতে পারে না। ১৬

আভাস। প্রকৃতিই সর্ব্বকালে কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বের হেতু এবং আত্মা সচ্চিদানন্দময়, সাক্ষীস্বরূপ ও নির্লিপ্ত। চিত্ত ফলাসক্ত হইলে প্রকৃতি-নিয়ত কর্ম্মে অহংকার উৎপন্ন হইয়া কর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত চিত্তে অহংকর্ত্তা ইতি জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের অল্পত্ব এবং অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিলে তাহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধান্ত। ফললালসাযুক্ত চিত্ত দুর্ম্মতি শব্দে বোদ্ধব্য; (দুঃ ফলব্যবধানাৎ)।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩ অঃ, ২৭ শ্লোক।
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫ অঃ, ১৪ শ্লোক।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

অন্বয়ঃ। যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন (অস্তি), যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ১৭

অর্থ। যাঁহার (কর্ম্মে) অহং অভিমানযুক্ত ইষ্টানিষ্ট ভাব নাই অর্থাৎ যিনি মোহিতবুদ্ধিদ্বারা "আমি কর্ত্তা", "আমি এই করিব বা করিলাম," "আমি যাহা করিব, তাহা হইবে এবং যাহা না করিব, তাহা হইবে না," "আমি করিয়াছিলাম বলিয়া সুখ হইল," "আমি করি নাই বলিয়া দুঃখ উপস্থিত হইল," ইত্যাকার ভাবযুক্ত নহেন, যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্টভেদে কর্ম্মের নিশ্চয় না করে অর্থাৎ ইহা ইষ্টদায়ক অতএব করা যাউক এবং ইহা অনিষ্টদায়ক অতএব করিয়া কাজ নাই, ইত্যাকার বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন না, তিনি এই লোক সকলকে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং (তন্নিবন্ধন) কর্ম্মে বদ্ধ হয়েন না। ১৭

আভাষ। অহংভাব বা ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি না থাকিলে মনবুদ্ধিঅহংকারে ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তাহারা আত্মসংলগ্ন হইয়া থাকে; এই অবস্থায় কায়মনবাক্যাত্মক ত্রিলোকে যত কর্ম্ম হয়, তদ্বারা আত্মযোগ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ বেদ্য বিষয়সকল আত্মাতে (আমাতে) উপস্থিত হয় এবং ঐ বিষয়সকলের সংযোগকর্ত্তা বহিপ্রর্কৃতি বা বাহ্যবৃত্তিরূপ অহংকারসকল কর্ম্মান্তে পূর্ণত্বে অবস্থিত হয় বলিয়া তাহারা নাশপ্রাপ্ত হইলেও নষ্ট বা হত হয় না এবং কর্ম্মে বদ্ধও হয় না, ইহা বলিয়াছেন।

ফলতঃ যাঁহার কর্ম্মে অহংকার উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ যিনি অহংকার-পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করেন না, যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়াসক্তিহেতু

মোহিত হয় না, তিনি কায়মনবাক্যাত্মক ত্রিলোকে (দেহে), সকল কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়, সকল বিষয় ও সকলভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মসকল সম্পাদনপূর্ব্বক কায়িক, মানসিক এবং বাচিক ত্রিবিধ অহংকারই আত্মাতে লয় করিয়া থাকেন, সুতরাং কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না। এই ত্রিবিধ অহংকারের নাশই লোকসকলের হনন বা নাশ বলিয়া উক্ত হইতেছে। স্থূলভাবে দেখিতে গেলেও ইহা বুঝা যাইবে যে, যাঁহার কর্ম্মে অহংকার উৎপন্ন হয় না, তিনি স্বভাবনিয়ত কর্ম্মমাত্র করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার সকল কর্ম্মই আত্মাতে সমাপ্ত হয়; অতএব এই সকল আপ্তকাম কর্ম্মের জন্য হননাদি যাহা কিছু তিনি করেন, তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না, যেহেতু স্বভাবস্থিতিহেতু তিনি সদাই মুক্ত এবং নির্লেপ।

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥" ৪ অঃ, ২১ শ্লোক।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা; করণং, কর্ম্ম, কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। ১৮

অর্থ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা উপদেষ্টারূপে অবস্থিত; কর্ম্মের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা (অহংকার), এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয়। ১৮

আভাস। মনের বিষয়প্রকাশক শব্দজ্ঞান, বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয়কৃত জ্ঞাতব্যবিষয় এবং এই উভয়ের আশ্রয়ভূত অহংকার বা ভোক্তা পুরুষ, ইহারাই কর্ম্মের উপদেশস্বরূপে মনবুদ্ধিঅহংকারে অবস্থিত; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, দর্শনাদিব্যাপার এবং কর্ম্মশীল কর্ত্তারূপী অহংকার, ইহারা কর্ম্মানুষ্ঠানের আশ্রয়রূপে কায়মনবাক্যে অবস্থিত; এই উভয়ের যোগে কর্ম্মের পূর্ণত্ব হইয়া থাকে।

কর্ম্মচোদনা = চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতে অনয়া ইতি চোদনা = কর্ম্মের উপদেশ। কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ আশ্রয়ঃ অথবা কর্ম্ম সংগৃহ্যতে অনেন ইতি কর্ম্মসংগ্রহঃ = কর্ম্মের আশ্রয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার মনবুদ্ধিঅহংকার-রূপে উৎপন্ন হইয়া বিষয়ের নির্দ্দেশ এবং নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের উপদেশ করে; ইহা হইতেই কর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়দ্বারে (কায়মন-বাক্যে) ঐ বিষয়ের সংযোগ হইয়া কর্ম্মসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উভয়ের একত্রীকরণ হইলে কর্ম্ম পূর্ণ হয়। পূর্ণাপ্রকৃতিকে বিভাগ করিয়া কর্ম্মের উপদেশ এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ এই শ্লোকে দেখাইতেছেন।

ফলকথা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত দর্শনাদি শক্তি এবং দর্শনাদি ব্যাপার, ইহাদের সহিত বিষয়, বিষয়জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানাশ্রিত আমি বা আমার অহংকার, এই কয়টির যোগে কর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥" ৬ অঃ, ১ শ্লোক।
"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ৩ অঃ, ১৯ শ্লোক।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥১৯

অন্বয়ঃ। গুণসংখ্যানে জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে; তানি অপি যথাবৎ শৃণু। ১৯

অর্থ। গুণাঃ সম্যক্ খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তে অনেন ইতি গুণ-সংখ্যানম্; মনবুদ্ধিঅহংকারের সহিত অন্তঃকরণবৃত্তি ইহার অর্থ, যেহেতু ইহাতে গুণসকল সম্যক্ প্রতিপাদিত হয়। স্বরূপ উপলব্ধির নাম জ্ঞান, যাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায় বা যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, তাহা কর্ম্ম এবং পুরুষ

বা পুরুষাকারকে কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। মনবুদ্ধিঅহংকারে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা, সত্ত্বরজস্তম গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত হইয়া থাকে, সে সকলও শ্রবণ কর। ১৯

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারেই গুণভেদ হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণ সত্ত্বরজস্তম গুণভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বৃত্তিযুক্ত হইয়া জ্ঞানের, কর্ম্মের এবং কর্ত্তার তিনপ্রকার ভেদ উপস্থিত করিয়া থাকে। পরের শ্লোক সকলে তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তংবিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানংবিদ্ধিসাত্ত্বিকম্‌॥২০

অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকং জ্ঞানমাহ)। যেন (জ্ঞানেন) বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি। ২০

অর্থ। (সাত্ত্বিকজ্ঞান বলিতেছেন)। যদ্দারা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক অব্যয় ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ২০

আভাস। শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিয়াও যখন এক আত্মাতেই সমাপ্ত হয় এবং এক আত্মারই পূরণ করিয়া থাকে, তখন সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। উদাহরণ—ইষ্টক, প্রস্তর, লৌহ ও কাষ্ঠাদি পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানের উৎপত্তি করিলেও, গৃহ বলিতে যেমন সকলের একত্রীকরণ বুঝায়, তদ্রূপ সাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকাশ হইলে, সকল বিষয়ের এক আত্মাতেই একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্‌বিধান্‌।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানংবিদ্ধি রাজসম্‌॥২১

অন্বয়ঃ। (রাজসং জ্ঞানমাহ)। সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্ বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১

অর্থ। (রাজসিক জ্ঞান বলিতেছেন)। সর্ব্বভূতে পৃথক্‌করণ-হেতু যে জ্ঞান নানাভাবে পৃথক্‌বিধ অবগত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ২১

আভাস। * যখন শব্দস্পর্শাদি প্রত্যেক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে বা একই ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি হয় অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া তাহাদের সংযোগে যখন জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ পায় অর্থাৎ সর্ব্বধারক ও সর্ব্বজ্ঞ আমার অংশরূপে প্রকাশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে, তখন রাজসিক জ্ঞান হইয়া থাকে। এক সমষ্টি-আমিকে ধরিলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় নচেৎ জ্ঞান অংশভাবে পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে যাইয়া সেই সেই বিষয় মাত্রকেই প্রকাশ করিয়া থাকে; সমষ্টি-আমির ব্যষ্টিভাবে পৃথকত্ব প্রাপ্তিই রাজসিক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিতেছেন যথা—

"জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ ॥
দিবান্ধা প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥"

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ। (তামসং জ্ঞানমাহ)। যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ অহৈতুকং সক্তম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পঞ্চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ২২

অর্থ। (তামস জ্ঞান বলিতেছেন)। যে জ্ঞান একমাত্র কার্য্যে সমস্তবৎ নির্যুক্তিভাবে আসক্ত, সম্যক্‌জ্ঞানহীনতাহেতু সসীম এবং তুচ্ছ, সেই জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা যায়। ২২

আভাস। জ্ঞান যখন পৃথক্ পৃথক্ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যে কোন একটিতে বিশেষভাবে আবদ্ধ হয়, তখন সেই অংশবিশেষের অবগতি ব্যতীত আর কোন বিষয়ের প্রকাশ থাকে না, সেই বিষয়

ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ রুচিকর হয় না, অযৌক্তিকভাবে তাহাতেই আসক্ত অর্থাৎ তাহার গোঁড়া হইয়া থাকে, তাহা লইয়াই ব্যস্ত, তদ্ব্যতীত জগতে আর কিছু নাই, অতএব একমাত্র তাহাই সর্ব্বস্ব হইয়া থাকে; সুতরাং তদ্দ্বারা তত্ত্বার্থ বোধ হয় না এবং তাহার ফল অতি অল্প হইয়া থাকে, এই অল্পদেশদর্শী জ্ঞান তামসিক।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎতৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩

অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকং কর্ম্মাহ)। অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে। ২৩

অর্থ। (সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিতেছেন)। ফলাভিলাষরহিত, প্রকৃতি-নিয়ত, বিষয়সঙ্গ বা বিষয়চিন্তাবর্জ্জিত, রাগদ্বেষদ্বন্দ্ববিকারহেতু আসক্তি-বিহীন হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে। ২৩

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারকে আত্মসংলগ্ন রাখিয়া কায়মনবাক্যে যে প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ। কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেন বা পুনঃ যৎ তু কর্ম্ম বহু-লায়াসং ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম রাজসম্ উদাহৃতম্। ২৪

অর্থ। ফলকামনায় বা অহংকারপূর্ব্বক যে কর্ম্ম বহু কায়ক্লেশ-যোগে অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্ম রাজস বলিয়া উক্ত। ২৪

আভাস। বিষয়ে অনুরাগ থাকিলে কর্ম্মে অহংকারের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে হয় এবং বহু কায়ক্লেশ হইয়া থাকে, এই প্রবৃত্তিমূলক যে কর্ম্ম, তাহা রাজসিক বলিয়া উক্ত।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫

অন্বয়ঃ। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে। ২৫

অর্থ। শুভাশুভচিন্তাযুক্ত, দেহের ক্ষয়কর এবং দ্বেষযুক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর বিদ্বেষক যে কর্ম্ম সামর্থ্য বিচার না করিয়া মোহপূর্ব্বক আরম্ভ করা হয়, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত। ২৫

আভাস। কর্ম্ম করিব, কি জানি ভাল হইবে কি না, শরীরে ভাল লাগে না বা বিরক্তিকর হইতেছে, অমুক এই কর্ম্ম করিতে দিল না, বা অমুক এই কর্ম্মে বাধা দিতেছে, এই সকল ভেদে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক কর্ম্ম হইয়া থাকে।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬

অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকং কর্ত্তারমাহ)। মুক্তসঙ্গঃ, অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে। ২৬

অর্থ। (সাত্ত্বিক কর্ত্তার নির্দ্দেশ করিতেছেন)। বিষয়ে অনাসক্ত, অহংঅভিমানশূন্য, আত্মস্থিত হইবার জন্য ধারণা, উদ্যম এবং অনুরাগাদি বিকাশযুক্ত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ে হর্ষবিষাদশূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়েন। ২৬

আভাস। বিষয়ে যাঁহার বাসনা নাই, কর্ম্মে যাঁহার অহংকার উৎপন্ন হয় না, দেহের সমতা এবং আত্মার পূর্ণত্ব সম্পাদনে যিনি ধারণা এবং উৎসাহযুক্ত, কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি এই উভয়েই যিনি সমভাব প্রাপ্ত, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা। আত্মার পূর্ণত্ব সম্পাদন ব্যতীত যাঁহার কর্ম্ম নাই, তাঁহার সিদ্ধিই বা কি এবং অসিদ্ধিই বা কি?

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ। (রাজসং কর্ত্তারমাহ)। রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ, হর্ষশোকান্বিতঃ, কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭

অর্থ। (রাজস কর্ত্তার নির্দ্দেশ করিতেছেন)। বিষয়ানুরাগী, কর্ম্ম-ফলাভিলাষী, লুব্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাহেতু স্বভাবোচ্ছেদকারী অর্থাৎ পরস্পরের বিদ্বেষকারক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, কামসংকল্পযুক্ত, ইষ্টা-নিষ্টে হর্ষবিষাদযুক্ত কর্ত্তা রাজস বলিয়া কথিত হয়েন। ২৭

আভাস। রাজসিক কর্ত্তা বিষয়ে অনুরক্ত হয়েন, সাহংকারে কর্ম্ম করেন বলিয়া তাহাতে সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকেন, বিষয়ের দর্শন-শ্রবণাদি মাত্রেই তাহার প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, কর্ম্মের বহুত্ব নিবন্ধন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ পরস্পরে দ্বেষযুক্ত হয়, মনে সর্ব্বদাই একটা না একটা কামনা বর্ত্তমান থাকে, এবং তন্নিবন্ধন কখনও আনন্দিত এবং কখনও শোকান্বিত হইয়া থাকেন।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮

অন্বয়ঃ। (তামসং কর্ত্তারমাহ)। অযুক্তঃ, প্রাকৃতঃ, স্তব্ধঃ, শঠঃ, নৈষ্কৃতিকঃ, অলসঃ, বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে। ২৮

অর্থ। (তামস্‌কর্ত্তার নির্দ্দেশ করিতেছেন)। অসমাহিত বা আত্মযোগবিহীন, ইন্দ্রিয়প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত বা প্রকৃতির ভাবাপন্ন, উদ্ধত-স্বভাব, শঠ অর্থাৎ প্রতারণাপরায়ণ অর্থাৎ পরস্পর বঞ্চক, কৃতোপকারীর উপকার অস্বীকারকারী, অলস, সর্ব্বদা অবসন্নচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামসিক বলিয়া উক্ত। ২৮

আভাস। তামসিক কর্ত্তা সর্ব্বদাই বিষয়ে যুক্ত হইয়া থাকেন, সেই বিষয়ের বা বিষয়যুক্ত ইন্দ্রিয়ের যেরূপ প্রকৃতি, তৎভাবাপন্ন হইয়া

থাকেন, তাঁহার স্বভাব সর্ব্বদাই উদ্ধত, তাঁহার অন্তর্বৃত্তি এবং বহির্বৃত্তি অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয় পরস্পর বঞ্চক হইয়া থাকে অর্থাৎ কেহ কাহারও সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয় না, যাহার দ্বারা প্রণয় হয়, তাহার উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা তাহার দোষ দর্শন করিয়া থাকেন ও বিষয়ে বদ্ধত্বহেতু তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই অবসন্ন থাকে এবং তিনি অলস ও দীর্ঘসূত্রী হয়েন অর্থাৎ কার্য্যের উপদেশ প্রাপ্তি হইতে কার্য্য আরম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহার অনেক কাল গত হইয়া যায়।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ ভেদং গুণতঃ এব ত্রিবিধং পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু। ২৯

অর্থ। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি এবং ধৃতির পার্থক্য, সত্ত্বাদি গুণভেদ-বশতঃ তিন প্রকার; পৃথক্ভাবে নানাপ্রকারে উক্ত হইতেছে, শ্রবণ কর। ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০

অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকীং বুদ্ধিমাহ)। হে পার্থ! কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী। ৩০

অর্থ। (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলিতেছেন)। হে পার্থ! কার্য্যে এবং অকার্য্যে ও ভয়ে এবং অভয়ে যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জন্মে, তদ্দ্বারা যে বন্ধ এবং মোক্ষ হয়, তাহা যে বুদ্ধিদ্বারা জানা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে। ৩০

আভাস। কার্য্যে বা অকার্য্যে যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে নিবৃত্তি আসে অর্থাৎ তাহা করিতে ইচ্ছা হয় না এবং যদি

অভয় উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে প্রবৃত্তি আসে অর্থাৎ তাহা করিবার জন্য অনুরাগ হয়; অতএব কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ ভয় এবং অভয় অর্থাৎ অভয়ে প্রবৃত্তি এবং ভয়ে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিষয়ে বুদ্ধি মোহিত না হইলে, তদ্দারা কোন্ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বন্ধের হেতু এবং কোন্ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মুক্তির হেতু, তাহার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে এবং সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

ফলাসক্তিরহিত হইয়া আত্মচৈতন্যে অবস্থিত থাকিলে মনবুদ্ধি-অহংকারে কর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ হয় এবং যে বুদ্ধি দ্বারা ইহা হইয়া থাকে, তাহাই প্রকাশময় সাত্ত্বিক বুদ্ধি, ইহা বলাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ইহাকে স্থানান্তরে কর্ম্মজ বুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১

অন্বয়ঃ। (রাজসীং বুদ্ধিমাহ)। হে পার্থ! যয়া (বুদ্ধ্যা) ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ (অধর্ম্মং ধর্ম্মঞ্চ), কার্য্যম্ অকার্য্যং চ (অকার্য্যং কার্য্যঞ্চ) অযথাবৎ এব প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১

অর্থ। (রাজসিক বুদ্ধি বলিতেছেন)। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম (ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম) বলিয়া এবং কার্য্যকে অকার্য্য (ও অকার্য্যকে কার্য্য) বলিয়া অযথার ন্যায় জানা যায়, তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে। ৩১

আভাস। বিষয়ে অনুরাগ এবং আসক্তি বশতঃ বুদ্ধি ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য ইত্যাকার ভেদ করিয়া থাকে; কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কোন্ ফল হইবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়হীন হইয়া থাকে; ফললোভ থাকাতে কর্ম্ম কি প্রকার হইবে, তাহা লক্ষ্য থাকে না; ইহাই রাজসিক বুদ্ধি; ইহা দুঃখের হেতু;

কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মের ভাবী ফলবিষয়ে ইষ্টানিষ্ট ভেদপূর্ব্বক যে বুদ্ধি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহাকেই রাজসিক বুদ্ধি বলে, ইহাই তাৎপর্য্য।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২

অন্বয়ঃ। (তামসীং বুদ্ধিমাহ)। হে পার্থ! তমসাবৃতা যা (বুদ্ধি) অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে (জানাতি) সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ মন্যতে সা বুদ্ধিঃ তামসী। ৩২

অর্থ। তামসিক বুদ্ধি বলিতেছেন। অজ্ঞানাবৃত যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাত করায় ও সকল বিষয়কে বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তামসিক। ৩২

আভাস। বুদ্ধি বিষয়ে মোহিত হইলে আত্মস্থিতির নাশ করিয়া ঐ বিষয়মাত্রে স্থিতি উৎপন্ন করে এবং আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া থাকে। কোন বিষয়ের যথার্থ অর্থ বা স্বরূপ উপলব্ধি হইতে দেয় না; ইহাই তামসিক বুদ্ধি। ইহা অজ্ঞান বা মোহহেতু হইয়া থাকে। ধর্ম্ম শব্দে আত্মস্থিতি এবং অধর্ম্ম শব্দে বিষয়স্থিতি বোদ্ধব্য। ফলকথা, বিষয়মাত্র-জ্ঞানে পরিপ্লুত বুদ্ধি তামসিক বলিয়া জানিবে।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকীং ধৃতিমাহ)। হে পার্থ! যোগেন অব্যভি-চারিণ্যা যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

অর্থ। সাত্ত্বিকী ধৃতি বলিতেছেন। হে পার্থ! যে যোগপ্রাপ্ত অব্যভিচারিণী ধৃতিদ্বারা মন, প্রাণ (বাক্য) ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকল নিয়মিত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি। ৩৩

আভাস। মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণের নাম যোগ; স্বভাব ত্যাগ করিয়া পরভাব আশ্রয় না করিলে অব্যভিচারী হয়; মনবুদ্ধি-অহংকার যোগপ্রাপ্ত বা আত্মস্থ হইলে ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে অবস্থান করে এবং কায়মনবাক্যে কেবল প্রকৃতিনিরত কর্ম্মমাত্র হইতে থাকে এবং সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়; আত্মস্থ যোগী তখন ইহাদিগকে ধারণ করেন মাত্র। ইহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলিয়া উক্ত। ১৩ অঃ, ১০ শ্লোক এবং ১৪ অঃ, ২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪

অন্বয়ঃ। (রাজসী ধৃতিমাহ)। হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী (সন্) যয়া ধৃত্যা তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪

অর্থ। (রাজসী ধৃতি বলিতেছেন)।—হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! আমি কর্ত্তা এই অভিমানে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের বিষয় সকলকে ধারণ করে, তাহা রাজসী ধৃতি। ৩৪

আভাস। ধর্ম্মরূপ, অর্থরূপ এবং কামরূপ ফলের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা রাজসিক; ধর্ম্মের বিষয়, কামের বিষয় এবং ধর্ম্ম ও কাম উভয়ের প্রকাশক যে অর্থ বা বিষয়, তাহার প্রসঙ্গের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই রাজসিক ধৃতি বলিয়া উক্ত।

ফলতঃ যাহা কায়মনবাক্য বা মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ফলাসক্তি বশতঃ তাহাদের (কায়মনবাক্য বা মনবুদ্ধি-অহংকারের) বিষয়গুলির অনুরাগমাত্রকে ধারণ করে, তাহাকে রাজসিক ধারণা বলে।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫

অন্বয়ঃ। (তামসীং ধৃতিমাহ)। হে পার্থ! দুর্মেধাঃ যয়া ধৃত্যা স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদং চ এব ন বিমুঞ্চতি সা ধৃতিঃ তামসী। ৩৫

অর্থ। (তামসী ধৃতি বলিতেছেন)। হে পার্থ! ফলব্যবধানহেতু দূষিতস্মৃতিযুক্ত পুরুষ যে ধৃতিদ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ এবং বিষয়-মত্ততা ত্যাগ করে না, সেই ধৃতিকে তামসী ধৃতি বলে। ৩৫

আভাস। ফলাসক্তিবশতঃ আত্মস্থিতি লোপপ্রাপ্ত হইয়া যখন পুরুষ বিষয়ে স্থিত হয়েন, তখন সেই বিষয়েরই সংস্কার তাঁহার প্রতি বদ্ধমূল হইয়া সেই বিষয় ভিন্ন অপর বিষয় প্রকাশ করে না; ইহাই স্বপ্ন, বা নিদ্রা; তখন পাছে ঐ বিষয় চলিয়া যায় সেইজন্য সর্ব্বদা ভয় অর্থাৎ উদ্বেগ, আশঙ্কা ইত্যাদি হইতে থাকে এবং তৎসম্বন্ধে অনুশোচনা এবং তন্নিবন্ধন চিত্তবিষাদ অর্থাৎ চিত্তের অবসন্নতা এবং তদ্বিষয়ে মত্ততা, এই সকল তাঁহার ত্যাগ হয় না। ইহা তামসিক ধারণা বলিয়া উক্ত।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥৩৬

অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু; যত্র (যস্মিন্ দেহে) অভ্যাসাৎ রমতে দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি। ৩৬

অর্থ। হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর; দেহে যাহা অভ্যস্ত হইলে (আত্মার) পরিতৃপ্তি হয় এবং দুঃখের উপশম নিশ্চিৎভাবে হইয়া থাকে। ৩৬

আভাস। অভ্যাসহেতু দুঃখের নাশ হইয়া থাকে, যথা ভূমিতে শয়ন করা দুঃখজনক, কিন্তু তাহা অভ্যাস করিলে আর দুঃখ হয় না। পূর্ব্ব শ্লোককথিত জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা এবং ধারণা কায়মনবাক্যাত্মক দেহে অভ্যাস করিলে, তাহারা নিজ নিজ বিষয়ে অবস্থান করে এবং তাহা হইলে আর অন্তরাত্মাতে দুঃখের উৎপত্তি করে না; অর্থাৎ কায়মনবাক্যাত্মক দেহে

আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মসকল অভ্যস্ত হইলে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতিভেদে, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক জ্ঞান, কর্ম্ম, অহংকার (কর্ত্তা) এবং ধারণা আপন আপন প্রকৃতিতে অবস্থান করে বলিয়া মনবুদ্ধিঅহংকার আত্মস্থ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে আর দুঃখের উৎপত্তি হয় না পরন্তু সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজ করে। অভ্যাস শব্দের অর্থ ১২ অঃ, ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকং সুখমাহ)। যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে অমৃতোপমম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্। ৩৭

অর্থ। (সাত্ত্বিক সুখ বলিতেছেন)। যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, পরিণামে অমৃততুল্য, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির দ্বারা চিত্তের যে প্রসন্নতা হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন সেই সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। ৩৭

আভাস। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইবা মাত্রেই তৎকালীন যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখ উপেক্ষা করিয়া অভ্যাস দ্বারা প্রত্যাহার-পরায়ণ হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিতে পারিলে যে সুখপ্রাপ্তি হইবে, সেই সুখই দুঃখান্তকারী এবং যথার্থ সুখ। চিরঅভ্যস্ত বিষয়সুখ প্রথমে পরিবর্জ্জনীয় হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ দুঃখের আপাততঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে সুতরাং তাহা অগ্রে বিষবৎ বলিয়া নির্দ্দিস্ট হইয়াছে।

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥" ৫ অঃ, ২১ শ্লোক।

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥" ৬ অঃ, ২১ শ্লোক।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥

অন্বয়ঃ। (রাজসং সুখমাহ)। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্। ৩৮

অর্থ। (রাজস সুখ বলিতেছেন)। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, সেই সুখ রাজস বলিয়া কথিত। ৩৮

আভাস। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে সুখের উৎপত্তি করে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। রসনার বিষয় রস; রসনার তৃপ্তিহেতু রসপানে তৎকালীন সুখপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু পানান্তে পীড়া উপস্থিত করিয়া দুঃখের উৎপত্তি করে; পুনশ্চ রসে আসক্তি বশতঃ পুনর্ব্বার রস পান করিব এই ইচ্ছা হইলে যদি তাহার অপ্রাপ্তি বা প্রাপ্তির বিঘ্ন হয়, তবে দুঃখের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সুতরাং এই সুখ অনিশ্চিৎ এবং দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।

"যেহি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব তে।
আদ্যন্তবন্ত কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥" ৫ অঃ, ২২ শ্লোক।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯

অন্বয়ঃ। (তামসং সুখমাহ)। যৎ চ সুখম্ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং (ভবতি), নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ৩৯

অর্থ। (তামস সুখ বলিতেছেন)। যে সুখ বিষয়ের উৎপত্তি বা বিষয়ের আসক্তিহেতু আত্মার মোহজনক হয় এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ, এই সকল হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া খ্যাত। ৩৯

আভাস। বিষয়ের উৎপত্তিতে ও বিষয়ের আসক্তিতে (অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বেই ঐ কর্ম্মের বিষয় চিত্তে উৎপত্তি পূর্ব্বক শুভাশুভ ভেদ করতঃ তদ্বারা মোহিত হইয়া) যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নিদ্রা,

আলস্য এবং প্রমাদ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা তামসিক সুখ। চক্ষের সহিত রূপের সংযোগে আমার অহংকার ঐ রূপ আশ্রয়পূর্ব্বক তাহাতেই যখন মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই সুখবোধ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে অনাত্মবস্তুতে আত্মভ্রম উৎপত্তি হইয়াছে ; অহংকার আত্মবিস্মৃত এবং বদ্ধ হইয়া এই প্রকার যে সুখবোধ করে, সেই সুখ অজ্ঞান এবং মোহহেতু হইয়া থাকে অতএব তামসিক।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বংপ্রকৃতিজৈর্মুক্তংযদেভিঃস্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ৪০

অন্বয়ঃ। পৃথিব্যাং পুনঃ, দিবি বা দেবেষু বা তৎ সত্ত্বং নাস্তি, যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ। ৪০

অর্থ। পৃথিবীতে, দেবলোকে বা দেবতাদিগের মধ্যে এমন স্থিতি কিছুরই নাই, যাহা প্রকৃতিজ এই তিন গুণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৪০

আভাস। চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে, অন্তঃকরণে বা তাহাতে অবস্থিত প্রকাশময় ভাব সকলে, সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতিজ গুণসকল অনবরতঃ সংযুক্ত হইতেছে ; যখন যে গুণ প্রবল হয়, তখন সেই সকল গুণোচিত বৃত্তি এবং কর্ম্মসকল প্রকাশ হইয়া থাকে ; এই গুণসমূহের ত্যাগ করিতে বা তাহা হইতে বিরত হইতে পারে, এমন কাহারও সত্তাই নাই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ত্যাগ, কর্ম্ম (কর্ম্মের সংগ্রহ, কর্ম্মের আশ্রয় ও কর্ম্মফল), জ্ঞান, কর্ত্তা অহংকার, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখাদি যাবতীয় শরীরস্থিত ও মনস্থিত বৃত্তি ও ভাবসকল, সত্ত্বরজস্তম গুণের মধ্যে কোন না কোন একটির যোগে প্রকাশ হইবেই হইবে ; এতদ্ব্যতীত কাহারও প্রভব বা বিদ্যমানতা নাই, ইহাই অত্র বলিতেছেন। প্রাকৃতিক গুণবিভাগই যে সর্ব্বপ্রকার ভাববৃত্তির কারণ, তাহাই অত্র বোদ্ধব্য।

১৪ অঃ, গুণত্রয়বিভাগে কোন্ কোন্ গুণবৃদ্ধিতে কি কি বৃত্তি প্রকাশ হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিয়াছেন; নিম্নলিখিত শ্লোকসকলে গুণকর্ম্মের বিভাগ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি। ৪১

অর্থ। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এবং শূদ্রগণের কর্ম্মসকল স্বভাবজাত গুণদ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। ৪১

আভাস। মূলা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্বরজস্তম প্রভৃতি গুণের সংযোগে পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা পুরুষ সৎ বা অসৎরূপে প্রতিভাত হয়েন এবং ঐ গুণসকল ভোগ করেন। তাঁহার কর্ম্মসকলও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরুষের এই প্রকারের এক একটি বিভাগ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে বর্ণিত হইয়াছে। একই ব্যক্তিতে প্রকৃতিগত ব্রাহ্মণশূদ্রাদি চারিটি বিভাগ দেখান যাইতেছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহা সামাজিক ব্রাহ্মণশূদ্রাদি বিভাগের উচ্ছেদকারক হইতেছে। জীবমাত্রেই সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণের সংমিশ্রণে গঠিত; সুতরাং সৃষ্টি, অন্তরে ও বাহিরে, উভয়েই পূর্ণভাবে অবস্থিত আছে; অন্তরেও যাহা আছে, বাহিরেও তাহাই প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে বাহিরে ধরিতে গেলে, সৃষ্টিরহস্য বা আত্মজ্ঞান দুর্বিজ্ঞেয় হইয়া পড়ে বলিয়া অন্তর ধরিয়া তাহার আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত। অন্তরে জ্ঞান স্থির হইয়া গেলে অন্তর ও বাহির এক হইয়া যাইবে।

ইহা যখন সর্ব্ববাদীসম্মত যে, মনুষ্য সত্ত্বগুণময় হইলে প্রশান্ত ব্রাহ্মণ, সত্ত্বগুণমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্যে প্রভুত্বযুক্ত ক্ষত্রিয়, এবং তমসংযুক্ত

রজোগুণের আধিক্যে বৈশ্য এবং রজঃমিশ্রিত তমোগুণাধিক্যে শূদ্র হইয়া থাকেন এবং যখন মনুষ্য মাত্রেই এই সকল স্বভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতে দেখা যায়, তখন একই দেহে এই কয়টির স্থিতি দেখাইলে দোষ হইতে পারে না বরং সাধনসুগম এবং বিজ্ঞানানুমোদিতই হইয়া থাকে।

সামাজিক ব্যাপার এখানকার আলোচনার বিষয় নহে; প্রত্যেক মনুষ্যই গুণকর্ম্মযোগে কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য এবং কখনও শূদ্র হইয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন গুণের যোগে যেরূপ কর্ম্ম বা ভাব প্রকাশ হয়, তখন সেই বিভাগে তিনি থাকেন। কোনও সময়ে সত্ত্বগুণাধিক্য বশতঃ প্রশান্তভাব ধারণপূর্ব্বক শমদমাদি গুণে বিভূষিত হইয়া ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, আবার কোনও সময়ে রজোগুণাধিক্যহেতু অহং অভিমানে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নানা বুদ্ধি এবং নানাভাবযুক্ত হইয়া প্রভুত্ব প্রদর্শন করতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, আবার কোনও সময়ে দেহাদি রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়াদির সংযোগ পূর্ব্বক এবং তাহার আদানপ্রদানদ্বারা বৈশ্যরূপে প্রকাশ হয়েন, আবার কখনও তমোগুণাধিক্য বশতঃ মনঃসংযোগে বিষয় সকলের (আত্মা ব্যতীত আত্মেতর সকলই বিষয় বলিয়া উক্ত) সেবা করিয়া শূদ্রত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। ফলতঃ প্রত্যেক মনুষ্যে চৈতন্যাংশ ব্রাহ্মণ, কায়াংশ ক্ষত্রিয়, ইন্দ্রিয়াংশ বৈশ্য এবং মন অংশ শূদ্র হইয়া থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥" ১৩ অঃ, ২১ শ্লোক।

এই বিভাগগুলি স্পষ্টরূপে পরের শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ। শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ এর স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম। ৪২

অর্থ। চিত্তোপরম বা মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, শরীরতিতিক্ষা বা কায়মনবাক্যের একত্রীকরণ, কামসংকল্পহীনত্ব, ক্ষমা (অর্থাৎ আদরে এবং তাড়নায় সমভাব), সরলতা, শব্দজ্ঞান এবং কায়মনবাক্যে তাহার প্রত্যক্ষ-করণ, কর্ম্ম এবং তৎফলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪২

আভাস। ইহাই নির্ম্মল প্রকাশময় অবস্থা ; এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ পুরুষ পূর্ণ চৈতন্যে অবস্থান করেন।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

অন্বয়ঃ। শৌর্য্যং, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং, দানম্, ঈশ্বরভাবশ্চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম। ৪৩

অর্থ। শূরত্বাদি প্রভাব, তেজ অর্থাৎ উৎসাহ, ধারণা, কর্ম্মকুশলতা যুদ্ধে অপলায়ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেও আত্মমুখীন্ কর্ম্মে বিরত না হওয়া, দান অর্থাৎ প্রাকৃতিক অভাবপূরণ এবং অহংকর্ত্তা এই ভাব প্রাপ্তি, এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪৩

আভাস। এই সকল গুণকর্ম্মে স্থিতি হইলে পুরুষের ক্ষত্রিয়সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

অন্বয়ঃ। কৃষি, গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম, পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্। ৪৪

অর্থ। কৃষিশব্দে, বীজ এবং বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার সংরক্ষণ বুঝা যায় ; অহংবীজ এবং তাহা হইতে যে বিষয়াদির উৎপত্তি হয়, কায়ক্ষেত্রে তাহাদিগকে যথাযথ ভাবে অবস্থান করাইলে বৈশ্যের

কার্য্য হইয়া থাকে ; ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়স্থিত অহংকারকে বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ে রক্ষা করাই অত্র বোদ্ধব্য। "গো" অর্থে শব্দ বা ইন্দ্রিয় বুঝায় ; গোরক্ষা শব্দে, শব্দের রক্ষণ বা ইন্দ্রিয়গণকে স্বভাবে অবস্থান করাইয়া শব্দকে শব্দে ধারণ করিবার প্রয়াস বুঝিতে হইবে ; ইহার দ্বারা আত্মবাক্য প্রতিপালনরূপ ধর্ম্ম হইয়া থাকে। বাণিজ্য অর্থাৎ আদানপ্রদান ; মনবুদ্ধিঅহংকার এবং কায়মনবাক্য, ইহাদের পরস্পারের বোধসম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে বাণিজ্য হইয়া থাকে ; অথবা কর্ম্মকালে কর্ত্তা-অহংকার কভু ইন্দ্রিয়ে ও কভু বিষয়ে গমনাগমন পূর্ব্বক এতদুভয়ের যে আদানপ্রদান করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, তাহা বাণিজ্য শব্দের তাৎপর্য্য। অতএব কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য এই সকল বৈশ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; শূদ্রের পরিচর্য্যা করাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কেবল মনের দ্বারা এই ত্রিবিধ গুণকর্ম্মে বিচরণ করিলে শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। ৪৪

আভাস। প্রকৃতিভেদে পুরুষে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণকর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া থাকে ; যেমন যেমন প্রকৃতি তৎপ্রকার আচরণ করিলে পুরুষ শ্রদ্ধাময় এবং স্বকর্ম্মনিরত হইয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়েন এবং শেষে গুণাতীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

অন্বয়ঃ। স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে স্বকর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু। ৪৫

অর্থ। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫

আভাস। স্ব স্ব কর্ম্ম অর্থে আপন আপন প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম ; ইহাই শ্রদ্ধাময়, প্রশস্ত এবং সৎ ও সাধুভাব ; এবং ইহাই ধর্ম্ম। প্রকৃতির পূর্ণত্ব বা অভাবশূন্যত্ব হইলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ

কর্ম্ম করিয়া তদ্বারা সেই সেই প্রকৃতির পূর্ণত্বরূপ সিদ্ধিলাভ অত্র উপদিষ্ট হইতেছে। এইপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত আছে, সমাধিনামা বৈশ্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডিকা দেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহা হইতে বরলাভ করিয়াছিলেন যথা—

"তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥"

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ। যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদং সর্ব্বং ততং, মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি। ৪৬

অর্থ। যে প্রকৃতি হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি, যাহা কর্ত্তৃক এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত, মানব স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া তাহাকে উপাসনাপূর্ব্বক সেই সেই প্রকৃতির পূর্ণতারূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৪৬

আভাস। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহার বাসনা সকলও তদ্রূপ হইয়া থাকে; প্রকৃতি আত্মার বিভূতিরূপে এই দেহে এবং চরাচর জগতে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন; অতএব স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা মানব সেই সেই প্রকৃতির পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"যান্তিদেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥" ৯ অঃ, ২৫ শ্লোক।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ। বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্; স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি। ৪৭

অর্থ। গুণবিশেষরহিত আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতিতে অবস্থিতি, সাহংকারে কামসংকল্পপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। ৪৭

আভাস। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম; আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া তাহার অর্থাৎ সেই সেই প্রকৃতির পূর্ণত্ব সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মস্থ হইলে স্বধর্ম্মে অবস্থান হইয়া থাকে। ইহা বিগুণ, যেহেতু, প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মে বিশেষ কোনও গুণ বা কাম নাই, কারণ, ইহা সমতা মাত্রই করিয়া থাকে। পরধর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম; বিষয়গুণে আকৃষ্ট হইয়া সাহংকারে এবং কামসংকল্পযুক্ত হইয়া বিষয়গ্রহণ পূর্ব্বক রাগদ্বেষযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান হইয়া থাকে; গুণে মোহিত ও তন্নিবন্ধন কাম উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়গুলি পর বা শত্রুরূপী হইয়া থাকে, যথা "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু" ইত্যাদি, ৩ অঃ, ৪২ শ্লোক; এই ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা অপেক্ষা স্বভাবনিয়ত আত্মধর্ম্মই শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহাতে অহংকার না থাকায় কর্ম্মবন্ধন বা দুঃখ হয় না বরং আত্মপ্রকাশই হইয়া থাকে।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" ৩ অঃ, ৩৫ শ্লোক।

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥" ৪ অঃ, ২১ শ্লোক।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! সহজং কর্ম্ম সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ; হি (যতঃ) সর্ব্বারম্ভাঃ (সাহংকারেন কামসংকল্পেন চ অনুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি) ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেন আবৃতাঃ। ৪৮

অর্থ। হে কৌন্তেয়! আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না, যেহেতু অহংকার সহ ইষ্টানিষ্ট বিভাগ পূর্ব্বক

অনুষ্ঠিত কামসংকল্পযুক্ত কর্ম্ম, ধূম দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির স্থায় দোষে আবৃত। ৪৮

আভাস। আত্মপ্রকৃতির সমতা বা পূর্ণত্ব সম্পাদন করিবার জন্য নিরপেক্ষভাবে যে সকল কর্ম্ম আবশ্যক, তাহা লৌকিক আচার বিরুদ্ধ হইলেও পরিত্যজ্য নহে বরং কর্ত্তব্যই হইয়া থাকে, কিন্তু অহংকারযুক্ত হইয়া যশ, অযশ, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান আপাতঃ সুন্দর হইলেও পরিত্যজ্য।

কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে কোন্ কর্ম্ম আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ এবং কোন্ কর্ম্ম আত্মপ্রকৃতির পূরণ করিবে, তাহার নিশ্চয় হইয়া থাকে।

যে যে দেহে বা বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক যে যে বৃত্তি সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকলই "সহজ" বলিয়া উক্ত; দোষযুক্ত হইলেও তাহাদের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত হয় না।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ, সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি। ৪৯

অর্থ। যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, যাঁহার আত্মা স্ববশে আছে অর্থাৎ মোহপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গামী হয় না, যাঁহার কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই, তিনি (এবংকথিত) সন্ন্যাস দ্বারা শ্রেষ্ঠ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন। ৪৯

আভাস। কর্ম্মত্যাগ না করিয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্তৃত্বাভিনিবেশ-শূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তন্নিবন্ধন মনবুদ্ধিঅহংকারের যে পূর্ণত্বে এবং নির্লেপত্বে স্থিতি, তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি এবং সন্ন্যাস বলিয়া উক্ত হইতেছে। সর্ব্বসংকল্পত্যাগী, নির্ম্মম এবং নিরহংকার না হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি বা সন্ন্যাস কিছুই হয় না। ৩ অঃ, ৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" ৩ অঃ, ৪ শ্লোক।
"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥" ৬ অঃ, ৪ শ্লোক।
"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥" ৫ অঃ, ৭ শ্লোক।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি তথা সমাসেন এব মে নিবোধ, যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা। ৫০

অর্থ। হে কৌন্তেয়! তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মলাভ করেন, তাহা সংক্ষেপে আমা হইতে শ্রবণ কর, যাহা জ্ঞানের উত্তমা স্থিতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৫০

আভাস। জ্ঞান যখন জ্ঞেয়তে লয় হয়, তখনই শান্তি আসে; জ্ঞানের পরে ইহাই লব্ধব্য। ভাবের বা গুণের পূর্ণত্ব হইলে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় এবং সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" ১৪ অঃ, ২৭ শ্লোক।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥৫৩

অন্বয়ঃ। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য, বিবিক্তসেবী, লঘ্বাশী, যতবাক্‌কায়মানসঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ, বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (সন্), অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য, নির্ম্মমঃ, শান্তঃ, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫১-৫২-৫৩

অর্থ। যে বুদ্ধি বন্ধ এবং মোক্ষ উভয়কে জানে সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ ধৃতিদ্বারা (যাহার যাহা সত্ত্বা, তাহাতে অবস্থিতি তাহার পক্ষে সাত্ত্বিক হইয়া থাকে, এবম্বিধ সাত্ত্বিক ধৃতি দ্বারা), শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, রাগ এবং দ্বেষ ত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ অহংকার দ্বারা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট বা সদসৎ বিভাগ না করিয়া, বিবিক্তসেবী হইয়া অর্থাৎ কেবল কায়ে, কেবল মনে বা কেবল বাক্যের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া, মিতাশী হইয়া, কায়, মন এবং বাক্য সংযমপূর্ব্বক, বাহ্যাত্মা এবং অন্তরাত্মা উভয়ের যোগসম্পাদন করিয়া (বিষয়ে অনাসক্ত থাকিলে বাহ্যাত্মা বা কায়মনবাক্য এবং অন্তরাত্মা বা মনবুদ্ধিঅহংকার একত্রীকৃত হইয়া আত্মযোগ প্রাপ্ত হয়, ইহাই ধ্যানযোগ), অহংকার (অহংকর্ত্তা ইতিভাব), বল (ভোগার্থ কামরাগযুক্ত দুশ্চেষ্টা), দর্প (বাচিক অভিমান), কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ (দেহরক্ষার অতিরিক্ত বস্তুর গ্রহণাদি) ত্যাগপূর্ব্বক, মমতাপরিশূন্য, প্রশান্তচিত্ত মহাত্মা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির যোগ্য হয়েন।৫১-৫২-৫৩

আভাস। এই প্রকারের স্থিতি প্রাপ্ত হইলে মানসিক এবং বাহ্যিক যত কিছু কর্ম্ম হয়, সে সকলেরই ব্রহ্মত্ব হইয়া থাকে। আত্মা = অতধাতু সাতত্যগমনে ; সতঃ স্বতো ভাতীতি সাতত্যগমনম্ ; সংস্বভাবে ভাসিত অর্থাৎ আপন গুণে গমনাগমন রূপে যিনি আপনি বিকাশ হয়েন, তিনিই আত্মা ; বস্তুতঃ আত্মা এবং বিষয়ের পার্থক্যবশতঃ গুণই গমন ও আগমন করে অর্থাৎ আপনা হইতে বিষয় প্রকাশিত করিয়া পুনঃ আপনাতে আগমন করে। ইহাই আত্মা শব্দে বোদ্ধব্য।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

অন্বয়ঃ। ব্রহ্মভূতঃ, প্রসন্নাত্মা, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (ভূত্বা) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে। ৫৪

অর্থ। আত্মার পূর্ণত্বে অবস্থিত প্রসন্নচিত্তব্যক্তি শোক করেন না অর্থাৎ বাক্যমোহপ্রাপ্ত হয়েন না, অপ্রাপ্তবিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না; সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মে অহংকারপূর্ব্বক রাগদ্বেষের উৎপত্তি করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার নাশ সম্পাদন না করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মস্থিতি লাভ করেন। ৫৪

আভাস। প্রকৃতির একত্রীকরণ দ্বারা আত্মার সহিত অভেদে অবস্থিত হইলে ভক্তিমান্ আত্মস্থ হইয়া থাকেন। ভক্তিমান্ ব্যক্তি কায়মনবাক্যে যত কিছু করেন, সে সকলেতেই ব্রহ্মত্ব থাকে অর্থাৎ তাঁহার সকল কর্ম্মই পূর্ণ, তাঁহার চিত্ত সদাই প্রসন্ন, বাক্যের দ্বারা অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা পূর্ব্বক তিনি কখনও মুহ্যমান হয়েন না এবং তাঁহার মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বকালে স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। এই সকলই ব্রহ্মবিৎ এবং যথার্থ ভক্তের লক্ষণ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

অন্বয়ঃ। ভক্ত্যা অহং যাবান্ যঃ চ অস্মি মাম্ অভিজানাতি; ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং (মাং) বিশতে (পরমানন্দরূপো ভবতি)। ৫৫

অর্থ। এই অভেদ-ভক্তিদ্বারা আমি যাদৃশ এবং যৎস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন; তদনন্তর আমাকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন। ৫৫

আভাস। পূর্ণ-স্থূলপ্রপঞ্চ-বিশ্বরূপে এবং সূক্ষ্ম ব্যাপ্তিস্বরূপে আমি (আত্মা) যাহা, জীব ও আত্মা অভেদ, এই জ্ঞান বা ভক্তিদ্বারা

তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সকল বিষয়ে আত্মদর্শন হইয়া থাকে ; ইহাই তত্ত্বজ্ঞান ; এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে, অহং অভিমান বা অহংকার পূর্ণসত্তায় বিলীন হয় এবং পুরুষ স্বয়ং পরমানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

"যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিচ্ছেদো ভবেত্তত্ত্বে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥" উত্তরগীতা।

একাদশ অধ্যায়ে, ৫৪ শ্লোকের এবং নবম অধ্যায়ে, ২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ। সদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (সন্) মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদং প্রাপ্নোতি। ৫৬

অর্থ। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও মৎপরায়ণ (আত্মনিষ্ঠ) ব্যক্তি, মৎপ্রসাদে (আত্মপ্রসাদে) নিত্য এবং অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মাতে অবস্থিত হয়েন। ৫৬

আভাস। আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে সকল কর্ম্মেই চিত্তের প্রসন্নতা থাকে এবং তাহাতে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন ; বিষয় এবং ক্ষেত্রের বিভিন্নত্বহেতু কর্ম্মসকল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু যোগের দ্বারা সকলকর্ম্মই এক অব্যয় আত্মাতে লয় হইয়া আত্মদর্শন হইয়া থাকে ; আত্মা চিরকালই পূর্ণ, একরূপ এবং স্বপ্রকাশ, চিত্ত যোগপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া আত্মদর্শন ঘটিয়া উঠে না। গুণভেদে রসসকল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাহাদের সকলেরই লয়স্থান যে জিহ্বা, তাহা অবিভক্ত এবং পূর্ণ। রসসকলের বিগত অবস্থায় তাহাদের প্রকাশ থাকে না, কিন্তু জিহ্বার পূর্ণত্ব এবং প্রকাশ সদাই আছে ; কর্ম্মসকলও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াও এক আত্মাতে লয় হয় এবং আত্মা চিরকালই পূর্ণ আছেন।

পূর্ব্বলিখিত শ্লোকে জীবের আত্মাতে লয় দেখাইয়াছেন বলিয়া তদ্দ্বারা জীবের জড়সমাধি বা নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রাপ্তি আশঙ্কাপূর্ব্বক এই শ্লোকে এবং পরশ্লোকে কর্ম্ম করিবার ধারা পুনর্ব্বার উল্লেখ করিয়া ঐ আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭

অন্বয়ঃ। চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ (সন্) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব। ৫৭

অর্থ। মনবুদ্ধিঅহংকারের একত্রীকরণের দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক, মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞভেদে কর্ম্ম করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞমাত্র হইয়া অবস্থান করতঃ বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আমাতে বা আত্মাতে যোগযুক্ত হও। ৫৭

আভাস। বিষয়ে সদসৎরূপে বুদ্ধি বিভাগীকৃত হয়; সেই বিভাগীকৃত বুদ্ধির অবস্থিতি বা যোগস্থান চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিতি হইলে বুদ্ধির যোগ হইয়া থাকে এবং ঐ যোগযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি আত্মাকেই প্রকাশ করে, বিষয়কে প্রকাশ করে না, সেই হেতু, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মযোগ প্রাপ্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন। বিষয়ে যাইতে নিষেধ করিতেছেন, কারণ তাহাতে ক্ষরত্ব প্রাপ্তি হইয়া জন্মমৃত্যু ও পতন হইবে।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" ১০ অঃ, ৯-১০ শ্লোক।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮

অন্বয়ঃ। মচ্চিত্তঃ ত্বং মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি ; অথ চেৎ অহংকারাৎ ন শ্রোষ্যসি (তর্হি) বিনঙ্‌ক্ষ্যসি। ৫৮

অর্থ। আমাতে বা আত্মাতে যোগযুক্ত হইলে আত্মপ্রসাদপ্রভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ অতিক্রম করিবে, যদি অহংকারবশতঃ না শুন, তবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। ৫৮

আভাস। অহংকারের উৎপত্তি হইলে, রজোগুণবশতঃ ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনহেতু জন্মমৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়া অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করিবে এবং যদি আত্মাতে অবস্থান কর, তবে জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে।

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥" ২ অঃ, ৬৫ শ্লোক।

**যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥৫৯**

অন্বয়ঃ। অহংকারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে, তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এব ; ত্বাং প্রকৃতিঃ নিয়োক্ষ্যতি। ৫৯

অর্থ। অহংকারকে আশ্রয় করিয়া "যুদ্ধ করিব না" এই যাহা মনে করিতেছ, তোমার সে সংকল্প মিথ্যা, (কারণ) প্রকৃতি তোমাকে (তাহাতে) নিয়োগ করিবে। ৫৯

আভাস। অন্তর্নিহিত কর্ম্ম প্রকৃতি করিয়া থাকে এবং বাহিরের কর্ম্ম-সকল অহংকারযোগে সম্পন্ন হয় ; অন্তপ্র্রকৃতি পাকাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন না করিলে অহংকারপ্রকৃতি মিথ্যা বা নষ্ট হইয়া যায়, যথা—অহংকার করিয়া ভোজন করিলাম, কিন্তু যদি অন্তপ্র্রকৃতি উদরে পরিপাক না করে, তবে ঐ অহংকার দুঃখ উপভোগ করিয়া নাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই অধ্যবসায় মিথ্যা ; পুনশ্চ অন্তপ্র্রকৃতি যাহা প্রার্থনা করে, যদি অহংকার পূর্ব্বক তাহার ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে সে অধ্যবসায়ও মিথ্যা, যেহেতু

প্রকৃতি বলবতী, সে বলপূর্ব্বক তাহাকে সেই কর্ম্মে নিয়োগ করিবেই করিবে। অহংকারপূর্ব্বক আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জীব কতক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারে?

এই ক্ষেত্রে অর্জ্জুন অহংকারপূর্ব্বক ভীষ্মদ্রোণাদির নাশচিন্তা করিয়া মোহিত হইয়া বলিতেছেন, "যুদ্ধ করিব না"; কিন্তু যখন ভীষ্মদ্রোণাদি সকলে, "ভীত হইয়া যুদ্ধ হইতে অর্জ্জুন পলায়মান্ হইতেছেন", ইত্যাদি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিবেন, তখনই অর্জ্জুন মোহে অবশ হইয়া আত্ম-প্রকৃতির অনুরূপ প্রতিবাক্যাদি প্রয়োগ করিতে বা উত্তেজিত হইয়া শৌর্য্য-বীর্য্যাদি দেখাইতে ত্রুটী করিবেন না; অতএব অহংকারপূর্ব্বক "যুদ্ধ করিব না," এই অধ্যবসায় মিথ্যা, যেহেতু প্রকৃতি তাহাকে সেই কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে।

যদি বলা যায় যে, অর্জ্জুন এই সকল নিন্দাবাক্যে যদ্যপি বিচলিত না হয়েন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার অহংকারের (অহংঅভিমানের) নাশ হইয়াছে; যদি অহংঅভিমানের নাশই হইল, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুরই উৎপত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না; অতএব সে ক্ষেত্রে "যুদ্ধ করিব" বা "যুদ্ধ করিব না" কোন বিচারই উপস্থিত হইবে না; এরূপ স্থলে প্রকৃতিকর্ত্তৃক এই যে যুদ্ধযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদন হওয়াই বিধি; অহংকার না থাকিলে প্রকৃতিই কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বের হেতু হইয়া থাকেন।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০

অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ (সন্) অবশঃ ত্বং তৎ অপি করিষ্যসি। ৬০

অর্থ। হে কৌন্তেয়! অজ্ঞানবশতঃ যাহা করিতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজ বা আত্মপ্রকৃতিজ কর্ম্ম কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া, অবশ তুমি সেই সকলই করিবে। ৬০

আভাস। প্রকৃতির স্বরূপ না জানিলে জীব অজ্ঞানপ্রাপ্ত হয় এবং অহংকারের উৎপত্তি করে। কর্ম্মের উৎপত্তি এবং লয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে কি আবশ্যক এবং কি করিলে তাহার পূরণ হইবে, ইহা অবগত হইলে প্রকৃতির স্বরূপ জানা হইয়া থাকে এবং কর্ম্মে বন্ধন হয় না, নচেৎ মোহ উপস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। এই মোহই অহংকার অর্থাৎ বিষয়াভিমানী পুরুষাকাব বলিয়া উক্ত।

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥" ৯ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি, মায়য়া যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (তিষ্ঠতি)। ৬১

অর্থ। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর অর্থাৎ অহংরূপ কর্ত্তা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন; মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া (অবস্থান করিতেছেন)। ৬১

আভাস। মূলভূত ও অব্যক্ত পরমাত্মা হইতে ভূতগণের স্রষ্টা, ধারক এবং পালক দ্বিতীয় আত্মার সৃজন হইয়া থাকে; এই পূর্ণ অহংরূপ কর্ত্তাকেই ঈশ্বর শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই অহংকারই সমষ্টি-ভাবে সম্যক্‌দর্শী ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিভাবে ইন্দ্রিয়গত হইয়া অল্পজ্ঞ জীব হইয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বভূতে এই অহংভাব আছে, ইহা বলা হইতেছে। ভূত শব্দের অর্থ উৎপত্তিশীল ব্যষ্টি অহংভাব বা বাসনা। এই ব্যষ্টি অহংভাব বা জীবভাব মায়াদ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে। অপরিচ্ছিন্ন আত্মার পরিচ্ছিন্নত্বই মায়া বলিয়া উক্ত। "মা" শব্দ

অবচ্ছেদক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগহেতু, যে ইষ্টানিষ্টরূপ যোগমায়া বা ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়, পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু তাহাই মায়া এবং তাহাই ঈশ্বরের জীবভাব প্রাপ্তির কারণ। এই মায়া বশতঃ অনাত্ম-বস্তুতে আত্মজ্ঞানের আরোপ হইয়া থাকে এবং ঐ অহংকারই জীবভাবে ভিন্নাপ্রকৃতিরূপযন্ত্রে আরোহন করিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবশ বা মুগ্ধ হইয়া পরিচালিত হইয়া থাকেন।

"অমর্ত্ত্যঃ অমরণধর্ম্মায়মাত্মা মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মিণাভূতাত্মনা দেহেন সযোনিঃ সমানস্থানত্রয়পরিচ্ছেদকো দেহোঽস্তি তত্র সর্ব্বত্র সোঽয়মপি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। পরমাত্মৈব সূক্ষ্মশরীরোপাধিকঃ সন্ নানাবিধং কর্ম্ম কৃত্বা তদ্যোগায় জীবসংজ্ঞং লব্ধা শরীরত্রয়েন সম্বন্ধো লোকান্তরেষু সঞ্চরতি।" (সায়ণ ভাষ্য)।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎপরাংশান্তিংস্থানংপ্রাপ্স্যসিশাশ্বতম্ ৬২

অন্বয়ঃ। হে ভারত! সর্ব্বভাবেন তম্ এব শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং (চ) প্রাপ্স্যসি। ৬২

অর্থ। হে ভারত! সর্ব্বভাবে অর্থাৎ বিভক্ত ও ব্যষ্টি অহংকার একত্র করিয়া সেই সমষ্টি এবং পূর্ণ অহংরূপী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ অংশে না থাকিয়া পূর্ণে অবস্থান কর। তাঁহার প্রসাদে অর্থাৎ পূর্ণ অহংভাবে স্থিত হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইলে পরমশান্তি এবং আনন্দময় নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর এবং ভাব হইতে ভাবান্তর গমন করিয়াও পূর্ণ আত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। ৬২

আভাস। প্রকৃতির (বাহ্যপ্রকৃতি এবং অন্তর্প্রকৃতির পূর্ণত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক পূর্ণা আনন্দময় মূলা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইবার উপদেশ করিতেছেন। ইহাই শান্তি এবং ইহাই পরমপদ।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

অন্বয়ঃ। ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে আখ্যাতম্, অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। ৬৩

অর্থ। এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত জ্ঞান, আমি তোমাকে বলিলাম, বিশেষরূপে ইহার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর। ৬৩

আভাস। চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে রূপাদি বিষয়ের সংযোগ ও পূরণ হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা এক প্রকারের অব্যক্ত হইয়া থাকে, কারণ, কি প্রকার রূপ দেখিলাম, বাক্যের দ্বারা তাহা যথাযথ প্রকাশ করা যায় না; পুনশ্চ, সকল ইন্দ্রিয়ে সকল বিষয়ের পূরণজনিত সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান একত্রীকৃত হইয়া এক পূর্ণ অহংচৈতন্যে স্থিত হইলে, তাহা ঐ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত অর্থাৎ গুহ্য হইতে গুহ্যতর হইয়া থাকে, ইহা বলা হইতেছে। সেইজন্য পূর্ণ অব্যক্তে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে উপদেশ করিতেছেন, কারণ, তাহা হইলে মোহ উৎপন্ন হইবে না। এই অবস্থায় যে সকল ইচ্ছা আত্মাতে উৎপন্ন হইবে, সে সকল ইচ্ছা কর্ম্মান্তে আত্মযোগ প্রাপ্তি করাইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতিততো বক্ষ্যামি তেহিতম্॥৬৪

অন্বয়ঃ। সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু, মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ (প্রিয়ঃ) অসি ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। ৬৪

অর্থ। সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় (অব্যক্ত) আমার পরম বাক্য (আপ্তবাক্য) পুনরায় শ্রবণ কর, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, সেই জন্য তোমার হিতার্থে বলিতেছি। ৬৪

আভাস। অহংকার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে আত্মার রমনক্ষেত্ররূপে পরিণত হয় অর্থাৎ তাহাতে আত্মা প্রকাশ হয়েন বলিয়া আমার (আত্মার) প্রিয়, এই শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, নচেৎ পূর্ণে প্রিয়াপ্রিয় বা ইষ্টানিষ্ট বিভাগ নাই। অহংকারের আত্মযোগপ্রাপ্তি পরশ্লোকে বলিতেছেন; ইহাই গুহ্যতম এবং পবিত্র।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসিসত্যং তেপ্রতিজানেপ্রিয়োঽসি মে৬৫

অন্বয়ঃ। ত্বং মন্মনাঃ মদ্‌ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু, মামেব এষ্যসি; অহং তে সত্যং প্রতিজানে মে প্রিয়ঃ অসি। ৬৫

অর্থ। তুমি মদেকচিত্ত হও, অভেদবুদ্ধিযুক্ত হইয়া আমারই (আত্মারই) শরণাপন্ন হও, এবং আমিই (আত্মাই) ইষ্ট বা প্রাপ্তব্য, এই জ্ঞানযুক্ত হও, অর্থাৎ মনবুদ্ধি এবং অহংকার আমাতে (আত্মাতে) যুক্ত কর; (কায়মনবাক্যদ্বারা) আমাকে (আত্মাকে) নমস্কার কর অর্থাৎ আত্মাভিমুখীন্ হও; অর্থাৎ মনবুদ্ধিঅহংকার আমাতে বা আত্মাতে সংলগ্ন রাখিয়া কায়মনবাক্যে প্রকৃতির পূরণার্থ কর্ম্মসকল করিয়া যাও, (তাহা হইলে) আমাকে বা আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, (তুমি) আমার (আত্মার) প্রিয় অর্থাৎ রমন বা প্রকাশক্ষেত্র। ৬৫

আভাস। ৯ অঃ, ৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৬৬

অন্বয়ঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সর্ব্বান্ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মান্) পরিত্যজ্য একং মাম্ (আত্মানং) শরণং ব্রজ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সর্ব্বেভ্যঃ দুঃখেভ্যঃ) মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ। ৬৬

অর্থ। সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই (আত্মারই) শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; অনুশোচনা করিও না। ৬৬

আভাস। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্ম আশ্রয় করিতে উপদেশ করিতেছেন, তাহা হইলে কোন প্রকার পাপ বা দুঃখ কিম্বা কোন প্রকার অনুতাপ (বাক্যমোহ), কিছুই থাকিবে না। ৩ অঃ, ৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্ম শব্দের অর্থ স্থিতি; চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্ এই সকল ইন্দ্রিয়গণের শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক যে ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের আপন আপন বিষয়ে যে সংযোগ বা স্থিতি, তাহাই ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম শব্দে উক্ত হইতেছে; ইন্দ্রিয়ের বহুত্বনিবন্ধন ইন্দ্রিয়ধর্ম্মও বহু সুতরাং "সর্ব্বধর্ম্মান্" শব্দ বহুবচনান্ত হইয়াছে। আত্মস্থিতিরূপ আত্মধর্ম্ম এক, সুতরাং "একং মাম্" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" ২ অঃ, ৪০-৪১ শ্লোক।

কর্ম্মে যদি অহংকারের উৎপত্তি হয় এবং বুদ্ধি যদি বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিতি হইয়া থাকে এবং সুখদুঃখ-পাপ-পুণ্যাদির ভোগ হয়, নচেৎ অহংকার আত্মগত হয়েন এবং রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বাতীত হওয়াতে অমৃতত্ব লাভ করেন; অহংকারই ইন্দ্রিয়যোগে বিষয়ে যাইয়া রাগদ্বেষের উৎপত্তি পূর্ব্বক পাপপুণ্যের সৃষ্টি করে এবং অহংকার আত্মগত হইলে পাপপুণ্যের উৎপত্তি হয় না; অতএব অহংকারপ্রবর্ত্তিত রাগদ্বেষমূলক ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের ত্যাগ করিতে উপদেশ করিতেছেন, যেহেতু, অহংকার ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে না যাইলে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিবে এবং "আমি" (আমার অহংকার) আমাতে বা আত্মাতে অবস্থান করিবে অর্থাৎ আত্মগত হইবে; ইহাতে পাপপুণ্যের উৎপত্তি হইবে না এবং দুঃখেরও নিবৃত্তি হইবে।

"মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনাভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ॥" ইতি তন্ত্রম্।

বৈষ্ণবাচার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠ ভক্তিং সমাচরেৎ।
স এব বৈষ্ণবাচারঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতঃ॥"

"আত্মৈব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ সর্ব্বস্মাৎ তস্মাৎ আত্মৈব উপাসীত॥" (শতপথ ব্রাহ্মণ)।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ। য আত্মা অপহতপাপ্মা সো অন্বেষ্টব্যঃ। স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। আত্মেত্যেবোপাসিতঃ। আত্মানমেব লোকমুপাসীত॥" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্॥" (মনুসংহিতা)।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭

অন্বয়ঃ। ইদং (জ্ঞানম্) অতপস্কায় তে (তুভ্যং) ন বাচ্যম্; অভক্তায় (তে) কদাচন ন বাচ্যম্, অশুশ্রূষবে চ (তে) ন বাচ্যং; যঃ (অহংকারঃ) মাম্ (আত্মানম্) অভ্যসূয়তি (হিনস্তি) [তস্মৈ] ন চ বাচ্যম্। ৬৭

অর্থ। এই জ্ঞান তপস্যাহীন অর্থাৎ অসংযতেন্দ্রিয় তোমাতে প্রকাশযোগ্য নহে, অভক্ত অর্থাৎ ভেদবুদ্ধিযুক্ত হইলে কখনই প্রকাশযোগ্য হয় না, আত্মসেবাহীন হইলে প্রকাশযোগ্য হয় না; যিনি আমাকে বা আত্মাকে দ্বেষ করেন অর্থাৎ বিভাগ করেন অর্থাৎ যিনি নষ্টাত্মা, তাঁহাতেও প্রকাশযোগ্য নহে। ৬৭

আভাস। বাচ্যম্ = প্রকাশত্বাৎ বাচ্যমিতিপদং যোজিতম্; প্রকাশার্থে "বাচ্য" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অভ্যসূয়তি = আত্মনা আত্মানং হিনস্তি; আত্মাকে বিভাগ করিয়া এক আত্মার দ্বারা অপর আত্মাকে হিংসা করে অর্থাৎ বাহ্যাত্মা দ্বারা অন্তরাত্মাকে এবং অন্তরাত্মা দ্বারা বাহ্যাত্মাকে হিংসা করিয়া থাকে। শুশ্রূষামকুর্ব্বতে ইতি অশুশ্রূষবে; কায়মনবাক্যের দ্বারা

অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আত্মযোগ প্রাপ্ত হইলে শুশ্রূষা বা আত্মসেবা হইয়া থাকে, নচেৎ অশুশ্রূষা বলিয়া উক্ত হয়।

কায়মনবাক্য এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের একতা দ্বারা যাঁহারা আত্মাভিমুখীন্ হইতে পারেন না, তাঁহারা এই জ্ঞানের অধিকারী হয়েন না অর্থাৎ তাঁহাতে এই জ্ঞান প্রকাশ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮

অন্বয়ঃ। ইদং পরমং গুহ্যং (ইন্দ্রিয়াভ্যাং গোপনীয়ং কূটস্থমাত্মজ্ঞানমিত্যর্থঃ) যঃ মদ্‌ভক্তেষু (ময়ি আত্মনি ভক্তিমৎসু প্রত্যনুরক্তেষু মনোবুদ্ধ্যাহংকারাদিষু আত্মরতিঃ আত্মৈকবুদ্ধিঃ সূচিতা ভবতি তেষু) অভিধাস্যতি (অভিতো সর্ব্বভাবেন ধাস্যতি স্থাপয়িষ্যতি), সঃ ময়ি (আত্মনি) পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ (সন্দেহশূন্যঃ সন্) মাম্ (আত্মানম্) এব এষ্যতি (সংসারাৎ প্রকৃতিবন্ধনাৎ মুচ্যত এব)। ৬৮

অর্থ। এই পরম গোপনায় আত্মজ্ঞান, যিনি মনবুদ্ধিঅহংকারে সর্ব্বপ্রকারে স্থাপন করিবেন, তিনি আমাতে বা আত্মাতে অভেদভক্তিযুক্ত হওয়াতে সন্দেহশূন্য হইয়া আমাকে বা আত্মাকেই প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। ৬৮

আভাস। কায়মনবাক্যের কর্ম্মদ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকার একত্র হইলে ভক্তিযোগ হইয়া থাকে এবং তাহাতে আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন। বাহ্য এবং অন্তর এই উভয়ের একতাই আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এই অবস্থায় মন সংশয়শূন্য হয় এবং চিরশান্তি লাভ হইয়া থাকে।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥৬৯

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ চ মনুষ্যেষু কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ ন (অস্তি) ন চ তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ ভুবি ভবিতা। ৬৯

অর্থ। সেই হেতু মনুষ্যব্যতীত কেহই আমার (আত্মার) অত্যন্ত প্রিয় নাই, এবং তদপেক্ষা অন্য কেহ এই লোকে আমার (আত্মার) অধিকতর প্রিয় ভবিষ্যতে হইবে না। ৬৯

আভাস। মানসোদ্ভবাঃ মনুষ্যাঃ ; মনবুদ্ধিঅহংকারে প্রভবিত ভাবসকলই মনুষ্য বলিয়া উক্ত ; ইন্দ্রিয়কর্ম্মের দ্বারা মনবুদ্ধিঅহংকার একত্রীকৃত বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে উৎপন্ন সকল ভাবই আত্মপথ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একমাত্র আত্মাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে যথা—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" ৩ অঃ, ২৩ শ্লোক।

অতএব যোগপ্রাপ্ত ইহারাই (মনবুদ্ধিঅহংকার ও তাহাতে উৎপন্ন ভাবসকল) আত্মার প্রকাশ বা রমণক্ষেত্র হওয়াতে আমার বা আত্মার প্রিয় বলিয়া উক্ত হইতেছে, নচেৎ পূর্ণে প্রিয়াপ্রিয় বিভাগ থাকিতে পারে না। ভুবি শব্দের অর্থ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে।

পুনশ্চ, মনুষ্যদেহ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, কেবল মাত্র মনুষ্যেই পুরুষত্ব বা কর্ম্মকুশলতা দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্বারা প্রকৃতিবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক প্রকৃতিকে প্রকৃতিতে রক্ষা করিয়া আত্মস্থ হইতে পারা যায় এবং অবশিষ্ট সকল দেহই ভোগদেহরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে মাত্র। আত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মা কি পদার্থ তাহার ধারণা এবং আত্মার পূর্ণভাবে প্রকাশ, একমাত্র মনুষ্য দেহতেই সম্ভব, অন্য কোনও দেহে তাহা হয় না, অতএব এই কর্ম্মদেহযুক্ত মনুষ্যই আত্মার প্রিয়, ইহা বলা যাইতে পারে। যাহাতে যাহার প্রকাশ হয়, সেই তাহার প্রিয় হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যে আত্মা প্রকাশ হয়েন না, কারণ, যে মনুষ্য এই সর্ব্বোত্তম কর্ম্মদেহ প্রাপ্ত হইয়াও আত্মরতির জন্য চেষ্টিত হয়েন না, সর্ব্বদা বিষয়সুখে উন্মত্ত হইয়া সাহংকারে অবস্থান করেন, তাঁহার সহিত পশ্বাদির কোন প্রভেদ থাকে না, বরং তাহাদের অপেক্ষা অধমই হইয়া থাকেন ; তিনি ভোগমাত্র করিয়া যান এবং

জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া সংসারে ঘূর্ণায়মান হয়েন, কিন্তু যিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানিতে পারেন এবং প্রত্যেক কর্ম্ম আত্মাতে সমাপ্ত করেন, তাঁহাতেই আত্মা প্রকাশ হয়েন এবং তিনিই আত্মার প্রিয় হইয়া থাকেন। এই মনুষ্যদেহই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র যন্ত্র; অনেক পুণ্যের ফলে এই মনুষ্যদেহ লাভ হয় এবং অনেক পুণ্যের ফলে মানুষের আত্মলাভের জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে; অর্থাৎ আত্মস্থিতির জন্য সাধনযুদ্ধে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব আত্মার প্রিয় হইতে গেলে প্রথমে আত্মাকে প্রিয় করিতে হইবে, নচেৎ তাহা দুরাশা মাত্র।

"প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ভবন্ত্যন্যে প্রিয়া শিবে॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্তি আত্মহিতং যত্তু স ভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ॥" ইতি তন্ত্রম্।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥৭০

অন্বয়ঃ। যঃ চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে, তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ (নিশ্চয়ঃ)। ৭০

অর্থ। আর যিনি আমাদের উভয়ের (আত্মা এবং তদুৎপন্ন অহংকার, এই উভয়ের) স্থিতিশীলতার জ্ঞাপক, শব্দরূপে প্রকাশমান্ এই কথোপকথনাদি পাঠ করিবেন, তৎকর্ত্তৃক আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা জ্ঞেয় হইব, ইহাই আমার মত। ৭০

আভাস। অধ্যেষ্যতে=কায়মনোবাক্যেষু কর্ম্মণাং সমতাং করিষ্যতি পঠিষ্যতি বা; কায়মনবাক্যে কর্ম্মের সমতা এবং তাহাতে আত্মার উপলব্ধি করাই, এই শব্দের অর্থ।

শব্দেই সকলের উৎপত্তি, শব্দেই স্থিতি এবং শব্দই সকলের চালক; সুতরাং শব্দের দ্বারা ইহা অবগত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কায়মনবাক্যে স্বাধ্যায় করিলে, মনবুদ্ধিঅহংকারে জ্ঞান প্রকাশ হয় এবং তাহাতে আত্মা ইষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েন, ইহাই নিশ্চয় জানিবে।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃশুভাল্লোঁকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকর্ম্মণাম্।

অন্বয়ঃ। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১

অর্থ। শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ বাক্যে নিষ্ঠাবান্, অনসূয় অর্থাৎ দ্বেষ-দৃষ্টিবিহীন যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মা-দিগের মঙ্গলময় লোকসকল প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ দুঃখাভাবপ্রযুক্ত কায়মন-বাক্যাত্মক ত্রিলোকে শান্তি লাভ করেন। ৭১

"অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥" ১৩ অঃ, ২৫ শ্লোক।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অন্বয়ঃ। হে পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতং হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞানসম্মোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ। ৭২

অর্থ। হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে যদি ইহার কোন একাংশ শ্রবণ করিয়া থাক, (তাহা হইলে) হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহের কোন একাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। ৭২

আভাস। যদ্যপি একাগ্রচিত্তে সমগ্র শ্রবণ করিতে না পারিয়া কোন এক অংশ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে শ্রোতার মোহ কিয়ৎ পরিমাণেও যে বিদূরিত হইবে, ইহা বলাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

অন্বয়ঃ। অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা, (মে) মোহঃ নষ্টঃ, গতসন্দেহঃ (সন্) স্থিতঃ অস্মি; তব বচনং করিষ্যে। ৭৩

অর্থ। অর্জ্জুন বলিলেন। হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে স্মৃতি (আমি কি পদার্থ, এই আত্মচৈতন্য বা স্বরূপজ্ঞান) লাভ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল অর্থাৎ সংশয়শূন্য হইয়া আমি আত্মস্থিতি লাভ করিলাম; তোমার বাক্য পালন করিব। ৭৩

আভাস। আমি যে অহংকারে মোহিত হইয়াছিলাম সেই অহংকারের নাশ হওয়াতে আমি আত্মস্থিত হইয়াছি, রাগদ্বেষাদি শব্দ-মোহ আর আমাতে উৎপন্ন হইতেছে না, অতএব তোমার বাক্য আমি পালন করিব, ইহা বলিতেছেন। নির্ম্মম এবং নিরহংকার হইয়া এই প্রকার শ্রদ্ধা বা বাক্যে নিষ্ঠা হইলে আত্মার যথার্থ শরণাপন্ন হইয়া থাকে, ইহা বোদ্ধব্য; ইহাকেই আত্মবাক্য প্রতিপালন বলে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন, "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্", এই যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তৎকালে শ্রীভগবানের বা আত্মার যথার্থভাবে শরণাপন্ন হওয়ার পরিবর্ত্তে তিনি যে সাহংকারে মোহিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা পাঠক এখন বুঝিয়া লইবেন।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪

অন্বয়ঃ। সঞ্জয়ঃ উবাচ। ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্। ৭৪

অর্থ। সঞ্জয় বলিলেন। এইরূপে আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই অদ্ভুত লোমাঞ্চকর কথোপকথনাদি শ্রবণ করিয়াছি।৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগংযোগেশ্বরাৎকৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫

অন্বয়ঃ। ব্যাসপ্রসাদাৎ অহং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং শ্রুতবান্। ৭৫

অর্থ। ব্যাসদেবের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের নিকট হইতে এই পরমগুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥৭৬

অন্বয়ঃ। হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্যামি (লোমহর্ষং প্রাপ্নোমি)। ৭৬

অর্থ। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র (এবং) অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমার মুহুর্ম্মুহুঃ রোমাঞ্চ হইতেছে। ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

অন্বয়ঃ। হে রাজন্! হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ চ (ভবতি) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (লোমহর্ষং প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ)। ৭৭

অর্থ। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! হরির সেই অদ্ভুত রূপ (স্বরূপ বা বিশ্বরূপ) স্মরণ করিতে করিতে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারম্বার রোমাঞ্চ হইতেছে। ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥৭৮

অন্বয়ঃ। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ, ধ্রুবা নীতিঃ (ইতি) মম মতিঃ। ৭৮

অর্থ। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেইখানেই শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদির বিকাশ, বিজয় অর্থাৎ জয়লাভ, অনিমাদি অষ্ট-গুণপ্রাপ্তি ও স্থিরা ন্যায়প্রবৃত্তি আছে, ইহাই আমার ধারণা। ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষ-(মোক্ষসন্ন্যাস)-যোগো
নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তেষা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ওঁ তৎসৎ।



অথ শ্রীগীতামাহাত্ম্যম্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধরোবাচ।

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোঽপলিপ্যতে॥ ২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ॥ ৩
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ॥ ৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাদয়ঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ নারদোদ্ধব-পার্শ্বদৈঃ।
সমায়ান্তি তত্র শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৫
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥ ৬
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥ ৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা॥ ৯
যোঽষ্টাদশজপো নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১

ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥ ১২
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥ ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ॥ ১৫
গীতা পাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ১৬
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্ ॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

সূত উবাচ ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্ ।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীবরাহ-পুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।—(ওঁ তৎসৎ) ।

